সোল্‌জার্স ওয়াইফ

বা

সৈনিক-সীমন্তিনী

জর্জ্জ রেণল্ডস্ প্রণীত

বিলাতী সৈন্যবিভাগের জ্বলন্ত ইতিহাস।

"O Almighty God! wherefore do thy thunders sleep—why are thy lightnings at rest—when that being whom thou didst create after thine own image, is thus barbarously maltreated by his fellow men? Oh! when I was a girl, I read in books that this was a Christian country—that we were a humane people—that we had a good paternal government—and that the spirit of the laws revolted against acts of barbarism and oppression: —— Our Christianity is a mockery—our religion is a pretence—our laws are a delusion!,

G. W. M. Raynolds.

বঙ্গানুবাদক

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা

২।৩ নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেন হইতে

আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি-কর্ত্তৃক-প্রকাশিত

এবং

১১ নং যুগলকিশোর দাসের লেন

কালিকা যন্ত্রে

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

সন ১৩০০

গঠিতশব্দের তালিকা

স্ত্রী—

Miss Kitty	ক্ষেতী।
" Martha	মরুতা।
Mrs Sagden.	সগদ্দিনা।
" Browning	বরুণা।
Lady Adela	অতুলা।

স্থান—

Oakleigh	দারুপল্লি।
Manor House	জমিদার-বাড়ী।
Clive Hall	ক্লাইব-প্রাসাদ।

পুরুষ—

Mr Obadiah Bates	অবোধ বেতস
" Arden	অৰ্দ্ধন বা অৰ্দ্দন
" Davis	দেবীশ।
" Langley	লাঙ্গুলী।
" Mummery	মমারী।
" Heath Cote	হিৎকোট।
" Courtney	কর্ত্তনী।
" Mortimer	মূর্ত্তিমার।
" Seagrave	সিগ্রেভ।
" Fleecewell	ফিচেল।
" Selwyn	শালিবান।
" Wyndham	বিন্দুহাম।

রেণল্ডস্-গ্রন্থাবলী।

মেরীপ্রাইস (একটি দাসীর জীবন চরিত)

,,	প্রথম খণ্ড	মূল্য	।/০ আনা।
,,	দ্বিতীয় খণ্ড	,,	।/০ আনা।
,,	তৃতীয় খণ্ড	,,	।/০ আনা।
,,	চতুর্থ খণ্ড	,,	।/০ আনা।

সোল্‌জার্স-ওয়াইফ (সৈনিক সীমন্তিনী)

সম্পূর্ণ	,,	১ টাকা।

ফষ্ট (জর্ম্মাণ রাজ্যের ইতিহাস)

,,	১৲ টাকা।

ক্রমশঃ

লুসী ও ফ্রেডরিক, দূরে লাঙ্গুলী

সোল্‌জার্স্‌-ওয়াইফ

২১৮

প্রথম উচ্ছ্বাস।

আড়কাটি।

পাঠক! চল, একবার রাজধানীর সুদূরে কৃষকপল্লি দেখিতে যাই। এই সকল কৃষক পল্লি ভিন্ন ইউরোপের পূর্ণ মানচিত্র দর্শনে সিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব চল পাঠক, একবার পল্লিগ্রাম দেখিয়া আসি।

আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভের পূর্ব্বে পাঠকগণকে এক কথা স্মরণ করিয়া দিতে হইতেছে। এই আখ্যায়িকায় যে সকল স্থান ও যে সকল নরনারীর কথা বলা হইবে, আমরা আত্মরক্ষার জন্য সেই সকল স্থান ও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লইব। কেন একথা বলিতেছি, তাহা বোধ হয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে না। আখ্যায়িকাটি সত্য, তাই গ্রহদেবতাগণের বিষ-নয়নের তীব্র-জ্যোতিকে একটু ভয় রাখিতে হয়।

পল্লির নাম দারুপল্লি। এই পল্লিতে বহুদিনের পুরাতন কতক গুলি দেবদারু গাছ, শাখা প্রশাখা হারাইয়া 'তবু আমি আজও আছি' ইহা জানাইতেছে, বৃদ্ধ বনস্পতির সম্মান রক্ষার জন্য, তাই পল্লির নাম হইয়াছে, দারুপল্লি। পল্লিতে গৃহসংখ্যা এক শতের অধিক নয়, কিন্তু সকল গুলিই সাদা সিধা আনন্দ নিকেতন। বেশ আছে। হিংসাদ্বেষ নাই, দাঙ্গা হাঙ্গামা নাই, মামলা মকর্দ্দমা নাই; আপনার ক্ষেত খামারের শস্য, আপনার পরিশ্রমে আপনাদের জীবিকা; কৃষককুটিরে কৃষকেরা রাজার অপেক্ষাও উচ্চ সুখ ভোগ করিতেছে। এ সুখ ত আর কষ্টকল্পনার সুখ নয়। কৃষক হাসে, মনের আনন্দে খোলা প্রাণে; বড় লোক, বিষয়ী লোক, রাজা লোক, সব হাসে, ভাঁড়ের ভাঁড়ামীতে। এ দুই হাসিতে বড়ই তফাৎ বাদ!

ডাক্তার কলিসিয়ু গ্রাম্য চিকিৎসক। গাড়ী ঘোড়া নাই, সাইন বোর্ড মারা, শিশি ভরা আলমারী ওয়ালা ঔষধালয় নাই, "সকালে বিকালে বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ হয়" এমন একটু হাতের লেখা কাগজও দরজায় ঝুলান নাই। ডাক্তার নিজেই পকেটে

ঔষধের শিশি লইয়া হাঁটাপথেই রোগীর বাড়ী যাতায়াত করেন। প্রয়োজন হলে দু এক ফোটা ঔষধ বিনামূল্যেও দেওয়া আছে, কিন্তু সে সব অতি গোপনে। ডাক্তারের তিনটি মেয়ে—তিনটিই দয়াময়ী। পল্লির দ্বারে দ্বারে তাঁরা ভ্রমণ করেন, পীড়িতের সেবাশুশ্রূষা করেন। বিশেষ ছোট কন্যা ক্ষেত্রী আরও সুন্দরী! যেমন সৌন্দর্য্য, তেমনি মন, বিধাতার অপূর্ব্ব সমাবেশ। গ্রামের মাঝখানে বাজার। বাজারের প্রধান দোকানী, বেতস। ছোট একখানি নিচের ঘর। সেই ঘরেই দোকান।—দোকানী জাতিতে নাপিত, সুতরাং জাতীয় ব্যবসা ত আছেই, তা ছাড়া তিনি পল্লির গন্ধ দ্রব্যবিক্রেতা, পরচুলা প্রস্তুতকারক, এ ছাড়া পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রয়ও আছে। খুব বহুদিনের পুরাতন কতকগুলি দেবদারু কাঠের বাক্স উপর্য্যুপরি সাজিয়ে আল্মারীর আকারে রক্ষিত হয়েছে, তাতেই ঔষধের শিশি সাজান। ধুলা মাটিতে সে সব শিশির গায়ের লেখা পড়া যায় না। ঘরের খুঁটিতে পেরেকে ঝুলান একখানি মলিন সাইন্‌বোর্ড, তাতে লেখা আছে, "বেতসের নিজের ফরমাস্ অনুসারে আমদানী করা নূতন, আদি ও অকৃত্রিম শূকর বসা।" এই নূতন, আদি ও অকৃত্রিম বস্তু, গ্রামের খুব বৃদ্ধলোকেরাও কখন বিক্রয় হতে দেখে নাই। এই দোকানের পর রুটীর দোকান। রুটীর দোকানের মূল ধন, দু বস্তা ময়দা মাত্র। তার পর মাংসের দোকান। যাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তারা বলে, এই দোকানে এক এক খানা ভ্যাড়ার ঠ্যাং চার পাঁচ দিনই এক স্থানে অনড় অচল হয়ে বিরাজমান থাকে। দোকানী বলে, নিন্দুকের কথাই ঐ প্রকার। গ্রামের প্রান্ত ভাগে শুঁড়িখানা। বিক্রেতার নাম বসেল। সন্ধ্যার পর গ্রাম্য কৃষকেরা এই শুঁড়িখানায় সস্তা দরের ধেনোমদ খেয়ে আমোদ আহ্লাদ করে। গ্রামের অবস্থা এই প্রকার। গ্রামের মধ্যে একটি ছোট ধর্ম্মমন্দির আছে, পুরোহিত অর্দ্দন তাতে বাস করেন। প্রবাদ যে, ধর্ম্মযাজক খ্রীষ্টের জন্ম প্রসঙ্গটা এপর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ রাখ্‌তে অসমর্থ হয়ে, বাইবেল পাঠ বন্ধ করে দিয়েছেন।

পল্লির আধ ক্রোশ মাত্র দূরে একটি প্রাসাদ। এই সুন্দর প্রাসাদে ধনশালী চল্লিশ বৎসর বয়সের মোটা সোটা একটি জমিদার বাস করেন; নাম তাঁর স্যর আর্চ্চবল্ড। দারুপল্লি এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ গ্রামের ইনিই জমিদার, ইনিই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। জমিদার মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, এই যে অগণ্য প্রজা সাধারণ, এরা যেন তাঁহারই সুখের পথ কণ্টক শূন্য কোত্তে, তাঁহারই সুখের ষোলকলা পূর্ণ কোত্তে, বুকের রক্তে তাঁর বিষয়তৃষ্ণা দূর কোত্তে একান্ত বাধ্য। বিধাতার যেন ইহাই ইচ্ছা। পরিবারের মধ্যে জমিদারের এক একুশ বৎসরের ... আর বছর ত্রিশ বত্রিশের এক কুমারী ভগ্নী। গৃহিণী ত আছেনই।

১৮২... সালের মে মাস। যে গাড়ী মালপত্র এবং লোকজন নিয়ে মিডিণ্টন হোতে দারুপল্লিতে ... করে, একদিন সন্ধ্যাকালে সেই গাড়ী এসে শুঁড়িখানার সামনে

দাঁড়িয়ে গেল। এই খানেই গাড়ির আড্ডা। কার কি মালপত্র আসে না আসে, তাই জানবার জন্য সকালে বিকালে এই শুঁড়িখানার সামনে একটা বেশ রকমসই জটলা জমে যায়। সেই জটলার মধ্যে গাড়ী খানা এসে দাঁড়াল। সৈনিকের পোশাক পরা একটী ভদ্রলোক গাড়ী হতে তুড়কী লাফ দিয়ে অবতরণ কোল্লেন। যে সব লোক দাঁড়িয়ে ছিল, কোম্পানীর পোশাকপরা লোকটিকে দেখে সকলেই দু হাতে সেলাম বাজালে। ভদ্রলোকটী নেমেই সইসকে বোল্লেন, "আমার জিনিস পত্র সব নিয়ে এস।" জিনিস পত্র? একটী ছোট কাগজের পুলিন্দা! লোক গুলি ত দেখেই অবাক! তত বড় ভদ্র লোক, সঙ্গে অন্ততঃ আধ ডজন বাক্সপেটারাও থাকতে হয়, সভ্যতার খাতিরে অন্ততঃ অধিকারীর নাম লেখা একটা বড় ব্যাগও থাকতে হয়, ভদ্রলোকটীর সে সব কিছুই নাই! ছোট একটী পুলিন্দা নিয়েই সহিস তাকে শুঁড়িখানায় রেখে এল। এদিকে ভদ্রলোকটির রুচির তীব্র সমালোচনায় বেতন বোল্লে "কোম্পানীর পোষাক পরা লোক, নিত্য নিত্য ক্ষৌরকার্য্যের বরাদ্দ থাকা আবশ্যক। বিশেষ সৈনিকপুরুষ, সর্বদাই হাড় গোড় ভাঙার সম্ভাবনা, এক শিশি আমার নিজের আমদানি করা শূকরের চর্ব্বি পকেটে পকেটে থাকা বিশেষ প্রয়োজন।" রুটিওয়ালা বোল্লে "ভদ্র লোক যদি হন, ভালমন্দ খাওয়া যদি অভ্যাস থাকে, তা হলে আমার নূতন কলের নূতন ময়দার নরম রুটি, এ ত তাঁর চাইই চাই।" বিচক্ষণতার সহিত মণিহারীর দোকানী মাথা নেড়ে বোল্লে "লোকটার এ দেশে আসার বিশেষ কারণ আছে। হয় ত সিপাই জুটাতে এসেছে। আহা, গরিবের ছেলেরা, চাষবাস কোরে খায়, এখনি তাদের নিয়ে একটা ঘোরতর টানাটানি বেধে উঠবে। সাধে সাধে প্রাণটাকে তরবারের ধারে রাখতে কে চায়, বল না?" তৎক্ষণাৎ পল্লির আবালবৃদ্ধবণিতার কর্ণগোচর হলো, শুঁড়িখানার বারান্দায় একজন সিপাই ধরা জমাদার এসেছে!

জমাদারটী শুঁড়িখানার বারান্দায় এক খানা বেত ছেঁড়া কেদারায় বোসে মাটির পাইপে তামাক খাচ্ছেন, সম্মুখে দেবদারু টেবিলে, আধ বোতল দেশী মদ আর একটা মাটির পেয়ালা বিরাজ কোচ্চে।

সিপাই ধরার প্রসঙ্গ পল্লির মধ্যে প্রচার হোতেই, সাহসী বালক বালিকারা, তার সঙ্গে দুই একটি ধেড়ে মেয়ে এবং তাদের খবরদারির অছিলায় দুই এক জন বৃদ্ধ লোক শুঁড়িখানার জানালার কাতার দিয়ে এসে দাঁড়াল। জমাদারের তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। সন্ধ্যা হোয়ে এল, কাজেই আপাতত দর্শন লালসাকে অতি কষ্টে নিরোধ কোরে এই অপূর্ব্ব দর্শনের দ্রষ্টারা আপনার বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে বেতসের একটা দোকানে। খাস বৈঠক বোসে গেল। বেতস এই দারুপল্লির প্রত্যাদেশকর্ত্তা।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

প্রণয়ীযুগল।

এদিকে যখন এই ঘটনা, অন্য দিকে তখন আর একটী ঘটনা ঘটে। চল পাঠক, দেখিয়া আসি। সন্ধ্যা এখনও হয় নাই, পল্লির কোনও স্থানেই এখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে নাই, পল্লির অদূরে, একটী নির্ঝরিণীর তীরে, কৃষকের বেশে একটী যুবা পুরুষ। যুবা পরম সুন্দর। সমস্ত দিনের পরিশ্রম, সমস্ত দিনের প্রতপ্ত রৌদ্র ভোগ, যুবার মুখে কিন্তু অবসন্নতা নাই। যুবার কাল কাল চুল, বড় বড় চক্ষু, পরিণত এবং পরিমিত দেহ। যুবা কৃষকের সন্তান, কিন্তু এসংসারে তাহার আর কেহ নাই। একটী বিধবা বাল্যকাল হোতেই পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কোরে এসেছে। বাল্যকালে এই করুণাময়ীর অনুগ্রহে, যুবা কিছু দিন গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হোয়েছিলেন। গুরুমহাশয়ের গুরুগিরিবিদ্যা অতি অল্প দিনেই এই অনাথ বালকের আয়ত্বে এসেছিল। কেমন বালকের প্রতিভা, চেয়ে চিন্তে, পড়া বই পোড়ে ১৮ বৎসর বয়সের মধ্যে যুবা বেশ লেখা পড়া শিখেছিলেন। দৈবের নির্ব্বন্ধ! যুবা ঘরে ছিলেন না, রাত্রে আকস্মিক আগুণে বৃদ্ধার ঘর দ্বার সব ভস্মিভূত হোয়ে যায়। বৃদ্ধাও সেই আগুণে আত্মাহুতি দিয়ে অভাগা যুবার একমাত্র সুখ শান্তি—একমাত্র আশ্রয় চিরদিনের মত নষ্ট করেন। যুবা তখন ছিলেন গ্রাম্য পাঠশালার সহকারি শিক্ষক। সেই আশ্রয় চ্যুত হোয়েই যুবা গ্রামের ভূস্বামী আর্চ্চবল্ডের কৃষি কার্য্যে নিযুক্ত হন। যুবার নাম ফ্রেড্রিক।

নির্ঝরিণীর উপর একটী কাষ্ঠের সেতু, সেতু পর পারে একটী ভুবনমোহিনী বালিকা। পাঠক, এবার রূপ বর্ণনা করিব। কবির বর্ণনা নয়, স্বভাবের বর্ণনা নয়, জমিদার আর্চ্চবল্ডের দেবীশ নামক নাজিরের ২১ বৎসর বয়সের কন্যার রূপ বর্ণনা। তোমরা হয়ত মনে করিবে, এ বর্ণনা কল্পনা, কিন্তু বাস্তবিক এ কল্পনা নয়। বালিকার নাম লুসী। লুসী সুন্দরী, লুসী ভুবনমোহিনী, লুসীতে সৌন্দর্য্যের সীমা। দেবীশ সর্ব্বদাই মনে করে, "এমন সুন্দরী কন্যা, জমিদারকুমার [illegible] অবশ্যই [illegible] করিবেন। নাজির আছি, হয়ত তখন সমস্ত জমিদারীর [illegible] আমার উপরেই পড়িবে। গ্রামের সকলে

বোল্‌বে, আমি হয় ত তত বড় কার্য্য সুচারুরূপে চালাতে পার্ব্ব না, কিন্তু হাতে যখন এসে যাবে, ভারটা যখন নির্ঘাতরূপে আমার ঘাড়ে পোড়ে যাবে, তখন অবহেলে—অবহেলে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ কোর্ব্ব।' লুসী সুন্দরী কি না, তা তার পিতার এই স্বগত চিন্তাতেই প্রকাশ। দেবীশের বড় ইচ্ছা, পিয়াদার সর্দ্দারিটা ছেড়ে দিয়ে, সে একবার ভদ্রলোক বোলে পরিচয় দেয়।

ফ্রেডরিক দ্রুতপদে সেতু অতিক্রম কোরে, প্রীতিভরে লুসীর হস্ত ধারণ কোরে কাতর হোয়ে বোল্লেন, "লুসি! আজ তোমাকে আমি শেষ দেখা দেখ্‌তে এলেম।" বালিকা আশার সুখ প্রবাহ মধ্যে একটা চোরা বালি দেখে মুষড়ে গেল! কাতর হোয়ে, আপনার ছোট ছোট বাহু দুখানিতে যুবার কণ্ঠপরিবেষ্টন কোরে বোল্লে "সে কি ফ্রেড? ব্যথা পেয়েছ বুঝি? ব্যথা দিতেই লোকে সংসারে আসে, ব্যথা দিয়েই সুখী হয়, তা—তা হোয়েছে কি?"

"দেখ লুসি! খুব বড় আশাই কোরেছিলেম। সংসারের দশ জন যেমন হেসে খেলে বেড়ায়, তুমি আমিও সেই রকম বেড়াব,—এমন লুব্ধ আশা আমি কোরেছিলেম; কিন্তু অভাগা আমি, ত্রিজগতে ত আমার আর কেহ নাই, আমার সুখে কে সুখী হবে? কোন্ দূর দেশের পথিক আমি, তোমার ছায়ায় আমি শ্রান্তি দূর কোত্তে বোসেছিলেম,—শান্তি পেয়েছিলেম, কিন্তু ছায়া যে তরুর অধীন।"

কতকক্ষণ নীরবে দুজনে সেই তটিনীতটে পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেন। প্রণয়ীযুগলের পাছে চিন্তার ব্যাঘাত হয়, সেই জন্য তরঙ্গিণীতীরের ঘাস গুলি, প্রেমিক প্রেমিকার কোমল পদাঘাত নিঃশব্দে সহ্য কোত্তে লাগ্‌ল। তারা এতে কতই না সুখী!

এ প্রেমের নায়ক একটী কৃষক যুবা; নায়িকা কৃষকবালা। পাঠকের হয়ত তৃপ্তি না হোতে পারে, কিন্তু নাচার। নায়ক নায়িকার পোষাকী ভালবাসা, মাজাঘসা, রং গিল্টি করা ভালবাসা, উপন্যাসের পক্ষে উচিত বটে, কিন্তু বলিয়াছি ত, ইহা নিরবচ্ছিন্ন উপন্যাস নয়। এমন নির্দ্দোষ ভালবাসা, হাব ভাব হা হুতাশ ছাড়া হেঁয়ালী শূন্য সরল ভালবাসা, পাঠক কি দেখিবেন না? নিরব তরঙ্গিণীতীরের সেই স্বভাবনিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে যুবা বোল্লেন "বিদায়ের দিনে নীরবে কেন প্রিয়তমে? ভগবানের ইচ্ছা, ইচ্ছাময় তিনি, তাঁর ইচ্ছার প্রতিকূলে ত মানুষের শক্তি চলে না, কাজেই নীরবে সহ্য ভিন্ন আর কি আছে?" বালিকা আরও কাতর হোয়ে, চোক ভরা জলে টসটসে মুখখানা যুবার মুখের উপর রেখে জিজ্ঞাসা কোল্লে "আমি ত এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। প্রাণাধিক, কেন এত কাতর হোয়েছ? তোমার কাতরতা, তোমার ব্যথা, আমি কি তার অংশ পেতে পারিনা?"

উদাস হাসি হেসে, ভ্রুভঙ্গী কোরে যুবা বোল্লেন, "সে যে দুঃখের অংশ, সে যে নির্ঘাত

বজ্রাঘাত, তোমার কোমল প্রাণে তা কি সয়? তবে ঘটনাটা যতটুকু পারি, বলি। আজ দশটার সময় মাঠে ছিলেম, মাঠের খাটনি খাট্‌ছিলেম, হটাৎ শুন্‌তে পেলেন, রেড-বর্ণের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। চীৎকার কোরে আমার মনিবপুত্র বোল্লেন, "এই রে গোলা-মের গোলাম্, শুন্‌তে বুঝি পাস্ না? কাণ দুটো বুঝি তোর কালা হোয়ে গেছে? শুনে যা। চট্ কোরে আমার হুকুম তামিল কোরে যা।' লুসি! তাঁদেরই অন্নে আমার জীবন, তারাই আমার প্রভু, কিন্তু একি গর্ব্বের আহ্বান? সহ্য কোল্লেম। অভিবাদন কোরে নিকটে গেলেম, প্রাণের কথা প্রাণের মধ্যে লুকিয়ে আদেশের প্রার্থনা কোল্লেম. উত্তর পেলেম "চাকর তুই, নফর তুই, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা? ঘোড়ার চাবুক খানা পোড়ে গেছে, তুলে দিবি, তার জন্য পাক্কা তিন মিনিট কাল আমি খাড়া দাঁড়িয়ে? অতি বেকুব তুই।" তখনও কাতর হোয়ে বোল্লেম, "সেকি মহাশয়, ঈশ্বরের দিব্য, আমি শুন্‌তে পাই নাই। মনিব আপনি, প্রভু আপনি, আপনার আদেশ লঙ্ঘন করার সাধ্য আমার কি আছে?" এতেও তাঁর চৈতন্য হলো না, এতেও প্রাণের কথা তিনি বুঝ্‌লেন না, ধমক দিয়ে বোল্লেন, "সমান উত্তর? নিমক হারাম! বদমাইস! বেইমান!" অধৈর্য্য হোলেম, আর দাঁড়াতে পাল্লেমনা, আর শুন্‌তে পাল্লেম না, পড়া ছড়ি খানা তুলে দিতে পাল্লেম না, চলে গেলেম। দেখ্ লুসী, আর কত সহ্য হয়! বেতন পাই, কাজ করি। তার উপর যে কৃতজ্ঞতা, সে ত স্নেহভক্তির কথা; কিন্তু সংসারের লোক বেতনের চাকরদের কেন কৃতদাস বোলে জ্ঞান করে? রেডবর্ণ তখনই প্রস্থান কোল্লেন, বোলে গেলেন, আজিই যাতে আমি এ গ্রাম ত্যাগ কোরে যাই, তিনি তা কোর্ব্বেনই কোর্ব্বেন। শরীর আছে, পরিশ্রম কোল্লে উদরান্নের জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু তুমি; তুমি লুসী, তুমি যে আমাকে বেঁধে রেখেছ। তোমার প্রেম, তোমার ভালবাসা, তোমার প্রীতিতে আমি যে ডুবে গেছি!"

"হতভাগিনি!" মুগ্ধ প্রেমিকপ্রেমিকা চম্‌কে উঠলেন! লুসির পিতা পিয়াদার সর্দ্দার দেবীশ স্বভাবকর্কশ স্বরে বোল্লেন, "হতভাগিনি! এই তোর বুঝি সান্ধ্য ভ্রমণ? এই বুঝি তোর সরলতা? কলঙ্কিনী তুই। আর তুই হতভাগা ছোঁড়া, তুই আমার সুখের আকাশে কাল রাহুরূপে উদয় হোয়েছিস্; যা চোলে যা। রেডবর্ণের হুকুম, কুমার বাহা-দুরের হুকুম, আজিই তাঁর এলেকা ছেড়ে চোলে যা।" দেবীশ দৃঢ়মুষ্টিতে কন্যার হস্ত ধারণ কোল্লেন। অতি ধীরস্বরে ফ্রেডরিক বোল্লেন, "মহাশয়! আপনার কন্যাকে আমি কলঙ্কিনী করি নাই, ভালবেসেছি মাত্র। পরস্পরের মধ্যে কেবল ভালবাসার —"

"চুপ্ চুপ্। ও সব ন্যাকামী রেখে দে। এই নে তোর পনের দিনের বেতন।" বেতনের টাকা কটী ছুড়ে ফ্রেডরিকের দিকে ফেলে দিয়ে, লুসীকে বলপূর্ব্বক টেনে নিয়ে

দেবীশ অগ্রসর হোলেন। আহা! চার চক্ষেই জল, চার চক্ষেই সকাতর দৃষ্টি, চার চক্ষেই দারুণ মোহ! লুসী চোলে গেল, বেতনের অর্থ পোড়ে রইল; যুবা আত্মহারা! হতাশার দারুণ আঁধার যুবার হৃদয় আচ্ছন্ন কোরে দিলে। সন্ধ্যার নিবিড় আঁধার যুবাকে যেন লুকিয়ে ফেল্লে। এ আঁধারে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

শুঁড়িখানার বারান্দা।

রাত ৯ টা। শুঁড়িখানার বারান্দায় ফর্সা কাপড় পরা অনেক গুলি মদের অতিথি। অতিথির সংখ্যা মস্তক গণনায় দ্বাদশটী। সেই ভদ্রলোকটী এই অতিথি শ্রেণীর এক পাশেই বোসে আছেন। বয়স ৪৫ কি তারও দু এক বৎসর অধিক, গোঁপদাড়ী খুব ছোট ছোট, মাথার চুল কোঁক্ড়া কিন্তু খুব ঘন নয়। ভদ্রলোকটী আপন মনেই তামাক খাচ্ছেন, অতিথিদের সঙ্গে বাক্যালাপ হোচ্ছে, খুব কম। সে সভায় বেতস আছেন, রুটীওয়ালা আছেন, মুচি আছেন, জেলে আছেন, পিয়াদা আছেন, কেরাণী আছেন, আরও কেহ কেহ আছেন। বেতসের বহু প্রশ্নের পর ভদ্রলোকটী নাম বোল্লেন, লাঙ্গুলী। নেশাটা বেশ মাত্রাসই হোয়ে আস্তেই লাঙ্গুলী বোল্লেন, "তোমরা বুঝি সৈনিকজীবনের কষ্টের কথা বোল্‌ছ? এ জীবন বড় সুখের জীবন। এই দেখ না কেন, তোমরা নিজের অবস্থা বিশেষে কেহ হেঁটে, কেহ বা ছকড়ে সহর দেখ্‌তে গেলে, আর সৈনিকপুরুষেরা যান সর্ব্বদাই জুড়ি গাড়ীতে, দেশ দেশান্তরে। আর তারা খায় কি; উৎকৃষ্ট বীর সরাপ, খাটি ময়দার রুটী, পরিস্কার সাদা আচ্ছা মিষ্ট চিনি, আর তাজা ভ্যাড়ার কচি কচি ঠ্যাং। এ সমস্তই বে খরচায়। পোসাক পরিচ্ছদ, তাতেও আমাদের সিকিপয়সা ব্যয় নাই। অতি সুখ, অতি সুখ। এই ত, ত্রিশ বৎসর কাল এই বিভাগে আমি কাটিয়েদিলেম। সরকারী পয়সা, কিন্তু তাতে আমাদের অধিকার আছে আঠার আনা। এই ত ভদ্রলোক তোমরা, লেখা পড়া যান, বুদ্ধি বিবেচনা আছে, অবস্থার চক্রে পোড়েই না তোমাদের গেলাসের বরাদ্দ? তা না হোলে বোতল বোতলই কেন সাবাড় কর না, কি তাতে এসে যায়? আচ্ছা থাম, থাম। সরকারী টাকা আমার কাছে বিস্তর আছে, আমি

এখনি তার যে কৈফিয়তী খরচ কোরে দেখাচ্ছি তোমাদের। দাও ত হে সুঁড়ি মহাশয়! এই সব ভদ্রসন্তানদের একবার ঢালাও হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট মদ দাও ত।" সুঁড়িখানায় একটা রৈ রৈ পড়ে গেল। সুঁড়ি মহাশয়ের কটা গোঁপের নীচে, দাঁতের মাঝে হাসি আর ধরে না যে!

মদের আসর একদম সরগরম! লাঙ্গুলী কার্য্যসিদ্ধির সূচনায় মাটির পাইপে খুব গোলদার ধুমা উড়িয়ে বোল্লেন "সম্মানিত সভ্য মহাশয়েরা, একটা কেবল বড় দুঃখ। দুঃখই বা কি এমন; এই যে সৈনিকের মূল্যবান পোষাকটা আমার গায়ে টাইট চড়ান আছে দেখছ, এটা গায়ে দিয়ে মিথ্যা কথা বলবার হুকুম নাই। আমরা যা বলি, তা নির্ভেজাল সত্য। আদালতে, রাজার মজলিসে একজন সৈনিকপুরুষ যে জবানবন্দী দেয়, লক্ষপতির হলপ জবানবন্দী তার কাছে ফুঁয়ে উড়ে যায়। ভেবে লও তোমরা, আমরা কেমন সুখের পদে পদস্থ। তোমরা স্ত্রীপুত্রদিদিমাসী নিয়ে একটা জটলা কোরে আছ, তোমাদের কাছে হয় ত বেখাপ লাগবে, তা লাগুক, কিন্তু সত্য কথাই আমাকে বোল্‌তে হবে, দেশদর্শন হয় কত! আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস দেখা যায় কত! রত্নাকর পৃথিবী, খুঁজে ঢুঁড়ে নিতে পাল্লে, এখানে না মিলে কি? এই যে দুধ, যার এক ফোটার জন্য সহরের বড় বড় ধনীর ছেলেরা ডা ডা করে; এক একটা স্থানে সেই দুধের গাছ আছে কত? ইচ্ছামত দু দশ সের পান কর না কেন, সে কি ফুরায়?" মনে আসছে, আবার আস্‌ছে না ভাঙ্গিতে চিন্তা কোরে, জমাদ্দার লাঙ্গুলী বোল্লেন "হাঁ হাঁ, মনে পড়ে গেছে। সে বারে আমার যে দ্বীপটায় গিয়েছিলেম, তেমন দ্বীপ আর দেখি নাই। এই যে মদটা তোমার এখন খাচ্ছ, ঠিক এই রকম কি এর চেয়েও কিঞ্চিৎ শরেস্ মদ, গাছে পাওয়া যায়। গাছের রস সেটা। অতি সুন্দর সুপানীয় সে জিনিসটা। বমির আশঙ্কা নাই, খেতে বুক জলে না, বেহুস নেশা হতেই জানে না। যে টুকু তোমার দরকার অর্থাৎ যে টুকুতে তোমার প্রাণে পূর্ণানন্দ আসে, মাপে মাপে ঠিক সেই টুকু গোলাপী নেশা!"

মথা নাড়া দিয়ে, অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে, নরসুন্দর বেতর্স বোল্লেন "হাঁ হাঁ, আমার স্মরণ হয়, ঐ রকম একটা গল্প আমি সংবাদপত্রে পাঠ কোরেছিলেম বটে।"

আপনার উপাখ্যানে হুঁ পেয়ে, সার্জ্জেণ্ট লাঙ্গুলী বোল্লেন "তবে আপনার বেশ লেখা পড়া বোধ আছে, আপনি বুঝতে পার্ব্বেন। আর ফল কত? আপনারা যখন ভদ্রলোক, তখন ফল আপনার বেশ ভালই বাসেন?"

কেরাণী বোল্লেন "আজ্ঞে যথার্থ অনুমতি কোরেছেন, অভাবে আমড়া ফলটা আমার নিত্য ভোজনের তালিকাতে লেখাই আছে।" পুরোহিত বোল্লেন "কলা ফলটা বড় উপাদেয়।" মণিহারী বোল্লে "যা বল আর যা কও, আলু ফলটা মন্দ নয়। বুঝেছেন মহাশয়,

এটা বড় আটপৌরে ফল।" চামার আপনার বুকে এক দুই কোরে তিনটি চাপড় দিয়ে বোল্লে "তেঁতুলের থাট্টার মত চাটনী আমি আর দেখি নাই।"

"এ সব ফল অতি প্রচুর।" গম্ভীর বদনে জমাদার বোল্লেন "এসব যে ফল, এ সব ফল ত গাছে গাছে। বিশেষ সাহারা নামক ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রদেশে রুটি ও আলু একই গাছে রাশি রাশি ফলে।"

এবার সর্ব্ব সাধারণের মুখে প্রতিধ্বনি হলো, "আপনাদের জীবন বড় চমৎকার!"

চুরোটে একটি হাপ্‌টান দিয়ে লাঙ্গুলী বোল্লেন "তার পর বেতনের কথা? সে অপরিমিত! বাস্তবিকই সে অপরিমিত। কিছুই ত ব্যয় নাই, সপ্তাহে সপ্তাহে, এক সপ্তাহও বাদ নাই, প্রতি সপ্তাহে ১৩ সিকে! এই দেখ না," লাঙ্গুলী পকেট হতে কতক-গুলি টাকা বার কোরে, তাতে একটা ঝঙ্কার তুলে বোল্লেন "এতে কি দরকার? খরচ কাকে বলে, তা আমরা জানি না।" এপর্য্যন্ত বোলে, শুঁড়ির প্রতি ফিরে চেয়ে বোল্লেন "ওহে গৃহস্বামি, দুএক পাত্র প্রথম চোলাই করা সেম্পিন—আচ্ছা, থাম্ থাম। আমি এই সকল ভদ্র সদ্বংশকুলতিলকগণের সহিত পরিচয় কোরে পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হয়েছি। এঁরা আমার সম্মুখে আর একবার রাজ্যেশ্বরের নামে সুরাপান করুন। দু পাত্র আন্‌তে বোল্‌ছিলেম, দু গ্যালন নিয়ে এস, কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র!"

সকলেই অবাক! হায় হায়! কেন এ ঝক্‌মারী, কেন এ চাস বাস দোকান পাট, কেন এ পসারী মজুরী, এমন সুখের চাকরীও কি কেহ ছাড়ে! সৈন্য ধরা জমাদার সভ্যগণের দিকে দৃষ্টি পাত কোরে বোল্লেন "বেশ স্থান আপনাদের। কাল কিন্তু আমার এক উপকার কোত্তে হবে। একজন ভাল নরসুন্দর—কেশসংস্কারক চাই আমার,—যে কদিন থাকি, নিত্য নিত্যই তাকে চাই, আমি।"

বেতস একহাত উঁচু হয়ে অভিবাদন কোরে বোল্লে "সে ত আমি স্বয়ং।" কেশ সংস্কারক শব্দটা, বেতসের সাধের আহ্বান। লাঙ্গুলীকে সাধের সম্ভাষণে সম্ভাষণ কোত্তে শুনে, অধিকতর আনন্দিত বেতস বোল্লে "সব নূতন—সব নূতন সান্! ভাল ভাল ধরণের খুর, কুসম কুসম গরম জল, গায়ের ছামড়া নরম করার উৎকৃষ্ট সাবান, পরিষ্কার ধোপা কাচা তোয়ালে, ব্যবসায়ীর মত কার্য্যতৎপরতা, নূতন ঘরে বানান নূতন শূকরের পরিষ্কার নূতন চর্ব্বি!"

সন্তুষ্ট হয়ে জমাদার বোল্লেন "তা আমি তোমাকে দেখেই চিনেছি। তোমার কেতা কায়দা দেখে ঠিক অনুমান কোরেছি, ভদ্র লোকের সঙ্গে কার কারবার করা তোমার অভ্যাস আছে। যদি কোনও লোক আমার দলে ভর্ত্তি হতে আসে, তাকেও রোজ রোজ ক্ষৌরি হতে হবে। তারও দাড়ি গোঁপ ঠিক আমার মত কোরে রোজ রোজ এক জন

তোমার মত ভাল কেশসংস্কারককে দিয়ে সংস্কার কোরে নিতে হবে। সংস্কারক পাবেন, প্রতি জনে দশ দশ টাকা। এই যে, মদটাও এসে পোড়েছে।"

বাস্তবিকই চোকে মুখে কালি নিয়ে মুচি বসেল মদের মত একটা রূপো টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলে; গাঙ্গুলী [illegible] স্বহস্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] ক্রটিত্ব। সুরাপান শেষ কোরে, এক মাথা [illegible] [illegible] সকলে [illegible] কোলাহল [illegible] পরদিন রুটীওয়ালার পত্নী গ্রাম-গেজেট শ্রীমতী মমারা [illegible] [illegible] [illegible] এই গাথা সালঙ্কারে কীর্ত্তন কোরে এলেন। [illegible] সে তার [illegible] [illegible] নিমন্ত্রণ আছে, ততবড় সেনাপতি যে তাঁর স্বামীর করমর্দ্দন কোরেছেন, সে কথা ও বুঝিয়ে দেওয়া হলো। পল্লীর প্রতি কণ্ঠে ধ্বনি উঠলো, সেনাপতি। সেনাপতি। সেনাপতি।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

পিতাপুত্রী।

লুসীর পিতা দেবীশ বেশ মানানসই মানুষ। বয়স পঞ্চাশ হয়েও আর পাচ, কিন্তু শরীরের বেশ দৃঢ়তা আছে। দেবীশকে দেখলে, সে যে একজন খুব গুণ্ডা সণ্ডা ছিল, তা বেশ বুঝা যায়। কর্কশ স্বর, কাল এক তাড়া গোপ, ছোট কিন্তু খুব তেজাল দুটি চক্ষু, আর মাথার মাপের প্রায় আদখানা জোড়া দুই বিরাট কাণ। কপালে বড় বড় শির, কাণের মধ্যে গোছা গোছা চুল, নাকের উপরটা, উটের পিঠের মত উঁচু।

দেবীশ বিধবা বিবাহ কোরেছে। লুসীর মাতা লুসীকে খুব ছোট রেখেই এ সংসার ত্যাগ করেন, লুসী প্রতিপালিত হয়, তার বিমাতার যত্নে। বিমাতা বিমাতা ছিলেন না, সদ্বংশে বনেদী ঘরে তাঁর জন্ম, বেশ লেখা পড়া জানতেন, সভ্য রীতিনীতিতে বেশ দখল ছিল, তিনি লুসীকে তাঁর মত সর্ব্বগুণে গুণবতী কোরেছিলেন। এই গেল পরিবার পরিচয়, এখন পূর্ব্ব প্রসঙ্গ দেখা যাক।

দেবীশ আগে, লুসী পশ্চাতে, সেই নদীতীর হতে ফিরে আসছে। অনেকক্ষণ, প্রায় অর্দ্ধপথ নীরবে এসে, দেবীশ বোল্লেন "লুসী, তুমি এখন বুঝতে পেরেছ? তুমি অতি গর্হিত কাজ কোরেছ। পিতা আমি তোমার, তুমি আমার বিনা অনুমতিতে সেই অকর্ম্মা

ছোঁড়ার সঙ্গে এই রকম গোপনে নির্জ্জন সাক্ষাৎ কর? সে কি তোমার ভালবাসা লাভের যোগ্য পাত্র?"

"পিতা, বোলেছি ত, আমি তাঁকে ভালবাসি। জীবনের সহিত—প্রাণের সহিত সে ভালবাসা! আমি ত অন্যের ভালবাসা জানি না।"

"বস্ বস্। চমৎকার বক্তৃতা কোরেছ। এমন ধরণের প্রেমপ্রীতি, নাটকেই ভাল মানায়, কাব্য কবিতায় শোভা পায়; তুমি আমি সংসারের মানুষ; এতে লাভালাভ ক্ষতিবৃদ্ধি দেখ্‌তে হয়। আমি তোমার পিতা, আমি তোমার প্রতিপালক, আমার দিকেও একবার চাইতে হয়।"

"পিতা! আমি ত তোমার মনে ব্যথা দিতে চাই না। তুমি কষ্ট পাও, এমন কাজ আমি ত করি না; কিন্তু পিতা, তাঁকে যে আমি ভালবাসি। তাঁর নির্ম্মল চরিত্র, তাঁর অসীম গুণ——"

"গুণের পরিচয়? যথেষ্ট! যথেষ্ট! এক জন নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়েকে মজান, এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মাথায় দুর্ভর কলঙ্ক প্রস্তর চাপান, একজন পদস্থ লোকের কন্যার সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ, আর গুণের কথা কত বলা যায়!"

লুসী নিরব। লুসী এত দিনে বুঝেছে, গোপনে সাক্ষাৎ, সেটা বড় দোষের কথাই বটে! দেবীশ বোল্লেন "দেখ লুসি! তোমাকে আমি স্নেহ করি,—ভাল বাসি!"

বাটীর দরজায় এসে উপস্থিত। দাসী মরুতা দরজা খুলে দিতে, পিতা পুত্রীতে গৃহ প্রবেশ কোল্লেন। লুসী আপনার ঘরে গিয়ে একবার প্রাণ ভোরে কেঁদে নিলে। রোদন সে ভুলে গিয়েছিল, রোদন সে বহুদিন করে নাই, আজ তাই লুসী প্রাণ ভরে রোদন কোল্লে। আবার দেবীশ এসে উপস্থিত। দেবীশ মাথার উর্দ্ধমুখ চুলগুলি আরও উর্দ্ধে উঠিয়ে সেই হাত আবার পকেটে রেখে কেদারায় বোসতে বোস্‌তে বোল্লেন "দেখ লুসী, আমি কতবার বোলেছি, কন্যা তুমি, তোমাকে আমি ভালবাসি। এ পল্লিতে, এ দেশের মধ্যে রূপেগুণে তুমি অদ্বিতীয়, এজন্য আমি গর্ব্বিত। ভগবান তোমাকে রূপ দিয়েছেন, গুণ দিয়েছেন, তার কি একটা পুরস্কার নাই? এত রূপে গুণে গুণবতী তুমি, সেই আধ পাগ্‌লা ছোঁড়া—সেই চাল নাই চুলো নাই অকর্ম্মা হাতির মত চাষাটা, সে কি তোমার এই রূপগুণের যোগ্য পাত্র? আমি তোমাকে রাজরাণী কর্ত্তে চাই। মুখের রাজরাণী নয়, পিতা মাতার সোহাগের রাজরাণী নয়, সত্য সত্য রাজার গৃহিণী, বুঝেছ লুসী? আমি তোমাকে সেই স্ত্রীলোকের একমাত্র আরাধনার সুখ, রাজরাণী কোর্ত্তে চাই।"

লুসী একথার এক বর্ণও বুঝে নাই। সত্য সত্য রাজরাণী—রাজার গৃহিণী, সে আবার

কেমন? আতে আবার সুখ কি? লুসী যে সুখের স্বাদ পেয়েছে, তার চেয়ে উচ্চ সুখের কল্পনা তাহার মাথায় আসে না। লুসী অবাক!

দেবীশ বোল্লেন "বোকা মেয়ে, এ কথাটাও আর বুঝতে পাল্লে না? তবে খুলে বলি। কেমন লুসী, কথাটার জটিলতা বেশ পরিষ্কার কোরে দি। তুমি যাতে জমিদারের গৃহিণী হও, তার চেষ্টায় আমি আছি। আশাও পেয়েছি। তুমি আছ এখন একজন গ্রাম্য ভদ্রলোকের কন্যা, হবে তখন জমিদার-গৃহিণী। আমি আছি এখন একজন উচ্চপদস্থ নাজীর, অবশ্য এটা আমার খুব সম্মানের পদ, কিন্তু তখন হব আমি, জমিদারের শশুর। বৃদ্ধ জমিদার, যার কাছে এখনও আমাকে যোড়হাত কোত্তে হয়, তিনি হবেন আমার সাধের বৈবাহিক, প্রাণের ইয়ার! এ চেষ্টায় আমি আছি। দেখ, বুদ্ধিমতী তুমি, চিন্তা কোরে দেখলেই বুঝবে, আমি তোমার কেমন পিতা। সময় দিলেম, বুঝে দেখ।"

দেবীশ গৃহ ত্যাগ কোরে চোলে গেলেন। লুসীর মুখে কথাটি নাই। লুসীকে দেখতে দেবীশ কতবার এসেছেন, লুসী কখনও বিনা অভিবাদনে তাঁকে এক দিনও যেতে দেয় নাই, আজ তা হলো। বিনা সম্মানে—বিনা অভিবাদনে আজ লুসী পিতাকে বিদায় দিলেন। অভিবাদন কোত্তে তিনি পাল্লেন না। একি ভুল?

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

জমিদার-পরিবার।

এই অবসরে একবার আর্চ্চবল্‌ড পরিবারের বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক। জমিদার আর্চ্চবল্‌ড পঞ্চাশ বৎসরের মাঝারী আড়ার সেকেলে ধরণের লোক। সাবেক চাল চলন, প্রাচীন দাঁড়া দস্তুর, পুরাতন বনেদী বড়লোকের পোষাকপরিচ্ছদে বড়ই অনুরক্ত। নূতন প্রথার আগমনে দেশের যে সর্ব্বনাশ হচ্ছে, তা তিনি সর্ব্বদাই বোলে থাকেন।

জমিদার গৃহিণী, স্বামীর প্রায় দশ বৎসরের কনিষ্ঠ, কিন্তু সুন্দরী। এমন সুন্দরী যে, দারুপল্লির সৌন্দর্য্য গাথায় তিনিই একমাত্র আদর্শস্থানীয়া। জমিদারগৃহিণীর বিশ্বাস, এ জগতের লোক কেবল তাদের সুখের পথ নিষ্কণ্টক করবার জন্যই জন্মগ্রহণ কোরেছে।

জমিদারপুত্র রেডবর্ণের বয়স একুশ বৎসর মাত্র। অতি ক্ষীণ দেহ, অতি কুৎসিৎ চেহারা। এমন কুৎসিত তিনি ছিলেন না, স্বভাব দোষে তিনি আপনার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত নষ্ট কোরে ফেলেছেন। পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা জমিদার ভাল রকমই কোরেছিলেন, অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে তাঁকে ভর্ত্তি কোরে দেওয়া হয়েছিল, চাকর নফর নিযুক্ত কোরে দিয়ে বড় বাড়ীতে বেশ সুখে সচ্ছন্দে রেডবর্ণকে রেখেছিলেন তিনি, কিন্তু রেডবর্ণের দুর্ব্বুদ্ধি, স্কুলের হাজিরা বহিতে তাঁর নামের গায়ে অনুপস্থিত ভিন্ন ত্রিশ দিনের এক দিনও উপস্থিত শব্দ দেখা যায় নাই। রেডবর্ণ প্রতি দিন কাঁটায় কাঁটায় দশ বাজ্‌লে বাসাবাড়ী হতে কেতাব পত্র নিয়ে নিত্য নিত্যই বেরুতেন, কিন্তু হাজিরা দিতেন, এক বারাঙ্গণার শয়ন গৃহে। বড় লোকের ছেলে বোলে রেডবর্ণের একটা প্রবাদ ছিল, যে সব বকাটে ছেলে কাপ্তেন ধোরে আপনাদের ইয়ারকার ষোল কলা পূর্ণ করে, রেডবর্ণ অচীরে তাদের জীবনবন্ধু হয়ে উঠ্‌লেন। উন্নতির উপর উন্নতি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মদে মাসে বদখেয়ালীতে রেডবর্ণ মূর্ত্তিমান হয়ে উঠ্‌লেন, শরীর নষ্ট হয়ে গেল!—মনের উৎসাহ গেল, স্মৃতি গেল' রেডবর্ণ যবস্থব হয়ে উঠ্‌লেন। ক্রমে এ সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেল, কর্ত্তাগৃহিণী সুযুক্তি কোরে পড়ার পায়ে সেলাম দিয়ে গুণধর ঘরের ছেলে ঘরে এনে ফেল্লেন। অল্প দিন হলো, রেডবর্ণ বাড়ী এসেছেন।

সংসারে আছেন এক পিসি। আর্চ্চবল্‌ডের ভগ্নী তিনি।—পিসি বিবাহ করেন নাই।—দুষ্ট লোকে বলে, যৌবনের প্রণয়ে হতাশ হয়ে, পিসি প্রণয়ের পালা সাঙ্গ কোরে দিয়েছেন, কিন্তু পিসিকে যারা অনেক দিন হতে দেখে আসছে, তারা একথার ঘোরতর প্রতিবাদ করে। পিসি তাঁর ভ্রাতৃবধূ হতেও এক পাচ বৎসরের কম, কিন্তু পিসির শরীরের কোনও স্থানেই যৌবনের চিহ্ন নাই। পিসি বেজায় বেমানান লম্বা, পিসির গলাটা বড় ছিনে, পিসির পা দুখানা বেয়াড়া বড়, পিসির শরীর যেন চাম্‌ড়া মোড়া হাড়ের ঠাট! পিসি বড় কথা কন না, যা দু একটি কথা তাঁর মরা মানুষের মত সাদা ঠোঁটে বেজে উঠে, তা বড় তীব্র!—দোষীরা পিসিকে বড় ভয় করে।

জমিদার বাড়ীতে একটা মজলিস্। সভা সমিতির মজলিস্ নয়, আপনারাই সকলে মজলিস্ কোরে বোসেছেন। জমিদার মর্ণিং পোষ্ট সংবাদপত্রের নিত্যনিয়মিত গ্রাহক, তিনি তাই পোড়্‌ছেন, গৃহিণী আর পুত্র শুনছেন, পিসি খুব একখান উচু কেদারায় পা ঝুলিয়ে বোসে দু এক কথা বোল্‌ছেন। পুত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কোরে জমিদার বোল্লেন "তোমার কালেজের ইয়ার দাম্বুদ যে ধর্ম্মযাজক হলেন?"

"সে আবার কি? লম্বা তাল গাছ, কড়ি মাথায় ঠেকে, সে যে বড় হাস্যাস্পদ হবে। তাকে দেখেই যে লোক হেসে খুন হবে!"

"তুমি যদি সেখানে থাক, তা হলে সে হাসির আগের দোয়ার তুমিই হবে।" পিসির এই উত্তর। ভ্রাতুষ্পুত্র পিসিকে থোড়াই গ্রাহ্য করেন, তিনি বোল্লেন "সে যেমন লোক, তাতে তার সৈন্যবিভাগ অবলম্বন করা উচিত, বীর সে।"

"যেমন তুমি।" খুব ছোট জোরে এই টুকু পিসির মন্তব্য।

"আমার ইচ্ছা, আমিও যাই। সৈন্য বিভাগে প্রবেশ কোল্লে বেশ থাকা যায় ভাল; পিতা! তোমার কি মত?"

গম্ভীর বদনে জমিদার বোল্লেন "আমার এতে পূর্ণ সম্মতি।—যৌবনে এক এক বার ঐ বিভাগটায় ঘুরে আসা ভাল; তাতে অভিজ্ঞতা জন্মে।"

গৃহিণী বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "বল কি তোমরা! এ সব কি কু প্রসঙ্গ? জমিদারের ছেলে; প্রজাদের নিয়ে মামলা বোর্কে, খাজনাপত্র দেখ্‌বে শুন্‌বে, বিদেশে যাবে কেন? বিশেষ সৈন্য হলে কোন দূর দেশে যেতে হয়, হয় ত ভারতবর্ষেই যেতে হবে, গরজ কি এত? বিশেষ যদি যুদ্ধ হয়!—তাতে প্রাণের আশঙ্কা আছে যে?"

পিসি বোল্লেন "যুদ্ধ কালে ছেলে তোমার তাঁবুতে থাক্‌বে, কোন চিন্তা নাই।"

গ্রাম্য পুরোহিত অর্দ্ধন এসে উপস্থিত। এক জন সৈন্যসংগ্রহকারী আড়কাটি এসেছে, শুঁড়িখানায় আছে সে, এ সংবাদ অর্দ্ধন বর্ণনা কোল্লেন। জমিদারের তাতে সম্মতি আছে। তিনি বোল্লেন "বেশ ভাল কাজ হয়েছে। তুমি বরং এর উপকারিতা সম্বন্ধে খবরের কাগজে একটা বেনামী প্রবন্ধ লেখ। সপ্তাহে সপ্তাহে রবিবারের প্রার্থনার মধ্যে ঐ কথাটা তুমি অবশ্য অবশ্য যোজনা কোরে দিও। প্রজা সাধারণ সব গরীব হয়ে পোড়েছে, পেটে খেতে পায় না, তাতে সর্ব্বদাই খাজনা বৃদ্ধির জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করে, কতক লোক পাৎলা হয়ে যাক্। হয় অধিক অর্থ নিয়ে সংসারের সচ্ছল করুক, না হয় এক দিকে চোলে যাক। যদি খোরাকিটেও আমার এই রাজ্যের মধ্যে জমে যায়, এমন ঘটনা যদি দু এক বার ঘটে, তা হলে আগামী সনে বরং এখনকার দ্বিগুণ খাজনাও তারা দিতে পার্ব্বে। তুমি এ বিষয়ে দুকথা যেন কইতে ভুলে যেও না।" অর্দ্ধন যে ইতিপূর্ব্বেই সে কাজ কোরেছেন, তা তিনি জানালেন। সন্তোষে সন্তোষে অর্দ্ধন বিদায় নিলেন।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

সৈন্যধরা আড়কাটি।

পর দিন প্রভাতে নরসুন্দর বেতস আড়কাটি মহাশয়ের ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কোরে দিলেন। পুরস্কারে পেলেন, নগদ একটি টাকা! এক মুখ হাসি হেসে বেতস বোল্লেন "ভাঙানী দিব কি?" পরমকৌশলী লাঙ্গুলী বোল্লেন "না না, সে সব কেন? তোমার যেমন চমৎকার হাত, তাতে একটাকাই তোমার যথার্থ বেতন।" বেতসের আনন্দের সীমা নাই। পুনঃ পুনঃ অভিবাদনে আড়কাটির শিরোমণিকে সন্তুষ্ট কোরে, বেতস আপনার দোকানে ফিরে এলেন।

আড়কাটি মহাশয় শুঁড়িখানার সম্মুখে পদচারণ কোচ্ছেন। কত লোক চাসের সরঞ্জাম নিয়ে মাঠে খাটতে যাচ্ছে। আড়কাটি স্বয়ং স্বগত বোলছেন "আহা! বেচারা! লোহার মত শরীর, এদের কপালে বিধাতা সুখ লিখেন নাই। লিখেন নাই বা কি কোরে বলি, বুদ্ধির দোষে এরা দুঃখ দারিদ্রের ঝড়ে মারা যেতে বোসেছে বৈত নয়?"

কত লোক শুনতে শুনতে চোলে গেল; কেবল দুজন কৃষকের কাণে লাঙ্গুলীর ঐ সখের বাণী যেন মধুর গুঞ্জনে বেজে উঠলো। একজন বোল্লে "দুঃখ কি পাই মশায় সাধে সাধে? আপনারা বড় লোক, আপনাদের কথা স্বতন্ত্র; গরীব আমরা, সমস্ত দিন রোদ বৃষ্টিতে তেতে ভিজে, ভূতখাটুনী খেটেও দুবেলার পোড়া রুটীর সংস্থান হয় না। আমাদের এ দুঃখ কি যাবার?"

"আহাহা, এই ত তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধি! কসুর মাপ। রাজার অপেক্ষাও উচ্চ সুখে, খুব ভাল রকম পান ভোজনে ইচ্ছা কোল্লেই তোমরা থাকতে পার। চেষ্টা নাই তোমাদের, সে কি ভগবানের দোষ?"

কৃষক ফ্যাল্ ফ্যাল্ কোরে চেয়ে রইল! দ্রুতপদে কৃষকদ্বয়ের দুখানি হাত ধোরে লাঙ্গুলী বোল্লেন “স্বদেশী তোমরা, তোমাদের দুঃখে আমার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদে। আমিও প্রথম প্রথম তোমাদের মত ঐরকম বোকা ছিলেম, তার পর চৈতন্য যখন হলো, জ্ঞান যখন পৌঁছিল, তখন সৈন্য বিভাগে প্রবেশ কোল্লেম।, রাজার হালে থাক্‌লেম। ছিলেম একজন পেটি সেনা, হয়েছি এখন সর্দ্দার সেনাপতি। এখন মনে কর, আমার কথায় দশজন লোক মরে বাঁচে। এস, তোমরা আমার বাসায় এস। সব কথা তোমাদের বলি। আহা! দেখ দেখি, সকালে বোধ হয় একটু লবন দিয়ে চা ভিজের জল, তাও হয় ত জুটে নাই। উপায় থাকতে কেন তোমাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি?”

কৃষকদ্বয় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুঁড়িখানায় গিয়ে উপবিষ্ট হলো। আড়কাটি মহাশয় স্বীকার পেয়েছেন, তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীকে আদেশ দিলেন, ভাল মদ, এখনিকার রাঁধা গরম গরম মাংস, আর মাখন মাখান রুটি। যেমন অনুমতি, তৎক্ষণাৎ প্রতি পালন। রুটি মাংস খেয়ে, মদের দু এক পাত্র উদরস্থ কোরে, তাড়িখোর কৃষক দুটি বেইক্তার হয়ে গেল। লাঙ্গুলী তখন মাটির পাইপের ধুমে ঘরটা অন্ধকার কোরে দিয়ে, হেঁকে হেঁকে বোল্লেন “এই যে খাবার আজ তোমরা খেলে, সৈন্য বিভাগে এই রকম খাবার ত নিত্য নিত্য বরাদ্দ আছেই, তা ছাড়া প্রতি শুক্রবারে ক্লারেট মদ, ভেড়ার মাস্, আর বাছুরের জিব! আমি কিন্তু তোমাদের ভর্ত্তি কোরে নিতে পারি, তোমাদের দশজনের পিতামাতার আশীর্ব্বাদে ভগবান আমাকে সে ক্ষমতা দিয়েছেন, তবে স্ত্রী পরিবারের জন্য চিন্তা। তাও আমি বাবস্থা কোত্তে পারি। আপাততঃ বরং অগ্রিম দাদন বোলে পঁচিশ পঁচিশ টাকা নগদ দিতে পারি। সেখানে ত আর এক পাই পয়সাও ব্যয় নাই, যেমন মাসিক বেতন পাবে, অমনি তখনই বাড়ী পাঠাবে, কেমন, রাজি আছ?”

কৃষক দুটির প্রাণ তখন সাদা হয়ে গেছে, যে মদের জন্য তারা শুঁড়িখানার চারধারে ঘুরে ঘুরেও এক ফোটা পায় নাই, সেই মদের পূর্ণ গ্লাস তাদের হাতে! তখনি স্বীকার হয়ে গেল। নাম লিখে নিয়ে, নগদ দাদনের টাকা দিয়ে শুঁড়িখানার এক ঘরে তাদের জমাদার তাদের কোরে রাখলেন। আট চল্লিশ ঘন্টা পরে, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাদের নাম রেজেষ্টরী হয়ে গেলেই, তারা চালান যাবে। রেজেষ্টরী হবে, গ্রাম্য জমিদারের নিকট। তিনিই এখানকার ভার প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট।

শিকার প্রাপ্তে গর্ব্বিত আড়কাটি মহাশয় পুনরায় শুঁড়িখানার বারান্দার সম্মুখে পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেন। একটি বিধবা অশ্রুপূর্ণ নয়নে সম্মুখে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে একটি পুত্র আর একটি কন্যা। জমাদারের লাল পোষাক দেখে ছেলে মেয়ে দুটি বিধবার পশ্চাতে লুকিয়ে, আড়ে আড়ে ভয়ে ভয়ে চাইতে লাগলো। বিধবা বোল্লে “মহাশয়!

দরিদ্রের সম্বল, বিধবার এক মাত্র আশ্রয়, সে আশ্রয় আপনি ভেঙে দিবেন না। অভাগিনী আমি, বিধবা আমি, সেইটি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। ছেলে মানুষ সে, তবুও নির্দ্দয় ভগবান তারই উপর এই অপগণ্ডদের ভার দিয়েছেন, তারই পরিশ্রমের উপর এই অনাথ পিতৃহীন বালক বালিকা, আর অতি পাতকিনী দুর্ভাগিনী আমি, আমাদের দীন জীবিকা নির্ভর কোচ্চে! তাকে আপনি ত্যাগ করুন। ভদ্র সন্তান আপনি, বড় লোক আপনি, প্রাণ ভিক্ষা দিন।" অভাগিনী অশ্রুজলে যেন আপ্লুত হয়ে গেল। গম্ভীরবদনে আড়কাটি মহাশয় বোল্লেন "আমার হাত নাই। নাম তাদের রেজেষ্টরী হয়ে গেছে।"

"রেজেষ্টরী হয়ে গেছে! কি সর্ব্বনাশ! আপনি তবে আমাদেরই পাখীর বাসা ভাঙতে এসেছিলেন! আপনি তবে——"

"তফাৎ তফাৎ। এ সব সরকারী কার্য্য, আমি সরকারী প্রধান কর্ম্মচারী; এতে বাধা দিলে আমি তোমাকে পুলিশে দিব। পালাও—তফাৎ যাও।"

বিধবা কাঁদতে কাঁদতে—দীর্ঘ নিশ্বাসের উষ্ণতায় পথের বাতাস উষ্ণতর কোরে বাড়ী ফিরে গেল। পল্লির মধ্যে হাহাকার!

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

ফ্রেডরিক

এক সপ্তাহ শ্রীমান আড়কাটি লাঙ্গুলী দারুপল্লিতে পদার্পণ কোরেছেন। এই এক সপ্তাহ কালের মধ্যে তিনি কৃতকার্য্য হয়েছেন বিস্তর। দিন পড়তায় প্রতিদিন একটি। বেতসের বক্তৃতাই তার মূল। ফ্রেডরিক কর্ম্মচ্যুত হয়ে পর্য্যন্ত, বেতসের দোকানের এক চালায় একচালা দিয়েছেন। তিনি এখন বেতসের প্রজা। প্রাতঃকাল; ফ্রেডরিক নীরবে বোসে আছেন, বেতস এসে দর্শন দিলেন। ধীরে ধীরে দোকানদারীতে পাকা দোকানী বেতস বোল্লেন "সর্ব্বদাই তোমার আঁধার মুখ, সদাই তুমি বিষণ্ণ। বাল্যকাল হতে তোমাকে আমি দেখে আসছি, দেখে দেখে কেমন একটা অকাট্য মায়া জন্মে গেছে, তোমার কষ্ট আমি এখন অন্তরের মধ্যে অনুভব করি। দেখ্‌লে ত, এই এক সপ্তাহ কাল লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরে—করুণা ভিক্ষা কোরে দেখলে ত? কে তোমাকে

সাহায্য 'কোরে জমিদারের কোপানলে ইচ্ছায় পতিত হবে! চাকরী এ দেশে তোমার হবে না। আমি বোলছি, আমার এ উক্তি তুমি দৈববাণী বোলে জেনে রাখ, চাকরী হবে না, কেন আর তবে বৃথা চেষ্টা?—ভর্ত্তি হয়ে যাও। লেখা পড়া জান, শরীর আছে, আমি বুক ঠুকে বোল্‌তে পারি, দুদিনেই তুমি একটা সেনাপতি হয়ে যাবে।"

অনেকক্ষণ নীরবে থেকে ফ্রেড বোল্লেন "তাই আমি অগত্যা স্থির কোরেছি। সংসারের কাছে আমি ত দয়া প্রার্থনা করি নাই, পরিশ্রমের বেতন মাত্র [illegible] কোরেছিলেম, তাও ত পেলেম না, কাজেই আমি যাব। কাল প্রাতে আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বো।"

"প্রাতে আবার কেন?" বেতসের এ কার্য্যে কিছু প্রাপ্য [illegible] কি না, কমিসনটা হাতে এলেও কালবিলম্বে যদি ব্যাঘাত ঘটে, সেই আশঙ্কায় বেতস বোল্লে "প্রাতে আবার কেন, আজ সন্ধ্যা কালেই যেও তুমি। [illegible] যাবে না, এইত তোমার আপত্তি? আমি এখনি তার ব্যবস্থা কোরে আসছি।" বেতস উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই গৃহ হতে প্রস্থান কোল্লে।

সন্ধ্যা হলো। নির্জ্জনে আড়কাটির সঙ্গে ফ্রেডের সাক্ষাৎ সম্ভাষণ হলো। সাত বৎসরের কড়ারে ফ্রেড সৈন্যশ্রেণীতে ভুক্ত হবেন স্থির হলো, অগ্রীম দাদনের পঁচিশ টাকা নিয়ে ফ্রেড প্রস্থান কোল্লেন। রেজেষ্টরী হবে, তিন দিন পরে।

একবার শেষ দেখা—একবার জীবনের মত জন্মশোধ দেখা; তা ও কি এ ভাগ্যে ঘোটবে না? চিন্তা কোত্তে কোত্তে ফ্রেড ভজনালয়ে প্রবেশ কোল্লেন। নিত্য নিত্য সন্ধ্যাকালে দেবীশ ভজনালয়ে আগমন করেন, নিত্য নিত্য কন্যাকে সঙ্গে আনেন, আজ [illegible] তিনি তা কোর্ব্বেন না? ফ্রেডের আশা পূর্ণ হবে ব'লে, আজ কি তিনি চিরন্তন নিয়ম [illegible] কোর্ব্বেন? ফ্রেড হৃদয়পূর্ণ আশা নিয়ে ভজনালয়ে প্রবেশ কোল্লেন, প্রতি লোকের [illegible] দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেন, শত শত মুখ, কিন্তু সে মুখখানি সেখানে ত নাই! [illegible] আছেন, কিন্তু তাঁর কন্যা ত নাই! ভগ্নহৃদয়ে, ভজনালয়ের দ্বারে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস রেখে ফ্রেড প্রস্থান কোল্লেন। গেলেন কোথা? সেই নির্ঝরিণী তীরে, সেই লতাকুঞ্জে। সেখানে কুমারকুমারীর—প্রণয়ী প্রণয়িণীর শুভ সন্দর্শনের নির্দ্দিষ্ট স্থান নির্দ্ধারিত আছে, সেখানে তাঁর হৃদয়ের আরধ্যদেবী, সেখানে তার বাসনার সীমা, আশাপূর্ণ হৃদয়ে [illegible] নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত। সব শূন্য—আশাও সুতরাং অপূর্ণ! উদাস নয়নে চেয়ে চেয়ে, আশায় হতাশ হয়ে হয়ে, শেষে সেই পবিত্রস্থানে দুই বিন্দু অশ্রুজল বর্ষণ করে [illegible] ফিরে এলেন। যুবকের বিষাদ বিকম্পিত ওষ্ঠপুটে অতি মৃদুভাবে উচ্চারিত হলো, [illegible] আমি যে কত আশা কোরে এসেছিলেম, কত আশায় ভাঙ্গা মন বেঁধে আমি [illegible] লতাকুঞ্জের বিহঙ্গিনী দর্শনে এসেছিলেম, তুমি ত তা বুঝলে না!"

তিন দিন। উপর্য্যুপরি তিন তিন বার ফ্রেড্ হতাশ হলেন। শনিবার উপস্থিত। যথাসময়ে আড়কাটি লাঙ্গুলার আহ্বান পত্র পেলেন, প্রভাতেই রেজেষ্টরী, কল্য প্রভাতেই সৈনিকের বেশে ফ্রেড সৈন্য শ্রেণীতে প্রবেশ কোর্ব্বেন। আর কি আশা থাকে? কোথায় কোন সুদূরের অলক্ষ্যে তাঁর আশা তরণী ডুবে গেছে, আর কি তার উদ্ধারের আশা করা যায়! যুবার বুক ভেঙে গেছে, হতাশায় হৃদয় আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছে, কোনও যুক্তিই তাঁর সুযুক্তি বোলে বোধ হলো না।

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই। সন্ধ্যার প্রদীপ এখনও জ্বলে নাই, তবে আয়োজন হ'চ্চে। ফ্রেড ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ কোল্লেন, বুকের মধ্যে একটা রুদ্ধনিশ্বাস নিয়ে, হৃদয়ের মধ্যে বিস্তীর্ণ দুরাশা পাদপের মধ্যে যে একটা ক্ষীণ আশালতা অযত্নে পড়ে ছিল, সেটাকে সবলে নির্ম্মূল করার জন্যে, আবার সেই নির্ঝরিণী তীরে উপনীত হলেন। হলো কি? বুকের নিশ্বাস বুকেই রইল; মুখের কথা মুখেই রইল, লুসী দ্রুতপদে, যেন বর্ষার মেঘে তড়িতের ন্যায় ফ্রেডের বাহুপাশে আবদ্ধ হলো। চকিতাহরিণী যেন ফ্রেডের বুকের মধ্যে লুকিয়ে আপনাকে নিরাপদ বলে জ্ঞান কোল্লে।

লুসীর অযত্নবিন্যস্ত কেশরাশি যেমন ছিল ঠিক তেমনি করে দিতে দিতে, ফ্রেড বোল্লেন "প্রাণাধিকে! আজ কি শুভ দিন।"

"প্রিয়তম! সুখের দিন, কিন্তু সত্য বল, তুমি ত সর্ব্বনাশের আয়োজন কর নাই? এতদিন আমি পিতার নিষ্ঠুর শাসনে বাধা পোড়ে ছিলেম, কারাগারে গুরুতর অপরাধে অপরাধীরা যেমন নির্দ্দয় বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, আমি ঠিক তেমনি ছিলেম। ছিলেম পিতার কারাগারে চাবি তালার মধ্যে, থাকতেম কিন্তু এই নির্ঝরিণী তীরে। আজ দাসীর সাহায্যে, দাসীর কৃপায় আমি পিতার সেই কঠিন কারাগার হতে মুক্তিলাভ করেছি। জনরব, তুমি নাকি সৈন্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছ। কেন তোমার এ নিষ্ঠুর আয়োজন? আবার জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত সে সর্ব্বনাশ কর নাই?"

"কোরেছি। সৈন্য শ্রেণীতে আমি ভর্ত্তি হোয়েছি। এজগতের কাছে কাতরনয়নে পরিশ্রমের বিনিময়ে একখানি শুষ্ক রুটীর প্রার্থনা কোরেছিলেম, পাই নাই; শেষে দারুণ মর্ম্ম যাতনায় অধীর হোয়ে—উদরের জ্বালায় পীড়িত হয়ে আমি অগ্রিম অর্থ পর্য্যন্ত গ্রহণ কোরেছি। মনে কোরেছিলেম লুসী, এসংসারে আর থাকব না, যে দেশে এমন প্রতারণা প্রবঞ্চনা, এমন নিষ্ঠুর নির্দ্দয়তা, যে দেশে দরিদ্রের মুখের দিকে কেহ চায় না, প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, সে দেশে আর থাকব না; কিন্তু এখন? এখন দেখছি বড় কুকার্য্য কোরেছি। এখন হয়ত জীবনের বিনিময়েও সে কৃতকর্ম্ম আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কেমন লুসী রাজার খাতায় নাম লেখা পোড়ে গেছে, সে নাম আর কি সহজে মুছা যায়?"

লুসী নীরব। প্রিয়তমের বক্ষঃস্থলে আপনার ছোট মাথাটি—অযত্নে ঢেলে দিয়ে সজল নয়নে লুসী নীরব। অনেকক্ষণ চিন্তা কোরে—ফ্রেডের অঙ্গুলী নিজের অঙ্গুলীর সঙ্গে আলিঙ্গন দিতে দিতে বোল্লে "যাব। এখনও যখন রেজেষ্টরি হয় নাই, তখন অগ্রিম টাকা ফেরৎ দিলে অবশ্যই মুক্তি লাভ ঘটে; কিন্তু আমার জন্য, পিতা পর্য্যন্ত যার প্রতি নিষ্ঠুর তার জন্য, কেন তুমি রাজার সম্মুখে মিথ্যাবাদী হবে?"

"তা হবো লুসী। তোমার জন্য আমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রব; কিন্তু আমি যে দরিদ্র! অগ্রিম অর্থের অতি সামান্য মাত্রই আমার কাছে অবশিষ্ট আছে। দরিদ্রের ক্ষুধা, খুব শীঘ্র শীঘ্রই সে অর্থ ব্যয় হয়ে গেছে; সুতরাং সকল আশাই যে দুরাশা।"

"এ আশা দুরাশা নয়। অগ্রিম টাকা আমি কাল সকালেই পাঠাইয়ে দিব। নিশ্চয়ই কাল সকালে অগ্রিম টাকা তুমি পাবেই পাবে। যে দাসী আমাকে মুক্তি দিয়েছে, নাম তার মরুর্তা। সেই তোমাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে আসবে। বেতস, যার বাড়ীতে তুমি এখন আছ, সেও খুব ভদ্রলোক; তাকে বরং বোলে রেখ। পালিয়ে এসেছি আমি, বিলম্ব হলে হয়তঃ এই শেষ আশা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যাবে।"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে ফ্রেডরিক মুগ্ধ হলেন। দারুণ অনিচ্ছায় বাহুপাশ হতে প্রিয়তমাকে বিচ্ছিন্ন করে সজলনয়নে বোল্লেন "লুসী, তবে বিদায়।" লুসী, দ্রুতপদে সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবে গেলেও ফ্রেডরিক সেই নেপথ্যের দিকে চেয়ে রইলেন।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

দাদনের টাকা।

বাসায় এসে ফ্রেডরিক একটী কথাও বেতসকে বলেন নাই। সোমবার প্রাতঃকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ফ্রেডরিক সেই শুঁড়িখানায় উপস্থিত হলেন, জমাদার লাঙ্গুলীকে অভিবাদন করে অদূরে দাঁড়ালেন। কোন কাজ থাকুক বা না থাকুক, মক্কেলের আগমনে নিজের কার্য্যশীলতা দেখাবার জন্য, দারুণ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে দলিলপত্র হতে দৃষ্টি না ফিরিয়েই লাঙ্গুলী বোল্লেন "এস, এস, চমৎকার সত্যবাদী তুমি। সৈন্যের দলকে যদি একটা পুষ্পোদ্যান বলে মনে করা যায়, তুমি হবে তার গৌরবী গোলাপ। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এসে তুমি হাজির হয়েছ। খোসবিলাসী নবাদের পক্ষে এটা নাকি একান্তই অসম্ভব, তাই তোমাকে

ধন্যবাদ দি। কাজ কর্ম্ম আমার বড় সাফ্। রেজেষ্টার বাহাদুরের সঙ্গে আমি একবার আজ শেষ দেখা কর্ব্বো। সংবাদ আমি দিয়ে রেখেছি, দশটাও বাজে, তবে এবারও কেন আমরা সেইরূপ সত্যবাদিতা দেখাই না? চল যাই।" উত্তরের অপেক্ষা না কোরেই আপনার প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠি খানা হাতে নিয়ে, আড়কাটি বাহাদুর হেলতে দুলতে অগ্রসর হোলেন, ফ্রেড্ পশ্চাতে। এক ক্রোশ—কি তারও কম পথ। অল্পক্ষণেই দেশের জমিদার, অবৈতনিক বিচারপতি, গ্রাম্য পঞ্চায়ত, আর গরিবের ছেলেধরা এই আড়কাটির সাধের রেজেষ্টার মাননীয় আর্চ্চবল্ডের বাড়ীতে উপস্থিত হোলেন। একটী বাড়ীর নিকটে যেতেই ফ্রেডের চক্ষে দুই বিন্দু জল। সে বাড়ী দেবীশের। জমিদারের বড় বাড়ী আপনার জমিতে আপনার সদর কাছারী ও কোম্পানীর আফিস; সেই নিজের বাড়ীতে বসে, জমিদার নিজেই শাসনকর্ত্তা। জমিদার আড়কাটির করমর্দ্দন কোরে উপবেশনের প্রার্থনা জানালেন, ফ্রেড্ দূরে দাঁড়িয়ে।

সহাস্যবদনে বিচারপতি বোল্লেন "এবার অবার কি? এ ছোকরাকে বুঝি ভর্ত্তি কোরে নিতে হবে? আমার কৃপায় এর জীবন, তবে ছোকরা বড় বদরাগী; যুদ্ধের গরমে ছোকরা থাকবে ভাল।"

"তা আমি যাব না। না বুঝতে পেরে আড়কাটির প্রলোভনে আমি স্বীকার করে ছিলেম, কিন্তু আমি যাব না। দাদনের টাকা আমি ফিরিয়ে দিতে এসেছি।"

"আরে—নাঃ—চালাকি রাখ। হাকিম আছেন এখানে, জমিদার আছেন এখানে, রাজা প্রজা সম্বন্ধ, এখানে রসিকতা কেন? স্বয়ং হুজুরের চেনা লোক তুমি, এখন না বোল্লে শোনে কে? দিন ত মহাশয় কাগজটা এ দিকে। কর, কর, সইটা কোরে ফেল।"

ফ্রেডরিক কাতর হয়ে করযোড়ে বোল্লেন "দেখুন বিচারপতি, আমি আবার বলি, দাদনের টাকা আমি এখনই দিব, আমাকে মুক্তি দিন্।"

"কেন তুমি তবে সম্মত ছিলে? বয়স হোয়েছে, পাকামি আছে, তখন কেন বুঝে দেখ নাই? আমি শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধি, আমি এই স্থানের প্রভু, আমি বলছি, কোনও কথাই তোমার শোনা যাবেনা। সই তোমাকে কর্ত্তেই হবে।" মনের প্রতিহিংসা মুখে মুখে প্রকাশ করে, ধর্ম্মাবতার যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাচলেন। আপনার হাতে হাতে একটা সজোরে চপেটাঘাত করে, ঘাড় নেড়ে নেড়ে লাঙ্গুলী বোল্লেন "ঠিক বিচারপতি, আমি বলছি, ইনি ঠিক বিচারপতি। সম্রাটের যোগ্য প্রতিনিধি। কেন [illegible] সইটে হয়ে যাক, লাল পোষাকটা গায়ে চড়িয়ে দি, ঠিক তখন বুঝবে যে হাঁ; আড়কাটি মহাশয় যা বোলেছিলেন, সে'সব কথা কমা ছেদ পর্য্যন্ত মিলে গেছে।"

ফ্রেডরিকের মুখের কথায় বাধা দিয়ে, আত্মপ্রশংসায় ডুবু ডুবু বিচারপতি হাসতে

হাসতে বোল্লেন "গুণবানই গুণীর গুণ বুঝে।" হাসির তরঙ্গে বিচারপতির ছোট ভুঁড়িটি দুলতে লগলো। অনেকক্ষণ তিনজনেই নীরব। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ফ্রেড্ বোল্লেন "শোন আড়কাটি! আমি আর তোমার শাসনে বাধ্য নই। ইচ্ছা হয়, সেচ্ছায় মুক্তি দাও; না হয়, আমি চল্লেম্।" ফ্রেড দরজা পর্য্যন্ত নেমে এলেন, দ্রুতপদে লাঙ্গুলী অগ্রসর হয়ে ফ্রেডের হস্ত ধারণ কোল্লেন, একেবারে চিৎকাৎ ক'রে ফেলে দেবার জন্যে প্রাণপণ করেই একটা ধাক্কা দিলেন, ফ্রেড নিশ্চল! অভিষ্ট কার্য্যে বিফল মনোরথ হয়ে আড়কাটির দ্বিগুণ ক্রোধ বৃদ্ধি। রাগে ফুলে ফুলে তীব্র স্বরে বোল্লেন "আহাম্মক! নিজের ভাল বুঝ না? সম্রাটের সৈন্য তুমি, তোমার এ ব্যভিচার কেন?" দ্বিরুক্তি না ক'রে, অবলীলাক্রমে আড়-কাটিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে, যুবা বোল্লেন "এস, তুমি টাকা নেবে এস।"

আপনার তেজ অগত্যাই আপনার মনের মধ্যে লুকিয়ে, লাঙ্গুলী বেতসের বহির্দ্বারে উপস্থিত হলেন। আপনার পকেট হতে ছোট একখানা ছাপার কাগজ বার ক'রে বোল্লেন "এই আমাদের আইন।" এরই বলে আমি ঘোষণা কচ্চি, তুমি আজ নজরবন্দি হলে। যে খাতায় তোমার নামে দাদন লেখা গেছে, সে দাদন আর বদলাবার নয়। যাও তুমি। তোমার প্রতি আমার কড়া নজর রইল।" এই ব'লে লাঙ্গুলী ধীরে ধীরে শিস্ দিতে দিতে সুঁড়ীখানার উদ্দেশে যাত্রা ক'রলেন।

ফ্রেডরিকের বিষণ্ণবদন দেখেই বেতস জিজ্ঞাসা ক'রলেন "কিহে সেনাপতি, মুখখানা অত ভারি ভারি কেন?" ফ্রেডরিক উত্তরে বোল্লেন "তেমন কিছু গুরুতর সম্বন্ধ নয়। আমার মত আমি পরিবর্ত্তন করে ফেলেছি। সৈন্যের দলে আমি আর যাব না।"

মনে কি একটা উঠে ছিল, সেটা যত্ন ক'রে অপ্রকাশ রেখে, মুখের ভালবাসা জানিয়ে আড়কাটির কমিসনভোগা বেতস বোল্লে "কোরেছ? তা কোরেছ কোরেছ। কিন্তু দাদনের টাকা?"

"তাতেই অনুরোধ করে বলি, তুমি আমার একটী উপকার কর। যতক্ষণ টাকা না আসে, ততক্ষণ আমি নজরবন্দি আছি। টাকা আমার আসিবে। লুসী সে সব ব্যবস্থা কোরে রেখেছে। তুমি বাইরে থাক, যদি আসে, দয়া কোরে সংবাদটা দিও।"

"তা আর দেব না? তুমি যদি উদ্ধার হতে পার, তাতে কি আমার অসাধ? ঠিক থাকব। সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ কোরে—তোমারই উপকার, আমি কর্ব্বোই কর্ব্বো।"

বেতস আপনার কপালে এক রাশ চিন্তার রেখা নিয়ে বাইরে এসে, আপনার পোষাকি টুপিটা ধুলা ঝেড়ে মাথায় দিয়ে, দ্রুতপদে সুঁড়ীখানার দিকে রওনা হলো। দেখতে দেখতে বেতস লাঙ্গুলীর সম্মুখে অভিবাদন ক'রে দণ্ডায়মান। সেখানে যে সব কথা

হলো, তা বড় দরকারি, বড় প্রয়োজনীয়; কিন্তু সে কথোপকথন অতি গোপন। আস্‌বার সময় দেখা গেল, বেতসের জামার শূন্য পকেটে দুটি খুব চক্‌চকে মোহর, আর কাল তিলের দাগে ভরা মুখ খানায়, এক মুখ হাসি।

সন্ধা হলো, তখনও না। কাল দশটার সময় লাঙ্গুলী রাজশক্তিতে এসে ফ্রেডকে বন্দী কোরে নিয়ে যাবে, কিন্তু তাতে কি ভয়? আজ দিনের মধ্যে হয় ত অবসর হয় নাই, গোপনে আস্‌বে। দেবীশ হয় ত কড়া পাহারা রেখেছে, দাসী মরুতা হয় ত সময় পায় নাই; কিন্তু সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই আস্‌বে। টাকা এলে কাল দশটা কেন, এই রাত্রেই মুক্তি—রাত্রে রাত্রেই নিরাপদ!

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, বেতস এসে উপস্থিত। ফ্রেড আশান্বিত হৃদয়ে লুসীর প্রেরিত অর্থ গ্রহণ কর্ব্বার জন্য হস্ত প্রসারণ কোল্লেন, বেতস মনে কোল্লেন, ফ্রেড হয় ত কর-মর্দ্দনের প্রার্থনা কোচ্ছেন। হাত বড়াতেই ফ্রেড বেতসের শূন্য হাত দেখে ম্লানমুখে হাত ফিরিয়ে নিলেন, বুকের মধ্যে একটা নিরাশার ঝড় উঠ্‌তে উঠ্‌তে আর উঠ্‌লনা। বেতস বোল্লেন "অত ভেব না। টাকা তোমার আস্‌বেই আস্‌বে। কাল দশটার সময় মুক্তি তুমি পাবেই পাবে।"

চিন্তার প্রবাহে বালির বাঁধ বেঁধে ফ্রেড বোল্লেন "যথার্থই বোলেছ, টাকা আমি পাবই পাব। কাল দশটার সময় আমি নিরাপদ হবই হব।" সম্মতি জানিয়ে, আনন্দের হাসিতে ফ্রেডকে আনন্দিত কোরে, বেতস বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। ফ্রেড শয়ন কোল্লেন, সুখ স্বপ্নের সঙ্গে সঙ্গে রজনী প্রভাত। গির্জ্জার পেটা ঘড়ির ধ্বনি গণনা কোরে জান্‌লেন, ৬টা, তাড়া তাড়ি প্রাতঃকৃত্য সমাধা কোল্লেন, বাইরে গিয়ে বেতসকে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেন, "টাকা এখনও আসে নাই, তবে লাঙ্গুলী রাত্রে তিন চার ধার লোক দিয়ে সংবাদ নিয়ে গেছেন, তুমি আছ কি পালিয়েছ।" ফ্রেড ভগ্নমনে ফিরে এলেন। মনে মনে বোল্লেন "লুসি! তুমি হয় ত কতই ব্যগ্র হয়েছে!—টাকা না পাঠাতে পেরে তুমি হয় ত কতই কু ভাবনা হৃদয়ে স্থান দিয়েছ, কিন্তু চিন্তা নাই, এখনও যে প্রচুর সময় আছে।"

৭টা বেজে গেল। যৎসামান্য যা কিছু আয়োজন, তাতেই ফ্রেডের বাল্যভোজন সমাধা হলো। বেতস সংবাদ দিলে, এখনও না। তবে লাঙ্গুলী অনুসন্ধানে লোক পাঠিয়ে ছিলেন।" ফ্রেড কোনও উত্তর দিলেন না। বেতস আবার আপনার দোকানে দোকান-পাট নিয়ে জেঁকে বস্‌লো। মুখে তার আর হাসি ধরে না। ৮ টা বেজে গেল।

"নিশ্চয়ই মরুতা অধিক দূরে নাই—এলো আর কি?—এই আসে আর কি!" সিঁড়িতে পদ শব্দ, এ পদশব্দ নিশ্চয়ই দাসী মরুতার! সতৃষ্ণনয়নে দরজার দিকে ফ্রেড

চাইলেন, সে ত নয়, এ যে বেতস! ফ্রেড মুখ ফিরালেন।—আবার তখনি সে ভাব গোপন কোরে বোল্লেন "আসে নাই?"

"না, এখনো না। আমি মধ্যে একটু দোকানে ছিলেম না,—তোমাকে আমি তাই জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি, পেয়েছ কি না।"

"তবে যাও ভাই, আর একটু বিলম্ব করগে যাও। ঈশ্বরের দিব্য, এখনি যাও। দোকান ছেড়ে তুমি এক মুহূর্ত্তও অন্যত্র যেও না। অনুগ্রহ কর—কৃপা কর—যাও তুমি।" বেতস প্রস্থান কোল্লে, ফ্রেড আবার চিন্তার পাঁজি খুলে বোস্‌লেন। খুব তীব্র আওয়াজে ফ্রেডকে যেন শুনিয়ে শুনিয়ে গির্জ্জার ঘড়ি ৯ টা বেলা জানিয়ে দিলে! 'লোহা' কি না!

ফ্রেডরিক চিন্তা কোচ্ছেন, 'আর বিলম্ব নাই, দু মিনিট এক মিনিট—কি তারও কম সময়ের মধ্যে মক্তা এসে পোড়বে। আমি যেমন চিন্তিত, সেও কি নিশ্চিন্ত আছে, কখনই নয়; বরং আমার চেয়ে শত গুণে সে অধিক চিন্তিত হয়েছে।'

আবার বেতস।—মনের হাসি কৃত্রিম ভঙ্গিতে লুকিয়ে বেতস বোল্লে "দশটা—তারও দু এক মিনিট বেশি; এখনো ত কারও দেখা নাই, ঐ—ঐ সাড়ে দশটা!—তবে আর উপায়?"

"যাও ভাই, এখনও আশা আছে। আধ ঘণ্টা সময়। সে সময়টা নিতান্ত সামান্য নয়। তুমি যাও—দয়া কোরেছ যদি, তবে আরও একটু কর, যাও তুমি।" বেতস আবার বিদায় গ্রহণ কোল্লে, দোকানে এসে শিস্ দিয়ে একটা গানই ধোরে দিলে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৌনে দশটা! বেতস এসে হাজির, দরজার কাছে এসে হাসি মুখ খানি অতি যত্নে ম্লান কোরে বোল্লে "পৌনে এগারটা। লাঙ্গুলা তোমাকে গেরেপ্তার কোত্তে দোকানে এসে বোসেছেন।"

ফ্রেড যেন কাতর হ'লেন! আশার আলোটা নির্ব্বাণ হয়ে এলো!—একটু চিন্তা কোরে বোল্লেন "একটা দুর্ঘটনা ঘোটে গেছে! নিশ্চয়ই একটা ঘটনা ঘোটেছে! যাই হোক ভাই, আবার তোমার অনুগ্রহ চাই, ডাক্তার কার্লিসিন্থকে পত্র লিখি, দিয়ে এস। কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁরা দয়া কোরে দাদনের টাকাটা ঋণ দিয়ে আমার উপকার করুন।"

"তা আমি এখনি কর্ব্বো। দাও, লিখে দাও, আর পাঁচ মিনিট সময়—লেখ লেখ।"

তাড়া তাড়ি ফ্রেড তিন খানা চিঠি লিখ্‌লেন।—তাড়াতাড়ি খাম মোড়ক কোরে—বেতসের হাতে দিয়ে বোল্লেন "যাও—যাও! উড়ে যাও—দোড়ে যাও, বাঁচাও আমাকে। গরীব আমি—দরিদ্র আমি, আমাকে রক্ষা কোল্লে, ভগবান তোমার মঙ্গল কোর্ব্বেন। বিপাকে পোড়েছি, নিজের বাঁধনে নিজে অতি সাংঘাতিক রূপে বাঁধা পোড়ে গেছি, উদ্ধার কর—যাও যাও—"

বোল্‌তে না বোল্‌তে আবার সেই গির্জ্জার ঘড়িতে বজ্রের ন্যায় শব্দ হলো, এগারটা! ধর্ম্মশালার ঘড়ি কিনা, কঠিন লোহাপিত্তলের সরঞ্জামে গড়া ঘড়ি কি না, নিষ্ঠুর আওয়াজে ঘোষণা কোল্লে এগারটা। তদ্রূপ কঠিন স্বরে উচ্চারিত হলো, "ফ্রেডরিক! নীচে এস!" সে সব—সেই নির্দ্দয় স্বর লাঙ্গুলীর। বিপদ তবে ত এসেছে!

নবম উচ্ছ্বাস।

যাত্রা।

নীরব। ফ্রেডরিক নীরব। খুব শোক পেলে লোক কাঁদে, হা হুতাস করে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি শোকে লোক কাঁদে না, কান্না আসে না, যেন দম বন্দ হয়ে যায়! বুকের রুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লে পাছে বুকটা খালি হয়ে যায়, সেই ভয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পর্য্যন্ত ত্যাগ কোত্তে পারে না। এ অভাগারও আজ সেই অবস্থা। কতক্ষণ শূন্য মনে দণ্ডায়মান থেকে—শেষে ফ্রেড নেমে এলেন। দোকানের সাম্মুখে দেখ্‌লেন, কৃতান্তের অনুচর সেই লাঙ্গুলী আর বেতস।

বেতস বোল্লে "দেখ ভাই, চেষ্টা যা করার, তা আমি কোরেছি। তোমাকে মুক্তি দিবার জন্য আমি গত রজনী লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কোরেছি, কিন্তু ফল পাই নাই। কি আর কর্ব্বো, বল।"

গম্ভীর এবং যথাসম্ভব কর্কশ আওয়াজে লাঙ্গুলী বোল্লেন "হাঁটা দাও, কদম্ কদম্ পা ফেলে, সৈনিকের মত বাঁধা বাঁধি হিসাবে পা ফেলে চোলে এস। কোনও কথা আর এখন শোনার সময় নাই।" বেতসের পূর্ব্ব সহানুভূতির জন্য ইঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, লোকারণ্য হয়ে গেছে—সেই লোকারণ্যের মধ্যে যেখানে যেখানে করুণার দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টি রেখে বিদায় জানিয়ে, ফ্রেড গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন। দ্রুতবেগে গাড়ী রেজিষ্ট্রারের বাড়ীর দিকে ছুটে চল্লো। বোলেছি ত, গ্রামের অদূরেই জমিদার বাড়ী। যে জমিদার, সেই হাকিম, সেই রেজিষ্ট্রার; গাড়ী সেই দিকে চল্লো। দেনাশের দরজার সম্মুখ দিয়েই পথ, সেই স্থানে গাড়ী যেতেই সহসা রুদ্ধঘরের দ্বার উন্মুক্ত হলো, একটি বালিকা দ্রুতপদে গাড়ীর কাছে এসে ব্যাকুল হয়ে বোল্লে "ফ্রেড! প্রাণাধিক—একি এ? আবার কেন তুমি?"

'প্রিয়তমার সঙ্গে শেষ দেখা! ফ্রেডরিক বাহুপাশে প্রিয়তমার কণ্ঠবেষ্টন কোরে বোল্লেন "লুসি! প্রাণাধিকে! এখনও জিজ্ঞাসা কচ্ছো, আমি আবার কেন? তুমি ত টাকা পাঠাতে পার নাই! নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমি ত দাদনের টাকা জমা দিতে পারি নাই!"

লুসী যেন চোম্‌কে উঠ্‌লো! ভয় জড়িত কণ্ঠে বোল্লে "সে কি কথা? কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ত টাকা দিয়ে এসেছে! তবে বুঝি সে টাকা তুমি পাও নাই?"

"বুঝেছি লুসী, সে টাকা তবে প্রবঞ্চকের হাতে পোড়েছে! ঠকিয়ে নিয়েছে সে! ভগবান বিমুখ, বিধাতা বাদী, তুমি আমি কি তার অন্যথা ক'ত্তে পারি?'

হটাৎ দেবীশ এসে উপস্থিত! ফ্রেডের বাহুপাশ হতে বল পূর্ব্বক ছিনিয়ে কোরে, ধাক্কা দিয়ে লুসীকে দরজার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দরজা বন্ধ কোরে দিয়ে দেবীশ বোল্লে "তবেরে বেইমান্! পাজি! বদ্‌মায়েস্! মরতে বোসেছিস্, এখনও বদ্‌মায়েসী?"

আড়কাটি মহাশয়ের বয়স গেছে, তবুও আপনার দিকে অপাঙ্গে চেয়ে, মনে মনে বোল্লেন "বয়সটা গেছে,—তা না হলে—" আপনার পাষাণ হৃদয়ের দিকে চেয়ে লাঙ্গুলী বোল্লেন "আমার হৃদয়ে ভালবাসা নাই ত কি?"

ফ্রেড তখনও দাঁড়িয়ে। দেবীশ চোলে গেছে, লুসী বাধ্য হয়ে পিতৃগৃহে বন্দিনী হয়েছে, তখনও ফ্রেড দাঁড়িয়ে। কেন দাঁড়িয়ে, ভগবান্ জানেন। লাঙ্গুলী লুসীর ভুবনভরা রূপের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন বাহ্য দৃষ্টিতে, ফ্রেড, লুসীর অতুলনীয় গুণের স্বপ্ন দেখছেন অন্তরে অন্তরে! কতক্ষণ পরে, লাঙ্গুলীর উপদেশে ফ্রেড আবার এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন, গাড়ী জমীদারের গাড়ীবারান্দায় এসে লাগ্‌লো। লাঙ্গুলী ফ্রেডকে নিয়ে কাছারী ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। সমাদর অভ্যর্থনার পর রেজেষ্টরী হয়ে গেল, ফ্রেড এবার আর দ্বিরুক্তি কোল্লেন না। তাঁর যে বাক্‌শক্তি আছে, এবার সে কথা কেহ জান্‌লে না, রেজেষ্টরী হয়ে গেল। আবার দু জনে গাড়ীতে উঠলেন, এইবার চিরযাত্রা! আর দেখা হবে না, এ জীবনে এই দারুপল্লির ত্রিসীমাতেও হয়ত আসা ঘোট্‌বে না, এই যাত্রাই সুতরাং ফ্রেডের পক্ষে চিরযাত্রা।

আবার গাড়ী সেই খানে! আবার সেই দেবীশের বাড়ীর সম্মুখে। ফ্রেড কাতর নয়নে—আশার মোহে দেবীশের দরজার দিকে চাইলেন, রুদ্ধদ্বার! শয়নঘরের বাতায়নের দিকে চাইলেন, রুদ্ধ বাতায়ন! তবে কি একবার শেষ দেখা—জন্মশোধ শেষ দেখা, তাও কি অভাগার অদৃষ্টে নাই!—যিনি লোকের ভাগ্যলিপির লেখক, তিনি কি এতই নির্দ্দয়—এতই নির্ম্মম! মিলন নয়, সুখশান্তি নয়; আশাপূর্ণ নয়; চিরবিদায় কালে একবার জন্মশোধ শেষ দর্শন! তাও কি অভাগার ভাগ্যে লিখ্‌তে নাই! কে বলে বিধাতা দয়াময়!

কে বলে তিনি করুণার সাগর! কে বলে, তিনি ন্যায়ের রাজা! ভগবানের বিশেষণ সব কথার কথা মাত্র! তাতে সত্য হয় ত খুব কমই আছে!

নীচের তালার একটি ঘরের জানালা উন্মুক্ত হলো,—ফ্রেড তত দুঃখের মধ্যেও সানন্দে দেখ্‌লেন, এক খানি সাদা রুমাল আন্দোলিত হচ্ছে। ফ্রেড বুঝ্‌লেন, তাঁর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী, তাঁর ইহজগতের সকল সুখশান্তির আধার, তাঁর জীবনের একমাত্র আশারূপিণী লুসী এই বিদায় সঙ্কেত জানিয়েছেন। আশা হলো, তিনিও রুমাল উড়িয়ে প্রতি উত্তর দিলেন। ফ্রেড আশার প্রলোভনে আবার মুগ্ধ হয়ে রুমাল সংকেতে জানালেন, সুদিন হয় ত আবার এলেও আস্‌তে পারে!

সুঁড়িখানার দরজায় গাড়ী এসে দাঁড়াল, দুজনেই অবতরণ কোল্লেন। লাঙ্গুলীর জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, দুজনে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। একটা কাপড়ের বড় গাঁট্‌রীর দিকে লক্ষ্য কোরে লাঙ্গুলী বোল্লেন "ঐ সব তোমার জিনিস্ পত্র। বেতস তোমার প্রতি বড়ই কৃপাময়! তোমার জিনিস পত্র সে বেঁধে ছেঁদে এখানে দিয়ে গেছে। আর দেখ," আত্ম কার্য্যোদ্ধারে আনন্দিত হয়ে সহাস্যবদনে লাঙ্গুলী বোল্লেন "আর দেখ, এই একটা দরকারী পুলিন্দা।" এই বোলে পকেট হতে একটা ছোট পুলিন্দা ফ্রেডরিকের হাতে দিয়ে, লাঙ্গুলী প্রস্থান কোল্লেন।

চঞ্চল হস্তে ফ্রেড পুলিন্দাটি খুলে ফেল্লেন, তাড়াতাড়িতে কয়েকটি মোহর মাটিতে পোড়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে অর্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানিয়ে দিলে, ফ্রেড সেদিকে লক্ষ্য কোল্লেন না। পুলিন্দার মধ্যে এক খানি পত্র ছিল, ফ্রেড তাই পাঠ কোল্লেন। পত্রে লেখা আছে,—

সোমবার, সন্ধ্যা ৬টা।

"আমি তোমাকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি, প্রিয়তম! আমাদিগের পরস্পরের সাক্ষাৎ পিতা কিছুই জানিতে পারেন নাই। সে বিষয়ে আর চিন্তার বিষয় কিছু নাই। এতৎসহ যে অর্থ পাঠাইলাম, প্রাপ্তিমাত্র তাহা জমা দিয়া মুক্তিলাভ করিবে। আগামী কল্য ৯ টার সময় আমি এই দুঃখজনক পিতৃকারাগারে রহিয়াও মনে করিব, প্রাণাধিক! এতক্ষণ তুমি নিরাপদ হইয়াছ, আর তুমি কেনা ভৃত্য নও, আর তুমি বিপন্ন নও। ভাবিয়া দেখ প্রাণাধিক, সে সময় আমার পক্ষে কি সুখের। বাস্তবিক আমি সে সুখের চিন্তাতেই অপার সুখ অনুভব করিতেছি।

যে স্থান আমাদের সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি নিত্য নিত্য সেই স্থানে যাইও। আমি এখন বন্দিনী, এক দিন দেখা না হইলে বিরক্ত হইও না; আমি যে মুহূর্ত্তে অবকাশ পাইব, তৎক্ষণাৎ তোমার সহিত প্রীতি সম্ভাষণ করিতে সাক্ষাৎ করিব, তুমি কি আমার

এ অনুরোধ রক্ষা করিবে না? আমি আবার বলি, হৃদয়সর্ব্বস্ব! আমার মাথার দিব্য, তুমি আসিও।

লুসী।

আর এখন কিছুই ফ্রেডরিকের অজানা নাই। লুসী যথাসময়েই টাকা পাঠিয়েছিলেন, দাসী মরুতা উপযুক্ত সময়ের পূর্ব্বেই বেতসের হাতে পুলিন্দা দিয়ে গিয়েছিল, বেতস দেয় নাই! লাঙ্গুলীর পরামর্শে নিষ্ঠুরপাষাণ বেতস এই নৃশংসকার্য্য সাধন কোরেছে। নেত্রজলে ফ্রেড প্রিয়তমার প্রেমলিপি অভিনন্দিত কোল্লেন, কিন্তু এখন ত আর কোন উপায় নাই! উপায় নাই, কিন্তু মানবসমাজ কি কুটীল, মানবহৃদয় কি পাষাণ! যে সকল হিংস্র জন্তুকে মানুষেরা ভয় করে, তারা অরণ্যে থাকে, তাদের হিংসায় সাবধানী লোকের তেমন কিছু অনিষ্ট হতে পারে না, কিন্তু হিংস্রক জন্তুদের চেয়ে শতগুণে নৃশংস নিষ্ঠুর যে সব মানুষেরা ভালমানুষের ভেকে এই সংসারের মধ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করে, তাদের করাল কবল হতে নিস্তার লাভ, একান্তই অসম্ভব! যাদের হৃদয় আছে, এমন সাধে বাধ তারা কি সাধ্‌তে পারে? সরলা বালিকা, সংসারের আনন্দ পুতলি, অপরাধ তার, সে ভালবেসেছে! এই অপরাধে তার এই শাস্তি! বালিকা সুখের মুকুট পোরেছিল, তার বুকে শোকের ছুরি! আকাশ! তুমি বুঝি বজ্রহীন! যদি ন্যায়ের মাথায় পদাঘাতে তুমি অভ্যস্ত থাক, বিধাতা, না হয় এই দুঃখী কুমারকুমারীর মাথায় তোমার সেই নিদ্রাময় বজ্রের আঘাত কর, অভাগা অভাগী চিরনিদ্রায় ডুবে থাক্‌; কিন্তু তুমি কি তা পার?

ফ্রেডরিক একখানি পত্র লিখ্‌লেন, প্রাণের কথা ত আর ভাষার অক্ষরে আঁকা যায় না, তবুও যে টুকু যায়, তত টুকুতে প্রাণের ভালবাসা—হৃদয়ের উদ্বেগ প্রকাশ কোরে ফ্রেডরিক লুসীকে পত্র লিখ্‌লেন। লুসী যে টাকা পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকা পুরস্কার দিয়ে শুঁড়িখানার একজন ভৃত্যকে পত্র খানি যথাস্থানে গোপনে পৌঁছে দিতে উপদেশ দিলেন, ভৃত্য সম্মত হলো।

একখানি গাড়ী এসে দরজায় দাঁড়ালো। প্রধান আড্ডা—প্রধান সেনানিবাস হতে এ গাড়ী এসেছে। তখনি একটা সাড়া পড়ে গেল! আরও যে কয় জন নূতন ভর্ত্তি হয়েছে, তাদের সঙ্গে ফ্রেডরিক গাড়ীতে উঠ্‌লেন, লাঙ্গুলী সকলের সম্মুখে বুক উচু কোরে বোস্‌লেন, দারুপল্লির ভিতর দিয়ে গাড়ী ছুটে চল্লো। এ সংবাদ পল্লির গৃহে গৃহে প্রচার হয়ে গেছে, গাড়ী দেখ্‌তে লোক সব রাস্তায় রাস্তায় দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে গেছে, ফ্রেড দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোল্লেন। এই সেই বেতসের দোকান। দেখতে না দেখ্‌তে দোকান অদৃশ্য। সম্মুখে ডাক্তারের বাড়ী—অদৃশ্য, ঐ ভজনালয়—ঐ ধর্ম্মশালা, একে একে দেখা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে অদৃশ্য। শেষে পল্লির শেষ সীমা—শেষ দেবদারু গাছটি পর্য্যন্ত

অদৃশ্য হয়ে গেল, দারুপল্লির উদ্দেশে ফ্রেড একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে মুখ ফিরালেন।

সেনানিবাস হতে দারুপল্লি ১৫ ক্রোশ, সন্ধ্যার অনেক পরে গাড়ী সেনানিবাসে পৌঁছিল। পর দিন ডাক্তার এলেন, সকলের দেহ পরীক্ষা কোল্লেন, ফ্রেডের পরিণত দেহও পরীক্ষা কোল্লেন, অসম্মতি হলো না। ফ্রেড সেনাবিভাগে পাকা হয়ে গেলেন। দু দিন পূর্ব্বে যে সেনাদলে ফ্রেড ভর্ত্তি হয়েছেন, সেই দল পোর্টমাউথে যাত্রা কোত্তে অনুমতি প্রাপ্ত হলো, সুতরাং ফ্রেডরিক তাদের সঙ্গে সেই দেশে যাত্রা কোল্লেন। যে স্থানে তাঁর সুখশান্তি জমা আছে, যে স্থানে তাঁর বাসনার মূল গাথা আছে, এ দেশ, সেই দারুপল্লি হতে বহু বহু দূর।

দশম উচ্ছ্বাস।

নিষ্ঠুর পিতা

এক মাস অতীত। এক মাস ফ্রেড দারুপল্লি ত্যাগ কোরে গেছেন। লুসী প্রথম প্রথম অনেক কাঁদা কাটা কোরেছে, এখন কিন্তু আর তার সে ভাব নাই। লুসী প্রবোধ পেয়েছে, আশার দৃঢ়বন্ধনে ভাঙা মনকে এবার খুব দৃঢ় কোরে বেঁধেছে। আবার সুদিন আস্বে, সাত বৎসর মাত্র সময়,—সে ত দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কেটে যাবে। লুসী এখন কুড়ি বৎসরের, তখন তার বয়স হবে সাতাশ বৎসর; ফ্রেডের বয়স এখন বাইস, তখনও তিনি ত্রিশের মধ্যেই থাক্‌বেন, তখনও যুবক যুবতী! এতে হতাশার কি আছে?

লুসী প্রবোধ পেয়েছে। শত্রু ত আর দেশে নাই, দেবীশ কন্যাকে মুক্তি দিয়েছেন; লুসী এখন কারামুক্ত! লুসী প্রতিদিন একবার কোরে সেই নির্ঝরিণীর তটে গিয়ে বসে, সুখের কল্পনা করে, হাসে কাঁদে, ফিরে আসে। যে দেবদারু তলে ফ্রেডরিক ও লুসীতে প্রথম সাক্ষাৎ, যে স্থানে প্রথম প্রাণের বিনময়, লুসী সে স্থানটা দেবস্থান হতেও অধিক পবিত্র বোলে মনে করে। সেখানে সে প্রায়ই যায়। স্মৃতির গ্রন্থ খুলে কোন্ দিন কি কি সুখের

কথা হয়েছিল, সেই সকল মনে মনে পাঠ করে, ফিরে আসে। কোনও দিন কাঁদতে যায়, হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে আসে। কোনও দিন হাস্‌তে গিয়ে কেঁদে ফিরে আসে। দেবীশ এপর্য্যন্ত কোনও কথাই বলেন নাই। তিনি কিসে আপনার স্বার্থসিদ্ধি কোর্ব্বেন, কিসে জমিদারের সম্মানিত শশুর বোলে—একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বোলে আত্মপরিচয় দিবেন, সেই মুসবিদাই দিনে রেতে মনে মনে কোচ্ছেন। কন্যার বুকে অবাধে বসিয়ে দিবার জন্য. খুব গোপনে গোপনে স্বার্থের ছুরিতে সান্ দেওয়া হ'চ্ছে।

একদিন জমিদার-কুমার রেডবর্ণ বেড়াতে বেরিয়েছেন, অতি ভালবাসার কুকুর দুটি সঙ্গে আছে, দেবীশ টুপি স্পর্শ কোরে অনিচ্ছা সত্বেও একবার প্রভুপুত্রকে সম্মান জানালেন। পাঁচ কথার পর দেবীশ বোল্লেন "আপনি না কি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ কোর্ব্বেন?"

"হাঁ, ইচ্ছা আছে আমার। বিচারপতিরও—পিতারও এতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।"

"আপনার সাবলকের সময়ও হয়ে এসেছে না?"

"ঠিক অনুমান কোরেছ। সাবালকের দিনে পিতা বড়দরের একটা সমারোহ কোর্ব্বেন ইচ্ছা কোরেছেন। প্রজাদের নিমন্ত্রণ হবে, নাচ ভোজ হবে, একটা আস্ত সশিং-ষাঁড় লেজ সুদ্ধ ভেজে ভোজনাগারে দাঁড় করিয়ে রাখা হবে; এমন সব উৎসব আয়োজন হ'চ্ছে। আমি কিন্তু নারাজ। কি নাচ নাচবে তারা? গায়ে গন্ধ, বিশ্রী চেহারা, কথা কহলেই ময়লা ঢাকা দাঁত আর পেঁয়াজের গন্ধ; তা চেয়ে বরং দেশের কুমারীদের দিয়ে একটা দেশী নাচ দিলে মন্দ হয় না। কি বল দেবীশ?"

"যথার্থ অনুমান কোরেছেন। বড়লোক আপনারা, সহর ঘুঁটে এসেছেন, আপনার বাহবা রুচী, চমৎকার মন, ঠিক কথা বোলেছেন; ঘরের মেয়ে ভিন্ন মেয়ে? কিন্তু দেখুন যুবরাজ! আজ একটা বড় ভাল জিনিশ সংগ্রহ হয়ে গেছে। যে দিনটা যায়, সেটা খুব ভালই যায়। 'আজ সদ্য টাটকা বেশ বলিষ্ঠ তালগাছ হতে সদ্য সদ্য পেড়ে আনা খাঁটি তাড়ি পেয়েছি, পাক্কা এক কলসী। ঘ্রাণেই পাগল; চলুন, দেখাটা যখন হয়েই গেল, তখন আজ সুপ্রভাত সৌভাগ্যটা ভাল রকমেই হয়ে যাক্। দয়া কোরে চলুন আপনি।"

রেডবর্ণ অস্বীকার কোচ্ছিলেন, হটাৎ মনে পড়ে গেল, দেবীশের ভুবনমোহিনী কন্যার কথা! অমনি সম্মতি হলো। দেবীশও অভিষ্টসিদ্ধি জ্ঞান কোরে, শিকার নিয়ে আপনার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'লেন। পুত্রী তখন বারান্দায় বোসে সুচীকার্য্য কোচ্ছিলেন, অতিথির আগমনে লজ্জিত হয়ে, অতিথিকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রস্থান কোত্তে উদ্যত হতেই; সঙ্গে সঙ্গে বাবা! শীর্ণ গলায় খুব ঝিম্ আওয়াজে রেডবর্ণ বোল্লেন "উঠলে যে?

আমরা এসেছি বোলে হয় ত তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছে, কেমন তাই কি? কাজ বন্ধ হয়ে গেল যখন, তখন ঠিক কথাই ত তাই!"

দেবীশ বোল্লেন "আরে না না, যাবে কোথায়? রাজ-অতিথি এসে উপস্থিত, তাঁকে সমাদর করে কে? কোন্‌ও বিষয় ত্রুটি হলে বড় নিন্দা হবে। থাক লুসী।" এই বোলে দেবীশ তাড়ীর অনুসন্ধানে চোল্লেন, লুসী অগত্যা উপবেশন কোত্তে বাধ্য হ'লেন।

লুসীর খুব নিকট ঘেঁসে উপবেশন কোরে জমিদারের সুসন্তান রেডবর্ণ বোল্লেন "তাতে হয়েছে কি? যখন আমরা ছেলেমানুষ ছিলেম; তুমি ছিলে বালিকা, আমি ছিলেম বালক, তখনি একত্রে কত খেলাই খেলেছি। বিদ্যা উপার্জ্জন কোত্তে বিদেশে গিয়েই না, সে সব খেলা ভুলে গেলেম; তা না হলে, কি বল লুসী, তা না হলে হয় ত চিরদিনই আমরা কত নূতন খেলাই খেলতেম।" সতৃষ্ণনয়নে জ্বালাময় হৃদয়ে রেডবর্ণ লুসীর মুখের দিকে চাইলেন, দেখলেন, সে মুখ বড় গম্ভীর, ঘৃণার লালে লাল; ওষ্ঠাধর কম্পিত। লুসী বিরক্ত হয়ে প্রকাশ কোল্লেন "কিন্তু এখন আর যে আমরা বালক বালিকা নই, এটা বোধ হয় আপনার জ্ঞানে পৌছেছে?"

"আঃ—রাগ কোল্লে নাকি? রাগের কথাটা কি? বরং কৃতার্থের কথা। আমাকে একবারে তুমি যে খুব অপরিচিত বোলে জ্ঞান কোল্লে! তোমার পিতা আমাদের বাড়ীতেই আজও চাকরীতে নিযুক্ত আছে, তাও বোধ হয় তুমি রাগের খেয়ালে ভুলে যাও নাই। আর কত দিনই বা, হয় ত দু চার দিন পরে আমি দেশ ছেড়েই চলে যাব, সৈন্য দলেই ভর্ত্তি হয়ে যাব; কিন্তু দেখ, এখন ত বেশ আকাশ পরিষ্কার থাকে, সন্ধ্যাকালে কেন তুমি আমাদের ওদিকে—কি অন্য কোনও দিকে সন্ধ্যা-ভ্রমণে যাও না? যাবে? কে দেখবে? পল্লির লোকজন সন্ধ্যার পর আর কেহ মাঠে থাকে না। যাবে? মাঠে বেড়াতে যাবে লুসী? প্রিয়—" রেডবর্ণ লুসীর হস্তধারণ কোল্লেন। বিরক্ত হয়ে—কোমলে যে কত খানি কঠোরতা, মধুরে যে কত খানি তীব্রতা থাক্‌তে পারে, তাই দেখাবার জন্য তীব্রকণ্ঠে লুসী বোল্লে "ছেড়ে দাও মহাশয়! হাত ছেড়ে দাও আমার, এখনও বলি—"

দেবীশ এসে উপস্থিত। বিস্মিত হয়ে—কন্যার ব্যবহারে মনে মনে মর্ম্মাহত হয়ে দেবীশ বোল্লে "কি, হয়েছে কি? ব্যাপারটা কি? ষাঁড়ের মত চেচাচ্ছিস, কাণ্ডটা কি?"

কাঁদ কাঁদ হয়ে—দারুণ আবদারের ভাষায় লুসী বোল্লে "আর তুমি যদি কখনও রেডবর্ণকে নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়ী নিয়ে আস, আমি তখনি কিন্তু আপনার ঘরে চোলে যাব।" এই বোলে লুসী দ্রুতপদে বারান্দা হতে চোলে গেল। তাড়া তাড়ি তাড়ির গ্লাস টেবিলের উপর রেখে, দেবীশ একবার রেডবর্ণের মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। দেখলে, সে মুখে

অপমানের—ক্রোধের একটি ক্ষীণ রেখা পর্য্যন্ত নাই। আশ্বস্ত হয়ে—একটি বড় পাত্র পূর্ণ কোরে রেডবর্ণের হাতে দিয়ে, সে গ্লাসটা উদরস্থ পর্য্যন্ত হয়ে গেলে, দেবীশ বোল্লে "মেয়েটা কিন্তু আমার বড় ভাল। ঐ যে মেয়ের মা, সে ছিল একটা বড়দরের ওজনসই মেয়ে মানুষ। আমি গালগল্প কোরে বোল্‌তে পারি, দেশের যাঁরা মাথা মাথা ভদ্রলোক, তাঁদের ঘরেও তেমন আদপ কায়দাবাজ মেয়েমানুষ নাই। তারই মেয়ে কি না, বুঝেছেন যুবরাজ কুমার, মেয়েটি আমার খুব চমৎকার। রাগ মনে কোর্ব্বেন না; প্রথম প্রথম কি না, ওরকম নানা না হুঁ হয়েই থাকে। তুমি বাপু প্রেমিক মানুষ, তোমাকে আর আমি নূতন কোরে শিখাবই বা কি? কিন্তু—তুমি যা মনে মনে ভাবছো যুবরাজ, তা আমি কর্ব্বো। রোজ রোজ সন্ধ্যার সময় আমি নিজে মেয়ে নিয়ে মাঠে বেড়াতে যাব। আসা যাওয়া হলেই সব দুরস্ত হয়ে আসবে। কি বল, মালটা আছে কেমন?"

"চমৎকার।" দুখানি পা যে একজনের, সেটার প্রতি লোকের ভ্রম জন্মাইবার জন্য তাদের খুব দূরে দূরে রেখে, নেশার পিট্‌পিটে চোক্ দুটিতে মিট্‌মিট্ কোরে চেয়ে রেডবর্ণ বোল্লেন "চমৎকার। এমন জিনিস লণ্ডনের রাজামহারাজারা এক ফোটা পেলে ধন্যজ্ঞান করে; কিন্তু দেখ, তা তুমি যেন ভুলে যেও না। লুসীকে নিয়ে অবশ্য অবশ্য যেও তুমি। ছেলেবেলার ভালবাসা, আমরা কিন্তু নাম ধোরে ধোরেই পরস্পরকে ডাক্‌বো।"

"তা আর ডাক্‌বে না? আল্‌বৎ ডাক্‌বে। আপনা আপনির মধ্যে অত তফাৎ বাদ কি ভাল দেখায়? এই দেখ না কেন, স্নেহের খাতিরে আমি তোমাকে আপনি না বোলে, এদানি তুমি বোলে ফেলেছি। ফেলেছি ত ফেলেছি, তাতে কি ক্ষতি আছে? আর এক গ্লাস দিব কি?" সম্মতির অপেক্ষা না-রেখে, দেবীশ আবার সেই বড় গ্লাসের এক গ্লাস রেডবর্ণের হাতে দিয়ে বোল্লে "দেখ, কেমন সুন্দর রং, বর্ণটা একবার দেখ। আমার মেয়ের চেয়েও এ রংটা যেন গোলাপী।"

"ঠিক বোলেছ দেবীশ, ঠিক কথা; কিন্তু যেমন তোমার মেয়ে ভুবনমোহিনী, সে কি সেই চাষা ছোঁড়াটার উপযুক্ত হতে পারে?"

"আরে না না, সে সব মিথ্যা কথা! আমি ঈশ্বরের দিব্য নিয়ে বোল্‌তে পারি, বদলোকের ও সব রটান কথা। আমার মেয়ে, সে কি তা পারে?"

"এই না সেদিন আড়কাটি লাঙ্গুলীর সম্মুখে লুসী এসে ফ্রেডরিকের গলা জড়িয়ে ধোরে বড় কাঁদাকাটি কোরেছিল?"

এক গাল হাসি হোহো কোরে হেসে দেবীশ বোল্লে "আরে ছিঃ—ও সব উড়ো কথা মনে স্থান দাও তুমি? সে লুসী নয়। তবে হাঁ, আমার বাড়ী সংক্রান্ত লোক বটে; দাসী মঙ্গলা ঐ রকম কোরেছিল বটে। সুন্দরী কন্যা আমার, ভদ্র সংসারের দুর্লভ কন্যা আমার,

বড় ঘরে বিবাহ হবে যার, সে কি একজন কৃষকের—আবার সে ছোঁড়াটা বেয়াড়া মাতাল। মদ, তাড়ি, খাঁটি, ধেনো, চাষাটা আবার না খেত কি? আমি কি তাকে মেয়ে দি? আর সে ত জন্মের মতই এদেশ ছেড়ে হাঁটা দিয়েছে, এখন সে সব কথাই বা কেন? মেয়ে কিন্তু আমি বড় ঘরে দিতে চাই। কেমন, তুমি কি বল? মেয়ের দিকে—মেয়ের রূপ গুণের দিকে লক্ষ্য রেখে বল, আমি কি এ আশা কোত্তে পারি না?"

"আলবৎ পার। তেমন মেয়ে তোমার, তুমি আবার পার না? অবশ্য পার। হবেও তা। লুসী ত আর কৃষককন্যা নয়; আর হলেই বা তাতে দোষ ঘটে কি? তত বড় রুসীয়ার সম্রাট কৃষককন্যাকে বিবাহ কোরেছিলেন। সেই কৃষককন্যা মহারাজ্ঞীর সম্মানে সিংহাসন পর্য্যন্ত পেয়েছিলেন। তুমি ত তার চেয়ে উচ্চবংশের পরিচয় দিতে পার।"

আর এক পাত্র পান কোরিয়ে দেবীশ মনের কপাট খুলে দিলে। নিত্য নিত্য সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণ কোরে রাখলে। দেবীশের আশা পূর্ণ হবে, রেডবর্ণ এমন আশাও দিলেন। চার দিকে লোকজন, সুন্দরীকন্যার সহিত নিত্য নিত্য সন্দর্শন, একটা দুর্নাম—একটা মিথ্যা কষ্টকল্পনা উঠ্‌তে কতক্ষণ? তাতেই স্থির রইল, সন্ধ্যার পর রেডবর্ণ প্রতিদিন স্বয়ং হাজির এসে দেবীশের বাড়ীর হাজিরা বইতে নাম লিখে দিয়ে যাবেন। এই সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়ে গেলে রেডবর্ণ বিদায় নিলেন। আবার একবার দেবীশ একাকী। মনের আনন্দে নিজের প্রশ্নে নিজেই উত্তর দিয়ে হেসে হেসে আকুল। আর এখন তারে পায় কে?

দেবীশ কন্যার গৃহে প্রবেশ কোল্লেন। লুসীর নেত্রদ্বয় তখন অশ্রুজলে শিক্ত! দেবীশ বোল্লেন "লুসি, বুঝে দেখ। বুঝতে তুমি সবই পেরেছ; তবু এখনও বুঝে দেখ। পিতা আমি তোমার, তোমার মঙ্গল আমি যত বুঝি, এজগতে আর কোনও লোকই তা বুঝে না, বুঝ্‌তে পারে না। দুদিন পরে রেডবর্ণ পিতার এই অতুল ঐশ্বর্য্য প্রভৃত সম্মান লাভ কর্ব্বেন। এই সকল প্রজাসাধারণ তখন তাঁরই আজ্ঞাকারী হবে, তাঁর আদেশে একজন বাঁচ্‌বে মরবে, তুমি তাঁকে চাওনা?"

"পিতা! তোমার মুখে একি কথা! তুমি নিজেই ত বোলেছ, আমার মঙ্গল তুমি ভালরূপেই বুঝ্‌তে পার। তবে এ অবুঝের মত কথা কেন? আমি যাকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি, যাকে দেখ্‌লে আমার সকল সুদৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়, তার প্রতি আত্মদান—তুমি কি কোরে এ অনুরোধ কোত্তে এসেছ?"

"দেখ্‌ লুসী, আমি বিস্তর সহ্য কোরেছি, আর পারি না। তোর ভাবনা ভেবে, তোর চিন্তা কোরে, আমি অবসন্ন হয়ে গেছি। তোর মত কন্যাকে আমি আত্মকন্যা বোলে পরিচয় দিতে এখন দারুণ অপমান—মর্ম্মান্তিক ঘৃণা বোলে মনে করি। পিতার বাক্যে কন্যার অবহেলা?—পিতার সুযুক্তি সুশাসনে প্রতিবাদ?—এ কি কখনও কেই কোরেছে?

এ যে সবই তোর নূতন ? যদি তোর জননী আজ জীবিত থাক্‌তেন, যদি তোর গর্ভ-ধারিণী এই হীতের কথা শুন্‌তেন, তা হলে তিনিও যে আমার মতে মত দিতেন, তাও কি তুই ভেবে দেখিস্ নাই ?"

"না পিতা, তিনি সম্মতি দিতেন না। কন্যার সুখের তরণী—তুমি যে ভীষণ ঝটিকা-মধ্যে নিক্ষেপ কোত্তে বাসনা কোরেছ, কন্যার সুখশান্তি চিরজীবনের জন্য অশান্তির দাবা-নল মধ্যে স্থাপন কোত্তে তুমি যে উদ্যোগ কোচ্ছ, তাতে জননী আমার কখনই সম্মতি দিতেন না। আমি বেশ কোরে চিন্তা কোরে দেখেছি, মা আমার কখনই এ মতে মত দিতেন না।"

"রাক্ষসী, সয়তানী, আমি তোর মঙ্গল বুঝিনা ?—কাঁদাব—কাঁদাব—কাঁদাব। পায়ে ধোরে লুটো পুটি কর্ব্বি, রেডবর্ণের কাছে নতজানু হয়ে শত সহস্র বার ক্ষমা ভিক্ষা কর্ব্বি, তবে তোর নিস্তার !" এই বোলে, দেবীশ ঘরের মধ্যে খুব ভারি ভারি পদশব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। অভাগিনী লুসী মর্ম্মদাহে কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে অধীর হয়ে গেল। কেহ দেখ্‌লে না, কেহ আহা বাক্যটি পর্য্যন্ত উচ্চারণ কোল্লেনা, অভাগিনী সমস্ত রাত্রি কেঁদেই কাটালে। সংসার ! এ সব অত্যাচার আর কত কাল !

একাদশ উচ্ছ্বাস।

আড্ডা !

যে সৈন্যশ্রেণীতে ফেড্রিক বাঁধা পোড়ে গেছেন, সে সৈন্যদলের প্রকৃত অবস্থান স্থান মাল্টা দ্বীপ। কেবল কয়েক মাসের জন্য তারা লণ্ডন-প্রবাসের আদেশ প্রাপ্ত হয়েছে। সেনাদলের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি, কাপ্তেন কর্টনি। কাপ্তেনের বয়স বত্রিশ, কিন্তু বয়সের অনুপাত অনুসারে হৃদয়ে তাঁর কিছুমাত্র কোমলতা নাই। দিবারাত্রি তিনি যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেন, দিবারাত্রি তিনি অধীনস্থগণের প্রতি অত্যাচার করেন, কুকর্ম্ম অভিধানে ব্যভিচার শব্দের যত যত প্রতিশব্দ আছে, সে সকলই কাপ্তেনের অঙ্গভূষণ হয়েছে ! সর্ব্বদাই রাগে যেন ফুলে থাকেন। মদের নেশায় চব্বিশ ঘণ্টাই অঘোর। প্রতিবৎসরের বাৎসরিক হিসাব নিকাশে কাপ্তেন দেনদার হন ; যেখানে তাঁর অত্মীয়স্বজন, যেখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব, সেই সকল স্থানে কাপ্তেন দুঃখলিপি প্রেরণ করেন, তাঁদের সেই বাৎসরিক সাহায্যে কাপ্তেন আজও আকাশের নীচে মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন।

তুজন সহকারী সেনাপতি। সহকারীর একজনের নাম হিংকোট। বয়স পরিণত, পঞ্চাশের দুএক বৎসর মাত্র বাকী। হিংকোট সংসারের কোনও সংস্রবই রাখেন না। সমাজে মিশেন না, বন্ধুবান্ধবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন না, নিমন্ত্রণ করেনও না; ঋণ গ্রহণেও তাঁর অভ্যাস নাই, ঋণ দানেও তাঁর খাতার পাতা শূন্য; আমোদ প্রমোদ নাই, বিলাস বিভ্রম নাই,খোস্ মেজাজী খাম্ খেয়ালী নাই; যেমন আছেন, ঠিক তেমনই আছেন। আর একজন সহকারীর নাম স্কট। স্কটের বয়স ত্রিশ, দেখতেও মন্দ নন। এ লোকটির চরিত্র সর্ব্বতোভাবে অসাধারণ। নিজের একটি তামার পয়সা তিনি সোনার মোহর বোলে জ্ঞান করেন, কিন্তু পরের মোহর যদি তাঁরই পরিচর্য্যার জন্য পরে খরচ কোত্তে একটু ইতঃস্তত করে, স্কট তার উপর অগ্নিশর্ম্মা! গ্লানীর একশেষ। লোকটা যে অতি অভদ্র—অতি কৃপণ, একথা তৎক্ষণাৎ ঘোষণা কর্ব্বার জন্য, স্কট আহার নিদ্রা ত্যাগ করেন। প্রাণে ইয়ারকীর সম্পূর্ণ ইচ্ছা, কিন্তু নিজের ব্যয়ে নয়! পরের মাথায় হস্ত পরামর্শ কোত্তে এমন অসাধারণ মজবুত লোক আর ছুটি নাই!

সেনাদলে আরও আছে, তুজন হাবিলদার। এই নূতন প্যাক খোলা হাবিলদার ছুটি যুদ্ধশিক্ষার বিদ্যালয় হতে নূতন পাশ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। একটির বয়স কুড়ি, আর একটির বয়স সতের। গোঁপ দাড়ী একজনেরও নাই, বালক তাঁরা; তবুও হাবিলদার কিনা, কথাবার্ত্তা ধরণধারণ চাল্ চলোন সব বয়স্ক লোকের মত! একজন বড় তুর্ব্বল—বড় শীর্ণ—বড় রুগ্ন; গরীব এপর্য্যন্ত এক দিনও প্রাণ ভরে থর্সানের চুরোটে পুরা দম্ দিতে পারে নাই; আর এক জন কিন্তু এতে মূর্ত্তিমান; শুঁড়িখানা, তাড়িখানা, কাফিখানা প্রভৃতি স্থানে বৎসরের মধ্যেও অন্ততঃ যে একবার পদার্পণ কোরেছে, সেও তাকে চিনে।

সৈন্যদলের অনেক সময়ই কোন কাজ থাকে না, সুতরাং সে সময়টা তারা মদ খেয়ে গুণ্ডামী ষণ্ডামী কোরে কাটিয়ে দেয়। সকল সৈন্যই পূরা মাতাল, সকল সৈন্যই শুঁড়িখানার নিত্য অতিথি। বেতনের কথা থাকে প্রতিদিন এক এক আধুলী, নগদ হাতে পায় তারা, এক একটা বাঁধা তুয়ানী। বাকী আর তিন্টে তুয়ানী যায় কোথা? সরকারী তহবিলে, আহার পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে। আহার, তা দেশের দীনহীন পথের পথ-ভিকারীরা যা খায়, তাও না। রুটিখানার রং কাল, পোড়া, অখাদ্য তার অর্দ্ধেক; বুড়ো ষাঁড়, কৃষকেরা যে সকল ষাঁড় কাজের বাইরে গেছে ব'লে বিনামূল্যে বেচে ফেলে, কৃষকের লাঠিতে লাঠিতে যাদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের ঢাল হতেও শক্ত হয়ে গেছে, সেই। বুড়ো ষাঁড়ের অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস, তাও পরিমিত। চা নাই, বাল্যভোজনের ত ব্যবস্থাই নাই। লাল পোষাক সব মদের বমিতে—পথের ধুলাতে অতি অপরিষ্কার, প্রতি মাসেও একদিন, সে

সকল পোষাক জলের সাক্ষাৎও পায় না, বেতন হতে কিন্তু পোষাক পরিষ্কারের ব্যয় বেশ মোটা রকম কাটা যায়, এত সুখ।

বেতন যদি তত অল্প, তবে তারা নিত্য নিত্য মদ পায় কোথা? বড়দরের ব্যবসায়ীদের স্ত্রীকন্যারা সৈনিকপুরুষের লাল পোষাক বড় ভাল বাসে। তাদের অক্ষয় অর্থাধার এই সকল লালপোষাকপরা গোরার দলের সেবায় অনেক সময়ই ব্যয়িত হয়ে থাকে। ঐ সকল কৃপাময়া রমণীদের কৃপায় সৈনিকপুরুষেরা খায় ভাল, থাকেও ভাল।

ফ্রেড ত এ দলের লোক নন, মহা কষ্ট হলো। দীর্ঘ দীর্ঘ ঘণ্টা বিনাকার্য্যে অতিবাহিত করা, বড় কষ্টের কথা। কোনও গতিকে সময় কাটাবার জন্য ফ্রেড নিজের অর্থে কোনও পুস্তকালয় হতে সংবাদ পত্র আনিয়ে পাঠ কোর্ব্বেন, এখন বাসনা জানালেন; সম্মতি হলো না। সৈন্য বিভাগে কালি কলমের—ছাপার হরপের কোনও সম্পর্কই নাই। লেখা পড়াটা যে সৈন্যশ্রেণীর পক্ষে দারুণ দুষ্কার্য্য, অন্ততঃ কর্ত্তৃপক্ষদের পর্য্যন্ত এটা দৃঢ় বিশ্বাস। লেখা পড়া শিখ্‌লে হিতাহিত জ্ঞান আসে, স্বার্থবুদ্ধি আসে, বিবেচনা আসে, শেষে লোক শান্তির সেবক হয়ে পড়ে; এই জন্য সেনাবিভাগে লেখা পড়ার নাম মাত্র নাই। কেবল কি এই একই কারণ? তাও নয়। সংবাদ পত্রে দেশের দশকথা লেখা থাকে, রাজার ত্রুটি প্রদর্শিত হয়, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্য সমালোচনা করা হয়, অভাব অভিযোগের প্রসঙ্গ থাকে,—সুতরাং সে সকল কথা দেখা, কি সে সকল প্রসঙ্গে মনোনিবেশ করা সৈনিকদের পক্ষে একান্ত নিষিদ্ধ। কি জানি, তারা সে সব পাঠ কোরে রাজার কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হতে পারে। এই সকল কারণে লেখা পড়ার চাষ সৈন্যবিভাগে একেবারে তালাক্ দিয়ে বন্ধ।

ফ্রেড এখন কাওয়াজ শিখ্‌ছেন। বুদ্ধি আছে, লেখা পড়া বোধ আছে, শিক্ষা বিষয়ে তিনি সকলের অগ্রগামী। কদমবাজ ঘোড়ারা যেমন বাঁধি পায়ে চলে, সৈন্যদেরও তেমনি বাঁধি পায়ে চোল্‌তে হয়। এক পা এদিক ওদিক হলে বেত হয়। একদিন ঐ বাঁধি পায়ের কসরৎ ক'রে ফ্রেডরিক আপনার নির্দ্দিষ্টস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন কোচ্ছেন, সম্মুখে লাঙ্গুলী। বিদ্রূপের চাউনীতে চেয়ে, মৃদু মধুর হাস্য তরঙ্গে আপনার ছোট ভুঁড়িটি একটু আন্দোলিত কোরে লাঙ্গুলী বোল্লেন "কি হে ছোকরা! মন বসেছে ত? সৈনিক-জীবনের রসাস্বাদনে অভ্যস্থ হয়েছ ত? বেশ হয়েছে। সেই যে নাজীরের সুন্দরীকন্যা, যার প্রেমের ফাঁসি তুমি আপনার গলায় নিজের হাতে জড়িয়ে দিয়েছিলে, সেটা এখন আর নাই ত? সে নেশাটা যায় খোঁয়ারী বেশ কেটে গেছে ত? অবাক কাণ্ড তোমার! আশা লোকে করেই থাকে, কিন্তু অত উচ্চ আশা কি কেহ করে? না তত উচ্চ আশা কারও পূর্ণ হয়? তত সুন্দরী এল, তেমন লাবণ্য তার, তার প্রতি তোমার এ অন্যায় লোভ কেন? তবে হাঁ,

তেমন সুন্দর সুপুরুষ যদি হতে, কি আমাদের মত এমন উচ্চপদস্থ হতে, ক্ষতি ছিল না; কিন্তু কোথাকার দীনহীন পথের কাঙাল তুমি, তোমার এ বাসনা কেন? এ বাসনায় ত ছাই পড়ারই কথা! তবে বরং উপকার হয়েছে তোমার। এতে বরং নাম আছে। বেতস লোকটা খুব পাকা!—বেহুদা হাঁসিয়ার লোক সেটা। এখন আছ ত ভাল?"

ফ্রেড নিরুত্তরে প্রস্থান কোল্লেন। গাঙ্গুলীর এই মর্ম্মভেদী বাক্যের উত্তরই বা আর আছে কি?

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস।

নাজীরের মতলব—উন্নতি।

এক পক্ষ অতীত। দেবীশের সাধের ভাবি-জামাতা জমিদার-তনয় রেডবর্ণের সহিত লুসীর সাক্ষাতের পর, এক পক্ষ অতীত। সন্ধ্যা হয়েছে মাত্র, চুরোটের ধুম উড়িয়ে রেডবর্ণ গৃহত্যাগ কোল্লেন। গমনের বিরাম নাই, কিন্তু গমনের গতি অতি ধীরে ধীরে,—সে ধীরতার কারণ চিন্তা। রেডবর্ণ চিন্তা কোচ্ছেন "লুসী কি আমার হবে না! সত্য যদি বোল্‌তে হয়, তবে স্বীকার করি, আমি তাকে ভালবাসি। প্রাণের চেয়েও সে ভাল বাসা মূল্যবান! লুসী কি আমার হবে না? দেবীশ লুসীর পিতা, সে আমার অভিষ্ট সিদ্ধির প্রধান সহায়। তার কথার প্রসঙ্গে—ভাবভঙ্গিতে এক রকম প্রকাশই পেয়েছে, তার এ বিবাহে সম্পূর্ণ সম্মতি ত আছেই, তা ছাড়া একান্ত চেষ্টাও আছে। তবে কি বিবাহ হবে না? বিবাহ হলেও কিন্তু পিতার মত হবে না।—মা ত অমত কোরেই বোস্‌বেন। দেবীশ পিতারই অধীনে পিতারই আদালতের নাজীর, তার কন্যাকে বিবাহ ক'ল্লে তাঁর মাতা হেঁট হবে, তিনি কি তা স্বীকার করেন?—কখনই না। তবে কেন এ চেষ্টা? পিতামাতার অমতে কে কি কোত্তে পারে? দূর কর,—ভুলে যাই, ফিরে যাই।" রেডবর্ণ যাচ্ছিলেন, দাঁড়ালেন—বাড়ীর দিকে ফিরে চোল্লেন। বেশি দূর নয়, বড় বেশি হয় ত, দশ বার হাত! দাঁড়ালেন।—কি জানি কেন, আবার ফিরলেন। মনে মনে বোল্লেন "আমি ত আর এখন নাবালক ছেলেটি নই যে, পিতামাতার রাঙা চোক্ দেখে ভয় পাব! দু দিন পরে আমি সাবালক হব, বিষয় বিভব সমস্তই আমার হবে, কে আমার এ সংকল্প নিবারণ কোত্তে পার্ব্বে তখন? পিতা মাতার ভয়ে কি এমন সুখের আশা ত্যাগ করা যায়? না, না, না, কখনই না।" রেডবর্ণ যেন হাওয়া ভরে দেবীশের কুটির দ্বারে উপ-

নীত হলেন। মরুতা দরজা খুলে দিলে প্রবেশ কোল্লেন। বারান্দায় বোসে দেবীশ মদ খাচ্ছেন, নিকটেই লুসী একটি উলের টুপি বুন্‌ছে, রেডবর্ণ গিয়ে পিতাপুত্রীর মাঝে, বরং পিতা হতেও পুত্রীর দিকে একটু অধিক মাত্রায় ঘেঁসে বোস্‌লেন। হাস্যবদনে দেবীশের করমর্দ্দন কোল্লেন,—লুসীর দিকেও একবার চাইলেন; আশা, একবার মাত্র সম্মতি পেলেই রেডবর্ণ করমর্দ্দনের ছলে লুসীর অঙ্গ স্পর্শ কোরে নিজের কাছে নিজে কৃতার্থ হন, তা কিন্তু হলো না। লুসী গ্রাহ্যই কোল্লে না। অগত্যা মনের আশা দমন কোরে রেডবর্ণ বোল্লেন "তবে দেবীশ, আমোদ প্রমোদ চাল্‌ছে ভাল? আমাকে কিছু অংশ দিলে হয় না কি?"

দেবীশ আনন্দিত হয়ে বোল্লেন "সৌভাগ্য! সৌভাগ্য! লুসি! দে ত মা, একটা বেশ ভাল পরিষ্কার লতাবুটি কাটা বেলয়ারী গেলাস্ দে ত!"

"না না, তা কখন হতে পারে না। যুবতীদের সেবার জন্য যুবকগণই সর্ব্বদা হাজির রুজু থাকে, যুবতীরা কখন যুবকের সেবা করে না।" এই বোলে রেডবর্ণ নিজেই একটা গেলাস্ নিলেন।—দেবীশের অনুরোধে পর পর তিন পাত্র গলাধঃকরণ কোরে শেষে বোল্লেন "আর শুনেছ দেবীশ, এখানকার যে নাপিত ব্যাটা ছিল, কি তার নাম ভাল, বেতস বুঝি? হাঁ; সেই বেতস! সে নাকি দেনদার হয়ে গেছে?"

"হবেই ত! শুঁড়িখানায় যায় নিত্য নিত্য মদের যোগান, সে দেন্দার হইবেই ত।"

"তাতে আর ব্যয় কি? শুন্‌তে পাই, সেই যে ছেলেধরা আড়কাটি এসেছিল, সে নাকি বেতসকে অনেক টাকা ঘুস্ দিয়ে গেছে। বেতসের সাহায্যেই নাকি সে এখানকার কয়েক জন চাষার ছেলেকে ফাঁকি দিয়ে ধোরে নিয়ে গেছে। গেছে ত হয়েছে ভাল। ঐ চাষার দলের সঙ্গে সে যে সেই চাষার শিরসর্দ্দার—সেই গোঁয়ারের গুরু ফ্রেডকে চালান করে দিয়েছে, আমি তাতে বড়ই খুসী আছি। বেতস যে কায কোরেছে, তাতে আমি তাকে পুরস্কার দিতে চাই।"

লুসীর গণ্ডস্থল লোহিতবর্ণ ধারণ কোল্লে, নেত্রপল্লব ভিজে ভিজে এল, বুকের মধ্যে যেন কিসের একটা যন্ত্রণা উঠ্‌লো, লুসী দ্রুতপদে বারান্দা হতে উঠে গেল। রেডবর্ণ দেখেই ত অবাক! এ আবার কি! তবে ত লুসী ফ্রেডরিকের! তবে সে ত তাকে ভালবাসে! মনের মধ্যে একটা সন্দেহের তরঙ্গ উঠ্‌লো। ভাবভঙ্গি বুঝে দেবীশ বোল্লে "আরে তাতে কিছু না। আমি বোলেছি ত, ছোঁড়াটার প্রতি ভালবাসা দিয়েছিল, আমাদের দাসী মরুতা।. মরুতা আর লুসী, বয়সে প্রায় সমবয়সী কিনা, দুজনের মধ্যে যথেষ্ট ভালবাসা আছে কিনা, তাতেই লুসী মরুতার বা তার ভালবাসার পাত্রের নিন্দা সহ্য কোত্তে পারে না, ত পারে না। আমি এজন্য ঐ ছোঁড়ার কথা মুখেই আনি না। আচ্ছা,

আমি বরং লুসীকে ডেকে আন্‌ছি।" দেবীশ দ্রুতপদে লুসীর ঘরের দরজায় গিয়ে ডাকা ডাকি হাঁকা হাঁকি, উত্তর নাই। বারম্বার আহ্বানে লুসী উত্তর দিতে বাধ্য হলো। লুসী ভগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কে ?"

"আমি—পিতা তোমার! আমার ইচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে এস।"

"না পিতা, আমি তা পার্ব্ব না, প্রাণান্তেও না।"

"পার্ব্বি না ? অবশ্যই পার্ব্বি! আস্‌তেই হবে তোর! আমি আদেশ কোচ্ছি, এখনও বোল্‌ছি, খোল্ দরজা।"

"কোন মতেই আমি পার্ব্ব না। আমাকে তুমি ক্ষমা কর পিতা।"

ইচ্ছা হলো, দেবীশ পদাঘাতে দরজা চূর্ণ কোরে ফেলে, কিন্তু বাইরেই রেডবর্ণ, মনের রাগ মনেই রেখে দেবীশ বোল্লে "আচ্ছা, থাক হতভাগী, এর প্রতিফল তোকে আমি শীঘ্রই দিব, দিবই দিব।"

দেবীশ এসে সংবাদ দিলে,"লুসীর ভয়ানক অসুখ। সেই অসুখের জন্যই ইতিপূর্ব্বে এখান হতে সে উঠে গিয়েছিল। সে তোমার কাছে এবিষয়ের জন্য বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা কোরেছে।"

"ক্ষমা ? কেন, ক্ষমা টমা, আবার কেন ? আমি কাল আবার এমন সময় এসে দেখে যাব। এখন তবে আসি। গেজেটে যত দিন না নামটা ছাপার অক্ষরে ছাপা হয়ে যায়, ততদিন ত আর আমি সৈন্যশ্রেণীতে কাপ্তেনী কোত্তে যাচ্ছি না, আস্‌ব আমি। যে কদিন থাকি, নিত্য নিত্যই আস্‌ব আমি।" আপনার সাদর নিমন্ত্রণ আপনিই অতি সমাদরে পাকিয়ে নিয়ে, নূতন চুরোটে আগুণ ধরিয়ে নিয়ে রেডবর্ণ বিদায় হলেন। যেতে যেতে মনে মনে বোল্লেন "এ ছুঁড়িটে এবার আমাকে বুঝি পাগল করে!"

রাত দশটা বেজে গেছে। জমিদার, গৃহিণী আর পিসি, তিনজনেই রেডবর্ণের আগমন পথ চেয়ে আছেন। এত রাত, দুধের গোপাল আসে না কেন! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আলালের ঘরের দুলাল নেশার মহিমায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এসে হাজির। গৃহিণী বোল্লেন "এত রাত্রি হয়েছে, কোথা ছিলে তুমি ?"

"আমি এই রকম রাত্রে মাঠে মাঠে ভ্রমণ কোত্তে বড় ভালবাসি।"

গম্ভীরবদনে পিসি বোল্লেন, "পেত্নীতে ধরে না ত ?"

গৃহিণী বোল্লেন "এত হীম, তোমার শরীর ত ভাল নয়, পীড়িত হয়ে পোড়বে যে!"

পিসির বাক্যের বিচার নাই। আদালতের অপদস্থ উকিলেরা যেমন মক্কেলকে তুষ্ট রাখ্‌তে হাকিম শুনুন বা না শুনুন, আপনার বক্তৃতা আদালতকে বলে যায়, পিসির বক্তৃতাও ঠিক সেইরূপ। পিসি বোল্লেন, "যে মদের তীব্র গন্ধ বাছার মুখ দিয়ে নির্গত হ'চ্ছে, তাতে হীম কি কাছে আস্‌তে পারে ?"

পিসির এ কথারও কোনও উত্তর হলো না। অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ হলো। বিশেষ তখন শয়নের সময়।

আরও এক পক্ষ অতীত। যাতায়াত নিত্য নিত্যই আছে, আশার সঞ্চার নিত্য নিত্যই হয়েছে, কিন্তু কামনা পূর্ণ হ'চ্ছে না। দুজনেরই না। দেবীশ ইচ্ছা কোরেছে, সে একবার দশের কাছে, "আমি একজন ভদ্র লোক" বোলে আত্মপরিচয় দিবে, সে জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টাও কোচ্ছে, কিন্তু বাসনা যে পূর্ণ হবেই, তা তার মনে লয় না। রেডবর্ণ লুসীর ভুবনভরা রূপের সাগরে ডুবে গেছে, কিন্তু এমন সুখের নিমজ্জন যে চিরস্থায়ী হবে, এ ডুবে যে আর ভেসে উঠ্‌তে হবে না, এমন দৃঢ়বিশ্বাস তার নাই। দুজনেই এখন আশার দ্বারে লুব্ধ অতিথি।

যত্নচেষ্টা যা কোত্তে হয়, দেবীশ তার ত্রুটি করে নাই। নিত্য নিত্য নূতন গাছের নূতন তাড়ির বাঁধি বরাদ্দ পর্য্যন্ত সে কোরে রেখেছে। তাড়িতে তাড়িতে রেডবর্ণকে একটা জাহাজী তেড়েল কোরে তুলেছে, আর বেচারা করে কি?

রেডবর্ণ এসে উপস্থিত। তাড়ি চুরোটে ভাবি-জামাতার সমাদর কোরে দেবীশ বোল্লে "শীঘ্র আমি কন্যাকে নিয়ে সহরে যাব, মনস্থ কোরেছি। কল্য প্রভাতেই আমি তিনমাসের অবকাশ পাব, এমন স্থিরও হয়ে গেছে।"

"না না, তাতে আর কাজ নাই।" ব্যগ্র হয়ে রেডবর্ণ বোল্লেন "তাতে আর কি কাজ? আমি স্বীকার কোরেছি ত, লুসীকে—"বোল্‌তে বুকটা যেন কেঁপে উঠ্‌লো। এক-বার মুখামৃতে শুষ্ককণ্ঠ সরস কোরে নিয়ে রেডবর্ণ অপরি সমাপ্ত প্রসঙ্গ গ্রহণ কোরে বোল্লেন "আমি বোলেছি ত, এ বিবাহ আমি কর্ব্বো। লুসীকে আমার সহধর্ম্মিণী, আমার সকল ঐশ্বর্য্যের সহভোগিনী কর্ব্বোই আমি।"

"তোমার ইচ্ছা ত আর পূর্ণ হবার আশা 'নাই। মাথার উপর পিতামাতা আছেন তোমার, তাঁদের মত না হলে তুমি কি নিজে নিজে সে কাজের দায়ীত্ব নিতে পার্ব্বে? সে বড় কঠিন সাহসের কাজ; ততটা সাহসী তুমি কি হতে পার্ব্বে?"

"হুঁ—তা আমি পার্ব্ব।" বাল্য দুষ্কার্য্যের হাল্‌কা মাথা ঘন ঘন আন্দোলিত কোরে রেডবর্ণ বোল্লেন "তা আমি খুব পার্ব্ব। সাবালক হতে আমার আর গণা গুণ্‌তি পনেরটি দিন বাকী। এই পক্ষটা অতীত হলেই, তখন হব আমিই আমার খোদ। আবার সৈন্য দলে গিয়ে সকের কাপ্তেনীতে ভর্ত্তি হয়ে গেলেই, তিনশ পাউণ্ড কোরে পিতা ব্যবস্থা কোরে দিবেন। তখন টাকার ভাবনাই বা আমার কি তত?"

"তা বোলেছ বড় নিন্দার কথা নয়। আজন্মবুদ্ধিমান তুমি, বুদ্ধিমানের মত কথাই বোল্লে। সত্য কথা বলি, তুমি বালক; মেয়েতে তোমাতে সমান বয়স; এতে যে বেশি

দিন মনোনয়নের দরকার, তা নয়। কাজটা শীঘ্র শীঘ্র চুকে গেলেই নির্ভাবনা হতে পারি। তত শীঘ্র শীঘ্র তুমি কি একাজ সমাধা কোত্তে পার্ব্বে?"

"তা আমি পার্ব্ব। বরং লুসীকে নিয়ে আমি কিছু দিনের মত গা ঢাকা হব। সেনা-পতির পদটা আগে নিয়ে—তার পরই পণের দিনের ছুটি। সেই ছুটিতেই ছুটি। সেই ছুটিতেই আমার লুসীকে নিয়ে পলায়ন।"

"না না, তা হয় না।" গম্ভীর ভাবে দেবীশ বোল্লে "না না, তা হয় না। এই কথাটা তুমি ছেলেমানুষের মত বোল্লে। পালান কি হয়? বরং আমি যা বলি, তাই কর। জ্ঞানবৃদ্ধ আমি, তোমাদের সুখের পথে যে সব বাধাবিপত্তি, তা আমি বিশেষ রকমই জানি। শোন, বোলে যাই। তুমি সেনাবিভাগে নিযুক্ত হয়ে লুসীকে একখানা পত্র লিখ। সত্য কথা বোল্তে কি, সে তোমার জন্য অন্তরে অন্তরে পাগল হয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি আমার বড় চাপা, তাই বাইরে তত প্রকাশ নাই। তাকে তুমি অকুতোভয়ে প্রেমলিপি লিখ্বে। বিবাহের বন্দোবস্তের কথা, কোথায় কোন্ ভজনালয়ে বিবাহ হবে, সে কথা; মেয়ে মানুষ কিনা, বিবাহে কি কি ধনরত্ন যৌতুক দিবে, তার কথা; রাজা লোক্ তোমরা, তোমাদের বড়মানুষ লোকের ঘরে দাঁড়াদস্তর—যৌতুকনিদর্শনী দিবার যেমন প্রথা, সেই রকমই অবশ্য সে পত্রে লিখ্বে, আর তারই সঙ্গে আমাকেও লিখ্বে আর একখানি। তাতেও ঐ সব বিষয় বিস্তারিত লেখা থাক্‌বে। তবে আমার কন্যার পত্রখানি যেমন হবে প্রেম-প্রধান, আমার পত্র তেমনি হবে বন্দোবস্ত—দেনাপাওনা-প্রধান। কন্যার পিতা আমি কিনা, আমি সেই সবই জান্তে চাই। তার পর তোমার এই পত্র পেলে আমি মেয়ে নিয়ে সেই স্থানে চোলে যাব। বাবা, তুমি যদি আমার জামাতা হও, তবে এ জগতে আর আমার অন্য প্রার্থনা কি?"

"এতেই আমার সম্পূর্ণ সম্মতি। পিতা আমাকে নিয়ে, কালই লণ্ডনে যাবেন। আমাকে তিনি একেবারে ভর্ত্তি কোরে দিয়ে আস্‌বেন। আমি সেখানে স্থায়ী হয়েই এই সব বন্দোবস্তের ব্যবস্থা কর্ব্বো। যাবার সময় একবার প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ—"

"আরে সে একবারে শয্যাগত! তুমি যাবে শুনে, মেয়ে আমার ধরাশায়িনী হয়ে গেছে। দেখা হলে তার হৃদয়ের ব্যথা বরং বেড়ে যাবে। তাতে আর কাজ নাই।"

"হৃদয়ের ব্যথা বেড়ে যাবে? তবে আর কাজ নাই।" এই প্রতিধ্বনিতে আনন্দিত হয়ে, পরস্পর করমর্দ্দন কোরে তখনকার মত বিদায়। দেবীশের সাদা সাদা দাঁতেরা খাঁ কোরে আত্মপ্রকাশ কোরে ফেল্লে।—সব সাদা দাঁত আমূল পরিদৃষ্ট।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস।

দারুপল্লির ডাকঘর।

যখন দারুপল্লির নাজিরের গৃহে দেবীশ ও রেডবর্ণের এই প্রকার কথোপকথন, সেই সময় জমিদারের বাড়ির বাঁধা রোসনায়ের মধ্যে খোদ জমিদার, গৃহিণী, আর সেই কট্‌কটে পিসিমা। সকের সৈনিকশ্রেণীতে পুত্র ভর্ত্তি হয়ে গেছে, কোম্পানির গেজেটে কুমার বাহাদুরের নামের পূর্ব্বে 'মাননীয়' শব্দ বিশেষণ রূপে বসে গেছে, জনকজননীর আনন্দের সীমা নাই। পুত্র এত দিনে কোম্পানির বিনা বেতনের নফর হতে পেরেছে, এই ভেবে জননীর মুখে হাসি আর ধরে না। লাল পোষাকে, শাদা কোমরবন্দে ফিঙে-লেজা সৈনিকের টুপিতে ছেলেটিকে কেমন মানাবে, বিস্ফারিত নেত্রে গৃহিণী একথা পিসিমাকে জিজ্ঞাসা ক'ল্লেন। পিসিমা গম্ভীরবদনে উত্তর দিলেন "হাঁ, মানাবে বটে। ধড়া চূড়া পরা যেন বেদের বাঁদর।"

দ্বারবান এসে সংবাদ দিলে "বেতস হুজুরের দর্শন প্রার্থনা করে।" বেতসের মত একজন দেশী নাপিতের সঙ্গে একটি কথাও উচ্চারণ করেন, জমিদার মহাশয়ের তেমন নীচ নজর নয়। তবে বেতস নাকি তাঁর মনের মত কাজ করেছে—সেই 'কুচ কাম্‌কা নেই' গোঁয়ার 'ছোঁড়াটাকে সে নাকি ফন্দিবাজীতে কায়দা কোরে দেশছাড়া কোরে দিয়েছে, তাই ন্যায়ের বিচারপতি প্রকাশ্যে বোল্লেন "হাঁ, আস্‌তে বল তাকে। লোকটা কাজের বটে। কতকগুলো চাষার ছেলে, যারা কেবল আমার রাজত্বের খোরাকী ধ্বংস কোরে দেশটাকে দুর্ভিক্ষের হাতে সঁপে দিয়েছিল, বেতস তাদের দেশত্যাগী কোরে দিয়েছে। বেতসের গুণে রাজ্যের মঙ্গল, সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেরও কল্যাণ হয়েছে যখন, তখন তার সঙ্গে দেখা কোত্তে হয়। ডাক তাকে।"

করকটী পিসিমা বোল্লেন "হাঁ হাঁ, সে লোকটা বড় কাজের লোকই আছে বটে। সে যদি এদেশের সমস্ত লোকদের 'যমের বাড়ীর' যাত্রী কোরে দিতে পাত্ত, তুমি হয় ত তাকে তোমার রাজত্বের অর্দ্ধেক বক্‌শীশ দিতে।"

পিসির কথায় উত্তর দেওয়া কারও অভ্যাস নাই। জমিদার অন্য ঘরে উঠে গেলেন। বেতস এসে এমন এক লম্বা সেলাম জানালে যে, বড় বড় আদপ কায়দাবাজ মুসলমানও

তার কাছে ঘাট মেনে যায়। খোসামদে বশে না আসে, এমন লোক এজগতে আছে বোলে বোধ হয় না। বেতসের তত বড় সেলামে জমিদার পরম পরিতোষ লাভ কোরে একখান শোয়া কেদারার চিং হয়ে শুয়ে পোড়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কি হে নরসুন্দর! সংবাদ কি?"

খোসামদ পুরাণের আর একটি অধ্যায়ের অভিনয় কোরে বেতস বোল্লে "হুজুর নাকি কাল লণ্ডন যাবেন? হাঁ, যাবেনই ত। সে সব সহরে যাওয়া, সে থানে রাজা রাজড়া ভিন্ন আর যায় কে? অবশ্য যাবেন, কিন্তু গরীবের একটু উপকার করুন। হুজুর আপনি, এদেশের মধ্যে একমাত্র প্রবল প্রতাপান্বিত মহামহিম আপনি; এই প্রকাণ্ড মহাদেশের দশের মাথা আপনি। অধীনের উপকার করুন।"

বাধা দিয়ে, আনন্দের হাসি হেসে জমিদার বোল্লেন "তা সত্য, এখন তুমি চাও কি?"

"চাই অতি সামান্য। হুজুরের কটাক্ষে গরীবের সে অতি নগণ্য আশা পূর্ণ ত দূরের কথা, ছয়লাপ হয়ে যেতে পারে। এখানকার পোষ্ট আফিসটা ছিল শ্রীমতী সগদলনীর বাড়িতে। বিবি কাল মারা গেছেন। এখন বলেন যদি, অনুমতি করেন যদি, কৃপা করেন যদি, তা হলে চির অধীনের বাসনা পূর্ণ হয়। কতক গুলি বদলোক আমার বিপক্ষে দরখাস্ত পর্য্যন্ত কোরেছে। অন্য আর একজন লোককে তারা কেশবিন্যাসের জন্য বাহাল পর্য্যন্ত করার মতলব এঁটেছে। সুঁড়িখানায় একটা খুব বড়দরের সভা সমিতি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। আপনি ভিন্ন আমাকে আর রাখে কে? আপনার চরণ তলে, দশবিশ টাকা দামের চক্‌চকে জুতার নীচে পড়ে আছি আমি, আমাকে আপনি রক্ষা করুন।"

"তা আমি কর্ব্বো। স্বীকার কোল্লেম, গ্রাম্য ডাক বাক্স তোমার দোকানের সম্মুখে যাতে ঝুলে, তা আমি ক'র্ব্বো দরখাস্ত দাও, আমি আজই তাতে বিশেষ কোরে অনুরোধ লিপি লিখে ডাকবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠাব। ফল, তুমিই এ কাজ পাবে।"

অভিবাদন কোরে, দরখাস্তখানা জমিদারের হাতে দিয়ে, বেতস প্রস্থান কোল্লে। জমিদার সেই দিনই তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কোল্লেন।

প্রভাতেই পুত্রকে নিয়ে জমিদার লণ্ডন যাত্রা কোল্লেন।—সেনাবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ কোরে, যে দলে ফ্রেডরিক নিযুক্ত আছেন, সেই দলে প্রবেশ কোত্তে অনুমতি লাভ কোরে, পিতাপুত্রে ফিরে এলেন। সহরের প্রধান দর্জ্জি, কুমারের যোদ্ধৃ পোষাক প্রস্তুত কোরে গায়ে চড়িয়ে দিয়ে, পুরস্কার লাভে সন্তুষ্ট হলো! পুত্রের সৈনিকবেশ দর্শনে পিতার আনন্দের সীমাপরিসীমা নাই। জমিদারের এই বড় দুঃখ যে, গৃহিণী সঙ্গে আসেন নাই। তবে সকেরসৈনিক, ইচ্ছামাত্রই অবকাশ আছে। পিতা তৎক্ষণাৎ পোর্টস্‌মাউথের ধনাধ্যক্ষের নিকট নিত্যব্যয়ের জন্য ৭ শত পাউণ্ড জমা দিয়ে সেইদিনই আনন্দিত মনে দারুপল্লিতে ফিরে এলেন। লাল পোষাকে ছেলেকে যে কেমন

মানিয়েছে, গৃহিণীর নিকট জমিদার সে সব ইতিহাস বেশ সালঙ্কারে বর্ণনা কোল্লেন। পিসি বোল্লেন "ভালই ত মানাবে। গোরা বাজনাওয়ালার দলের লাল পোষাক পরা ছোঁড়া গুলো দেখতে শুনতে কি তেমন মন্দ!"

রেডবর্ণ দেবীশের সেই গুরুমন্ত্র ভুলেন নাই। পিতার স্বদেশযাত্রার পরক্ষণেই তিনি অন্য এক হোটেলে যাত্রা কোল্লেন। সেইখানে গিয়েই লুসীকে এক পত্র লিখলেন। বাল্য বয়সের বেয়াড়া বদমায়েসীর দরুণ রুগ্ন মাথায় যতটা বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, প্রেম-কবিতার ছিন্ন অংশ, ভগ্ন চরণ, যা কিছু এখনও স্মৃতিতে জেগে ছিল, রেডবর্ণ সে সমস্তই এই পত্রে ব্যয় কোরে ফেল্লেন। বাস্তবিকই সে পত্রখানা সাহিত্যজগতের একটা অভিনব সৃষ্টি। পাঠককে না দেখালে সে প্রশংসার ভাণ্ডার শূন্য থাকে। সে প্রেমলিপি এইরূপ,—

আজ আমার
সুখবাসর।
পিকাডেলী

প্রাণের প্রতিমা তুমি নিরাশার জল।
স্নেহের কুমারী তুমি পীরিতের ফল॥

হে নিবিড়নিতম্বিনী-মনোপ্রাণবিমোহিনী-কামিনি! আমার প্রাণ তোমার জন্য কেমন হইয়াছে; না——

ভোজনে সোয়াস্তি নাই শয়নে রোদন।
ভ্রমণেতে নিদ্রা পায়, কাঁদিতে হাসিতে হয়,
'কি আর জানাব প্রিয়ে হৃদয়বেদন?

তোমার প্রেমপ্রীতিমমতাসরলতা প্রভৃতি দেখিয়া সেকালের কবির গান, যাহা আমি সে বার রাজকীয় থিয়েটর হইতে নকল করিয়া লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সহসা মনে পড়িয়া গেল, যথা,—

তোমার সরল আঁখি যেন পাকা জাম।
ইচ্ছা করে খাই, কিন্তু বিধি মোরে বাম॥
তোমার প্রেমের নদী অকুল পাঁথার।
নৌকা নাই, দাঁড় নাই, কিসে হব পার?

তোমার জন্য আমি নিজে একটা কবিতা লিখিয়াছি। ঐ কবিতা এখানকার দুসজ্জ রসিকগণ খবরের কাগজে তুলিয়া দিবেন বলিয়াছেন, তাহা এই—

ধর ধর ধর মোরে, আমি প্রিয়ে তোমারি।
বিশ্বাস যদি নাহি কর, মাইরি, মাইরি, মাইরি ॥
তোমার ভাবনা সদা ভেবে,
দিবানিশি নাহি হয় ক্ষিদে,
সদা ভাবি কিসে পাব তব সন্দর্শন।
মরিণু মরিণু প্রিয়ে,
রাখ কৃপা বারি দিয়ে,
একবার দেহি প্রিয়ে প্রেম-আলিঙ্গন।
প্রাণনাথিনি আমার,
কি অধিক বলিব বা আর,
তোমার কারণে ভ্রমি নিশি দিনে পাহাড়ের চারি ধার ॥
কত কেঁদেছি বিরলে বসে,
হিয়ে মরে প্রাণ কেশে কেশে,
এই হলো অবশেষে প্রিয়ে লো আমার?
ধর মোর জীবন যৌবন, ছড়ি ঘড়ি গাড়ি ঘোড়া মন,
পোড়ে থাকি তোমার চরণ তলে,
বাঁধা দিয়ে মন, বাঁধা দিয়ে মন, বাঁধা দিয়ে মন।

তোমাকে আমি যে কি সুখে রাখিব, তাহার কল্পনা তুমি এখানে আসিলে দুজনে এক প্রাণে একত্র হইয়া করিব জানিবে। তবে তুমি যে খুব সুখিনী হইবে, এবং তুমি যে খুব ভাল রকম আহারিণী ও ভাল শয্যায় সুখে শোয়ানী হইবে, তাহাতে অত্র সন্দেহ নাস্তি।

মাইরি, মাইরি, মাইরি,
আমি তোমারি
রেডবর্ণ।

পত্রখানি সমাপ্ত কোরে, বারম্বার অধ্যয়ন করে, আপনার ভাবে আপনি পুলকিত হয়ে রেডবর্ণ পত্রখানি একখানা ভাল "সচিত্র চিঠির কাগজে" যত্নপূর্ব্বক লিখলেন। ঐ সচিত্র ডাকের কাগজের উপরে সুখবাসরে কেলী-কুঞ্জে মনোমোহনের বাহু পাশে মনোমোহিনীর ফটো, শিরোবচনে লেখা আছে,—

প্রাণের আদর আর প্রীতির সন্তোষ।

লুসীর পত্র শেষ কোরে, রেডবর্ণ দেবীশকে পত্র লিখলেন। সে পত্রে লেখা থাক্‌লো,—

হাচেট হোটেল, পিকাডেলী

২০এ আগষ্ট, ১৮২৮।

মাননীয় মহাশয়!

আপনার উপদেশ অনুসারে অদ্য এই প্রথম আপনাকে ও আপনার কন্যাকে পত্র লিখিতেছি। আপনার প্রাণাধিকপ্রিয়তমা কন্যাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাও আপনি দেখিতে পারিবেন। সে পত্র দেখিয়া আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন, আমি তাহাকে কত ভালবাসি, এবং ইহাও আমি ভরসা করি যে, তিনি আমার এই দান প্রেমপ্রার্থনার মকর্দ্দমা মঞ্জুর করিবেন।

এক্ষণে আমি যে বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা অবধারণ করুন। আমার পিতা প্রচুর অর্থ পোর্টস্‌মাউথের ধনাধ্যক্ষের নিকট জমা দিয়া গিয়াছেন। আমি ইতিমধ্যেই তাহার কিঞ্চিৎ ফেরৎ পাঠাইতে লিখিয়াছি। ঐ টাকা আমি সহরে বসিয়াই পরসা তারিখে পাইব। আমি ২৯এ তারিখে লণ্ডন ত্যাগ করিব। আপনারা যদি ২৬এ তারিখের প্রভাতে দারুপল্লি হইতে শুভ যাত্রা করেন, তাহা হইলে আপনারা দ্বিপ্রহরে সহরের জর্জ হোটেলে পৌঁছিবেন। বলা বাহুল্য যে, আমিও ঠিক ঐ সময় তথায় হাজির হইব। ইহাও বলা বাহুল্য যে, ঐ দিনই আমি প্রকাশ্য ভাবে লুসীর প্রেমময় স্বামী রূপে আত্ম-পরিচয় দিয়া ধন্য ও কৃতার্থমন্য হইতে পারিব।

এই পত্রের উত্তর ফেরৎ ডাকে হাচেট হোটেলে, শ্রীযুক্ত স্মিথের নামে লিখিবেন। আমি তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছি।

বিশ্বাস করুণ মাননীয় মহাশয়,

আমি আপনার চিরানুগত ও ভাবি-জামাতা

রেডবর্ণ।

রেডবর্ণ তৎক্ষণাৎ পত্রখানি ডাকে দিলেন। ভবিষ্যতের আশার বাতাসে রেডবর্ণ এখন উড়ুক্‌খু পায়রা।

বেতস ডাক কেরাণী হয়েছে। তার দোকানের সম্মুখে লাল রঙের চিটির বাক্স ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম রেজেষ্টরী-চিঠির গর্ভস্থ আঠার পেন্স আত্মসাৎ কোরে বেতস আপনার আজন্ম-পুরাতন পুরাতন সাইনবোর্ড খানাও পরিবর্ত্তন কোরে ফেলেছে। লাল, নীল, সবুজ রঙে, ছোট বড় অক্ষরে, নানা কেতা কায়দায় বেতসের সইনবোর্ড খানা যেন জেল্লাময় হয়ে গেছে।

এ

দেশের

সর্ব্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ

প্রশংসা-পত্রাবলী প্রাপ্ত

সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্যপ্রস্তুতকর্ত্তা, এবং নবোদ্ভাবিত

উপায়ে নূতন শূকরের "বাতব্যাধি-সিংহ" নূতন বসার

আবিষ্কার কর্ত্তা

শ্রীমান অবোধ বেতস।

দারুপল্লি।

অবোধ বেতস—কেশসংস্কারক।

অবোধ বেতস—কেশকর্ত্তক।

অবোধ বেতস—গন্ধদ্রব্যনির্ম্মাতা।

অবোধ বেতস—শূকরবসা-আবিষ্কর্ত্তা।

অবোধ বেতস—পরচুলা-প্রস্তুতকারী।

অবোধ বেতস—রঙ্গিণী-রঞ্জনকারী।

বেশ!' কেশ! সকলেরই এক শেষ।

আরও আছে

কামিনী-রঞ্জন-তৈল, যুবতী-যৌবন-জামা,

কুটীল-কবরী-পীন্।

শিক্ষা ও কর্ম্মশীলতার অদ্বিতীয় পরিচয়

তাঁহারই দোকানে কোম্পানীর

ডাক-ঘর।

সকলে আসুন, বসুন, দেখুন, শুনুন, গ্রহণ করুন।

সরকারী ডাকগাড়ী বেতসের দোকানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। চিঠির একটা থলি দিয়ে—একটা নিয়ে গাড়ী চোলে গেল। বেতস চিঠির থলি নিয়ে নির্জ্জন ঘরে গিয়ে উপবেশন কোল্লে। বেতসের মুখে হাসি, কপালে হিংসার রেখা। গালা মোহর করা পত্রের থলিটা খুল্‌তে খুল্‌তে বেতস আপন মনেই বোল্‌তে লাগ্‌লো, "সুয়তানেরা, বজ্জাতের দলেরা, এখন? ষড়যন্ত্র. সুঁড়িখানায় মতলব আঁটা আঁটি, কোথায় থাক্‌লো রে হারামজাদেরা? আমার খুরে ব্যাটাদের দাড়ি গোঁপ, আমার বিশুদ্ধ গন্ধদ্রব্যে বেটাদের বাবুগিরি, আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র! এখন?" থলি খোলা হয়ে গেল, থলিতে কতক গুলি চিঠি। চসমা নাকে এটে, খুঁট আখুরে বিদ্যার মহিমায়—বেতস অতি কষ্টে পত্রের শিরোনাম পোড়তে লাগ্‌লো। প্রথমেই জমিদারের চিঠি, সে গুলি তফাৎ কোরে রেখে—পল্লির পত্র গুলি পোড়তে আরম্ভ কোল্লে। "হাঁ—ক্লেগ, ও খানা?—বদ্‌কিন্‌স্‌!—আচ্ছা, থাক, থাক, এখানা?—মমারী; কেমন, তোরা নাকি সুপ্রতিষ্ঠিত বেতসের নামে—বাঁদিবাচ্ছা তোরা. তোরা নাকি ষড়যন্ত্র কোরেছিলি, এখন? আচ্ছা, থাক। এখানা যে বড় ভারি ভারি চিঠি। পিতর দেবীশ! লণ্ডন হতে আস্‌ছে! আছে কিছু এর মধ্যে! এত ভারি যখন চিঠি. তখন এর মধ্যে কিছু না থাকে ত দশ টাকার একখানা নোটও আছে। টাকার নামটাই যে ভারি। আমি দেখেছি, ছেলে বেলায় একখানা বড় দামের নোট আমার নিজ হাতে পোড়েছিল, ভয়ানক ভারি সেখানা। দেখা যাক, বরাতটা একবার নেড়ে চেড়ে দেখা ভাল।" পত্রাবরণ কৌশলে খুলে ফেলে—পাঠ কোরে—বেতস বোল্লে "হাঁ, মেয়েটা সুন্দরী বটে। জমিদারের সেই রোগা ছেলেটা দেখ্‌ছি ছুঁড়ির পীরিতে নির্ঘাৎ পোড়ে গেছে। পত্রের মধ্যে নোট নাই! না থাকে নাই আছে, কিন্তু কাজ পাব এতে আমি অনেক বেশি।"

সমস্ত চিঠি গুলি খুলে—বেশ কোরে পাঠ কোরে, আবার মুড়ে—যোড়ের মুখে মুখে ডাক ঘরের শিলমোহর মেরে, ঠিক কোরে রাখা হলো। বেতস এখন ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির কর্ব্বার জন্য দোকান ঘরে এসে উপবেশন কোল্লে।
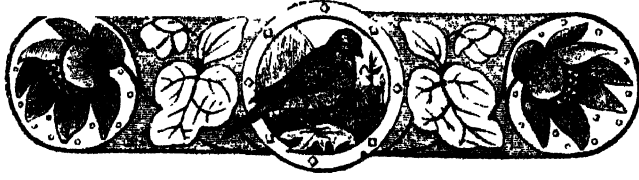
চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস।

পত্র।

ফ্রেডরিক আপনার দুরবস্থা চিন্তা কোরে, সৈন্যবিভাগের কঠোরশাসনে শাসিত হয়ে, অবসন্ন হয়ে পোড়েছেন। আরও অবসন্ন হতেন, মধ্যে মধ্যে যদি লুসীর পবিত্র আশা-প্রদ পত্র না পেতেন। মরুতার হাতের শিরোনাম লেখা পত্র তিনি মধ্যে মধ্যে পেয়েছেন বলেই আজও এখনও তিনি ধৈর্য্যধারণ কোরে আছেন, কিন্তু নিজের অবস্থা, নিজের প্রাণের কথা তিনি ত লুসীকে জানাতে পারেন না! লুসীর এতে নিষেধ আছে। তাঁর হাতের লেখা দারুপল্লির না জানে কে? কাজেই সন্দেহ হতে পারে। লুসীর এ উপদেশ ফ্রেড সঙ্গত বোলে মনে করেছেন। তিনমাস অতীত, এপর্য্যন্ত তিনি কোনও সংবাদই দিতে পারেন নাই। এদিকে দারুপল্লিতে যে ভীষণ আয়োজন হতে চলেছে; অর্থ ও সম্মানের লোভে পাষাণহৃদয় দেবীশ আত্মজার হৃদয়ে যে বিষের ছুরি আমূল বসাতে চেষ্টা কোচ্ছে, লুসী তা কিছুই লেখে নাই। একে ত ফ্রেড মর্ম্মযাতনায় অস্থির, তার উপর এ সকল সংবাদ দিয়ে তাঁর মনঃপীড়া বৃদ্ধি করা, লুসীর বুদ্ধিতে আসে নাই।

বেডবর্ণের অশ্বদ্বয় নিয়ে পুরাতন সইস জোন্স পোর্টস্ মাউথের সেনানিবাসে পৌঁছেছে। ফ্রেড শুন্‌লেন, তাঁর জাতশত্রু বেডবর্ণ তাঁদেরই সৈন্যদলের হাবিলদার হয়ে আস্‌ছেন। লুসীও এ সংবাদ যথা সময়ে জানিয়েছে। তিনি উচ্চপদস্থ হয়ে যাচ্ছেন, সাধ্যপক্ষে সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই, একথাও লুসী উপদেশ দিয়ে জানিয়েছে।

নিয়মিত কুচকাওয়াজ শিক্ষার পর ফ্রেডরিক একাকী আপনার নির্দ্দিষ্ট গৃহে বোসে আছেন; সদাছিদ্রান্বেষণকারী লাঙ্গুলী গিয়ে উপস্থিত। হিংসার তীব্র হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে লাঙ্গুলী বোল্লে "কি ছোকরা! আছ ত ভাল? আমার মনের কথা বুঝে তুমি সর্ব্বদা হাজির হুজুর থাক্‌তে পার্ব্বে ত? অনুগত ভৃত্যের ব্যবহারে আমাকে সন্তুষ্ট কোত্তে পাল্লেই তোমার উন্নতি। আর এক কথা। সেই যে নাজীর-কন্যা—যার প্রেমে তুমি হাবুডুবু, তার কথা তুমি বেশ ভুলে গেছ ত? মিছে আশা তোমার! হয় ত একথা

তোমার বড় তিক্ত লাগ্‌বে, হয় ত উত্তরই দিবে না ; না দাও, নাইই দিলে ; কিন্তু স্থূল কথাটা তোমাকে অগ্রসূচী জানিয়ে গেলেম।"

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে, পকেটের রুমাল সুসভ্য কেতায় বার ক'রে বক্তৃতার প্রতি ছেদে মুখখানা মুছ্‌তে মুছ্‌তে লাঙ্গুলী চলে গেল।

পকেটে একখানা পত্র ছিল, রুমাল্ বার করায় সময় সে খানা লাঙ্গুলীর পকেট হতে পড়ে যায়, সেদিকে তার লক্ষ্যই হয় নাই। ফ্রেডের দৃষ্টি সেই দিকে পোড়লো, পত্রখানি তুলে নিতেই দেখা গেল, লেখা আছে, লুসা! সভয় সন্দেহে ফ্রেড পত্র খানি পাঠ কোল্লেন। পত্রে লেখা আছে ;—

দারুপল্লির ডাকঘর

২১এ আগষ্ট, ১৮২৮।

প্রিয় লাঙ্গুলী মহাশয়!

তুমি যে আমাকে ভুল নাই, এই ভাবিয়া আমি নিজে নিজে নিজেকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি তোমার প্রতি বন্ধুত্বের যে যৎ সামান্য পরিচয় দিয়াছি, সৈন্য সংগ্রহ কার্য্যেই তাহা প্রকাশ। দারুপল্লির ডাকঘরের সমস্ত কার্য্যভার এখন আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। আমি এখন অত্রস্থানীয় ডাকঘরের কর্ত্তা।

তুমি দারুপল্লির অন্যান্য সংবাদ জানিতে চাহিয়াছ ; তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অবশ্য উল্লেখ যোগ্য ঘটনা, দেবিশের কন্যা লুসী, আর তোমাদের দলে ভর্ত্তি হয়েছেন, আমাদের জমি-দার—তনয় রেডবর্ণ ঘটিত ব্যাপার। তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে এখনও লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন। বিবাহের বন্দোবস্ত সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছে। তিনি লণ্ডন হইতে কবেণ্ট্রীতে পৌছিবেন ২৬ এ তারিখে, ঐদিন ঠিক ঐ সময় দেবীশ কন্যার সহিত যথা-স্থানে উপস্থিত হইবে। সংযোগস্থল জর্জ্জ হোটেল। এসব ঘটনা বিশেষ গোপনীয়। বলা বাহুল্য যে, তুমি এ সকল অতি গোপনেই রাখিবে।

তোমার নিকট কৃতজ্ঞ এবং তোমার অকৃত্রিম বন্ধু

অবোধ বেতস।

পত্র পাঠ কোরে ফ্রেড জ্ঞানশূন্য হলেন! তাঁর হৃদয়ের আশা, আশায় কাজ নাই, যে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ কোরেছে, তার হৃদয়ের কামনা নৃশংসতার পায়ে এমন নিষ্ঠুর ভাবে বলি দিতে যে ভীষণ আয়োজন হয়েছে, এর উপায় চিন্তা কোত্তে ফ্রেড জ্ঞানশূন্য হলেন! চিন্তার ক্ষোভে, দুঃখে ক্রোধে, ফ্রেড যেন উন্মাদ! জগত যেন তাঁর চক্ষে বালু কণা! জগতের শক্তি যেন তৃণের ন্যায় তুচ্ছ! সৈন্যবিভাগের তীব্র—তীব্রতর শাসন ফ্রেড যেন অকুতোভয়ে বুক পেতে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু উপায়! পোর্টস্ মাউথ হতে লণ্ডন ৭২ মাইল,

লণ্ডন হতে কবেণ্ট্রী ৯০ মাইল; সুদীর্ঘ একশত বাষট্টি মাইল পথ; সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চব্বিশটি ঘণ্টা ওয়ালা পূরা ছুটি দিন, আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র! পকেটে আছে তিনটা মাত্র টাকা। সৈনিকের পোষাকে পলায়ন, পলাতে না পলাতে অমনি গেরেপ্তার, অমনি বেত, অন্ধকূপ, বেড়ী। ফ্রেড এত বাধাবিপত্তি কিছুই গ্রাহ্য কোল্লেন না। রেডবর্ণের সইস বৃদ্ধ জোন্স, ফ্রেড তার কাছে কিছু ঋণ গ্রহণ কোত্তে গেলেন, একটি সাদা পোষাক প্রার্থনা কোত্তে গেলেন, জোন্স আস্তাবলে নাই। অনুসন্ধানে জান্‌লেন, জোন্স দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে; কিন্তু তত বিলম্ব ত সয় না! এখনকার এক একটা মিনিট এক একটা বৎসর হতেও মূল্যবান। ফ্রেড সেই সৈনিকের বেশেই তিন টাকা মাত্র সম্বলে এক শত বাষট্টি মাইল পথ অতিবাহনে তৎক্ষণাৎ যাত্রা কোল্লেন।

পথিমধ্যে মাংস বোঝাই একখানা গাড়ী দেখ্‌তে পেলেন। গাড়ীর চালক একটি বালক। বালককে অনুরোধ কোত্তেই সে সম্মত হলো। সৈনিকের পোষকের ভয়েই হোক, কি ফ্রেডের মিষ্টবাক্যেই হোক, বালক গাড়ী কোরে প্রায় ৮ ক্রোশ পথ পৌঁছে দিলে। যেতে যেতে বালক বোল্লে "সৈনিক পুরুষ মশায়! তুমি বুঝি ছুটি পেয়ে দেশের দিকে চলেছ?" ফ্রেড উত্তর দিলেন, "হাঁ।" জীবনে এই তাঁর প্রথম মিথ্যা কথা। বালক আরও কতক গুলি প্রশ্ন কোল্লে, ফ্রেড তার উত্তর দিলেন না; বালককে তার প্রশ্নের যদৃচ্ছা মীমাংসা আপনা আপনি স্থির কোরে নিতে সময় দিয়ে, ফ্রেড নীরবে চিন্তা কোত্তে লাগ্‌লেন। যথাস্থানে পৌঁছে, বালককে সেই পুঁজির টাকা তিনটি ভাড়া স্বরূপ দিতে গেলেন, বালক গ্রহণ কোল্লে না। বোল্লে "বাড়ী যাচ্ছ মশায়, সম্মুখে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব, কাজে লেগে যাবে মশায়! আমার নিজের গাড়ী, আমি ভাড়া নিয়ে পেসাদারী গাড়ীবান হব?" বালককে ধন্যবাদ দিয়ে ফ্রেড সোজা রাস্তায় রাহি হ'লেন।

পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস।

কবেণ্ট্রী।

এখন একবার দারুপল্লির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। রাত্রির আহারাদি শেস হয়েছে, শয়নের সময় এসেছে, এমন সময় দেবীশ বোল্লেন "হাঁ হাঁ, বোল্‌তে ভুলে গেছি, কাল আমরা কবেণ্ট্রীতে যাব। গাড়ী স্থির কোরেছি, ছুটী নিয়েছি, সমস্ত আয়োজনই ঠিক। কাল প্রভাত ৮ টার সময়ই রওনা। তুমিও ত নূতন জিনিস পত্র কিছু কিন্‌বে বেচ্‌বে, যাও, সকাল সকাল শয়ন কর গে যাও, কাল যেন সকালেই নিদ্রাভঙ্গ হয়।"

এমন গম্ভীর ভাবে দেবীশ এই আদেশ প্রচার কোল্লেন যে, বালিকার সরলহৃদয় সে কথার যথার্থ অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হলো। সন্দেহ একবার এসেছিল, কিন্তু দেবীশের আকার প্রকারের আলোচনায় সে সন্দেহটা দূর হয়ে গেল। ভাব্‌তে ভাব্‌তে লুসী শয়ন গৃহে প্রবেশ কোল্লেন। পিতা যে একটা দুর্ঘটনার ষড়যন্ত্রে আছেন, লুসী তা না বুঝেছে, তা নয়; কিন্তু বালিকার শক্তি কত টুকু।

প্রভাতেই নিদ্রা ভঙ্গ হলো, লুসী গাত্রোত্থান কোল্লেন।—দেবীশ প্রস্তুত হতে আদেশ দিতে এলেন, লুসীর বিশুষ্কমুখ হতে উচ্চারিত হলো "পিতা! আমার শরীর অসুস্থ। আমার না গেলে কি হয় না?"

"অসুস্থ আবার কি? গাড়ীতে কিছু দূর গেলেই সমস্ত অসুখ আরাম হয়ে যাবে।" এই মাত্র বোলে নির্দ্দয় দেবীশ প্রস্থান কোল্লেন। পিতার এ তীব্র প্রতিবাদে কন্যার সাধ্য কি যে, পুনরায় কোনও প্রসঙ্গ উত্থাপন করে? লুসী অগত্যা প্রস্তুত হলো। সঞ্চিত অর্থ যা কিছু ছিল, সে অতি সামান্য—দশ পাউণ্ড মাত্র, আর মৃত্যুকালে জননী যা আশীর্ব্বাদী দিয়ে ছিলেন, সে সমস্ত আপনার কাছে গোপন ভাবে রেখে, লুসী জীবনসঙ্গিনী মরুতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেন। যেখানে একটু ভালবাসা, সেই খানেই অভিমান, সেই খানেই প্রাণের কপাট উন্মুক্ত। মরুতাকে দেখেই লুসী বোল্লেন "মরুতা! প্রিয় ভগ্নি! আজ তোমার কাছে-আমার জন্ম শোধ বিদায়।" কি জানি কেন, লুসীর মুখ হতে এই নির্ঘাৎ বাক্য

উচ্চারিত হলো। এ বাক্য বজ্রের ন্যায় মরুতার হৃদয়ে আঘাত কোল্লে। সরলা কৃষকবালা মরুতা বোল্লে "তুমি তবে যেওনা। তোমার কাজ কি গিয়ে? মনে যদি সুখ না পাও, তবে কাজ কি গিয়ে?"

অনাগত বিপদের আশঙ্কায় বিষাদিনী লুসীর শুষ্ক ওষ্ঠপুট হতে নির্গত হলো "কাজ কি গিয়ে? মরুতা! আমি ইচ্ছা কোরে কি এই আবদ্ধবিপদের বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা কোরেছি? পিতার মত, আমার জন্মদাতা—আমার পালনকর্ত্তা, ইহসংসারের আমার সুখদুঃখের বিধাতা, তাঁর মত, আমি কি অমত কোত্তে পারি? তাও কোরেছিলেম, অসম্মতিও জানিয়েছিলেম, কিন্তু তাতে পিতার ত সম্মতি হয় নাই। মরুতা! জানি না কেন, কিন্তু আমি যেন বেশ বুঝতে পারছি, এই যাত্রা আমার চিরযাত্রা হবে। আর হয় ত তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ সম্ভাষণ হবে না। মরুতা—প্রিয়ভগ্নি! এ জীবনে—অভাগিনীর জীবনে—এই দেখাই বুঝি শেষ দেখা।"

বালিকার ন্যায় রোদন কোরে, লুসীকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন কোরে, যেতে দিবে না, যেন এই অভিপ্রায়ে মরুতা বোল্লে "না না। তবে তুমি যেও না। কেন তবে বিপদকে নিমন্ত্রণ দাও। অনুরোধ কোরে বলি, তুমি যেও না।"

সহসা বারান্দা হতে দেবীশের কণ্ঠ গর্জ্জন কোল্লে "লুসি! আর সময় নাই—গাড়ী দাঁড়িয়ে।" আর অপেক্ষা করা হলো না। পিতার এমন নৃশংস রাক্ষসের ব্যবহারেও কন্যার এখনও এত ভয় ভক্তি। গাড়ীতে উঠ্‌তেই গাড়ী যাত্রা কোল্লে।—কন্যাকে আনন্দিত কর্ব্বার জন্য দেবীশ বোল্লেন "একি লুসী? বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা, এতে চিরযাত্রার মত বিষাদ কেন?" কথাটা লুসীর কর্ণে যেন দৈববাণী বলে বোধ হলো।

বেলা যখন ১ টা, তখন গাড়ী যথাস্থানে উপনীত হলো। জর্জ্জ হোটেলের সম্মুখে গিয়ে গাড়ী দাঁড়াতেই দেবীশ নির্জ্জন ঘর প্রার্থনা কোল্লেন, কন্যাকে সেই ঘরে গমনের অনুমতি কোরে, রেডবর্ণ এসেছেন কিনা সংবাদ নিলেন, উত্তর পেলেন, এসেছেন।

লুসীর পশ্চাতেই দেবীশ গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। মাথার টুপিটা খুলে রেখে, মুখের কল্পিত ঘাম রুমালে মুছে দেবীশ বোল্লেন, "এখন কৈফিয়তের সময় এসেছে। রাগ কোরো না, পিতা আমি তোমার; তোমার অনিষ্ট আমি কোত্তে পারি না, এটা বিশ্বাস রাখ, শুনে যাও।" আসা হয়েছে ভ্রমণে, এর মধ্যে রাগ বিরক্তি, এ সকল লুসী কিছুই বুঝতে পাল্লে না। ছোট মাথা, সে মাথায় এমন রহস্যময় প্রহেলিকার স্থান হলো না, লুসী উদাস নয়নে পিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। দেবীশ বোল্লেন "তোমাকে এখানে এনেছি, তোমার মঙ্গলের জন্য। বিবাহের বয়স হয়েছে তোমার, যোগ্যপাত্রে ধনেমানে কুলে শীলে যথাযোগ্য পাত্রে তোমাকে সম্প্রদান কোত্তে এনেছি, অসম্মত হয়ো না। যে দেশে

তুমি সামান্য নাজীরের মেয়ে; সেদেশে তোমাকে আমি জমিদারের গৃহিণী কোত্তে চাই। এতে কি তোমার অমত হতে পারে? আমি ত বলি, কখনই না।"

এতক্ষণ লুসীর হৃদয়ে প্রকৃত রহস্য প্রতিফলিত হলো। কাতর হয়ে—সজল নয়নে বালিকা উত্তর কোল্লে "না পিতা, সম্মতি নাই। ক্ষমা কর—কৃপা কর, আত্মজা বোলে দয়া কর, আমাকে জন্মদুঃখিনী করো না পিতা।"

"জন্ম দুঃখিনী? কি পরিতাপ, আমি তোমাকে জন্মদুঃখিনী কোত্তে এখানে এনেছি? এই বিশ্বাস তোমার লুসী? বড় দুঃখের কথা! বালক ঔষধ সেবনে অসম্মত হলেও মাতা কি চিকিৎসক কি সে কথা শুনে? আমি তোমার কোন কথাই শুন্‌তে চাই না। শুনে রাখ লুসী, কাল ঠিক এমন সময় তুমি রেডবর্ণের পত্নীরূপে গণিত হবে। পিতা আমি, তোমার জন্মদাতা পিতা আমি, আমার আদেশ তুমি অবহেলা করো না।"

"পিতা! তোমার আদেশ আমি অবহেলা করি, এমন কি সাধ্য আমার? কিন্তু পিতা! অভাগিনীকে অকূল দুঃখের একটানা স্রোতে চিরদিনের মত ভাসিয়ে দিয়ে কি সুখ তোমার? আজন্ম মাতৃহীন আমি, অভাগিনীর জননীর সপৎ দিয়ে বলি পিতা, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার এ সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর।"

"শোন লুসী, আমি যা সঙ্গত বল্লে জেনেছি, কর্ত্তব্য বোলে যে বিষয় আমার মনে উঠেছে, সে কার্য্য সাধনে শত সহস্র বাধাও আমি গ্রাহ্য করি না। বিবাহ তোমার কাল হবেই হবে।"

"পিতা!—পিতা! কেন এ অন্যায় নির্ব্বাসনের বাসনা? কেন এ নিষ্ঠুর ব্যবহার? রাক্ষসের ব্যবহার পিতা, পিতা হয়ে কেন কোত্তে চাও?"

"কি পাপিনি! এত বড় কথা? আমি রাক্ষস?—আমি নিষ্ঠুর?—আমি দয়া মায়া হীন পশু? এই দেখ্ তবে" এই বোলে দেবীশ পকেট হতে বহুদিনের পুরাতন এক শূন্য-গর্ভ পিস্তল জামার পকেট হতে বার কোরে বোল্লেন "এই দেখ তবে লুসী, এই পিস্তল পূর্ণ আছে। স্বীকার কর—সম্মত হ, নতুবা এই পিস্তলে আমি আত্মঘাতি হব। লোকে জানবে, কন্যা হয়ে তুই পিতৃহত্যা কোরেছিস্! দশে জানবে, ঘোষণা হবে, তুইই আমার এ আত্মহত্যার কারণ।"

লুসী অজ্ঞান!—লুসীর বাহ্যজ্ঞান নাই! লুসী শুনেছে সব, কিন্তু বলশক্তি নাই। পিতা পুনঃ পুনঃ আদেশ কোচ্ছেন "বল্, এখনও বল্, নতুবা পিস্তলের ঘোড়া এই টিপি।" কন্যার উত্তরের শক্তি নাই। তিন তিন বার জিজ্ঞাসার শেষ জিজ্ঞাসায় বালিকার অজ্ঞাতে অনভিমতে যেন উচ্চারিত হলো, "হাঁ।" দেবীশ তৎক্ষণাৎ পিস্তলটি পকেটে রেখে, তনয়ার প্রীতি সুখ্যাতির কথা উচ্চারণ কোরে, রেডবর্ণকে সুসংবাদ দিতে যাত্রা

কোল্লেন ; লুসী একাকিনী ! লুসী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান কোরে—দ্রুতপদে হোটেল হতে দৌড় !—দৌড় ! দৌড় ! দৌড় ! যে দিকে দৃষ্টি, সেই দিকেই দৌড়ে ! ছুটে ছুটে দম বন্ধ হয়ে এসেছে, নগরের বাইরে এসে লুসী একটু বিশ্রাম করার জন্য শীতল ছায়াময় তরুর অনুসন্ধান কোচ্ছে, সম্মুখে ফ্রেডরিক ! লুসি ফ্রেডরিকের বুকে আশ্রয় প্রাপ্ত হলো, লুসী শীতল ছায়াময় তরুর শীতল আশ্রয় অনুসন্ধান কোত্তে, যথার্থ শীতল ছায়াময় তরুর আশ্রয় লাভ কোরেছে। ভগবান তার এ সুখশান্তি স্থায়ী করুন।

ষোড়শ উচ্ছ্বাস।

পালতক।

আনন্দের উচ্ছ্বাসে নায়ক নায়িকা মুগ্ধ !—আত্ম-অবস্থায় বিস্মৃত ! এমন প্রায় পনের মিনিটের পর বিমুগ্ধ যুবকযুবতীর চৈতন্য হলো। নির্জ্জন পথ, তথাপি নির্ব্বিঘ্ন নয়। দুই চারিটি কথা, সে কথা সামান্য ; মুখের কথা—ভাষার কথা সাধারণ, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে কথোপকথন অসাধারণ, চক্ষে চক্ষে কথোপকথন অসংখ্য। ফ্রেডরিক প্রিয়তমার হস্ত ধারণ কোরে নিকটস্থ একটি লতাকুঞ্জে প্রবেশ কোল্লেন, পরস্পর পরস্পরের অবসাদে অবলম্বন হয়ে, দুজনে দুজনের দুঃখজনক কাহিনী শ্রবণ কোল্লেন। লুসী সমস্ত কথাই অকপটে প্রকাশ কোল্লেন। পিতার অত্যাচার, রেডবর্ণের কঠিন ব্যবহার, তার সংকল্প বাসনা, বিবাহ প্রস্তাব, পলায়ন, এ সকলের একটি কথাও ত্যাগ না কোরে সমস্তই অকপটে বর্ণনা কোল্লেন। সে বর্ণনা আর কিছুই নয়, ফ্রেডের প্রতি তার অগাধ প্রেম, অপরিমেয় ভালবাসা, অতুলনীয় আত্মত্যাগ, আর তার সঙ্গে জলন্ত অদম্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। শতচুম্বনে লুসীর এই সুপ্রবৃত্তির পুরস্কার দান কোরে, ফ্রেড আপনার পলায়ন বৃত্তান্ত বর্ণন কোল্লেন। সৈন্যবিভাগের কঠিন কঠিন শাসন, ভীষণ হতেও ভীষণ নির্যাতন, লাঙ্গুলীর ব্যবহার, এ সকল বর্ণনা কোরে শেষে বোল্লেন "বাস্তবিক প্রিয়তমে আমি পরীক্ষা পেয়েছি, অসহায়ের সহায়, অরক্ষিতের রক্ষক ভগবান। তা না হলে তিনটি মাত্র টাকা সম্বলে, দুটি মাত্র দিনে এক শ বাষট্টি মাইল পথ অতিবাহন, একি লুসী সম্ভব না বিশ্বাস্য ? তবে ভগবানের কৃপা পেয়েছিলেম, তাঁর কৃপায় কুঘটনায় সুঘটনা ঘোটেছিল।

উদাস মনে শহরের রাস্তা দিয়ে আসছি, একখানা গাড়ার শব্দ পেলেম। টম্‌টম্ গাড়ী, গাড়ীতে দুটি স্ত্রীলোক, একটী পুরুষ। ছোট গাড়ী, কিন্তু বেদম ছুট ছুটছে। ভদ্র লোকটি প্রাণপণ বলে গাড়ীর গতি হ্রাস কোত্তে চেষ্টা কোচ্ছেন, ফল কিন্তু কিছুই হ'চ্ছে না। বাধা পেয়ে ঘোড়া দুটো যেন ক্ষেপে গেছে। চার পা তুলে, কেমন একটা ভয়ানক ভাবভঙ্গিতে বেদম দৌড়। সামনে আবার নূতন খোয়ার রাস্তা। এই—এইবার ত গাড়ী পড়ে, তিন তিনটি লোক এই বার ত মারা যায়! তত মনোক্লষ্টে আছি, তবুও স্থির থাক্‌তে পাল্লেম না। আপনার জীবনের দিকে লক্ষ্য না কোরে ঘোড়ার লাগাম ধোরে ফেল্লেম, যত টুকু শক্তি তখন ছিল আমার, ততটুকু শক্তিতেই মরিয়া হয়ে ধোল্লেন। ভগবানের কৃপা, ঘোড়ারা আমার বলে পেরে উঠলো না। অনেক দূর হতে এই রকম বেহুদা দৌড় দৌড়ে ঘোড়া দুটোর দম বন্ধ হয়ে এসেছিল কিনা, অল্প বাধা পেতেই দাঁড়িয়ে গেল; প্রাণ রক্ষা হলো। আরোহা যিনি ছিলেন, তিনি নেমে এসে আমাকে ধন্যবাদ দিলেন; আরও দিলেন নগদ ১০টি মোহর। নিতেম না; তেমন কাজে পুরস্কার গ্রহণ অবশ্য লজ্জার কথা, তা বুঝলেম, কিন্তু তখন আমার নাকি ভয়ানক অভাব, প্রত্যাখ্যাণ কোল্লেম না, গ্রহণ কোল্লেম। সেই পুরস্কারের অর্থে নূতন পোষাক পরিচ্ছদ কিনে ভাল গাড়ী ঘোড়ার সাহায্যে আমি এই মাত্র এসে নেমেছি। ভগবানের কৃপার পরিচয় আর কত দিব; গাড়ী হতে নেমেছি পাঁচ মিনিটও নয়, এমন সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ। লুসী, প্রিয়তমে! বল দেখি, একি ভগবানের অপার করুণা নয়?"

প্রিয়তমের উৎসঙ্গে দেহভার রক্ষা কোরে—হেঁটমুখখানি প্রিয়তমের মুখের প্রতি স্থাপিত কোরে লুসী বোল্লে "যথার্থই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। সকলই যেন দৈব। অত শীঘ্র শীঘ্র যে এমন অবস্থা হবে, তা আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

এখন উপায় চিন্তা। এখানে যে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করা উচিত নয়, তা স্থির সিদ্ধান্ত, তবে এখন করা যায় কি! তহবিল গণনায় জানা গেল, লুসীর এগার পাউণ্ড, আর ফ্রেডের কাছে, এখনও অবশিষ্ট আছে ৫ পাউণ্ড। এই ষোল পাউণ্ড। খুব দূর দেশে না গেলে ধরা পোড়ে যেতে হবে। সেনানিবাস হতে ফ্রেড পলাতক হয়েছেন, অতি সাংঘাতিক শাস্তি তাঁকে নিতেই হবে। চার ধারে গেরেপ্তারী পরওয়ানা এতক্ষণ বেরিয়ে গেছে। এই সমস্ত চিন্তা কোরে একটু দূর দেশের কোনও পল্লিতে বাস করাই স্থির হলো। ফ্রেড লুসীকে নিয়ে তখনি ইয়র্ক পল্লিতে যাত্রা কোল্লেন।

ভাড়া করা হলো, সেখানে দুটি বাড়ী। একটি বাড়ীতে থেকে, অতি সংকীর্ণ আয়োজনে বৈবাহিক ব্যাপার সমাধা হলো; তার পর অন্য একটি বাড়ীর দুটী ঘর নিয়ে দম্পতি সুখের সংসার স্থাপিত কোল্লেন। বাড়ীটি একটি বিধবার। বিধবা বড় দয়াময়ী,

লুসী ও ফ্রেডের চরিত্র দর্শনে বিধবা যথাসাধ্য সাহায্য কোত্তে লাগলেন। বিজ্ঞাপনের দ্বারা পল্লিবাসীদের বিজ্ঞাপন করা হলো, লুসী সাধারণের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সূচিকর্ম্ম নির্ব্বাহ কোরে দিবেন; ফ্রেড একটি দিবা-পাঠশালা খুল্লেন। বিধবার সুপারিশ-যত্নে সূচিকার্য্যে লুসী প্রচুর পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন কোত্তে লাগলেন। ফ্রেডের পাঠশালায় ক্রমে ক্রমে ছাত্র সংখ্যা দাঁড়াল, প্রায় পণের ষোলটি। দম্পত্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে, সচ্চরিত্রে পল্লিবাসী সকলেই মুগ্ধ হলো। অল্পদিনের মধ্যেই বেশ পসার প্রতিপত্তি জমে গেল। অর্থের অনাটন অভাব আর কত দিন? বরং প্রতি মাসেই কিছু কিছু জমা হতে আরম্ভ হলো। আনন্দের সংসার আনন্দ-নিকেতন হয়ে উঠল। বারান্দায় পাঠশালা, ঘরের মধ্যে লুসী সূচিকার্য্য কোত্তে কোত্তে মাথা তুলে যখনি বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখনি ফ্রেডও অধ্যাপনা হতে মাথা তুলেন; যেন কোনও অলৌকিক তাড়িত সংযোগে অমনি চারি চক্ষের মিলন, অমনি একটু পবিত্র হাসি, পরিশ্রমের তৎক্ষণাৎ শান্তি।

এক দিন ফ্রেডরিক সংবাদ পত্রে দেখলেন, দেবীশ তাঁর কন্যার উদ্দেশে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। দর্শন মাত্রেই কাগজ খানি লুসীকে দেখালেন। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে;—

কুমারী-লু—

দারুপল্লি।

তোমাকে গৃহ প্রত্যাগমনের জন্য তোমার পিতা বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন, অতএব এই বিজ্ঞাপন দর্শনমাত্র তাঁহার অনুরোধ প্রতিপালন করিবে। তোমার পিতা ধর্ম্মসাক্ষীমতে স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। যে বিষয়ের জন্য তোমার এই অজ্ঞাতবাস, তাহা চুকিয়া গিয়াছে, সে জন্য আর চিন্তা নাই।

এখন কর্ত্তব্য কি? সংসারের কি অত্যাচার! পিতার কথায় কন্যা বিশ্বাসস্থাপন কোত্তে পারে না! কন্যার মর্ম্মবেদনা জন্মদাতা পিতা বুঝেনা! দেবীশের এই বিজ্ঞাপনে লুসী বিশ্বাস কোত্তে পাল্লেন না। অনুসন্ধান পেলেই যে তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে ফ্রেডকে গেরেপ্তার কোরে দিবেন, এ যেমন নিশ্চয়, পূর্ব্বসম্বন্ধ আবার যে নূতন কোরে সংস্কার কোরে দিবেন, তাও তেমনি নিশ্চয়। বরং বেনামী পত্র লেখা উচিত। এই যুক্তি স্থির কোরে লুসী পত্র লিখলেন;—

পিতা!

এখনও আমি আপনাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি। যত বিপদই কেন ঘটুক না, আপনি শোকতাপের যত গুরুভারই কেন আমার মস্তকে স্থাপন করুন না, তথাপি আপনাকে পিতৃ সম্বোধন করিয়া আমার অপার আনন্দ। পিতা ও কন্যায় এমন দূরে দূরে অজ্ঞাতবাস, মঙ্গলের বিষয়। আমি আপনার আশ্রয়ে এ জীবনে যে কখনও সুখী হইতে পারিব, সে আশা আর করিনা। কেন করিনা পিতা, তাহা আপনি আমা অপেক্ষাও ভাল জানেন। তবে কুশল সংবাদ? আপনাকে আজি আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি, আমি পরমসুখে আছি। মধ্যে মধ্যে এই রূপ ভাবে আমি আপনাকে আমার কুশল সংবাদ জানাইব। আপনার সংবাদ, আমি সর্ব্বদাই লইয়া থাকি।

লু—

ফ্রেডের একজন বন্ধু লণ্ডনযাত্রা কোচ্ছেন, ফ্রেডে তাঁরই হাতে এই পত্র খানি দিয়ে এলেন। লণ্ডনের ডাকে এ পত্র রওনা হবে।

এক সপ্তাহ পরে আবার সংবাদপত্রে দেবীশের উত্তর ছাপা হলো। দম্পতি সে বিজ্ঞাপনও দেখলেন। তাতে লেখা আছে,——

উত্তর।

লণ্ডন ডাকঘরের মোহর চিহ্নিত পত্র পৌঁছিয়াছে। আবার অনুরোধ, তুমি বাড়ী ফিরিয়া আসিবে। পিতার নিকট তুমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সে অপরাধ তিনি ক্ষমা করিতেছেন। আরও অনুরোধ, তুমি যদি আত্মমঙ্গল প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তোমার পিতার একান্ত অনুরোধ ও উপদেশ, সেই অকর্ম্মা পলাতকের (ফ্রে) সংসর্গ অভিলাসে অবিলম্বে ত্যাগ করিও।

দম্পতি কি এ বিজ্ঞাপনে বিচলিত হলেন? না। দেবীশের মত পিতার উপদেশ লুসী শিরোধার্য্য করে, সে বিশ্বাস দেবীশ ত রাখেন নাই। পিতা তিনি, কিন্তু পশুর অপেক্ষাও তাঁর ব্যবহার—যথচ্ছ রাক্ষসের ব্যবহার কোরেছেন তিনি, আর কি লুসী তাঁর কথায় বিশ্বাস করে? প্রাণের ভালবাসা কি তর্কের বাতাসে বিচলিত হয়?

বসন্ত এসেছে। বসন্ত একাকা আসে নাই। বসন্ত আত্মবলে বলবান হয়ে, সদলে সবলে নিরব জগতকে উদ্বোধন কোত্তে এসেছে। শুষ্ক অধরে হাসির বিকাশ কোত্তে বসন্ত সুখের মোহন-আবেশ নিয়ে—আনন্দের হিল্লোল তুলে মরজগতে অমর-শোভার বিকাশ কোরেছে। আনন্দের সীমা নাই। বিশেষ আনন্দ, পবিত্র প্রণয়-পাদপে বসন্তের বাতাসে দম্পতির স্নেহের কিরণে পরিস্ফুট কুসুমে একটি পরিপুষ্ট ফল প্রসব কোরেছে। দুঃখিনী লুসীর অঙ্কশোভন একটি নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দম্পতির আনন্দের সীমা নাই। সরলা লুসী ভাবে, এ সংসারে এমন সুদিন বুঝি লোকের হয় না। এমন সুখের দিন হয় তা আর ফুরায় না।

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব।

গুণবতী রমণীই ভালবাসার আধার, গুণেই ভালবাসার উৎপত্তি, গুণেই ভালবাসার স্ফূর্ত্তি, গুণেই ভালবাসার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। লুসী গুণবতী, লুসী প্রেমময়ী, লুসী স্বামী-সোহাগিনী। স্বামীর সোহাগ; প্রেমময়ী রমণী—গুণবতী ভার্য্যা ভিন্ন আর কে বুঝে? লুসী যা চায়; যার জন্য লুসী পিতার অনাদর, অবস্থার তাড়না, সময়ের কঠিন প্রবাহ বুক পেতে নিয়েছে; সমাজের, দেশাচারের, স্বার্থসিদ্ধির কঠোর পদাঘাত যার জন্য লুসী অকাতরে সহ্য কোরেছে, লুসী ত তাকে পেয়েছে! স্বামীর প্রণয়ে লুসীর ক্ষুদ্র হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেছে। লুসী সংসার দেখে, নন্দন-কানন, সংসারে এত হিংসা দ্বেষ, লুসী দেখে কিন্তু শান্তির ছায়াময় কুঞ্জনিকেতন। বালিকা লুসী, কত টুকু তার হৃদয়; ফ্রেডের প্রণয় লুসীকে আবৃত কোরে রেখেছে, লুসীর হৃদয়ে তেজ কত?

বসন্ত গেছে, লোক-হৃদয়ে আপনার ক্ষাণ-স্মৃতি রেখে বসন্ত গেছে, সুখদ শরৎও বিদায় নিয়েছে, এখন শীতের সমাগম, খ্রীষ্টের জন্মোৎসব এসে উপস্থিত। এই শুভ সময়ে ফ্রেড তনয়ের নামকরণ কোল্লেন। স্বামীস্ত্রীতে যুক্তি কোরে কুমারের নাম রাখলেন, ফ্রেডী। নব্যযুবা রুচীর নিন্দা কোরেন। উন্নতিশীল সভ্য এ নির্ব্বাচনে দোষারোপ কোল্লেন; কাব্য কোকিলেরা নামের রসহীনতা দেখে, নামটা যে নিতান্ত অকাব্য এ কথা ঘোষণা

কোরে দিবেন ; কিন্তু নাচার। পিতামাতার সন্তান, পিতামাতার নির্ব্বাচিত নাম টলায় কে ?

এক দিকে পুত্রের নামকরণ, অন্য দিকে খ্রীষ্টের জন্ম উৎসব ; ফ্রেড তাঁর ছাত্রদের সাদর নিমন্ত্রণ কোল্লেন। ছাত্রদের অবিভাবকেরা গুরুমহাশয়ের সম্মান-মর্য্যাদা পার্ব্বণী প্রেরণে রক্ষা কোল্লেন।—আনন্দের উৎসব কৌতুক বেশ নির্দ্দোষ ভাবে নির্ব্বাহিত হলো। কাল গেছে খ্রীষ্ট-সন্ধ্যা, আজ উৎসব। রাত্রি ৯ টা, দম্পত্তি ভোজনে বোসেছেন, ফ্রেডী অদূরে নিদ্রিত! দম্পতির এ সুখ ভাষার কথা নয়। সহসা বিধবা এসে সংবাদ দিলেন, একটি ছাত্রের পিতা বড় আহত হয়েছেন। তিনি একবার গুরুমহাশয়কে দেখ্‌তে চান। সংবাদ শুনেই ফ্রেডরিক যাত্রা কোল্লেন। পীড়িতের পাশে বোসে, ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা কোরে, এ আঘাত যে সামান্য, এমন আশা দিয়ে, ফ্রেডরিক প্রত্যাবর্ত্তন কোল্লেন। পথ অন্ধকার, জনমানব শূন্য, ফ্রেডের গ্রাহ্য নাই। অপার মনের সুখে তিনি সুখী, সংসারের অন্ধকার কি তাঁর গতিরোধ কোত্তে পারে ?

আস্‌ছেন, সম্মুখে বেতস। ফ্রেডের মুখ শুকিয়ে গেল!—মুখে কথাই সোরলো না। শত বিনামায় যার মুখের হাসি ফুরায় না, তার এতে চিন্তার বিষয়টা কি ? বেতস প্রফুল্ল হয়ে বোল্লে "সুপ্রভাত। তুমি এখানে ভাই কত দিন ? দারুপল্লিতে ত মস্ত গণ্ডগোল, বুড়ো ব্যাটা ত মাথার চুল ছিঁড়ছে, শিকলী বাঁধা শিকারটা বেহাত হতেই নাজীরের মুণ্ডু-পাৎ হয়ে গেছে, তা তুমি এখন বেশ কুশলে আছ ? শরীরগতিক সব ভাল ? বৈষয়িক ব্যাপার মঙ্গল ? মানসিক স্বচ্ছন্দ ? উত্তম, উত্তম। মুখের চেহারায় মন, আর শরীরের চেহারায় অবস্থা, এ দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তোমাকে দেখেই আমি বুঝেছি, মনের সুখে শরীরের সচ্ছন্দে কুশলে আছ তুমি, তা এখানে কত দিন ?"

মিথ্যা কথাটা ত বড় বালাই! মনে আসে, তবুও মুখে আসে না। এতক্ষণ বেতসের দীর্ঘ বক্তৃতা হয়ে গেল, কিন্তু এতক্ষণ চিন্তা কোরেও কি যে বোল্‌বেন, তা ফ্রেড স্থির কোত্তে পাল্লেন না। বক্তৃতা হয়ে গেলেও উত্তর দিতে বিলম্ব হলো। মুখামৃতে নিরসকণ্ঠ সরস কোরে নিয়ে ফ্রেড বোল্লেন "আজ এসেছি মাত্র, তুমি এখানে কেন বেতস ?"

"আরে সে কর্ম্মভোগের কথা তুমি আর আমাকে জিজ্ঞাসা করো না, সে একটা বেজায় বড় ইতিহাস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার আর কত বোল্‌বো ? চল, হয় তোমার বাড়ী যাই, না হয় সরকারী আড্ডায় গিয়ে বসি। আমি তোমার পরম উপকারী মিত্র, অসময়ে তোমার আমি বিস্তর কোরেছি ; কৃতজ্ঞ আছ তুমি, তোমাকে সে সব কথা আমার জানান উচিত।"

ফ্রেড ইতস্ততঃ কোল্লেন, অন্তর্যামী বেতস ফ্রেডের অন্তরের কথা বুঝে বোল্লে, "তা থাক,বাড়ীতে না যাও, শুঁড়িখানায় চল। মদ্ মাস্ না খাও, বোসে থাক্‌বে। চল।" ফ্রেড নিবারণ কোত্তে পাল্লেন না। দুজনে শুঁড়িখানার বারান্দায় গিয়ে বোস্‌লেন, বেতসের আজ্ঞামাত্র তখনি এক বোঁতল বীর সরাপ, আর একটু চাটের লবন এসে হাজির হলো। প্রীতিভরে বোঁতলের অর্দ্ধাংশ এক নিশ্বাসে নিঃশেষ কোরে—মাটির পাইপে দোক্তা তামাক সেজে—একটি মনের মত দম লাগিয়ে, বেতস বোল্লে "হাঁ, এখন সেই কথা। তুমি হয় ত জান; সরকারী গেজেটের প্রথম পৃষ্ঠায় তুমি হয় ত দেখেছ যে, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দারুপল্লির আমি সর্ব্ব প্রধান ডাক-কর্ম্মচারী হয়েছিলেম। আমার অধীনে অবশ্য এক জন চিঠি বিলি করার হরকরা ছিল, আমি একাকী—বিন্দু মাত্র অপরের সাহায্য ব্যতিত, সেই কার্য্যটা অনায়াসে চালাতেম। তার পর জান ত, সেই পাড়াগেঁয়ে ম্যাড়া মমারী, সে লোকটা আমার চিরশত্রু; প্রকাণ্ড এক মকর্দ্দমা ফেঁদে বোসেছে। চাকরী গেছে, শীঘ্র শীঘ্র মিটমাট্ না হলে হয় ত জেল হবে। ব্যাপারটা অতি সামান্য। পঞ্চাশ পাউণ্ড নিয়ে মকদ্দমা। এই ইয়র্কনগরে মমারীর এক শালা আছে, সেই শালা নাকি মমারীর নামে পঞ্চাশ পাউণ্ডের এক কেতা নোট পাঠিয়েছিল, পত্রের আবরণ খুলে আমি নাকি সেই খুজরা নোট খানা গাপ্ কোরে ফেলেছি। এখন যদি ঐ নোট খানা ফেরৎ দিতে পারি, শালার পায়ে ধোরে যদি তাকে রাজি কোত্তে পারি, তবেই যেন রক্ষা হয়। শালা মানুষ কি না, মেজাজ আছে, রাজি হয়ে গেছে; এখন অভাব, সেই নোট খানার। টাকা আমার প্রচুরই মজুদ ছিল, সঙিণ্ মকর্দ্দমা কিনা, একেবারে পথ-ভিকারী কোরে সেরেছে; তুমি এ সময় প্রত্যুপকার কর। তুমি যে আমাকে ভালবাস্‌তে, তোমার সঙ্গে যে আমার বন্ধুত্ব আছে, তুমি যে কৃতজ্ঞ, তার পরিচয় দিবার এই প্রশস্ত সময়। এই অবসরে তুমি, সে যশটা ভাই আধামূলে কিনে রাখ।"

"দেখ বেতস! এ কাজ আমি কোত্তেম। এখন আমাদের হাতে মজুদও আছে ঠিক ঐ পঞ্চাশ পাউণ্ড। বিপদের সময় তোমার, আমাদের সেই পঞ্চাশ পাউণ্ডই যথাসর্ব্বস্ব, তা আমি তোমাকে দিতেম, কিন্তু তুমিই আমাদের পথের ভিকারী কোরেছ। বিশ্বাস ঘাতকতা কোরে লুসীর প্রেরিত টাকা তুমি দাও নাই, তাতেই আমি সৈন্যবিভাগের সেই অত্যাচারের পাদুকা মাথায় বহন কোত্তে বাধ্য হয়েছিলেম। এত শত্রুতা তুমি কোরেছ। তবে উপকারও হয়েছে। তুমি কর নাই, ভগবানের দয়া হয়েছে, তুমি লাঙ্গুলীকে যে পত্র লিখেছিলে, তাতেই আমি জান্‌তে পাই, রেডবর্ণ—"

"থাক্ থাক্, সে সব অতীত প্রসঙ্গে আর কাজ নাই। আমি স্বয়ং বোলছি, ঈশ্বরকে সত্য জেনে সত্যপাঠ নিয়ে বোল্‌ছি, আমি নির্দ্দোষী। আমি যে মানুষ, এত দিনের

সহবাসে তুমি যে ভাই তা বুঝ্‌তে পার নাই, এই আমার বড় দুঃখ। আর যদি তাই হয়, যদি আমি বাস্তবিক নিন্দুকের মতে দোষীই হই, তাতেই বা তোমার কি? তুমি কেন তোমার তোমার কাজ কর না! তুমি কেন বিপন্নকে সাহায্য কোরে ধর্ম্মের খাতায় একটা মোটা টাকা জমা ধরিয়ে রাখ না; ভবিষ্যতে যার মায় সুদে পরজন্মে তুমি রাজার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ কোর্ব্বে! কর না কেন, পুণ্যসঞ্চয়ে আবার পাত্রা-পাত্র, কালাকাল, শত্রুমিত্র ভাব কেন?"

এ যুক্তি সার যুক্তি। বেতস যা বোল্লে, এই কথাই কথা। বেতসের যুক্তি বেশ দৃঢ় ভাবে ফ্রেডের হৃদয়ে আঁকা হয়ে গেছে। অর্থাধার নিকটেই ছিল; আপনার বল, স্ত্রীর সম্বল এবং নবকুমারের জীবিকা সেই পঞ্চাশ পাউণ্ড অর্থ! এ ছাড়া একটা পয়সাও মজুদ নাই! ফ্রেড যথার্থ বোলেছেন, ঐ পঞ্চাশ পাউণ্ডই তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব, বেতসকে সেই যথাসর্ব্বস্ব দান কোরে—শূন্য অর্থাধার শূন্য পকেটে রেখে ফ্রেড বিদায় হলেন, বেতসের মুখে হাসি আর ধরে না। ফ্রেডরিক পলাতক, একথা সরকারী সংবাদপত্রে ঘোষণা হয়েছে, যে তাঁকে গেরেপ্তার কোরে দিতে পার্ব্বে, দশ পাউণ্ড তার পুরস্কার, এ সংবাদ বেতস রাখে। পাউণ্ড গুলির প্রতি প্রীতিভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে, শেষে স্নেহের চুম্বনে সচেতন কোরে বোল্লে, পাউণ্ড সকল, কত দিনে তোমরা আর দশের সঙ্গে মিশ বে?"

একটা বড় কাজ কোরেছেন। জাতশত্রু বেতস, কিন্তু সে বিপন্ন; ফ্রেড যথাসর্ব্বস্ব দানে তার বিপদোদ্ধার কোরেছেন, এ আনন্দ বড় আনন্দ! শত সহস্র ধর্ম্মশাস্ত্র নিষেধ-বাণী ঘোষণা করুক, সৎকার্য্যে হর্ষ প্রকাশ কোত্তে নিষেধ করুক, কিন্তু এ নগদ আনন্দ দাতার হৃদয়ে আপনিই এসে থাকে। ফ্রেড পরমানন্দে প্রিয়তমার নিকটে তাঁর এই কৃত-কার্য্যের পরিচয় দিলেন, লুসীরও আনন্দের সীমা নাই। আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু লুসীর চক্ষে প্রতিভাত হলো, ঐ আনন্দের মধ্যে একটা নিবিড় বিষাদের অন্ধকার। লুসী বোল্লে "বিপদ কিন্তু আস্‌বে! বেতস কখনই নিরস্ত থাক্‌বে না। সৈন্যবিভাগে সে নিশ্চয়ই সংবাদ দিবে। বিপদ আসন্ন, আর এখানে থাকা নয়। কালই এর বন্দোবস্ত হলে ভাল হয়। বেতসের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়েছে, পলাতক আসামী গেরেপ্তারের যখন পুরস্কার-পরওয়ানা বেরিয়েছে, তখন বিপদ আসন্ন।"

সঙ্গত যুক্তি। প্রভাতে উঠেই সংবাদ প্রচার হলো, ছাত্রদের উপদেশ দিয়ে—ফ্রেড বিদায় গ্রহণ কোল্লেন, পল্লির বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে এলেন, লুসী আপনার সূচী কার্য্যের দেনা পাওনা পরিষ্কার কোল্লেন, তৈজস পত্র যা ছিল বিক্রয় করা হলো, এক দিনেই সমস্ত আয়োজন স্থির। আর ত সময় নাই, যত সত্বর হয়, তত সত্বরই যাত্রার আয়োজন হলো। জিনিস পত্র আধা কড়িতে বেচে গমনের আয়োজন স্থির।

প্রভাত হয়েছে, গাড়ী প্রস্তুত, গাড়ীতে জিনিস পত্র সব তুলে দেওয়া হয়েছে, বুকের ছেলে বুকে নিয়ে ফ্রেড বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। লুসী বিধবার কাছে বিদায় নিতে গেছেন, এলেই রওনা! লুসী এসে উপস্থিত হলেন, দুজনেই গাড়ীতে উঠ্‌তে যাবেন, অদূরে লাল পোষাকপরা তিন চারটি লোক! দেখেই ফ্রেড বুঝ্‌লেন। ধীর স্বরে বোল্লেন "লুসি! বিপদ আসন্ন।—সাবধান হও, আমার স্ত্রী তুমি, স্মরণ রেখ।"

লুসী অকাতরে বোল্লেন "নিশ্চিন্ত থাক প্রিয়তম, বিপদের জন্যই মানুষ জন্মগ্রহণ করে। বিপদের পরীক্ষায় আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

লাঙ্গুলী, আর তিনজন শান্তি রক্ষক। লাঙ্গুলী এসেই অধীনস্থ রক্ষকদের প্রতি আজ্ঞা দিলেন, "বাঁধ, কড়া হাতকড়ি লাগাও।" লুসী নতজানু হয়ে লাঙ্গুলীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কোল্লেন, গ্রাহ্য হলোনা। ফ্রেড লুসীর দিকে একবার চাইলেন, লুসী অনুরোধ কোচ্ছিলেন, আর কোল্লেন না। গড়ী এসে প্রস্তুত, হাতকড়ি দিয়ে ফ্রেডকে গাড়ীতে উঠান হলো। প্রহরী উপরে গিয়ে বোসলো। লুসী জিজ্ঞাসা কোল্লে "আমি কি আপনাদের গাড়ীতে যেতে পারি না?" লুসীর সৌন্দর্য্যে লাঙ্গুলীর বৃদ্ধপ্রাণ সমাধীস্থ হয়েছিল, মনে মনে বোল্লে তবুও দেখ্‌তে দেখতে ত যাওয়া যাবে, ক্ষতি কি? প্রকাশ্যে সম্মতি হলো। জিনিশ পত্র বেচে কিনে যা কিছু অর্থ এখন হাতে আছে, লুসী তারই সাহসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গাড়ী রওনা হলো। দম্পতির নয়নে জল নাই, বুকে দীর্ঘনিশ্বাস নাই, প্রাণে ব্যাকুলতা নাই, এ আবার কি?

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস।

কাজীর বিচার।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের বর্ণিত দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হবার পর, আরও এক সপ্তাহ অতীত। খুব কম দামে একটি বাড়ী নিয়ে আছে, ফ্রেড সেনানিবাসের অন্ধকূপে বন্দী আছেন। এ অন্ধকূপ লণ্ডনে। পোর্টস্ মাউথের সেনাদল এখন অস্থায়ী ভাবে লণ্ডনেই আছে। লুসী বিশ্বাসের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে মনে মনে আহত হয়ে পোড়েছে। লুসীর আহার নিদ্রা নাই, লুসী প্রাণ দিতে সংকল্প কোরেছে। আহার না কোল্লে শরীর ধ্বংস হবে, প্রাণের কুমার—যার দুগ্ধ ভিন্ন উপায় নাই, সে অনাহারে মারা যাবে, এই আশঙ্কায় লুসী অতি সামান্য, তাও অসময়ে আহার করে। মুখে কি খাদ্যদ্রব্য যায়! প্রাণের মধ্যে লুসীর চিন্তার আগুন; যে আগুন শত সহস্র বর্ষের মুসলধারাতেও নির্ব্বাণ হবার নয়, যে আগুনের উপর জগতের নদনদী এনে দিলেও তার উত্তাপ নষ্ট হবার নয়, সেই আগুন লুসীর বুকে, লুসী কি শান্তি পেতে পারে! লুসী সবই জানে; রেডবর্ণ আছেন, লাঙ্গুলী আছেন, আবার বিচারপতি যিনি, কর্নেল যিনি, তিনি অবিবাহিত চল্লিশ বৎসরের কুমার, রাগীর এক শেষ, এই ত্রহস্পর্শ যোগে যখন বিচার, তখন আর কি মুক্তির আশা লুসীর হৃদয়ের এক প্রান্তেও দাঁড়াতে পারে? লুসীর চোক্‌ভরা জল, বুকপোরা নিশ্বাস, চারদিকে রুদ্ধ হাহাকার! লুসীকে কে যেন এমন স্থানে ফেলে দিয়েছে, যেখানে আলো নাই, বাতাস নাই, কেবল দমবন্ধ প্রাণের ব্যাকুলতা।

কেবল কি লুসীই বুঝেছে, তা নয়; ফ্রেডও বুঝেছেন, এইবারই আহুতি।—রেডবর্ণকে তিনি চিনেন, লাঙ্গুলীকে তিনি জেনেছেন, কর্নেল বাহাদুরকেও চিনেছেন। ফ্রেড বুঝেছেন, এবার আর নিস্তার নাই! বিপদের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। যখন গ্রাহ্য হবেনা, প্রাণের ব্যথা যখন কেহ বুঝেবে না, ন্যায়ের বাধা যখন কেহ মানবে না, তখন কেন সে সব উত্থাপন? ফ্রেড যে শাস্তিই কেন হোকনা, নিরবে সহ্য কোর্ব্বেন।

বিচার শেষ হয়ে গেছে। লুসীর চক্ষে আর কতজল আছে, এ বিষয়ের পরীক্ষায় লাঙ্গুলী অপার কৌতুক। তিনি এক ধাড়ী বদমায়েস মাগীকে দিয়ে লুসীর কাছে সংবাদ দিয়ে দিলেন, শাসনকর্ত্তার বিচারে ফ্রেডরিকের পাঁচ শত বেতের আদেশ হয়েছে। লুসীকে

পরীক্ষা নিতে লাঙ্গুলী অপারগ হলেন! সে অনন্ত ধারায় অশ্রুজল, কে কতক্ষণ স্থির ভাবে প্রত্যক্ষ কোত্তে পারে? বুড়ীও মর্ম্মাহত হয়ে ফিরে এলো।

বিচারের পূর্ণ অদেশ উর্দ্ধতন বিচারপতিগণের নিকট হতে এসেছে। ফ্রেড যে দোষী, দোষীর প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে তাই যে ঠিক, এমন তাঁরা স্বীকার কোরেছেন, সুতরাং ফ্রেড যে অবিকল্পে ঐ শাস্তি ভোগ কোর্ব্বেন, তাতে আর সন্দেহের কিছু নাই।

সৈন্যবিভাগের বিচারপতি কর্ণেল কুমার বিন্দুহাম, সেনাবিভাগের বিচারপতির সজ্জিত প্রকোষ্ঠে দুটি প্রফুল্লমুখী বিশেষ চরিত্রের কামিনীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ কোচ্ছেন, ঠানা পাখা চোল্‌ছে, কাচের মূল্যবান ফানুসে বাতির আলো, সম্মুখের টেবিলে সৌখিন সুরাধার—সেম্পিন পূর্ণ! আনন্দের স্রোত চোলেছে। চল্লিশ বৎসরের কুমার এই প্রকার আনন্দরাশী উপভোগের জন্য বিবাহ করেন নাই।

আমোদ প্রমোদ চোল্‌ছে, খানসামা সংবাদ দিলে "একটী স্ত্রীলোক হুজুরের দর্শন কামনা করে।"

"কে আবার সে মাগী? রাত্রি কালেও একটু বিশ্রামের অবসর নাই। তবু লোকটা কে?"

কর্ণেলের নিমকের চাকরটি যদিও বেতন পায় সেই সৈন্যবিভাগের তহবিল হতে—তথাপি সে তাঁরই কাছে হাজিররুজু থাকে কি না, সে পুনরায় অভিবাদন কোরে বোল্লে "চিনেছি তাকে আমি, মেয়েটি ফ্রেডরিকের স্ত্রী।"

"ফ্রেডরিকের স্ত্রী? সে না সুন্দরী? ভুবনভরা নাকি তার রূপ? সে নাকি বড় রূপসী?"

বিন্দুহামের কথায় উপস্থিত রূপসীদুটি আপন আপন চেহারার দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টি-পাত কোল্লেন। চাকরটি বোল্লে "হাঁ হুজুর, যথার্থই সে সুন্দরী। তেমন সুন্দরী হুজুরের চক্ষেও হয়ত কখন পড়ে নাই।"

আনন্দের হাসিতে সম্মতি জানিয়ে, গৃহস্থ রূপসীদের প্রতি শ্যামকুলরাখা ভঙ্গিতে কর্ণেল বোল্লেন "একটু অপেক্ষা কর তোমরা, আমি এখনি আসছি।"

"বিলম্ব হলে আমরা কিন্তু চোর ধোত্তে যাব।" রূপসীদের এই উত্তরে হাস্য কোরে কর্ণেল বিন্দুহাম যে ঘরে লুসী অপেক্ষায় ছিল, সেই ঘরে উপস্থিত হলেন। সে ঘরেও বাতির আলো। বাতির আলোরা কি নিষ্ঠুর! শোকতাপে সন্তপ্ত লুসীর মুখে আলোরা জ্যোতি নিক্ষেপ কোরে কেন তেমন সুন্দর দেখা দেখালে? বিন্দুহাম কতক্ষণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ, নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। জীবনে তিনি এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ

করেন নাই বোলে, আপনার বিলাস-ভাণ্ডারে যেন প্রচুর অপূর্ণতা উপলব্ধি কোল্লেন। প্রকাশ্যে বোল্লেন "সুন্দরি! আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন? কে তুমি?" তিনি যে লুসীর পরিচয় জানেন, তার ঘুণাক্ষরও এখানে প্রকাশ করা হলো না।

লুসী নতজানু হয়ে, বারম্বার ভূমিচুম্বনে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বোল্লে "বিচারপতি! অভাগিনী সেই হতভাগ্য ফ্রেডের বণিতা। রক্ষা করুন। অতুল ক্ষমতা আপনার, মুক্তি চাই না, দণ্ডের ক্ষমা করুন। তত প্রহারে দয়াময় আপনি, চিন্তা কোরে দেখুন, তত প্রহার কি জীবন্ত মানুষের প্রাণে সহ্য হয়?—অভাগার শিশু সন্তান,—যার তিন কুলে আর কেহ নাই; অভাগিনী আমি, জন্মদুঃখিনী আমি, আপনি তিনটি সংসার-তাড়িত অসহায়ের জিবনদান করুন।"

হাতে ধোরে বিন্দুহাম লুসীকে তুল্লেন। লুসীর অঙ্গস্পর্শে বিন্দুহামের প্রতি লোমকূপে যেন প্রবল তাড়িত প্রবাহ প্রবাহিত হলো। আত্মসংস্থ হোয়ে বিন্দুহাম বোল্লেন "তুমি তবে তাকে বড়ই ভালবাস, কেমন?"

"জীবনের বিনিময়ে ভালবাসি। বিচারপতি আপনি, ধর্ম্মাধিকরণের ধর্ম্মাবতার আপনি, আপনার সম্মুখে সত্য কোরে বলি, তত ভালবাসা আমি আর কাকেও বাসিনা। তাঁকে আমি যত ভালবাসি, আমি তার পরিমাণ জানি না।"

"তাইত, খুব বেশি বেশিই তুমি ভালবেসে ফেলেছ, কিন্তু উপায় নাই। কেবল কি পলাতক, আঠার মাস অনুপস্থিত! মুক্ত ত হবেই না, কিন্তু দণ্ড ক্ষমা করা, সেও কি কঠিন নয়? তবে হাঁ, পারি আমি, আমার সে ক্ষমতা আছে, তুমি যদি একটু আত্মত্যাগ কোত্তে পার।"

"অবশ্য পারি, আমার কর্ত্তব্যই ত তাই। যদি প্রিয়তমের মুক্তি—কি দণ্ড লাঘবের বিনিময়ে আমাকে পথের ভিকারিণী হতে হয়, যদি আজন্ম অভাগিনীর সন্তানকে নিয়ে পথে পথে উপবাসে অনাহারে দিন কাটাতে হয়, আমি তাতেও প্রস্তুত। আপনি আদেশ করুন, ব্যবস্থা করুন।"

সরলা এখনও বুঝে নাই, বিন্দুহাম কিরূপ আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন কোর্ব্বেন। বিন্দুহাম বড়লোকের ছেলে। প্রথম প্রথম পিতা মাতা তাঁকে যথানিয়মে স্কুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্কুলের রেজেষ্টরি কেতাবে গুণধর কুমারের উপস্থিত সংখ্যা গণনা কোল্লে, প্রায়ই গোলাকার ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তার পর পিতার আদেশে তিনি সৈন্যবিভগে প্রবেশ করেন। সেখানেও পলাতক। যেমন পলাতকে ফ্রেডকে তিনি পাঁচ'শ বেতের আদেশ দিয়েছেন, এমন কি এর চেয়ে শত গুণে গুরুতর দোষ তাঁর অঙ্গভূষণ ছিল, কিন্তু তাঁর পশ্চাতে গ্রহদেবতার দৃষ্টি ছিল, খুঁটির জোরে—পায়ার ভারে

তত অপরাধে অপরাধী হয়েও বিন্দুহাম প্রায়ই শাস্তি পেতেন, সৈনিক হতে হাবিলদার, হাবিলদার হতে সুবাদার, সুবাদার হতে মার্শাল, মার্শাল হতে কর্ণেল, এই প্রকার। নিত্যনিত্য প্রফুল্লমুখীদের প্রফুল্লমুখের কাষ্ঠ হাসি না দেখলে বিন্দুহামের এখনও, এই চল্লিশ বৎসর বয়সেও নিদ্রা হয় না। এ হেন ধড়িবাজ,—এরূপ ইন্দ্রিয়পরায়ণ নরপশু বিন্দুহাম শেষে বোল্লেন "তত কঠিন কর্ম্ম নয়। কেহ জানবে না, শুনবে না, তোমার স্বামীও না, অথচ কর্ম্মসিদ্ধি। শাস্তিটা দেওয়া গেছে, একটু কড়ারকম। একেবারে তত বেতে সে মারা যাবে, তা করা হবে না, সুতরাং একশ বেতের ব্যবস্থা করা হবে, হাঁসপাতালে দেওয়া হবে, ক্ষতটা সম্পূর্ণ অর্দ্ধ শুষ্ক হতে না হতে তার উপর আবার এক শ; এইরূপ ব্যবস্থাই করা গেছে। এ ব্যবস্থাও আমি রদ্ কোরে দিতে পারি, যদি তুমি—"

লুসীর চোকের জল শুকিয়ে গেল! বুকের দীর্ঘনিশ্বাস বুকেই মিলিয়ে গেল! বোল্‌তে ইচ্ছা কোরেছিল দয়াময়, বোলে ফেল্লে "নিষ্ঠুর! একি তোমার অভিপ্রায়! চোল্লেম আমি। আমার স্বামীর ননীর দেহ নয়, ভগবান যা করেন, তাই হবে; আমি চোল্লেম।"

রুদ্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বিচারপতি বিন্দুহাম বোল্লেন "কথাটাই শোন আমার। আগা গোড়া, তলিয়ে বুঝেই কেন দেখনা! পসন্দ হয়, স্বাকার কর।"

"জীবনান্তেও না। তাঁর প্রাণ ত নিতেই বোসেছ তোমরা, সেই সঙ্গে আমার প্রাণও লও; আর পার যদি, তবে সেই ভিকারিণীর গর্ভকুমারের প্রাণ—ছেড়ে দাও মহাশয়, ত্যাগ কর মহাশয়! আমি বিদায় হই।"

"তাও কি পারি?" হাস্য কোরে পাষণ্ড বিন্দুহাম, পাপিষ্ঠ বিচারপতি বিন্দুহাম হেসে হেসে বোল্লে "তাও কি পারি? এমন সময় তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি কি?"

"নিষ্ঠুর! পাষাণ! এখনও বলি, ছেড়ে দাও। পরিহার কর আমাকে।—"

অদূরে কিসের শব্দ! বিন্দুহাম দরজা খুলে দিলেন, লুসী কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে নেমে গেল। পড় পড় হয়ে; কয়েক দিনের অনাহার অনিদ্রা, তার উপর আবার এই, টাল্ খেতে খেতে লুসী নেমে এল। সম্মুখে আবার সেই আপদ!, সেই ভ্রষ্টতার শিরোমণি—সেই ভণ্ড রেডবর্ণ! মদের ঘোরে চক্ষু লাল।—গলার কলারটা খুলে গেছে, টল্‌তে টল্‌তে লুসীর সম্মুখে এসে হাজির। করতালি দিয়ে—একবার হিংসার হো হো হাসি হেসে বোল্লে "আরে একে, লুসী যে! তুমি বুঝি বিচারপতির কাছে গিয়েছিলে? সাধ্য কি তাঁর? শ্রীমানের সম্মতি না হলে, আমি স্বয়ং খোদ আদেশ না দিলে বিচারপতি ত বিচারপতি, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর যিনি, তিনিও এ মকর্দ্দমা মিটুতে পারেন না? তবে পারি, কেবল আমি। স্পষ্ট কথা আমার কাছে, অন্ততঃ এক দিনও যদি তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হও; তা হলে আমি তোমার স্বামীকে মুক্তি দিতে পারি।" বোল্‌তে বোল্‌তে রেডবর্ণ এবার নীচের

দরজা আট্‌কে দাঁড়ালো। বিরক্ত হয়ে, প্রাণের ত আর আশা নাই, একেবারে মরিয়া হয়ে লুসী বোল্লে "শোন রেডবর্ণ! অপমান করো না; ব্যথার উপর ব্যথা দিও না, পথ ছাড়।"

"তবে একটি; বেশ আস্তে আস্তে—বেশ ভরপূর ভাবে—অনড়ে অচলে একটি চুম্বন দাও।" রেডবর্ণ লুসীর হাত দুখানি ধোরে ফেল্লে। অনুপায়! লুসী করে কি? রেডবর্ণের হাতে দংশন কোল্লে!—শোণিত পাত হলো, রেডবর্ণ ক্ষীণকণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা কোল্লে, সাহায্য এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে লুসী তার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সেই বাড়ীর একটি মেয়ের কাছে ফ্রেডীকে রেখে গিয়েছিল, সন্তানকে কোলে নিয়ে, মুখ চুম্বন কোরে অশান্ত প্রাণে লুসী শান্তি প্রাপ্ত হলো। স্ত্রীলোকের সকল মনোবেদনা পুত্র কোলে নিলেই নিরাময় হয়। লুসী জানে, বিশ্বাস করে, ভগবানের নিগ্রহ নিবারণের নয়।

ঊনবিংশ উচ্ছ্বাস।

শাস্তি।

সেনানিবাসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রভাতেই সৈন্য সমাবেশ। যে নামের যে সেনাশ্রেণী, পারদর্শিতা অনুসারে সশস্ত্রে তারা শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান। সেনাশ্রেণীর মধ্যে তিনটি ত্রিপদ কাষ্ঠের দণ্ড। দণ্ড তিনটিতে ত্রিকোণ ত্রিপদ, আপনা আপনি দণ্ডায়মান। তারই নিকটে দুগাছি বিশেষ কৌশলে প্রস্তুত সাংঘাতিক চাবুক। চাবুকের আগায় ৯ গাছি কঠিন সূতায় গাথা কিছু কম এক হাত দীর্ঘ শক্ত দড়ি। ছড়ির অগ্রভাগে পাঁচ পাঁচটি গাঁট। এক ঘা চাবুকে ৯টি কোরে মাংসভেদী দাগ পড়ে। এক চাবুকে ৯ চাবুকের কাজ হয়। অভাগা ফ্রেডের অদৃষ্টে দণ্ড ভোগ, ন্যায়ের হিসাবে সুতরাং সাড়ে চারিহাজার বেত। কাগজে কিন্তু লেখা, পাঁচ শত মাত্র! তেমন বেত দুগাছি পতিত। ত্রিপদের অদূরে রণবাদ্য বাদকের গম্ভীর শব্দশীল দামামা মৃদুমধুর গর্জ্জনে সাধারণের মনোবিকার নিবারণ কোচ্ছে! কি জানি, অভাগার রোদন ধ্বনি শ্রবণে যদি কোনও পাষাণহৃদয়ের বুকে স্নেহ দয়ার দাগ পড়ে। ফ্রেড অন্ধকূপ হতে বধ্যভূমিতে—হাঁ বধ্যভূমিই ত! সাড়ে চারি হাজার বেতের আঘাতে কি মানুষ বাঁচে? ফ্রেড বধ্যভূমে নীত হলেন। ত্রিপদের এক এক পদের সহিত ফ্রেডের হাত পা প্রভৃতি স্থান বেশ কোরে দৃঢ়বদ্ধ করা হলো!

বেতের আঘাতে যদি মারা যায়, তা হলেও বাঁধনের জোরে খাড়া থাক্‌বে। সাধারণ লোকে দেখ্‌বে, লোকটা মরেও মরে নাই! ডাক্তার এলেন, নাড়ী টিপে একখানা কাগজে কি লিখে দিলেন। আর একবার রণবাদ্য বেজে উঠ্‌লো।

এই ভীষণ নাটকের প্রধান অভিনেতা, এই নিরপরাধীর হত্যাকার্য্যের প্রধান উদ্যোগী, এই নৃশংস রাক্ষসের কার্য্যের অনুজ্ঞাদাতা, শ্রীমান লাঙ্গুলী। সুকার্য্য কুকার্য্য যে যে কার্য্য করে,তাতেই তার খ্যাতি আছে কি না ; কাগজে লেখা আছে,সুকার্য্যের পুরস্কারে আড়কাটি লাঙ্গুলী আজ সার্জ্জেণ্ট মেজর। লাঙ্গুলীর একহাতে সরু একগাছি পোনাকী বেত, আর এক হাতে ছোট একখানি খাতা। লাঙ্গুলী আস্‌তেই আর একবার দামামা বেজে উঠ্‌লো। যে স্থানে ত্রিকোণ দণ্ডে বাঁধা নির্ভিক ফ্রেড বাঁধা আছেন, লাঙ্গুলী সেইস্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাতের বেত বগলে রেখে, এক হাতে পেন্সিল আর এক হাতে খাতা নিয়ে দাঁড়ালেন। ফ্রেডের শরীর মুক্ত। পরিধানে একটি ছোট পান্‌টুলন মাত্র। ফ্রেডের সংকল্প, নীরবে তিনি সকল অত্যাচার সহ্য কোর্ব্বেন। ফ্রেডের মুখ দেখ্‌লেই বুঝা যায়, এ সংকল্পে তিনি প্রাণও দিতে পার্ব্বেন।

লাঙ্গুলী গম্ভীরবদনে বোল্লেন"জল্লাদ! তোমার কাজ আরম্ভ কর।" জল্লাদ সেই কৃতান্তের প্রধান অস্ত্র, প্রাণীহত্যার সেই অব্যর্থ প্রহরণ তুলে নিলে। কোন্ স্থান হতে আঘাত আরম্ভ হবে, সেটা ঠিক কোরে নিয়ে নৃশংস জল্লাদ সবলে একটি আঘাত কোল্লে, নটী দাগ পোড়ে গেল! সাদা পিঠ, যেখানে একটী ক্ষুদ্র ব্রণের চিহ্নও ছিল না, সেখানে সারি সারি নটী রক্তবর্ণ দাগ পোড়ে গেল! লাঙ্গুলী খাতায় একটী পেন্সিলের দাগ দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বোল্লেন "এক।" আবার আর একটি, ঠিক সেই দাগের পাশে। অমনি লাঙ্গুলীর পাপকণ্ঠের ধ্বনি "দুই।" এমন ক্রমান্বয়ে পঁচিশটি! বিন্দু বিন্দু শোণিতকণায় জল্লাদের সাদা পোষাক শোণিত বিন্দুতে লাল হয়ে গেল, আঘাত কোরে কোরে জল্লাদ অবসন্ন হয়ে গেল ; ফ্রেড তখনও অবিচলিত, তখনও তাঁর সংকল্প পাষাণের ন্যায় দৃঢ়! ডাক্তার আবার একবার আহতের ধাতু পরীক্ষা কোল্লেন। নির্ঘাৎ প্রহার দর্শনে—অজস্র শোণিতস্রাব দর্শনে রক্তভেল্কি লেগে যে সব সকের সৈনিকপুরুষেরা মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, উপরি কর্ম্মচারীর ধমক খেয়ে তাঁরা উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। নৃশংসক্রিয়া আবার আরম্ভ হলো। আবার পঁচিশটি।

অশ্বারোহণে ন্যায়ের বিচারপতি কর্ণেল বিন্দুহাম এলেন।—সঙ্গে সঙ্গে রেডবর্ণ! আনন্দের কাজে দুজনেরই অপার আনন্দ! সহাস্যমুখে বিন্দুহাম ও রেডবর্ণ ত্রিপদের নিকটে গিয়ে দাঁড়ালেন। আবার সেই পাপনাটকের অভিনয়! আবার সেই নৃশংস পশু অপেক্ষাও হৃদয়হীনতার পরিচয় আরম্ভ হলো। শরীরে ত আর স্থান নাই! রক্ত

স্রাবের উপর রক্তস্রাব, প্রহারের উপর প্রহার, মাংসভেদীপ্রহারে মাংস পর্য্যন্ত বেতের সঙ্গে উঠতে লাগ্‌লো, দৃক্‌পাত নাই! একটি করুণদৃষ্টিও অভাগার প্রতি পড়ে না, একটু সহানুভূতি—কি একবার আশ্বাবাক্য উচ্চারণের কেহ তথায় নাই, হা বিশ্বের স্রষ্টা! তোমার এ কোন্ রাজ্য!

দুজন জল্লাদ, দুজনেই অবসন্ন। দুজনেই শ্রমকাতর! লাঙ্গুলী একথা বিচারপতিকে জানালেন। নূতন জল্লাদ আহ্বানের অনুমতি পেয়ে, তখনি আর দুজন নৃশংস ব্যাপারের প্রশংসাপত্রপ্রাপ্ত জল্লাদ আনা হলো। নূতন উৎসাহে আবার—আবার সেই নিষ্ঠুর প্রহার আরম্ভ হলো। ফ্রেড তখনও নীরব! তখনও সজ্ঞান! নিষ্ঠুরতার পায়ে তিনি জীবনই উৎসর্গ কোরেছেন, সেইই তাঁর সংকল্প, তিনি অকাতরে নীরবে সেই ভীষণপ্রহার সহ্য কোচ্ছেন। হায় হায়! এ সংসারে গুণের আদর নাই! এ সংসারে কেহ পরের দুঃখে কাতর হতে শিখে নাই। নতুবা ন্যায়বান পিতার সন্তানদের মধ্যে, এমন অভাবনীয় অত্যাচার কেন তবে!

"আজ তবে থাক।" সকের সেনাদলের একটীও আর নাই। কতক পলাতক, কতক অচেতন। নিমকের সৈন্যদের মধ্যে একটা রুদ্ধ হাহাকার উঠেছে। যারা একেবারে লোকের মাথা কাটে, তারা বরং দয়াময়; কিন্তু যারা দগ্ধ কোরে কোরে—জ্বালার উপর জ্বালা দিয়ে দিয়ে হত্যা করে, তাদের মত নৃশংস আর নাই! এই নৃশংস ব্যাপার দর্শনে সৈন্যদের তেমন যে পাষাণহৃদয়, তাও যেন বিচলিত হয়েছে। তাতেই লাঙ্গুলী নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও বিরক্ত হয়ে বোল্লেন "আজ তবে থাক।"

ফ্রেড তখনও প্রকৃতিস্থ! তখনো তাঁর মুখে কথা! কষ্টের প্রাণ—নিরীহের প্রাণ সহজে গেলে বুঝি বিধাতার মনস্কামনা পূর্ণ হয় না? ফ্রেড বোল্লেন "বিলম্বে আর কাজ নাই! যা কিছু অবশিষ্ট আছে, হয়ে যাক।"

তৎক্ষণাৎ সম্মতি। বিন্দুহামের ম্লানমুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। পকেটের খাতা পুনরায় বার কোরে লাঙ্গুলী বোল্লেন "চমৎকার জল্লাদ তোমরা! প্রশংসাপত্র দিব তোমাদের। লাগাও লাগাও।" আবার আরম্ভ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কার্য্য শেষ। দাগ মিলিয়ে হিসাব নিকাশ কোরে লাঙ্গুলী দেখ্‌লেন, পাঁচ শত বেত ঠিক মারা হয়েছে। যদি কোনও ন্যায়বান লোক্ থাকৃতেন, তিনি দেখ্‌তেন, ঠিক সাড়ে চারি হাজার বেতের দাগ অভাগা ফ্রেডের গায়ে উঠেছে, কিন্তু সেখানে ও লোক নাই! ফ্রেড অচৈতন্য; চেতনের মধ্যে লাঙ্গুলী আর জল্লাদ। সমস্ত লোক, সমস্ত সেনা, এমন কি বিচারপতি বিন্দুহামও নাই। ফ্রেডকে তখনি হাসপাতালে পাঠিয়ে, হয় মরুক নয় বাঁচুক ভাবে ফ্রেডের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে, লাঙ্গুলী প্রস্থান কোল্লেন। সেনাবিভাগের পাপ-নাটকের একটা দৃশ্য এইরূপে

"চমৎকার জল্লাদ তোমরা ! প্রশংসাপত্র দিব তোমাদের। লাগাও, লাগাও।" ৭৮ পৃঃ

অভিনয় হয়ে গেল। সৈনিকচরিত্রের একটা অংশ মাত্র এবার অভিনীত হয়ে গেল, এখনও এমন শত সহস্র অবশিষ্ট।

আর লুসী? সে কি নিশ্চিন্ত আছে? এ প্রাণান্তক সংবাদ কি তার কাছে পোঁছে নাই? কোন্ সময় এই নিষ্ঠুর-নাটকের অভিনয় আরম্ভ হবে, তার অভিনয়-পত্র কি লুসী পায় নাই? পেয়েছে। সরলহৃদয় লাঙ্গুলী সে সংবাদ লুসীকে দিয়েছেন। সৌন্দর্য্য! তুমি যাকে আশ্রয় কর, সে কি বিপন্ন না হয়ে পারে না? তবে তুমি কি সুন্দর!

লুসী কুটিরে বোসে আছে, সম্মুখে অভাগিনীর সন্তান মনের আনন্দে খেলা কোচ্চে। লুসী একদৃষ্টে স্নেহের আবেশে সন্তানের প্রতি চেয়ে বোল্লে "হা হতভাগা! তুমি ত এর কিছুই জান না! তোমার আশ্রয়-তরু, যাতে আমি তোমাকে নিয়ে বাসা বেঁধে ছিলেম, সেই আশ্রয়-তরুর প্রতি কি দারুণ বজ্রাঘাতের আয়োজন হচ্ছে, তুমি তার কি বুঝ্‌বে! আনন্দের পুতলি তুমি, কিন্তু হায়! এসংসারে এমন একটি লোকও নাই, যারা দয়ার ভাণ্ডারের কপর্দক ব্যয় কোরেও তোমার এ আনন্দ অখুন্ন রাখে। সংসারের এখনও অনেক দূরে আছ তুমি, তবু তোমার প্রতি কি নিষ্ঠুরতার আয়োজন হ'চ্ছে, অবোধ! তুমি ত সে ধারণা আজও শিখ নাই! নিষ্ঠুর, অতি নিষ্ঠুর; সংসারের প্রাণী অতি নিষ্ঠুর; সংসারের ছায়া বিষের ছায়া। স্নেহ দয়া উপকথা,—পাগলের খেয়াল; কিন্তু তাও কি হয়! এ যে বিধাতার রাজ্য! জগতের গনের আনা লোক যে বিধাতাকে দুঃখের কেন্দ্রে বসিয়ে আত্ম-সন্তোষ পায়, যে বিধাতার মাথায় অকৃতকার্য্যতার রাশি স্থাপন কোরে নিজে অক্ষুণ্ণ-চিত্তে নিজের খুন্নতা দূর করে, এ যে সেই ন্যায়বনের রাজত্ব। এখানে কি এমন নিষ্ঠুর কার্য্য বিনা বিপত্তিতে সমাধা হতে পারে? একটি অসহায়া স্ত্রীলোক, একটি অনাথবালক, আর একটি সরলতার দাস সরল যুবা। এই তিনটিতে সংসারে প্রবেশ কোত্তে এমন আত্মহত্যা হব কেন? সমান্য আশা কোরেছিলেম; যে আশা, আশা না কোল্লেও পূর্ণ হয়, যে আশা পূর্ণ হবার জন্যই সংসার; পরিশ্রমের বিনিময়ে সেই সংসারের কাছে ভিক্ষা কোরেছিলেম, প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেম, তিনটি উদরের জন্য সামান্য লোকের উপযোগী কিঞ্চিৎ খাদ্য আর আচ্ছাদন। তাও পেলেম না কেন?"

কতক্ষণ নীরবে থেকে, একটী অন্তস্তলবাহিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে লুসী বোল্লে "ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিথ্যা! খ্রীষ্টধর্ম্ম একটা মৃত উপধর্ম্মের পরিত্যাক্ত ছিন্ন বসন খণ্ড! ধার্ম্মিক নিয়েই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কেহ নাই, অথচ ধর্ম্ম আছে, কায়া নাই কিন্তু ছায়া আছে, এ কথা অসম্ভব। খ্রীষ্টধর্ম্মের উপাসক নাই, তবে খ্রীষ্টধর্ম্ম কি?—লোকের এমন একটা ধর্ম্মভেক না থাক্‌লে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, তাই ইংরেজ পরিচয় দেয়, আমি খ্রীষ্টান!' যথার্থ খ্রীষ্টান থাক্‌লে—এমন নৃশংস ব্যাপার কি হতে পায়? খ্রীষ্টানে কি এ অত্যাচার সহ্য

কোত্তে পারে ? প্রভু যিশুখ্রীষ্ট যে আদেশ কোরে গেছেন, তার একটিও যদি কখনও কার্য্যে পরিণত হয়ে থাকে, তবে কি এই অকার্য্য হতে পায় ? যে দয়ায় অবতার হয়ে এসেছিল, যে তাপিতের—শোকার্ত্তের নয়নজল মুছাবার জন্য আপনার বুকে দয়ার নদী সৃজন কোরে রেখেছিল, তার শিষ্য কি এমন নির্দ্দয় অভিনয় দেখাতে পারে ? কেবল ধর্ম্মভেকে ভণ্ডামী আর স্বার্থসিদ্ধি।”

“নির্দ্দয় সংসার! তুমি কি কিছুই বুঝ্ না! রাক্ষসহৃদয় তোমরা, সে বেতের তীব্রতা তোমরা কি কোরে বুঝ্‌বে ? এক একটি বেতের আঘাত তাঁর দেহে যত টুকু মাংস ভেদ করেছে; তার চেয়েও অনেক গুণে বেশী আঘাতে যে একটি দুঃখিনীর শূন্য বুক চূর্ণ হয়েছে,তা কি বুঝ্‌তে পার ? আর সংসারবাসি! বালকের পিতা তুমি, স্ত্রীর স্বামী তুমি, মাতার পুত্র তুমি, তথাপি ত তুমি এ যাতনা বুঝ না! বুঝবেই বা কি কোরে ? তোমরা যে ভেকধারী গৃহপলিত শ্বাপদ! যেখানে এত হিংসা—এত দ্বেষ, এত অত্যাচার অনাচার, সেখানে কি এমন সরল ছেলেরা বাঁচে ?” লুসী সন্তানকে বুকে তুলে নিলেন, স্নেহ ভরে মুখ চুম্বন কোল্লেন,—সম্মুখে দেখেন, জীর্ণ মলিনবস্ত্র পরিধানে ম্লানমুখে লুসীর পিতা।

বিংশ উচ্ছ্বাস।

সৈনিক-সিমন্তিনী।

সতের মাস পিতাপুত্রীতে অসাক্ষাৎ। এই সতের মাসের অদর্শনে পিতাপুত্রীর বিস্তর পরিবর্ত্তন। দেবীশ বৃদ্ধ ত ছিলেনই, কিন্তু তখন শক্তিসামর্থ ছিল, এখন যথার্থই শক্তিহীন অবস্থব হয়ে গেছেন। দেবীশ গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরে, লুসী কেমন অবস্থায় আছে সেটা জানবার জন্য গৃহের সরঞ্জাম আস্‌বাবের দিকে চাইতে চাইতে উপবেশন কোল্লেন। ছেলেটি লুসীর কোলেই আছে, ছেলের দিকে দৃষ্টিও পোড়েছিল, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না কোরে, লুসীর মুখের দিকে চাইলেন, গম্ভীরবদনে বোল্লেন “তবে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হয়ে গেল, লুসী। তুমি তবে এখন কেমন আছ ?”

“আমার অবস্থা দেখেও কি পিতা, তুমি তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না ?” অভাগিনীর চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হলো।

"তোমার স্বামী মহাশয় যে আজ—"

"পিতা! আর নিষ্ঠুর হয়ো না।—"

"আচ্ছা, তার পর কি কোরে তোমার অনুসন্ধান পেলেম, সেটাও তোমাকে বলি। তোমার স্বামীর গেরেপ্তারি পুরওয়ানার বিষয় আমি জানি। সে সকল সংবাদ আমি জান্‌তেম, তাতেই এসেছি। তোমার আত্মকার্য্যের ফলাফল এখন হয়ত তুমি বেশ বুঝেছ, স্বামীর চরিত্র এত দিন পরে হয় ত তোমার চৈতন্যে এসেছে, তাই জান্‌তে এলেম। এখনও যদি আমার সঙ্গে বাড়ী ঘরে আস্‌তে চাও, তোমাকে নিয়ে যাই। তুমি মনে মনে নিজেকে নিজে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি ভাগ্যবশে কেমন দয়ালু পিতা পেয়েছ।"

"না পিতা, তা আর যাব না। যেখান হতে একবার যার উদ্দেশে বাড়ী ত্যাগ কোরে বিদায় নিয়ে এসেছি, তারে রেখে আর আমি সেখানে যাব না।"

"এখনও যে তোমার চৈতন্য হয় নাই, এই বড় আশ্চর্য্য। আমার ঔরসে এমন বোকা মেয়ের জন্ম, একথা ভেবেও আমি লজ্জায় মারা যাই। যে স্ত্রীপুত্রের পালনে অক্ষম, সে আবার পতি! যে নিজে আশ্রয়শূন্য পথ-ভিখারী, সে আবার তোমার আশ্রয়? শত সহস্র পদাঘাতেও যে মাথা তুলে না, সে আবার স্বামী?"

ত্যাক্ত-সর্পিনীর ন্যায় গর্জ্জন কোরে—চোকের জল মুছে ফেলে লুসী বোল্লে "পিতা! এমন কোরে তুমি অপমান করো না। এখনও পিতা, ভক্তি করি তোমাকে, সে ভক্তি টলিও না, অন্য কথা বল। তুমি যে সুখ আমার জন্য প্রস্তুত রেখেছ, সে ত আমার সুখ নয়!—আমি ত ধনের কাঙালিনী নই!"

বিদ্রূপের হাস্য কোরে দেবীশ বোল্লেন "এ সব চরিত্র নাটকেই মানায় ভাল। সংসারের মানুষ তেমন কাব্যপ্রেমে ডুবে যেতে পারে না, তাদের অন্য অবলম্বন চাই। কন্যা তুমি, কন্যার শত আপরাধ পিতার মার্জ্জনীয়, তাতেই আমি তোমাকে এই শেষ সুযোগ দিলেম। ত্যাগ কর।—একটা ছোট লোক তোমার স্বামী, এটা বোল্‌তেও মনের মধ্যে আঘাত বেজে উঠে। আমি আমার বিষয়ের বন্দোবস্ত কোরেছি, উইলে তোমার নাম মাত্র নাই, কিন্তু আবার বলি, গৃহে চল, তোমার সম্মুখে আমি উইল দগ্ধ কোরে ফেল্‌বো; না যাও, সেই উইলই বলবৎ থাক্‌বে। আমার দরজা তোমার পক্ষে আজীবনই বন্ধ থাক্‌বে। শত করুণলিপি লেখ, উত্তর পাবে না; দরজায় উপবাস-কাতর মুখে শত সহস্র আহ্বান কর, উত্তর পাবে না; তখন দারুণদুর্গতি—যে দুর্গতিতে লোক কখন পড়ে না—তেমন দারুণ দুরবস্থায় পোড়ে বুঝ্‌তে পার্ব্বে, আমি তোমার মঙ্গলের জন্য কত আত্মত্যাগ কোরেছিলেম।"

"পিতা, আমি জীবনের পরিণাম স্থির চিন্তা কোরে রেখেছি, সে বিশ্বাস আমার

অটল। আমি তাকে ত্যাগ কর্ব্বো না—কোত্তে পারিও না—সুতরাং কি কোরে তোমার প্রস্তাবে আমি সম্মতি দিব ?”

দেবীশ ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান কোল্লেন। লুসী পিতার পদতলে পোড়ে সকাতরে বোল্লে “পিতা, অভাগিনীর সন্তান তোমার কাছে কি দোষ কোরেছে ?”

“যাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করি, তার সন্তানের প্রতি আমার কিসের মমতা ?”

“তবুও এ আমার সন্তান, তোমার দৌহিত্র।”

“লুসী, আবার বলি, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। সেই ভ্রষ্টের ঔরসজাত কুমার, তাকেও দৌহিত্র বোলে আমি গ্রহণ কর্ব্বো।”

“না পিতা, তা আমি পারি না।”

“তবে অধঃপাতে যাও, আজ হতে তুই আমার ত্যাজ্যকন্যা।”

“হা ভগবান!” মর্ম্মবেদনায় লুসী অচেতন! কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে লুসী দেখ্‌লে, পিতা চোলে গেছেন, কুমার ফ্রেডী মাতার বসনাগ্র ধোরে আকর্ষণ কোচ্ছে, আর কাঁদ্‌ছে! মুখচুম্বন কোরে লুসী ফ্রেডীকে ক্রোড়ে নিয়ে, বালকের অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে নিজের অশ্রুজল মার্জ্জনা কোল্লে।

পর দিন প্রাতঃকালে ছেলে কোলে কোরে লুসী সেনানিবাসে গিয়ে উপস্থিত। চিকিৎসালয়ের দাসদাসীদের দ্বারা অনুসন্ধান নিয়ে জেনে এলো, ফ্রেড আছেন ভাল। এমন নিত্য নিত্য। রোজই সকালে লুসী ছেলে কোলে নিয়ে হাজির। শেষে অবস্থা বিবেচনায় ডাক্তারের আদেশে লুসীর স্বামীসম্ভাষণের অনুমতি হলো। কি সর্ব্বনাশ! শরীর যে আধখানি হয়ে গেছে! সে লাবণ্যের, আর যে কিছু নাই! দেখ্‌লে যে চিন্তে পারা যায় না! হায় হায়! অভাগিনীকে এতও দেখ্‌তে হলো! অভাগিনীর অদৃষ্টের এতই কি কুলেখা! লুসী ছিন্নলতার ন্যায় ফ্রেডের পদতলে পতিত হলো। পদতল হতে ফ্রেড লুসীকে বক্ষে ধারণ কোল্লেন। ফ্রেডীকে চুম্বন কোরে কোলে নিলেন, অশ্রুজলে পরস্পর পরস্পরকে আর্দ্র কোল্লেন, মাতাপিতার অবস্থা দর্শনে কুমার ফ্রেডী মাতাপিতার মুখের দিকে চায়, আর কাঁদে। ফ্রেডরিক পুত্র কোলে নিয়ে—পুত্রের মুখচুম্বন কোরে তত দুরবস্থাতেও অপার আনন্দ লাভ কোল্লেন। স্বামীর ক্রোড়ে পুত্রদর্শনে লুসীর তত দুঃখেও অপার আনন্দ! লুসী সমস্ত কথাই জানালে; দেবীশ কেন এসেছিলেন, কি কি প্রস্তাব কোরেছিলেন, লুসীই বা তার কি কি উত্তর দিয়েছে, একাই লুসী এসব ঠিক ঠিক অভিনয় কোল্লে! লুসীর আত্মত্যাগ বৃত্তান্ত শ্রবণে ফ্রেডের সাহস দ্বিগুণ বৃদ্ধি হলো, লুসী ফিরে এল!

ছয় সপ্তাহ চিকিৎসাধীনে থেকে ফ্রেড সুস্থ হলেন। যে দিন ফ্রেড চিকিৎসালয় হতে

পুনরায় কাজে ভর্ত্তি হলেন, লুসীর সঙ্গে সে দিন অনেক কথা হলো। লুসী সে সকল কথার মধ্যে যেন একটু অন্য কোনও রকম কিছুর ভাব অনুভব কোল্লে। ব্যথিত হলো—সে ব্যথা গোপনে রইল। সেই সঙ্গে বিন্দুহাম ও রেডবর্ণকৃত লুসীর অপমান বৃত্তান্ত, তাও গোপন রইল। তার পর কাজকর্ম্মের কথা। যা ছিল, তা এই ছয় সপ্তাহেই প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; বিশেষ লুসী ফ্রেডের চিন্তা নিয়েই বিব্রত ছিলেন, জীবিকার চেষ্টায় অবসর পান নাই, এখন অবশ্য সে চেষ্টা পাবেন।

লুসী তার গৃহকর্ত্রীকে এ সংবাদ জানালেন। কি কি সূচীকার্য্যে তাঁর দক্ষতা আছে, তাও জ্ঞাতব্য বিবেচনায় জানিয়ে দিলেন, ঘোষণা হলো, অতি সামান্য। এখানকার গৃহকর্ত্রী ইয়র্কপল্লির গৃহকর্ত্রীর ন্যায় দয়াময়ী নন, তবে ভাড়াটের আয় থাকলে ভাড়ার সুবিধা,যদি কাজকর্ম্ম কোল্লে ভাড়াটা নিরাপদে আদায় হয়,তবে মন্দ কি? এইটুকু ভেবে যে সামান্য ঘোষণা কোল্লেন, সেই পর্য্যন্ত। এতেই একজন দর্জ্জি ডেকে পাঠালে, কাজও হবে, কিন্তু যে সব পোষাক প্রস্তুত করার জন্য লুসী নিয়ে যাবে, সেই সব পোষাক নিরাপদে ফিরিয়ে দিবার সহজ দায়ীত্ব স্বরূপ, পঞ্চাশটি টাকা জমা দিতে হবে। লুসী নিজের কাছে যা ছিল, আর তৈজস অলঙ্কারাদি বন্ধক রেখে জমার টাকা দিয়ে কাপড় এনে কাজে বোসে গেল। পোদ্দারের দোকানে তার এই প্রথম প্রবেশ। ফ্রেড সন্ধ্যার সময় এসে শুনলেন, আনন্দিত হলেন, কিন্তু অলংকার বন্ধক দেওয়া হয়েছে; বিশেষতঃ তাঁর নিজের সোণার ঘড়িটা বাঁধা পোড়েছে, এ সংবাদে অতি সামান্য একটু কষ্ট হলেন।

সময় যায়, সময় আসে। ক্রমেই লুসীর গড় সাপ্তাহিক আয় ৯ টাকা। সৈন্যদের প্রতি খাবার বরাদ্দ দু বার, কিন্তু ফ্রেড নিত্যই সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসেন; যেখানে স্ত্রী পুত্র, সেই থানেই বাড়ী, ফ্রেড বাড়ী আসেন। সন্ধ্যাকালে লুসী স্বামীসেবার চরম আয়োজন কোরে রাখে। জলযোগের নামে লুসী স্বামীর উদর বেশ সুপাচিত খাদ্যে পূর্ণ কোরে দেয়, ফ্রেডের দিনদিনই দৈহিক উন্নতি হ'চ্ছে। আর সে দুর্ব্বলতা, আর সে ক্ষত চিহ্ন, কি আর সে মনোবেদনা, এখন আর নাই।

লুসীর সঙ্গে পথেঘাটে তিন জনেরই দেখা সাক্ষাৎ হয়। বিন্দুহাম, রেডবর্ণ, লাঙ্গুলী, তিন জনেরই এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টি, লুসীর গ্রাহ্যই নাই। লুসীর স্বামী নিত্য নিত্য সন্ধ্যাকালে বাড়ী আসেন, পুত্রটিও হাঁট্তে শিখ্ছে, দু একটা সরলসম্বোধন এর মধ্যেই সে আয়ত্ব করে ফেলেছে, লুসীর আনন্দের সীমা নাই। জগৎ সংসারের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, জগৎ সংসারের প্রলোভন, লুসী এখন তৃণ অপেক্ষাও লঘু জ্ঞান করে। আপনার গৌরব-গর্ব্বে-গরবিনী লুসী সংসারকে আবার এখন বলে শান্তি-নিকেতন! ততবড় যে বিপদটা কেটে গেছে, লুসী বলে, সেটা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। লুসীর এতই বিশ্বাস।

আবার খ্রীষ্টোৎসব। এদিন সকালের কাজ সেরে সৈন্যেরা সমস্ত দিনের মত ছুটি পায়। ফ্রেড খ্রীষ্টের জন্মোৎসবে বাড়ী এলেন। লুসী আজ আহারের একটু মাত্রাধিক্য ব্যবস্থা কোরেছে। স্বামীর সেবা লুসী ভালই বুঝে। পত্নির পবিত্রপরিচর্য্যায় পুলকিত প্রাণে সন্ধ্যার পর ফ্রেড বিদায় নিলেন, যাবার সময় প্রেয়সীর মুখচুম্বন কোরে বোল্লেন 'ভুল কি লোকের হয় না? ভ্রমে কি লোক পড়ে না?"

একবিংশ উচ্ছ্বাস।

অবস্থার অন্য এক পরিবর্ত্তন।

তিন মাস অতীত হয়ে গেছে। লুসী একটি দিন মাত্র স্বামীর—সহবাস সুখঃউপভোগের অবসর পেয়েছিল, সেই সময় দর্জ্জির সংবাদ এল, এখনি লুসীকে যেতে হবে। লুসী সংবাদ পেয়েই সহরে চোলে গেল। ছেলের বয়স আঠার মাস, এ ছেলে লুসী কোলে নিয়েই ফেরে। ছেলে কোলে নিয়ে লুসী হাজির। কাজকর্ম্ম সব বুঝে নিয়ে—খুব জরুরী কাজ এ কথা শুনে, লুসী ফিরে আস্‌ছে, সম্মুখে রেডবর্ণ।

রেডবর্ণ বিএক্তারি হাসি হেসে বোল্লে "কে ও লুসী যে! উঃ—বিস্তর দিন অন্তরে তোমায় আমায় দেখা হোয়ে গেল। কি সুন্দরীই মাইরী তুমি ভাই হয়েছ, চমৎকার!"

লুসী উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চোলে যায়; রেডবর্ণ হস্ত ধারণ কোল্লে। নির্জ্জন পথ, লুসী কাতর হয়ে পোড়লো! পাপিষ্ঠ রেডবর্ণ বোল্লে "আজ বোঝা পড়া! প্রেমপ্রীতির ধারাটা আজ তোমাকে আমি ভাল রকমেই ইয়াদ কোরে দিব। লেডী বানাব তোমাকে আমি। এটা ধ্রুব বোলে জেন।"

"মহাশয়! ত্যাগ করুন।"

"কখনো না। তোমাকে ভালবেসে আমি চোর দায়ে ধরা পাড়ি নাই, আমি তোমাকে—" হটাৎ গাড়ীর শব্দ! রেডবর্ণের দৃষ্টি সেই দিকে, এই অবসরে লুসীর পলায়ন! ছেলেটি বড় কেঁদেছে, হয় ত রেডবর্ণের ধরাপাকড়ীতে ছেলের কোনও স্থানে ব্যথা লেগেছিল, লুসী বাড়ী এসে হাঁপিয়ে পোড়লো, কিন্তু গোপনে।

রেডবর্ণ, সহকারী সেনাপতির পদে উন্নতি হয়েছেন। সেনা-বিভাগে তিনি এমন

কোনও সুকার্য্য সম্পাদন করেন নাই, যে ঐরূপ সম্মান ও দায়ীত্বের পদ ন্যায় অনুসারে তিনি পেতে পারেন ; তবে মন্দলোকেরা ঘুস ঘাসের কথাও রটনা করে।

সন্ধ্যাকালে সৈন্যদের "বাঁধি কদম্' শিখিয়ে রেডবর্ণ সৈনিকের পোষাক ত্যাগ কোল্লেন। বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের মত পোষাকে ভদ্রলোক সেজে রেডবর্ণ লুসীর বাড়ীতে দেখা দিলেন, গৃহকর্ত্রী এসে দরজা খুলে দিলে। লুসীর স্বামী যে এখন বাড়ীতে নাই, এই সংবাদের বিনিময়ে পাঁচটি নূতন কলের মোহনশব্দশীল টাকা গৃহকর্ত্রীর সদাই চিৎ হাতের উপর নিক্ষেপ কোরে, রেডবর্ণ গৃহ প্রবেশ কোল্লেন। দ্বারে করাঘাত কোল্লে, লুসী অনন্যমনে বোল্লে "প্রবেশ কর।" চেয়ে দেখ্‌লে, রেডবর্ণ!

রেডবর্ণ আপনার সহাস্যবদন সুবাসিত গোলাপী রুমালে মুছে বোল্লেন "শ্রীমতী ফ্রেড-পত্নি! মনে কিছু মন্দ ভাব ভেব না। আমি তোমার দুটি মিষ্ট কথা শুন্‌তে এসেছি।" রেডবর্ণ উপবেশন কোল্লেন।

লুসী হাতের কাজ হাতে রেখে, তীব্র বিরক্তি পূর্ণ ভঙ্গিতে বোল্লে "রেডবর্ণ! তুমি ত আমাকে জান। বারম্বার তুমি ত আমার কাছে কঠিন পরীক্ষা পেয়েছ, প্রস্থান কর। আমি আমার স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা কোরে আছি ; তিনি এখনি আস্‌বেন। আমার ইচ্ছা নয় যে, এখানে একটা বিবাদ বিসম্বাদ বাধে।"

"কিন্তু লুসী, আমি তোমার প্রেমাধীন।"

"চোলে যাও মহাশয়, নতুবা আমি অপরের প্রবল সাহায্য নিতে বাধ্য হব।"

"ছি ছি লুসী, তুমি এমন নির্ব্বোধ। সৈনিক-সিমন্তিনী হয়ে তুমি এতই গর্ব্বিত হয়েছ যে, রাণী হতে তুমি চাও না ?"

"বিস্তর হয়েছে মহাশয়, আপনি বিদায় হোন।" লুসী আসন ত্যাগ কোরে দরজার কাছে যেতেই, পাষণ্ড রেডবর্ণ লুসীর হস্ত ধারণ কোল্লে। দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ কোরে রেডবর্ণ বোল্লে "বাস্তবিক লুসী, তুমি বড় সুন্দর।"

লুসীর চীৎকারে, বিশেষতঃ তার মাংসভেদী দংশনে ভীত হয়ে রেডবর্ণ ছেড়ে দিলে। লুসী সাহায্য প্রার্থনায় বাইরে যাবে, সম্মুখে ফ্রেড! ফ্রেড গৃহমধ্যে এসে দেখেন, রেডবর্ণ! ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন কোরে ফ্রেড বোল্লেন "যাও মহাশয়! তফাৎ হও। মুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে আমি দূর কোরে দিতেও কাতর হব না।"

উঠে দাঁড়িয়ে রেডবর্ণ বোল্লে "জান হে সেপাহি! তুমি কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছো ?"

"জানি। এক জন ভ্রষ্টচরিত্র—লজ্জাহীন কাপুরুষের সঙ্গে। এখনও বলি, এখনও তোমাকে সতর্ক করার জন্য পুনঃ পুনঃ বলি, রেডবর্ণ! দূর হও, নতুবা নিজমূর্ত্তি ধারণ কোল্লে, পরিণাম তার বড় বিষময় হবে।"

"এসব কাজে তুই পাকা আছিস্ বটে।" ফ্রেড স্থির থাকতে পাল্লেন না, রেডবর্ণকে পদাঘাতে দূর কোল্লেন। লুসীর ব্যাকুলতায় প্রবোধ দিয়ে ফ্রেড বোল্লেন "একথা কখনও প্রকাশের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং বিপদও এখন আসন্ন নয়।" লুসী প্রবোধ প্রাপ্ত হলো। স্ত্রীলোক সে, সরলা সে, স্বামীর বাক্যই সে দেব-বাক্য বোলে জানে, সে বিশ্বাস কোল্লে; কিন্তু ফ্রেড বুঝলেন যে, আবার একটা বিপদ আসন্ন! ফ্রেড চিন্তিত হলেন।

কতক্ষণ পরে ফ্রেড বোল্লেন "কেন প্রিয়তমে, তুমি দিন দিন কেন এমন বিষণ্ণ হয়ে পোড়ছ?"

"তুমিওত প্রাণাধিক প্রসন্ন নও! তুমি প্রসন্ন থাক্‌লে আমার কিসের অসুখ?"

"দেখ লুসি! আর আমি পারি না। অনিচ্ছার সঙ্গে যুদ্ধ কোরে আমি অন্তরে অন্তরে শোচনীয় রূপে অবসন্ন হয়েছি, আর আমি পারি না। এত বন্ধনে কি বাঁধা থাকা যায়? এত নৃশংসতা কি মানুষের প্রাণে সহ্য হয়? আমি সামান্য, আমি একটি ক্ষুদ্র মষক, আমার প্রতি শত হস্তির পদাঘাত! আজ মাসের কুড়ি দিন, সেবার পালিয়েছিলেম, মাসের ২৪ এ; যদি তেমন ঘটনা এবারও হয়, তা হলে লুসী, তুমি হয় ত খুব কাতর হবে, নয়?"

"কখনই না। তুমি সঙ্গে থাক্‌লে আমার কাতরতা আসে না। সকল দুঃখকষ্ট আমি অভ্যস্থ কোরে রেখেছি।"

এইরূপ নানা কথার পর ফ্রেড বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। তিন দিন দেখ্‌তে দেখ্‌তে অতীত ২৪ এ এসে উপস্থিত। সন্ধ্যার সময় ফ্রেড সেনানিবাস ত্যাগ কোল্লেন, লুসীর সঙ্গে গাড়ীর আড্ডায় এসে সাক্ষাৎ,—তৎক্ষণাৎ রওনা, পরদিন প্রাতে লণ্ডনের কিয়দ্দূরে ফ্যান্সবরীতে বাসা নিলেন। এইটি, ফ্রেডরিকের দ্বিতীয়বার পলায়ন।

দ্বাবিংশ উচ্ছ্বাস।

পলাতকের উন্নতি।

ফ্রান্সবরীতে এসে এবার ফ্রেডের নাম হলো, রবিন্‌সন্‌। রবিন্সন আবার পাঠশালা খুলে দিলেন, লুসী ও সূচিকার্য্যের চেষ্টায় কৃতকার্য্য হলো। সেবারের মত এবারও ক্রমে পসার প্রতিপত্তি হয়ে এল। যারা ভাল, তাদের সকলই ভাল।

দেখ্‌তে না দেখতে তিনটি বৎসর অতীত, ফ্রেড দ্বিতীয়বার পলায়ন করেছেন। ফ্রেডের বয়স এখন আটাশ; লুসী ছাব্বিশ বৎসরের পূর্ণ যুবতী। ফ্রেডী পাঁচ বৎসরের সুকুমার। ফ্রেডী পিতার বীর্য্য ও মাতার কোমলতা পেয়েছে, তিনটিতে এখন আবার সদানন্দ। নিজব্যয়ে তৈজসপত্র কেনা হয়েছে, একখানা সম্পূর্ণ বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে, অর্থের অভাব নাই। সংবাদপত্রের প্রতি ফ্রেডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। তিনি জানেন, তিনি যে দলে ছিলেন, সেই দলের কর্ত্তৃপক্ষ তারাই সব আছে, সৈন্যদল পোর্টস্‌ মাউথ হতে মাঞ্চেষ্টরে বদলী হয়েছে, রেডবর্ণ সেনাপতি হয়েছেন। হায় রে অর্থ! সহকারী বৃদ্ধ হিথকোট আজও সেই সহকারী!

এক দিন লণ্ডনের কোনও কার্য্য শেষ কোরে ফ্রেড বাড়ী আস্‌ছেন, সম্মুখে দেখেন বেতস। ফ্রেড অন্তরে অন্তরে চোমকে উঠ্‌লেন, ক্রোধও একটু হলো, বোল্লেন "তুমি বুঝি আমাকে কিছু বোল্‌তে চাও? না, এখানে তা হবেনা, বরং অন্যত্র চল।"

"অন্যত্র আর কোথায়? তোমার বাড়ীই যাই চল। দেখ ফ্রেড, অসম্মত হয়ো না, যাবই আমি। স্বীকার কর, সঙ্গে নিয়ে চল, তা না হলে তোমাকে পুলিশ ধরিয়ে দিব।"

"এই বুঝি উপকারের প্রত্যুপকার? আমি যে তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ছিলেম।"

"সর্ব্বস্ব দিয়েছিলে? পঞ্চাশ মোহর তোমার সর্ব্বস্ব? ইয়র্ক পল্লিতে আমি শুনে এসেছি, সকল লোকেই বলে যে, গুরুমহাশয় মৃত্তিমার, তুমি নাকি এই নামেই সেখানে জাল মানুষ সেজে ছিলে; তারা বলে, হাজার হাজার টাকা তুমি রোজগার কোরেছ। সে সব ভুলে যাও, এখন আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়ী নিয়ে চল। এটা দিনমান, পথে দাঁড়িয়ে এমন গোলযোগ, তোমার পক্ষে সুবিধার বিষয় নয়। বিনা ওজর আপত্তিতে সচ্ছন্দচিত্তে বাহাল তবিয়তে নিয়ে চল তুমি আমাকে, কাজে পাবে।"

আজ শনিবার। একবেলার স্কুল ভেঙে গেছে, বারান্দায় পাঁচ বৎসরের ফ্রেডী খেলা কোরে বেড়াচ্ছে,—লুসী অদূরে দাঁড়িয়ে বালকের ক্রিড়া মনোযোগ দিয়ে দেখ্‌ছে, এমন সময় ফ্রেডের পশ্চাতে বেতস্‌! লুসী চোম্‌কে উঠে অন্তরালে গেল, বেতস থপ্‌ কোরে বোসে, কাঁচা পাকা এক মুখ অযত্নের দাড়ির মধ্যে একটা গোপনের হাসি লুকিয়ে, বেতস বোল্লে "চমৎকার বাড়ী তোমার। ৬টা বড় বড় ঘর, তার সঙ্গে মাননসই স্নানাগার, রন্ধনশালা, এসব ত আছেই। এবাড়ীর ভাড়া মাসিক ধর যদি ৪০ টাকা, তাহলে বৎসরের হিসাবে চার শ আশি। হিসাব অনুসারে তোমার মাসিক আয় এখন—ভগবানের কৃপায় হাজার টাকার কম নয়। এক মাসের বেতনই পূরা পূরি আমাকে দেওয়া উচিত, ধরিয়ে দিলেই ত এবার সুদে মূলে হাজার বেত; তার চেয়ে হাজার টাকা পণ দাও, আজীবন স্ত্রীপুত্র নিয়ে পরমসুখে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন কর—আনন্দে থাক। তোমার সেই শুভ উন্নতি দেখে আমরা সুখী হই, ভগবানের নিকট তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি।"

"দেখ বেতস, আমি তোমাকে জানি। সরকারী ঘোষণার পুরস্কার কুড়িটি টাকা, তুমি যে আমার দুশ টাকা নিয়ে সে কুড়ি টাকার মায়া ত্যাগ কোর্ব্বে না, তা আমি জানিতেম; জেনে শুনেই তখন সে টাকাটা তোমাকে আমি দিয়েছিলেম। আবার পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে, তুমি সে সংবাদও জান; আমার টাকা নিয়ে শেষে এবারও যে তুমি আমাকে বিপদে ফেলবে না, তার প্রমাণ কি? বিশেষ তত টাকা আমাদের মজুদও নাই। তুমি যখন আমাকে দেখেছ, তখন আর যে আমার নিস্তার নাই, তা আমি জেনেছি; তোমাকে টাকা দিব কেন? আমি আবার শাস্তি পেলে আমার স্ত্রীপুত্র সব খাবে কি?"

"তবে এখন উঠি আমি। এখনকার ক্ষেত্রের যে কর্ত্তব্য, তাই এখন অগত্যা করা যাক্‌।" মৃত্তিকা-আসন ত্যাগ কোরে বেতস ধীরে ধীরে দরজা পর্য্যন্ত গেছে, এমন সময় লুসী এসে উপস্থিত; সর্ব্বনাশ ত ঘটে, লুসী কাতর স্বরে বোল্লে "যথাসর্ব্বস্ব দাও—শত্রুকে সন্তুষ্ট রাখ।"

বেতসের কর্ণে একথা প্রবেশ কোর্ত্তেই বেতস ফিরে দাঁড়াল। লুসীকে লক্ষ্য কোরে বোল্লে "বুঝিয়ে বল গো মা লক্ষ্মী, ব্যাপারটা তোমার স্বামীমহাশয়কে একবার বুঝিয়ে বল। আমরা একবারে পাষাণ নই, আমাদেরও সুন্দরী স্ত্রী আছে, আমরাও সুবন্দোবস্তে রাজী হয়ে থাকি। পঞ্চাশ টাকা এখন নগদ দাও, আর প্রতি বৎসরের এমন সময় বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট রইল, কুড়ি টাকা।"

"তাতেই স্বীকার।" ব্যগ্র হয়ে—স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে লুসী বোল্লে "কি বল প্রিয়তম, তাতেই স্বীকার!"

ম্লানমুখে ফ্রেড্‌ বোল্লেন "তুমি যখন বলছো স্বীকার, তখন আমার আর অমত কি?"

লুসী দ্রুতপদে টাকা আন্‌তে গেল। অবসর বুঝে, এবার আবার পূর্ব্বকার হতেও জেঁকে বোসে বেতস বোল্লে "কি হে ভায়া, একটু মনুষ্যত্ব দেখাও। জলটল খাবার, কি ব্রাণ্ডি টাণ্ডি, না হয় ধেনো; চুলোয় যাক্ স্পিরিট? আর এত ফাজিল বকা বকেই বা ফল কি, এদেশে তাড়ি ত আর অমিলিত নয়?"

"আমার এখানে সে সকলের কিছুই নাই। অপেক্ষা কর, টাকা পেলেই তোমার উদর পূর্ণ হবে।"

"ঠিক কথা বোলেছ ভাই, যথার্থ বন্ধুর মত বোলেছ। অপেক্ষা কর্ব্বো কি, বিশেষ অপেক্ষা কর্ব্বো। আরে আবার আর একটা সুসংবাদ। তোমার এবার একটি যুবতী শাশুড়ী হয়েছে। দারুপল্লির ডাক্তারের সেই যে হাস্‌কুটে মেয়েটা, সেই ক্ষেত্রীই এখন দেবীশের গৃহিণী। ডাক্তার-তনয়া এখন তোমার আদরের শাশুড়ী!"

লুসী টাকা নিয়ে এসে নিজেই গণে গণে বেতসের হাতে দিলে। প্রতিজ্ঞা রক্ষার প্রমাণে প্রতিজ্ঞা কোরে বেতস বিদায় নিলে। লুসী জিজ্ঞাসা কোল্লে "কেমন প্রিয়তম! এ লোকটাকে কি তোমার বিশ্বাস হয়?"

"এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়। রজনী প্রভাতেই বিপদের নিদর্শন স্পষ্টরূপে আমাদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াবে।"

"তবে চল, আবার পালাই।"

"তাতে আর সন্দেহ নাই। এবার আর ইংরেজের দেশে নয়; এবার চল, ফরাসী দেশে যাই। পারিস সহরে, কি সে দেশের অন্য কোনও সমৃদ্ধনগরে এবার বাসা নিইগে যাই। এদেশের দয়ামমতা ত দেখলে, আবার কেন?"

এই যুক্তিই সারযুক্তি। পরদিন প্রভাতেই সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে, স্ত্রীপুত্র সহ ফ্রেড পারিস যাত্রা কোল্লেন।

ত্রয়োবিংশ উচ্ছ্বাস।

সুভদ্র খ্রীষ্টিয়ান।

কালীশ, ফরাসীরাজ্যের একটি সমৃদ্ধনগরী। ফ্রেড সপরিবারে সেইখানে উপনীত হ'লেন। দুই তিন দিন হোটেল বাসের পর, বিশেষ বিশেষ বিশিষ্ট লোকের মুখে শুন্‌লেন, এখানে ইংরেজি গুরুমহাশয়ের বড় অভাব হয়ে পোড়েছে। ফরাসীরা ইউরোপের সঙ্গে যে ভাবে বাণিজ্যব্যাপারে যোগদান কোরেছে, তাতে ইংরাজি না জান্‌লে কোনও মতেই ব্যবসা বাণিজ্য চলে না। এজন্য ব্যবসায়ীরা আপন আপন সন্তানদের ইংরেজি শিক্ষা দিবার জন্য লালায়িত হয়ে পোড়েছে। ফ্রেড বড় সুসংযোগে উপস্থিত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ আয়োজন, তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপন প্রচার, দুই চারি দিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা পঁচিশটি। তিন চার মাসেই পসার জমে গেল,—প্রচুর অর্থাগম হতে আরম্ভ হলো; সাংসারিক দারুণ কষ্ট দূর হলো, সুখী দম্পতির সুখের সীমা নাই। ফ্রেড এখানেও সেই রবিন্সন।

শোণিতের সম্বন্ধ বড় গুরুতর সম্বন্ধ। মায়া মমতা, স্নেহ দয়া, এসব বাহ্যদৃষ্টিতে যত প্রকাশ থাকুক বা না থাকুক, যেখানে যেখানে শোণিতের সম্বন্ধ, সেই সেই খানে এক একটা অন্তরের অন্তস্তলবাহিনী স্নেহমমতার স্রোত প্রবাহিত থাকে। লুসী এখন সুখী হয়েছে, পররাজ্যবাসে স্বামীর বিপদের আশঙ্কাও এখানে খুব কম, তাই পিতার সংবাদ নিতে লুসী বড় ব্যগ্র হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে যুক্তি কোরে, লুসী পিতার উদ্দেশে এক পত্র লিখ্‌লে; সে পত্র বড় সংক্ষিপ্ত।

কালীশ ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৩৪

পিতা!

এত দিন পরে আমার হস্তাক্ষর দেখিয়া হয় ত আপনি সুখী হইবেন। আমরা এখন সুখে আছি। যে সকল অতীত ঘটনা, তাহা স্মরণ করিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন না। যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন। আপনি বিবাহ করিয়াছেন, সুখের বিষয়। আমার সভক্তি-নমস্কার মাতাকে জানাইবেন।

আপনার কন্যা লুসী।

পুনশ্চ। এখানে আমার স্বামী রবিন্সন নামে পরিচিত; অতএব, অন্য কোনও ভাব না ভাবিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার কুশল সংবাদসহ পত্রোত্তর দিবেন, এবং পত্রের শিরোনামে ঐ নামই উল্লেখ করিবেন। ইতি।

লুসী।

পত্র লিখে যথাসময়ে ডাকে দেওয়া হলো।

একদিন জনরব হলো, কোনও সম্ভ্রান্ত ইংরাজ-দম্পতি ঘটনাচক্রে পড়ে বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েছেন। ভদ্রলোকটি পীড়িত। বাড়ী ভাড়া, মুদীর দেনা, সে সব ত আছেই; তা ছাড়া ঔষধ পথ্যেরই ব্যবস্থা হয়ে উঠ্ছে না। বিদেশে নির্ব্বান্ধবদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী দম্পতি এমন দুঃখে পোড়েছেন, শ্রবণমাত্র লুসীর হৃদয়ে আঘাত লাগ্লো, ফ্রেড ব্যথিত হলেন। শনিবারের একবেলা স্কুল শেষ কোরে, স্বামীস্ত্রীতে সেই দুস্থ ইংরেজপরিবারের অনুসন্ধানে যাত্রা কোল্লেন। অনুসন্ধান হলো। দরজায় আঘাত কোত্তেই একটি অল্পবয়স্কা কামিনী দরজা খুলে দিলেন। লুসী বোল্লে "এই বাড়ীতে একটি খ্রীষ্টিয়ান বড় বিপন্ন হয়ে পোড়েছেন, পীড়িত হয়ে পোড়েছেন শুনে আমরা দেখ্তে এসেছি। আমরা তাঁর কিছু সাহায্য কোত্তে পারি কি?"

দরজার পাশের ঘরই রোগীর গৃহ। রোগী বিরক্ত হয়ে, অবশ্য রুগ্নশয্যায় শুয়ে শুয়েই বোল্লেন "কে রে আনী? কারা ও? থকামীর বুঝি আর যায়গা পায় নাই? এখানে বুঝি মজা মার্তে এসেছে? হাঁকিয়ে দে—দূর কোরে দে।"

মেয়েটি বড় লজ্জিত হয়ে গেল! তাদেরই মঙ্গলের জন্য, নিস্বার্থভাবে সাহায্য কর্ব্বার জন্য ফ্রেড লুসী এসেছেন, কোথায় তাঁরা কৃতজ্ঞতা সমাদর প্রাপ্ত হবেন, তা না হয়ে এই প্রকার শ্লেষ। আনীর মুখে কথাই নাই! সে যেন লজ্জায় মারা গেল। লুসী বিনম্রবদনা বিষাদিনীকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বোল্লে "তুমি কেন অত লজ্জিত হয়েছ? তুমি কেন দুঃখিত হও? পীড়িত বুঝি তোমার স্বামী?"

আনীকে উত্তরের অপেক্ষা না দিয়ে, গৃহমধ্য হতে গৃহকর্ত্তা উত্তর দিলেন, "আনী, তুমি বুঝি তোমার সম্পর্ক পাকাতে কতকগুলো জটলা জড় কোরেছ? বিবাহের কথা—স্বামী স্ত্রীর কথা, সে সব এখন কেন? ওহে বাইরের মেয়েটি; সঙ্গে যদি কেহ মিন্সে মানুষ থাকে, তাকেও বলি, ওহে মিন্সে! সরে দাঁড়াও—গোলযোগ কেন কর?"

"মহাশয়! পীড়িত আপনি, পীড়ার জ্বালায় বুঝি আপনি এই সব প্রলাপ উচ্চারণ কোচ্ছেন?"

"হুঁ—উঁ—এবার যে চিনেছি। ওহে পলাতক রাজবন্দী! তুমি বুঝি মজা দেখ্তে এসেছ? উঃ—কি আর বলি, মজাটা তোমাকে আমি পাকাপাকি রকমই দেখাতেম।

উঠ্‌তে পাল্লে, সে শক্তিসামর্থ থাকলে আমি আজ তোমার শির নিতেম। আমাদের আপন রাজ্য হলে নেহাৎ তোমাকে আমি পুলিশেও দিতেম। পথ দেখ তোমরা। আমি সেই সেনাপতি কট্‌নী। চিন্‌তে পার? আমার জুতার নীচে ছিলে তুমি, এখন মজা দেখ্‌তে এসেছ বুঝি? বিপদে সাহায্য করার অছিলায় রাগের পরিশোধ নিতে এসেছ বুঝি? তুমি আবার আমাকে দিবে কি? তোমার সাহায্য অপেক্ষা বরং একটা রাস্তার কুকুরের পায়ে ধরাও শ্রেয়ঃ। বিরক্ত করো না, চলে যাও!"

অতিরিক্ত অপ্রতিভ হয়ে আনী বোলে "ছি ছি, পীড়িত তুমি, বেশি বেশি কথা একেবারে নিষেধ, এ কর কি তুমি?"

"আরে যা যা ডাইনী ছুঁড়ি, ও গোয়ার ছোঁড়াটাকে আমি হদ্দমুদ্দ জানি। সেনা-বিভাগের দাগী পলাতক আসামী ও। কিসের যোগ্যতা, আছে কি, তাই সাহায্য দিতে এসেছে? দে, তাড়িয়ে দে; সহজে না যায়, বরং চৌকিদার ডাক, পুলিশ ডেকে দে। আর যদি কথা না শুনিস্, তুইও দূর হ। জটলায় আমার আর এখন কাজ কি?"

দুর্ব্বুদ্ধি যখন আসে, তখন হিতকে অহিত, ইষ্টকে অনিষ্ট বোলে জ্ঞান হয়! ফ্রেড দেখ্‌লেন, অসম্ভব। প্রকাশ্য ভাবে কোনও বিষয়ের সাহায্য কট্‌নী কখনই গ্রহণ কোর্ব্বেন না। অগত্যা বিদায়ের ভান কোরে—আনীকে গোপনে ডেকে এনে, যে সকল জিনিসের অভাব তার সুব্যবস্থা কোরে দিয়ে, দম্পতি বাড়ী এলেন। চিকিৎসা চোল্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু ক্রমেই দুরাশা! তিন দিন পরে সংবাদ এল, সেনাপতি কটনী নাই। শ্রবণ মাত্র লুসী স্বামীর সঙ্গে দেখ্‌তে গেল। গিয়ে দেখ্‌লে, আরও ভয়ানক দৃশ্য! কটনীর মৃত্যুদৃশ্যদর্শনে বালিকা আনী ভীত হয়ে, অধৈর্য্য হয়ে—অনাবিষ্ট ভাবে ডাক্তার ডাক্‌তে যায়; সিঁড়ি হতে অসাবধানে পোড়ে গিয়ে আনার মাথা ফেটে গেছে! ডাক্তার দেখ্‌ছে, কিন্তু মাথার আঘাত অতি গুরুতর। লুসী ও ফ্রেড দুজনে অভাগিনীর বিস্তর সেবা শুশ্রূষা কোল্লেন, ফল হলো না। অভাগিনীর পরিণাম শোচনীয়। নির্ব্বুদ্ধিতার ফল অভাগিনী হাতে হাতে প্রাপ্ত হলো। তবে সুখের বিষয়, এক ব্যাপারে সকল ব্যাপার নিবৃত্তি।

চতুর্বিংশতি উচ্ছ্বাস।

পত্র।

বৎসর যায়। ডিসেম্বরের শেষ, সুতরাং বৎসরেরও শেষ। লোকের বুকে সুখদুঃখের ছায়া-ছবি অবস্থার প্রতিকূলে অঙ্কিত কোরে বৎসরের কালচক্র ফুরায়। লুসী পিতার পত্র প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল। বিধাতার এই এক চিরন্তন অনুগ্রহ, মনুষ্যের প্রতি তাঁর এই এক অক্ষয় কৃপা যে, মানুষের প্রাণ যখন যথার্থ ব্যাকুল হয়, তখন সে ব্যাকুলতার প্রতিষেধ স্বতঃই হয়ে থাকে। লুসী পিতার কুশলসংবাদের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, পত্র এল। লুসীর সৎমা, ডাক্তার কলিসিন্থ-তনয়া, দেবীশের বৃদ্ধবয়সের তরুণী-ভার্য্যা ক্ষেত্তী এই পত্রখানি লিখেছেন। পত্র পাঠে লুসীর আনন্দের সীমা নাই। পত্র খানিতে লেখা আছে,—

পারিশ সরাই, দোবর।

২৯ এ ডিসেম্বর, ১৮৩৪

প্রাণাধিকা লুসী!

এক্ষণে তোমাদের সহিত আমি যেরূপ সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে তোমাকে কন্যার ন্যায় সম্বোধনে আমার অধিকার জন্মিয়াছে। তোমার পত্র, তোমার পিতার হস্তগত হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি তোমার পত্রে—কুশল সংবাদ পাঠে সুখী হইয়াছেন। তোমা-দের উভয় পক্ষেরই ভ্রম ঘুচিতে দেখিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। তোমার পিতা আত্মত্রুটিতে অনুতপ্ত এবং তোমার-কৃত অপরাধ তিনি মার্জ্জনা করিয়াছেন। এসংবাদ শ্রবণে তুমি অবশ্য সুখী হইবে।

পত্রের শীর্ষলিপি দেখিয়া তুমি বুঝিয়াছ, আমরা এখন দোবরে আছি। এখানে কেন আসিয়াছি, তাহা তুমি অবশ্য জানিতে চাহিবে। তোমার পিতার শরীর ভাল নহে। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। শারীরিক মানসিক, উভয় প্রকার শ্রমে এখন তাঁহার শরীর মন, উভয়ই পীড়িত। সেই জন্য এ পত্র তিনি নিজে লিখিতে পারেন নাই। চিকিৎসক আশা দিয়াছেন, আমিও আশা পাইয়াছি, তোমার পিতা আরোগ্য লাভ করিবেন; কিন্তু পীড়িত ব্যক্তির নিজের প্রাণে ত সে বিশ্বাস নাই, তাই তাঁহার অন্তরের বাসনা, জীবনের

শেষ সময়ে তিনি তোমার মুখচুম্বন করিয়া, তোমার স্বামীকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইয়া, ফ্রেডের আত্মমুখে তিনি যে তোমার পিতাকে ক্ষমা করিয়াছেন, একথা স্বকর্ণে শুনিয়া সুখী হইবেন। তিনি বলেন, এই কার্য্য না করিতে পারিলে, তিনি মৃত্যুকালেও সুখী হইতে পারিবেন না। তোমার পিতার পীড়ার জন্য তেমন চিন্তা করিওনা, তবে তাঁহার যে বাসনা, কন্যা জামাতা তোমারা, যদি কর্ত্তব্য জ্ঞান হয় পূর্ণ করিও।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া তোমার পিতাকে দেখিতে গিয়াছিলাম, তিনি এখন বড়ই কাতর। বাস্তবিকই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি ভীত হইয়াছি। এখনকার অবস্থা দেখিয়া লুসী, আমার ত মা বিশ্বাসই হয় না যে, তোমার পিতা এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন। ডাক্তারও এখন যেন সন্দেহ করিতেছেন। তোমার পিতার এখন এক মাত্র কথা, তুমি আর তোমার স্বামী, এখন যে কর্ত্তব্য হয় করিবে; তবে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলি, তিনি যতই অপরাধে কেন অপরাধী থাকুন না। তুমি ত তাঁহার কন্যা; তুমি তাঁহার এই অন্তিম বাসনা অপূর্ণ রাখিও না, অন্ততঃ এক দিনের জন্যও দোবরে আসিয়া তাঁহার অন্তিম স্নেহ আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইও ইতি।

তোমার মাতা

ক্যাথেরিণ (দেবীশ)।

এ পত্র পাঠে লুসীর আনন্দের সীমা নাই। ফ্রেড পত্র খানি দেখ্‌লেন, আনন্দিত হলেন, কিন্তু মনের দর্পণে যেন খুব ক্ষীণ একটা কাল দাগ দেখা গেল। সে যে কিসের কাল, ভগবান জানেন।

যাওয়াই স্থির। মৃত্যুশয্যায় পিতা, তাঁর শেষ আদেশ পালন কোত্তে হয়, যাওয়াই স্থির হলো। লুসী বোল্লে "কিন্তু বিপদের কোন আশঙ্কা নাই ত?"

"অতি সামান্য। যে সেনাদলে আমি ছিলেম, তারা এখনও মাঞ্চেষ্টরে আছে। দোবর হতে মাঞ্চেষ্টর বহু দূর।"

"ফ্রেডিও কি আমাদের সঙ্গে যাবে?"

"নিশ্চয়ই যাবে। তিনি ত এখন সদয় হয়েছেন, মতি গতি তাঁর ত ফিরে গেছে, দৌহিত্রদর্শনে তিনি অবশ্য আনন্দিত হবেন।"

এই সমস্ত যুক্তি স্থির রইল। পরদিন প্রাতে গমনের আয়োজন। বেলা ১০টার সময় পুত্রকলত্র নিয়ে ফ্রেড কলের জাহাজে উঠ্‌লেন। দোবরের জাহাজ-ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন, বেলা ১টার সময়। যাত্রীরা সব নেমে যার যেখানে ইচ্ছা যাচ্ছে, গাটরী গাটরা, ব্যাগ বাক্স নিয়ে টানা টানি, মহা হৈ হৈ। ফ্রেডি আগে আগে চোলেছে। পুত্রের আঁকা বাঁকা গমন দর্শনে জনকজননী কতই আনন্দিত। জাহাজ হতে নেমে

সিঁড়ি পেরিয়ে রাস্তায় উঠেছেন, কে একজন ফ্রেডের হাত ধোরে বোল্লে "দাগী আসামি, তুমি আজ বন্দী।"

লুসীর মুখ শুকিয়ে গেল! লুসী অবাক! ফ্রেড আবার গেরেপ্তার। এবার কি আর রক্ষা আছে! এবার আর কি প্রাণের আশা করা যায়! লুসী অধৈর্য্য হয়ে উঠ্লেন। ফ্রেডী পিতামাতার ভাবান্তরে—পিতামাতার মুখের দিকে চেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠ্লো। ফ্রেড বোল্লেন "লুসি! আমার স্ত্রী তুমি, স্মরণ রাখ।"

রাস্তায় লোকের গোল, পুলিশে হাত ধোরে আছে, বড়ই অপমান। ফ্রেড বোল্লেন "পাঁচ গিনি দিব, একটু নির্জ্জন হতে দাও। স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আমি একবার শেষ কথা কইতে চাই।"

আর দুজন প্রহরী এসে হাজির হলো। তিন জনে ইসারা ইঙ্গিতে যুক্তি কোরে—নিকটের একটা ঘরের জানালায় মুখ দিয়ে কি জিজ্ঞাসাবাদ কোরে, শেষে স্বীকার হলো, কিন্তু দশ গিনি। ফ্রেড এবার প্রচুর অর্থই উপার্জ্জন কোচ্ছেন, অর্থের অভাব নাই, তৎক্ষণাৎ দশ গিনি দিয়ে পাশের বাড়ীতে, যে বাড়ীর জানালায় মুখ দিয়ে প্রহরী কার সঙ্গে ঘুসের সম্মতি চেয়েছিল, সেই বাড়ীর একটি নির্জ্জন ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। প্রীতিভরে লুসীর মুখচুম্বন কোরে, ফ্রেডিকে কোলে নিয়ে ফ্রেড বোল্লেন "দেখ লুসী, বিপদে ধৈর্য্য ভিন্ন উপায় নাই! যে বিপদ উপস্থিত, তার পরিণাম যা, তা চিন্তা কোরে অবধারণ কোত্তে হবে না, কিন্তু আমি যা বলি, তা কোর্ব্বে ত?"

"নিশ্চয়ই ফ্রেড, তোমার আদেশ আমি আইনের ন্যায় পালন কর্ব্বো। তোমার স্ত্রী, কখনই তোমার গৌরবে আঘাত দিবে না।"

"তবে শোন। এখনি তুমি কালীশে চোলে যাও। আমি এখান হতে যে ভাবে যাব, তা তোমার দেখ্বার নয়। কালীশে গিয়ে, সেখানকার সমস্ত তৈজষপত্র বেচে কিনে ইংলণ্ডে যাবে। তার পর ম্যাঞ্চেষ্টর, তত দিন সমস্ত বিষয়ই স্থির হয়ে যাবে। লুসি, অনুরোধ করি, আমার শাস্তির সময় তুমি যেন তার ত্রিসীমাতেও থেক না। পুত্রের মঙ্গলের জন্য অনুরোধ করি লুসী, আমার এ কথা তুমি যেন ভুলে যেওনা।"

বুদ্ধিমান বালক; ফ্রেডী বুঝেছে, একটা বিষম দুর্ঘটনায় তার পিতামাতা কাতর, কিন্তু সে যে কি দুর্ঘটনা, তা সে জানে না। পিতা মাতা, কেহই ত তাকে সে কথা জানায় নাই, ফ্রেডীও চিন্তিত হয়েছে। সে একবার পিতার মুখের দিকে, আর একবার মাতার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখ্ছে, কিন্তু বুঝ্তে পাচ্ছে না। ফ্রেড পুত্রের এই ভাব বুঝ্লেন, মুখচুম্বন কোরে বোল্লেন "চিন্তা কি বাবা, ভগবান আছেন!" লুসী প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লেন "তা বৈ কি, ভগবান আছেন।"

"তবে আর অধিকক্ষণ থাক্‌বো না। লুসী! তবে কিছুদিনের মত দুজনে অসাক্ষাৎ— দুজনে বিদায়।"

লুসী একথার কি উত্তর দিলেন, লুসী এই অবস্থায় তখন কি কোল্লেন, তা আমরা জানিনা। ভগবান এ চিত্র বর্ণনার শক্তি আমাদের দেন নাই, এ অবস্থা কেবল মনে মনেই জানা যায়! মনে জানার বিষয়ই এই।

ফ্রেড এসে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। গাড়ীতে চারিজনের আসন; ফ্রেড আর দুজন পুলিশ প্রহরীতে তিনটি স্থান পূর্ণ, বাকী এখন একটি; এ শূন্য স্থান পূর্ণ করে কে?"

গাড়ীবান হাঁক দিয়ে বোল্লে "উটে পড় না হে, বুড়ো ছোক্‌রা; দেরী কিসের আর?"

"শুভকার্য্যটা বড় নিরাপদেই শেষ হয়ে গেল, কি বল হে?"

প্রফুল্ল মুখে একজন বোল্লে "তা বৈ কি হে।" এই বোলে বেতস শূন্য স্থান পূর্ণ কোল্লেন।

পঞ্চবিংশ উচ্ছ্বাস।

কলঙ্ক-কালিমা।

তিন দিন পরে, কুটীলকর্ম্মী পাপাত্মা বেতসের কৌশলে ফ্রেড ম্যাঞ্চেষ্টরের অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হলেন। সেখানে তিনি কেমন সম্মানের সহিত গৃহীত হলেন, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে? সপ্তাহ পরে আবার সেই পূর্ব্ববৎ বিচার, আবার সেই পূর্ব্ববৎ আদেশ প্রচার, পাঁচ শত কশাঘাত। আবার পূর্ব্ববৎ সহ্য কোত্তে হবে, প্রকৃত প্রস্তাবে সাড়ে চারি হাজার।

সপ্তাহ পরে ফ্রেড লুসীকে পত্র লিখ্‌লেন। সাজা ভোগ, তার পর কত দিন চিকিৎসাধীনে থাকা, তার পর ফ্রেড লুসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে পার্ব্বেন। এখন তবে লুসী এসে কোর্ব্বেন কি? দূরে থাকাই এসময় ভাল। ফ্রেড সে কথা লিখে দিলেন। দ্বিতীয় পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত লুসী কালীশ নগরেই অপেক্ষা কোর্ব্বেন, একথা লিখে দেওয়া হলো।

পত্র প্রাপ্তি মাত্রই লুসী উত্তর দিয়েছেন। সেখানকার জিনিস পত্র বেচে কিনে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই ম্যাঞ্চেষ্টর যাত্রার আদেশ প্রতীক্ষায় আছেন। শিশু ফেডী, সর্ব্বদাই

জিজ্ঞাসা করে, তার পিতা কোথায়? যারা যারা ফ্রেডকে গেরেপ্তার কোরেছিল, ফ্রেডীর ক্ষুদ্র হৃদয়ই বুঝেছিল, লোক তারা ভাল নয়। তাই ফ্রেডী বারম্বার জিজ্ঞাসা করে, সেই দুষ্ট লোকেরা তার পিতাকে কোথায় নিয়ে গেছে! বালক সর্ব্বদাই বলে, তার পিতা আবার কতদিনে এসে তাকে কোলে নেবেন। এসকল সংবাদ লুসী লিখেছেন। ফ্রেডের দুঃখের সীমা নাই। ফ্রেডরিক সর্ব্বদাই ভাবেন, এ জীবনে তবে কি সুখ! একটি ছোট বালকের বাসনা যে পূর্ণ কোত্তে পারে না, তার এ জীবনে কি সুখ!

নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত। আবার পূর্ব্ববৎ সৈন্যসমাবেশ, আবার সেই প্রাণসংহারক নূতন চাবুকের রাশি, সেই রণবাদ্য, সেই লাঙ্গুলীর উচ্চৈঃস্বরে গণনা, নয় আঘাতে এক। সে বারে যে সব ক্ষত হয়েছিল, তাতে নূতন মাংস গজিয়েছিল মাত্র, এবারকার আঘাতে সে সব মাংস ভেদ হয়ে গেল। নীরবে নিথরে, ফ্রেড সেই কঠিন বেত্রাঘাত সহ্য কোল্লেন। শেষে ডাক্তারখানায় প্রেরিত হলেন। সবই পূর্ব্ববৎ, নূতনের মধ্যে ক্ষত এবার বড় সাংঘাতিক, সহজে নিরাময় হবার আশা নাই। লুসী দিন গণনায় সারা হয়ে গেছে, আজ কাল কোরে সুদীর্ঘ ছটি মাস অতীত, আর ত লুসী পারে না। ছমাস পরে ফ্রেড একটু সুস্থ হলেন।

১৪ মার্চ্চ ১৮৩৫ সাল, প্রাতঃকাল। আবার সেনানিবাসের সম্মুখপ্রাঙ্গণে সেনার সজ্জা! আজ ফ্রেডের অদৃষ্টে কলঙ্ক-কালিমা! পাঁচ শত বেত্রাঘাত, এ শাস্তি ত প্রথম পলায়নের। পাঁচ শত বেত্রাঘাত করা গেছে,সে ত পলায়ন মাত্রের জন্যে; দাগী আসামীর পুরস্কার কি? কলঙ্ক কালিমা! শরীরের যে কোনও স্থানে উল্কি দিয়ে দেগে দেওয়া। ফ্রেডের অদৃষ্টে আজ তাই। সৈন্যসমাবেশ হয়ে গেছে, সেনাবিভাগের ছোট বড় মাঝারী কর্ত্তা সাহেবেরা অধিষ্ঠান কোরেছেন, নাড়ী টিপ্‌তে ডাক্তার সাহেব এসেছেন, উল্কিদার এসেছে; অপেক্ষা, কেবল যার দেহে এই নৃশংস ব্যাপার চিরদিনের জন্য শোভা পাবে, তারই। ধীরপদে ফ্রেড সেই সৈন্য-গোলকের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। উদরের বাম পার্শ্বে প্রথমে উল্কিদার একটা দাগ দেগে দিলে। তার পর উটের তুলি দিয়ে সেই দাগের সমস্ত জমিটা কাল রং মাখিয়ে দেওয়া হলো। তার পর তিনফলা সূচ দিয়ে—বিঁধে বিঁধে সমস্ত স্থানটা হতে রক্ত বার করা হলো। লেখা হলো, দাগী আসামীর সংক্ষেপ অক্ষর, D

ফ্রেডরিক দণ্ডায়মান। অম্লানবদনে শতসহস্র সৈনিকের সম্মুখে ফ্রেডরিক দাগী আসামী নামে অভিহিত হলেন। যতদিন জীবন, ততদিনের জন্য নিজের দেহে মাংস ভেদী অক্ষরে ধারণ কোল্লেন, দাগী আসামী। সুসভ্যদেশে—খ্রীষ্টানরাজ্যে একজন জীবিত লোকের গাত্রে শত সহস্র সূচী ভেদের যন্ত্রণা দিয়ে, চিরদিনের জন্য এমন জঘন্য

কথা লিখে দেওয়া হলো। শত সহস্র খ্রীষ্টানের সম্মুখে—ইংরাজ রাজার রাজ্যে—এত বড় একটা নৃশংসকার্য্য সমাধা হয়ে গেল। ফ্রেড পুনরায় চিকিৎসালয়ে নীত হলেন। এ ক্ষত নিরাময়েও এক পক্ষ সময়ের আবশ্যক।

ক্ষত শুকিয়েছে, শরীরে বল হয়েছে, ফ্রেড এখন অনেক সুস্থ্য। এক দিন সেনা বিভাগের বিচারপতি বিন্দুহামের মজলিসে ফ্রেডের তলব হলো। কর্ম্মকর্ত্তা স্কট অদূরে কেদারা পেয়েছেন, লাঙ্গুলী আসনের নিয়মিত দূরে ঠিক খাড়া হয়ে দণ্ডায়মান, ফ্রেড গিয়ে ভক্তিহীন অভিবাদন কোরে দাঁড়ালেন। গম্ভীরবদনে বিন্দুহাম বোল্লেন "দাগী আসামী! তুমি এতক্ষণ বোধ হয় তোমার নিজের দোষ অনুভবে পেয়েছ? দাও হে স্কট্, আসামীকে মাম্‌লার হাল্‌টা বুঝিয়ে দাও।"

স্কট বেশ কেতাদুরস্ত ভাবে উপবেশন কোরে, সাম্‌নে একটা কাগজের তাড়া খুলে—গম্ভীরভাবে বোল্লেন "সাত বৎসরের জন্য তুমি রেজেষ্টরী ভুক্ত হয়েছিলে। কেমন হে লাঙ্গুলী, তাইত?"

বিভাগীয় কায়দার সেলামে স্কটকে সম্মানিত কোরে লাঙ্গুলী বোল্লেন "হাঁ মহাশয়।"

"সাত বৎসরের জন্য তুমি আইনে বাধ্য। ১৮২৮ সালের ১৫ইনে তুমি ভর্ত্তি হও, এবং ঐ বৎসরের ২৪এ আগষ্ট পলাতক, তাতে তোমার চাকরী করা হয়েছে, তিনমাস এক সপ্তাহ। ১৮৩০ সালের ১৩ই জানুয়ারী তুমি গেরেপ্তার হও, এবং ২৪এ আগষ্ট পর্য্যন্ত কাজ কর। এই কার্য্যের পরিমাণ উনিশ মাস দু সপ্তাহ। তার পর তুমি আবার পালাও, এবং ১৮৩৪ সালের ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পলাতক থাক। তার পর দোবরে বন্দী হওয়ার পর হতে আজ পর্য্যন্ত তোমার কর্ম্ম করা হয়েছে, দুমাস তিন সপ্তাহ। এখন লাঙ্গুলী, এ সব কাজ একত্র করে কত হলো?"

"আজ্ঞে দুবৎসর দেড় মাস।"

"তা হলে আর কাজ কোত্তে হবে তোমাকে চার বৎসর দশমাস, তার উপর আরও দু সপ্তাহ। যাও, এটা তোমাকে জানিয়ে রাখা গেল।"

ধীরে ধীরে ফ্রেড মজলিস্ ত্যাগ কোল্লেন। মনে মনে বোল্লেন, এখনও প্রায় ৫ বৎসর।

লুসী এসেছে। ফ্রেড এপর্য্যন্ত তিনি যে ভূষণ অলঙ্কার আপনার গায়ে চিরদিনের মত এঁকে নিয়েছেন, লুসীকে তা দেখান নাই। লালপোষাক দেখে ফ্রেডী দুঃখিত হয়েছিল, লুসী তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, অতঃপর তার পিতা একজন সৈনিকের কাজে নিযুক্ত হয়েছেন; ফ্রেডীর তাতেই বিশ্বাস। বালক কিনা!

এই যে বিপদ, এই যে আবার ফ্রেডের গেরেপ্তার, এর মূল কে? জানাতে হবে না,

অনুসন্ধান কোত্তে হবেনা, সহজেই সে নাম মনে আসবে,—বেতস। বেতস যে ডাকঘরের ভার পেয়ে লোকের চিঠি খুলে পড়ায় অভ্যস্ত হয়েছে, ফ্রেড তা বুঝ্তে পেরেছেন। এখন ইচ্ছা কোল্লেন, এই দুরূহ সংবাদ একবার ডাকের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী পোষ্টমাষ্টার জেনেরলকে লিখ্বেন। পাছে দেবীশ এ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তিনি ত লোক ভাল নন, কন্যা জামাতার প্রতি তিনি ত তেমন কৃপাময় নন, যদি তিনি এই পাপকার্য্যে লিপ্ত থাকেন, তা হলে এই বৃদ্ধবয়সে তাঁর জেল হয়ে যাবে। লুসী প্রথমে অমত কোল্লেন, শেষে ফ্রেডের তর্কযুক্তিতে অগত্যা সম্মতি দান কোল্লেন। সেই দিনই বেতসের বিপক্ষে এক আবেদন পত্র প্রেরিত হলো।

ষড়বিংশ উচ্ছ্বাস।

মাননীয় রজর।

ফ্রেডের দরখাস্তের এক পক্ষ পরে দারুপল্লির সরকারী আড্ডায় একটি ভদ্রলোক দর্শন দিলেন। ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ, কাঁচা পাকা চুল, উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু, আর কপালের উপর একটি সাংঘাতিক অস্ত্রের গভীর চিহ্ন, নাম রজর। দারুপল্লির সকলেই শুনেছে, ভদ্রলোকটির নাম রজর। রজরের পোষাকপরিচ্ছদ দর্শনে সকলেই অনুমান কোরেছে, রজার একজন গুপ্ত পুলিশ।

সন্ধ্যা ৯টা, শুঁড়িখানার বারান্দা গ্রামের কালুভুলুর দলে পূর্ণ।—যার যেমন সঙ্গতি, যার যেমন মৌতাত, সে সেই রকম নেশা নিয়ে বোসে গেছে, গল্প হ'চ্ছে, এমন সময় একটি নূতন পোষাকে আবৃত হয়ে গ্রাম্য পোষ্টমাষ্টার বেতস এসে উপস্থিত। দিকে দিকে যে মদের বোতল, সেই মদের আদেশ দিয়ে গম্ভীরবদনে বেতস উপবেশন কোল্লেন। মমারীও সে সভায় ছিল। যে পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট তার সম্বন্ধী পত্রের মধ্যে পাঠিয়েছিল, যে নোট খানার চক্ষুদান কোরে বেতস সামান্য একটু বেগ পেয়েছিলেন, যে নোটের টাকা জুলুম কোরে ফ্রেডের জীবিকা হতে বেতস অর্জ্জন কোরেছিলেন, মমারী সেই নোটের উল্লেখ কোরে বোল্লে "কৈ হে বেতস! টাকা কোথায়? আমি তোমার কথায়

উপর নির্ভর কোরে শালার টাকা মিটিয়ে দিলেম, তুমি যে এখন সে টাকার নামও আর কর না, ব্যাপারটা কি ?"

গম্ভীরবদনে বেতস উত্তর দিলে। "ছিঃ! তুমি ত বড় অসভ্য। ভদ্রলোক আমি, ভদ্রলোকের মান রেখে কথা কইতে আজও তুমি শিখ নাই।"

রজকনন্দন সিপোয়ার বোল্লে "যথার্থ বোলেছ তুমি হে বেতস মহাশয়, ঠিক কথা বোলেছ। বলি আমি যে দেনায় জড়িয়ে গেছি, এ কথা তুমি ভাই কি কোরে জান্‌লে ? আমি একথা কেবল আমার দাদার কাছে লিখেছিলেম।"

"আরে সে ত দূরের কথা ; এখানকার মহাজনেরা যে আমাকে আর ধারে জিনিস দিতে সাহস করে না, তুমি একথা মিডিল্টনে ঘোষণা কোরে এসেছ। কেন এ কাজ কোল্লে তুমি ?"

"আমি এর এক বর্ণও জানি না। ভগবানের নিগ্রহ, আমি নাকি বদনামের একটা ভাগী হয়ে দাঁড়িয়েছি, লোকে নাকি দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে মিথ্যাবাদী বোলে জেনেছে, তাই তোমরা ইচ্ছামত আমার মাথায় কতকগুলো অসত্য কথার বোঝা চাপতে চেষ্টা কোচ্ছ, কিন্তু জেনে রাখ, আমি ভদ্রলোক।" বেতস নীরব হলো।

যে দর্জ্জির হাতের নূতন পোষাক পরিধান কোরে বেতস আজ ভদ্রলোক হয়েছে, সে বোল্লে "আরে না না, একটা নিন্দার কথা কি এমন কোরে এটাতে আছে ?"

একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। শুঁড়িখানার অধিকারী বসেল এসে রজকরকে নামিয়ে নিয়ে গেলেন। যে ভদ্রলোকটি এতক্ষণ মৌনব্রত ধারণে নীরব ছিলেন, তিনি বোল্লেন, "লোকটা কে হে ?" এই সভ্যজিজ্ঞাসার উত্তরে পাকাবুদ্ধিমান বেতস বোল্লে "আরে যেই কেন হোক না, এসেছে, থাক।"

দেবীশ এসে উপস্থিত। হাস্‌তে হাস্‌তে আসন গ্রহণ কোরে দেবীশ বোল্লে "কি বেতস, কত দিন ! আমি যে এখানে ফাকির হয়েছি, এ সত্যসংবাদ তুমি পেলে কোথা ?"

"সকলই নির্ভেজ মিথ্যা মহাশয়।"

সহসা গ্রাম্যশান্তিরক্ষকবেশে জমিদার এসে উপস্থিত। সকলেই উটস্থ, সকলেই সম্মানরক্ষার্থ দণ্ডায়মান, পশ্চাতে রজর। দেবীশের দিকে চেয়ে জমিদার বোল্লেন "দেবীশ যে ! এই না তুমি শুঁড়িখানায় আস না ?"

"আজ্ঞে হুজুর—যতটা আমার——"

বাধা দিয়ে শান্তিরক্ষক বোল্লেন "আচ্ছা, থাক ; তার পর গ্রাম্যপোষ্টমাষ্টার বেতস মহাশয়, কাল যে আমার এক খানা পত্র লণ্ডন হতে এসেছে, যার মধ্যে পাঁচ পাউণ্ডের এক খানা নোট ছিল, সে রেজেষ্টরী চিঠি খানা খোলা ছিল কেন হে ?"

ষড়বিংশ উচ্ছ্বাস

শুষ্কমুখে, এই বার বুঝি গেলেম ভাবে বেতস বোল্লে "আজ্ঞে হুজুরের পত্র ত যথানিয়মেই দেওয়া হয়েছে।"

"তবে নোট খানা গেল কোথা? নোট খানার নম্বর পর্য্যন্ত আমার জানা আছে— নোটের নম্বর $\frac{R}{১৫}$২১৭৯৫।"

বেতস উত্তর দিতে না দিতে দর্জ্জি আপনার ছেঁড়া জামার পকেট হতে একখানা খুব জীর্ণ বস্ত্র খণ্ড বার কোরে—তার একধারে বাঁধা একখানি নোট খুলতে খুলতে, বোল্লে "দোহাই হুজুর, আমি এর কিছুই জানি না। ঐ যে পোষাক পোষ্টমাষ্টার মহাশয় এখনও শ্রীঅঙ্গে ধারণ কোরে আছেন, ঐ পোষাকের মূল্যস্বরূপ আজ সকালে এই সেই পাঁচ পাউণ্ডের নোট আমাকে দিয়েছেন। এই সেই নম্বর $\frac{R}{১৫}$২১৭৯৫।" এই বোলে দর্জ্জি নোট খানি শান্তিরক্ষকের হাতে অর্পণ কোল্লে। গম্ভীরবদনে শান্তিরক্ষক মাননীয় আর্চ্চবল্ড, পুলিশপ্রহরী রজরের প্রতি আদেশ দিলেন, "প্রহরি! এখন তোমার কার্য্য কর, বাঁধ পাজী ব্যাটাকে।"

রজর দ্রুতপদে বেতসের ঘাড়ে ধোরে বাইরে আন্‌লে। যে চিঠি লণ্ডন হতে জমিদারের নোট নিয়ে এসেছিল, হতভাগার জামার পকেটে এখনও সে চিঠিখানি বর্ত্তমান। চোর ধরার ফন্দিতে স্বয়ং পোষ্টমাষ্টার জেনেরল তাঁর নিজের তহবিল হতে ঐ পাঁচ পাউণ্ডের নোট পত্রের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন। আর ত প্রমাণ প্রয়োগের দরকার নাই। জমিদারের গাড়ী প্রস্তুত। রজর বেতসকে হাতকড়ি দিয়ে গাড়ীতে তুল্লে, দর্জ্জি গিয়ে কতই অনুনয় বিনয় কোল্লে!—বেতসকে একবার তার বাড়াতে নিয়ে যাওয়া হোক; নয় একটা পুরাতন পোষাক পরিয়ে নূতন পোষাকটা দর্জ্জিকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, এই প্রার্থনায় দর্জ্জি গিয়ে পুলিশপ্রহরীকে অনেক অনুনয় বিনয় জানালে, ফল হলো না।

গুরুতর দণ্ডে বেতস দণ্ডিত হলো। বিচারে—সে যে কাজ কোরেছে, তার শাস্তি চতুর্দ্দশ বৎসর কালের জন্য, চলতি কথায় যাকে বলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বেতসের প্রতিও এই দণ্ডের ব্যবস্থা হলো।

যেদিন সেই দ্বীপান্তরে যাবার দিন ধার্য্য আছে, তার পূর্ব্ব দিন বেতস একখানি পত্র পেলে। পত্রে লেখা আছে,—

মাঞ্চেষ্টার, ৬ই মে, ১৮৩৫।

"সংবাদপত্র পাঠে আমি তোমার সকল অবস্থার পরিচয়ই পাইয়াছি। গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তুমি স্বদেশবাপের বায়ু সেবনার্থে যে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য

দ্বীপবাসী হইতে যাইতেছ, তাহা আমি শুনিয়াছি। আশা করি, এই সুদীর্ঘ প্রবাস বাসে তোমার পাপহৃদয়ের দারুণ কুটীলতা কাটিয়া আসিবে।

"তোমার এই প্রকার সংঘাতিক শাস্তি, পরিচিত তুমি, অথচ তোমার এ বিপদে আমি একটু সহানুভূতি দেখাইতে পারিলাম না, ইহাতে আমি দুঃখিত হইতেছি। তুমি আমার প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছ, সে সকল সর্ব্বদাই আমার স্মৃতিপথে রহিয়াছে, সুতরাং ভগবানের বিড়ম্বনা, আমি ত তোমার প্রতি বিন্দুমাত্রও মমতা দেখাইতে পারিতেছি না।

"দুইবার তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। জীবনের দুই বার মাত্র উন্নতির সূচনা দেখা গিয়াছিল, তুমি বেতস, তুমিই আমার সেই উন্নতির চূড়া পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দিয়াছ। তোমাকে আমি বিপদে রক্ষা করিয়াছি বলিয়া বলিতেছি না; তেমন বিপদে তুমি পড়িয়াছিলে, সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া সরকারের অনিষ্ট চিন্তা, লোকের অনিষ্ট চিন্তা লোকের সর্ব্বনাশ, হয় ত সেই বারেই তোমাকে শ্রীঘরদর্শন করিতে হইত; তিনটি লোকের দীনজীবিকা নষ্ট করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম বলিয়া বলিতেছি না, একটু মমতাও ত দেখাইতে হয়। মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন নৃশংসতা এত নিষ্ঠুরতা, এ কি সহ্য হয়? ভগবান কি এত পাপ সহ্য করেন? তাই বলিতেছি, দুইবার তুমি আমার সুখের লতা পদাঘাতে ছিন্ন করিয়া দিয়াছ, দরিদ্রের জীর্ণবাসকুটীরে তুমি দুইবার বহ্নিসংযোগ করিয়াছ; সেটা পাখীর বাসা। শাবকসহ বিহঙ্গ-দম্পতি কেমন করিয়া দগ্ধ হইয়া মরে, এই কৌতুক দেখিতে তুমি সেই পাখীর বাসা দগ্ধ করিয়া দিয়াছ; ভগবান কি এ পাপ সহ্য করেন?

"তুমি হয় ত জান না। কে তোমার এ বিপদের মূল, তুমি হয় ত তাহা জান না। তুমি যাহাদিগকে শত্রু ভাব, এই প্রসঙ্গে তাহারা নির্দ্দোষী হইলেও তোমার পাপ মন হয় ত তাহাদিগের প্রতিই দোষারোপ করিতেছে। তাই বলি তাহারা নির্দ্দোষী, আমিই তোমার এ শাস্তির মূল। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আমি এ কার্য্য করি নাই; তোমার প্রতি আমার তেমন কোনও মনোবাদ নাই, যাহাতে তোমাকে আমি ইচ্ছায় এই প্রকার বিপদে নিক্ষেপ করি। তোমার প্রতি যে এমন কঠিন শাস্তি হইবে, তাহাও আমি ভাবি নাই। দারুপল্লির দরিদ্র কৃষকসম্প্রদায়ের অতি কষ্টের অর্থ তুমি যাহাতে ভবিষ্যতে আর আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগের উপবাসের পরিমাণ বৃদ্ধি না কর, অন্ততঃ তোমার সুখের ও সম্মানের পদে আর তুমি না থাকিতে পাও, এই অভিপ্রায়েই আমি ডাকবিভাগের প্রধানকর্ম্মচারীমহাশয়কে তোমার অন্যায় ব্যবহারের কথা জানাইয়াছিলাম। ফুৎকার বায়ুতে যে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিবে, তাহা আমি

জানিতাম না, সুতরাং তুমি বিশ্বাস করিও, তোমার গুরুপাপে গুরুদণ্ড হইয়াছে, ইহা জানিয়াও, আমি সন্তুষ্ট নহি।

"আর কি করিবে? পাপ করিলেই তাহার শাস্তি আছে, একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া চতুর্দ্দশটি বৎসর, তাহা তুমি অনায়াসেই কাটাইয়া আসিতে পারিবে। বুদ্ধিমান বলিয়া তোমার আত্মবিশ্বাস আছে, সে সব স্থান অধিকাংশ দুষ্টলোকের বাসভুমি হইলেও দুষ্ট বিদ্যায় তুমি সুপণ্ডিত আছ, সেখানেও তুমি অনায়াসে কোনও সম্মানের পদ লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু আমার অনুরোধ, এখন তুমি ভগবানের প্রতি নির্ভর করিতে শিখ, পাপের শাস্তি পাইয়াছ, সুতরাং আবার পাপার্জ্জন করিয়া ভবিষ্য শাস্তির সঞ্চয় করিয়া রাখিও না। এখনও সময় আছে, অনুতপ্ত হইয়া, নিজের কৃতকর্ম্মরাশি স্মৃতিপথে আনিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন কর; কৃতার্থ হইবে।"

পত্রখানা যথাসময়ে কারাগারে পৌঁছিল। অতি সুন্দর হস্তাক্ষর, সামান্য বিদ্যাতেও বেতস পত্রখানি পাঠ করিল। হাত কড়িতে বাঁধা হাতে একটা চপেটাঘাতের শব্দ তুলিয়া বেতস বলিল "দেখিব, দেখিব, দেখিব।"

সপ্তবিংশতি উচ্ছ্বাস।

পাপের ষড়যন্ত্র।

রেডবর্ণ বাড়ী এসেছেন। সহকারী সেনাপতিত্ব লাভ কোরে, সেনাপতির সন্মান শিরোভূষণ কোরে, রেডবর্ণ দারুপল্লিতে এসেছেন। তনয়ের এই সম্মানগৌরবে অসাধারণ গরবিনী জমিদারগৃহিণীর আনন্দের সীমা নাই। জমিদার মহাশয়েরও ইহাতে অপার আনন্দ। সেনাপতির পোষাক পরিধান কোরে রেডবর্ণ যখন ভ্রমণে নির্গত হন, কর্ত্তা গৃহিণী তখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তনয়ের পোষাকপরিহিত সেনাপতিমূর্ত্তি দর্শন করেন, আর আনন্দে উৎফুল্ল হন। পুত্রের পদগৌরবে জনকজননীর মুখ উজ্জ্বল হয়, এটা চির দিনের নিয়ম।

সেনাপতি পদে রেডবর্ণ অধিষ্ঠিত হয়েছেন, শত শত সাবালক সেনানীর শিরসর্দ্দার তিনি, সুতরাং তিনি নিজে এখন সাবালকের সাবালক। কাপ্তেনী কায়দায় রেডবর্ণ বড়

পোক্ত শিক্ষা পেয়েছেন, পিতা মাতার সংকীর্ণ শাসনে তিনি এখন আর শাসিত হতে ইচ্ছা করেন না। পিতা মাতারও আর সে সাহস নাই। আনন্দের ধমকে, শাসনের এবার আর কোনও প্রসঙ্গ নাই।

এক দিন বৈকালে বেডবর্ণ ভ্রমণে নির্গত হয়েছেন। এ পল্লি-ভ্রমণ। এ ভ্রমণের উদ্দেশ্য, সুন্দরীসন্ধান। কাপ্তেন তিনি, জমিদারের পোষ্যসন্তান তিনি, বিশেষতঃ সাবালক তিনি, কোন্ সুন্দরীবালিকা সহাস্যবদনে তাঁকে আসুন শব্দে সাদর সম্ভাষণ না জানাবে? কোন্ বালিকা জমিদার-তনয়ের করচুম্বনের এমন সুসংযোগ ইচ্ছায় পরিত্যাগ কোর্ব্বে? আশাপূর্ণ হৃদয়েই বেডবর্ণ পল্লিভ্রমণে বাহির হয়েছেন।

পাড়াগাঁয়ে অনেক ছেলেধরা থাকে। যে সকল নষ্টচরিত্রা রমনীরা নবরসের সঙ্গে যৌবন হারিয়ে শেষে পল্লির কোথাও বাসা বেঁধে মণিহারীর দোকান খুলে, তাদের বাহ্য দোকান মণিহারী, কিন্তু অন্তরের আসল দোকান, মনোহারী। ঐ সব ধাড়ী বদমায়েস মাগীদের প্রধান ব্যবসা, অবলা বালিকা, আর নব যুবা ধরা। রেডবর্ণ তেমন একটা স্থানেও সম্প্রতি যাতায়াত করেন। রেডবর্ণ ধীরে ধীরে, পথের পাশের প্রজাদের সম্মানসেলাম নিতে নিতে; লাল ছোট ছোট চক্ষু দুটিতে অলিগলির তাক্ত মলিনতার প্রতি দৃষ্টি দিতে দিতে, এক মনোহারীতে প্রবেশ কোল্লেন। মণিহারীর দোকান সম্মুখে, মনোহারীর দোকান পশ্চাতে। মণিহারীতে কি প্রয়োজন? রেডবর্ণ মনোহারীতে গিয়ে বোসলেন, সাদর সম্ভাষণ পেলেন; কোনও পূর্ব্বকথিত প্রসঙ্গের সাফল্য আশা লাভ কোল্লেন; অর্দ্ধকার্য্যসিদ্ধিতে পুলকিত কাপ্তেন, দোসরা নূতন চুরোট মনোহারীর দেশলাইয়ে ধরিয়ে নিয়ে, শুভযাত্রা কোল্লেন।

এখনও সন্ধ্যা হয় নাই, পল্লির পথ-প্রদীপ এখনও জ্বলে নাই, হটাৎ দেবীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্বকার্য্যসাধনে বেহদ্দ-বুদ্ধিমান দেবীশ প্রণত হয়ে, সহাস্যমুখে প্রথমেই সম্বোধন কোল্লে "সেনাপতি!" এমন মধুর-সম্বোধন শুনে এখনও রেডবর্ণের তৃপ্তি হয় নাই, রেডবর্ণ কৃতকৃতার্থ হলেন। সম্বোধন শ্রবণে প্রাণের আনন্দ রেডবর্ণের প্রতি ভঙ্গিতে প্রকাশ হলো। দেবীশ আত্মকার্য্যের সুফল দর্শনে অধিকতর প্রীত হয়ে বোল্লে "সেনাপতি মহাশয়! কবে আসা হয়েছে? সেনাপতির পদ, দায়ীত্ব কত? তেমন পদ দেশের গণ্যমান্য লোকের মধ্যে ক জনে পায়? তত বড় পদ পেয়েছেন আপনি। এত বড় একটা দায়ীত্ব; উঃ—সে কি সামান্য দায়ীত্ব? কটাক্ষে যার হাজার হাজার সবল সেনা উঠে বসে, এমন সকল গ্রাম যে পলকে ভস্মে মিশিয়ে দিতে পারে; তেমন পদ লাভ কোরেছেন আপনি। শরীর বেশ কুশল? তা বেশ হয়েছে। আস্‌বেন বৈ কি! রাজকার্য্য করা শ্রমের কার্য্য, মধ্যে মধ্যে একটু বিশ্রাম কোর্ত্তে আস্‌বেন বৈ কি? তা আসুন। বাড়ীর

দিকে একবার আসুন। চাকরী নাই বোলে পর ভাববেন না। এক দিন ত নিমক খেয়েছি, সে নিমকের নিমকহারামী আমার দ্বারা হবে না, এটা স্থির জানবেন।"

প্রফুল্লমুখে রেডবর্ণ বোল্লেন "তোমার পদত্যাগে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি। বিচারপতি বলেন, তুমি নিজে নিজেই ইস্তফা দিয়েছ। তা দিয়েছ দিয়েছ, কিন্তু তোমার বয়স্ থাকলে তোমাকে আমি একদম সার্জেণ্টমেজর কোরে দিতেম।"

"তা দিতেন বৈ কি? আপনার যেমন সদয় হৃদয়, আপনি যেমন উদারপ্রকৃতির লোক, তা দিতেন বৈ কি? এখন আসুন, পথে কেন?"

রেডবর্ণ অসম্মতি জানাতেন; যে বাড়ীতে তিনি জামাই হতে গিয়েছিলেন, সে বাড়ীতে আর এ কালিমাখা মুখে যেতেন না; কিন্তু দেবীশের বিবাহ প্রসঙ্গ রেডবর্ণ জানেন। দেবীশের নবপ্রণয়িনী, ডাক্তার কলিসিম্বের কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষেতীকে রেডবর্ণ চিনেন। যখন ক্ষেতী চতুর্দ্দশবর্ষিয়া বালিকা, সে আজ ৫ বৎসরের কথা; তখন ক্ষেতীকে দেখে রেডবর্ণ মীমাংসা কোরেছিলেন যে, এই বালিকা—বয়সে লোকলোভনীয়া হইবে। ক্ষেতী ঠিক তাই হয়েছে। সৌন্দর্য্যে সে পল্লির মধ্যে উচ্চপ্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছে; কিন্তু রেডবর্ণ ত তা দেখেন নাই; তাই তাঁর নিজের পূর্ব্বমীমাংসা উত্তর কালে কোন্ মীমাংসায় এসে পৌঁছেছে, তাই দেখবার জন্য রেডবর্ণ সম্মতি দিলেন।

পথে যেতে যেতে রেডবর্ণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন,—"তবে দেবীশ, নবপ্রণয়িনীর সহবাসে এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি বেশ মনের আয়েসে আছ, কেমন?"

"আজ্ঞে যথার্থ অনুমতি কোরেছেন, স্ত্রীটি আমার বেশ। রূপে গুণে সে টেক্কা মেয়ে মানুষ। পুরাতন স্ত্রীটা ছিল খুব ভালই, কিন্তু ভালই বা এখন বলি কি কোরে; সে যদি ভাল হবে, তবে তার গর্ভে এমন গর্ভ-কলঙ্ক কি জন্মায়?"

"সে কথা তুমি আর তুলোনা। গত কথার প্রসঙ্গে লাভ কি আর? সত্য কথা বোল্‌তে কি, প্রথম প্রথম আমি অভিমান কোরেছিলেম; তোমাদের উপর প্রথমটা আমার বড় জাতক্রোধই হয়েছিল, শেষে নিজে নিজেই প্রবোধ পেলেম। মনটা তার যে বড়ই নীচ; রাগ করো না দেবীশ, সে যখন সেই চাষার প্রেমে মজে এমন রাজভোগ ত্যাগ কোল্লে, তখন তার মনটা নীচ নয় ত কি? তাই ভেবে আমি প্রবোধ পেলেম। আর একদিনের জন্যও আমি ভাবি না। যা হয়ে গেছে, তা গেছে।"

কথার প্রসঙ্গে দেবীশের বাড়ী এসে হাজির; সেই পচা রেলিং দেওয়া বারান্দা দেবীশের সেই বারান্দায় গিয়ে রেডবর্ণ উপবেশন কোল্লেন। চুরোট দিয়ে—ধীরে ধীরে হাঁটা কিন্তু সে কি কম কষ্ট? রেডবর্ণের শুষ্ককণ্ঠ শুকিয়ে গেছে অনুমান কোরে, তৈয়ারী জল দিয়ে, শেষে কৃতাঞ্জলী হয়ে দেবীশ বোল্লে "সে জিনিসটা একটু আনবো কি?"

আজ কাল মালটা বড় চমৎকারই হ'চ্ছে। বসন্ত কাল কি না, চারধারে মিঠা হাওয়া বইছে কিনা, জিনিসটাও বড় মিঠা হয়ে উঠেছে। এমন যখন অবস্থা, তখন ওটা ঘরে ঘরে মজুদ কোরে রাখা উচিত কি না, তাই বলুন। গোটা একটি ভাঁড় ঠাসা মজুদ, হুজুরের আদেশের অপেক্ষা।"

সম্মতি হলো, দেবীশ আনন্দিত হয়ে তাড়ি আনতে গেল। দেবীশের এত যত্নচেষ্টা কেন? পলায়িত শিকার হাতে পেয়েছে বোলেই কি তার এ আনন্দ? আশা আর ত নাই! লুসী যে আর ফিরে আসবে না, লুসী যে তার জালে আর পোড়বে না, দেবীশের সকল রকম তন্ত্রমন্ত্র লুসীফে্রডের কাছে যে আর খাটবে না, তা কি দেবীশ জানে না? নিশ্চয়ই জানে। তবে আবার কেন? কারণ আছে।

অর্থকে যারা খুব বড় বোলে জানে, অর্থকে যারা ঈশ্বরের বাহ্য শক্তি বোলে জানে, স্বর্ণ মুদ্রাই ঈশ্বরের মূর্ত্তি বোলে যারা বিশ্বাস করে, তাদের অসাধ্য দুষ্কার্য্য এ জগতে নাই। ক্ষেত্তী সুন্দরী, ক্ষেত্তী গুণবতী; দেবীশের আশা সে কি পূর্ণ কোর্ব্বে না? স্ত্রী ত বটে, বিবাহিতা পত্নি ত বটে, সুখদুঃখের তুল্যাংশভাগিনী ত বটে; তবে সে কি স্বামীর সুখের পথের পাথেয় হবে না? দেবীশ সেবার কন্যার বিনিময়ে সুখৈশ্বর্য্য বৃদ্ধির বাসনা কোরেছিল, সে আশায় ত ছাই! এখন আবার দেবীশ স্ত্রীর বিনিময়ে সেই বিফল আশা পূর্ণ কোরে চায়। তাতেই তার এত আগ্রহ, তাতেই তার এত যত্ন। পাপিষ্টদের চরিত্র চিত্রণও পাপজনক।

দেবীশ-পত্নির প্রবেশ। এক মুখ হাসি নিয়ে, অসম্বদ্ধ কুঞ্চিত কেশরাশিতে অর্দ্ধমুখমণ্ডল আবৃত কোরে দেবীশ-পত্নির প্রবেশ। রেডবর্ণ উঠে দাঁড়ালেন। সসম্মানে নয়, রূপের তীব্র তাড়নে! ক্ষেত্তীর রূপটা যেন তাকে কলের মুরোদ বানিয়ে দিলে; সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ আনন্দের করমর্দ্দন কোরে, পাশাপাশি হয়ে বোসে রেডবর্ণ বোল্লেন "আমি আজ তোমার সন্দর্শনে কৃতার্থ হয়েছি।"

হাস্যবদনা যুবতীর উত্তর "সেটা উভয়েরই। সেই—সেই বাল্যকালে জানা শুনা, সেই শৈশবের পরিচয়, ধর যদি সেই বাল্য-প্রণয়; দেখা শোনা না থাকলেই কি ভুলতে হয়? বেশ মনে ছিল।"

"আমার একেবারে আঁকা। তোমার ঐ মূর্ত্তিটা আমি একবারে মনের গায়ে এঁকে নিয়েছিলেম। এখনও সে দাগ বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট দেখা যায়। তাতেই ত এলেম। মনের দেখা, চক্ষে দেখতেই ত এলেম।"

হাসি মুখখানা সহসা ভার কোরে, চটুলা ক্ষেত্তী জিজ্ঞাসা কোল্লে "আর কত দিন এখানে থাকা হবে?"

"দেড় মাস। তবে কাজকর্ম্ম থাক্‌লে ছুটি বাড়িয়ে নিলেও নেওয়া যায়।"

"সে দিন অবশ্য দারুপল্লির পক্ষে বড় দুঃখজনক দিন।"

"আঃ—তেমন ভাগ্য কি আমার হবে? যেকদিন থাকি, এক একবার সন্ধ্যার সময় দেখা পাব কি?"

আবার মুচ্‌কে হেসে দেবীশ-পত্নি বোল্লে "সর্ব্বদা।—যখন ইচ্ছা। তোমার জন্য আমার দরজা সর্ব্বদাই উন্মুক্ত; যখন ইচ্ছা হয়, আস্‌বে, বাধা কি আছে তাতে?"

প্রীত হয়ে রেডবর্ণ বোল্লেন "বাধা তেমন কিছু নয়, যে বাধা তোমার স্বামী। তুমি একজনের বিবাহিত-পত্নি ত।"

"ওঃ—বিবাহিত, বিবাহিত তাই কি? আমি সে সব ধার ধারি না, কারও শাসনাধীনে থাকা আমার অভ্যাস নাই; তুমি আস্‌বে কখন?"

"আসা অবশ্য সন্ধ্যাবেলা হওয়াই ভাল; কিন্তু সে সময় তোমাকে কি নির্জ্জনে পাব? নির্জ্জন সাক্ষাৎ হবে ত?"

"অবশ্য হবে। স্বামী আমার এদানি প্রায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত শুঁড়িখানায় কাটান। ঐ সময়টা আমাকে একাই থাকৃতে হয়।"

"তবে ত বড় কষ্ট! এক জনের পথ চেয়ে থাকা, সে ত বড় কষ্ট!"

"সে কষ্ট আমি ধরি না। স্বামী হলে হয় কি, লোকটা ভয়ানক হিংসুক। দুজন লোক জন আসে, আমোদ প্রমোদ করে, তাতে তার দারুণ বিরক্তি। তুমি সন্ধ্যার সময় নিত্য-নিত্যই এস, নিত্য নিত্যই আমাকে তুমি নির্জ্জনে পাবে।" বুদ্ধিহীনা দেবীশ-পত্নি এক-বার পাপের হাসি হাস্‌লে।

দেবীশ গৃহ মধ্যে এসে উপস্থিত। পাঁচ মিনিট দরজার পাশে থেকে দেবীশ আগা গোড়া সমস্ত কথাই শুনেছে, কিন্তু ঘরে যখন এল, তখন সে যেন এ ব্যাপারের কিছুই জানে না।

দেবীশের হাতে তাড়ির ভাঁড় দেখে ক্ষেতী বোল্লে "এ সকল কেন? ভদ্রলোকের জন্য তাড়ি? মদ আনাও। বরং বিস্কুট দুচার খানা আমিই দিব।"

রেডবর্ণ হাস্যবদনে বোল্লেন "না না, মদে আর কাজ নাই; বরং তাড়িটাই আমি বেশি ভালবাসি।" এই বোলে, ক্রমান্বয়ে তিন চার পাত্র তাড়ি উদরস্থ কোরে, রেডবর্ণ প্রফুল্ল হলেন। রাত্রিও অধিক হয়ে গেছে, অগত্যা এ সুখসম্মীলনের শুভ বাসরসজ্জা ভাঙতে হলো। ইন্দ্রিয়তৃষ্ণার দারুণ উত্তেজনা পূর্ণ করণন্দনে, আপনার পাপ অভিপ্রায় পর্ব্বে পর্ব্বে দেবীশ-পত্নিকে বুঝিয়ে দিয়ে, রেডবর্ণ বিদায় নিলেন।

গুপ্ত পরামর্শ দেবীশ শুনেছে। রেডবর্ণও ক্ষেতীর সাদর সম্ভাষণ, নিত্যসমাগমের

নিমন্ত্রণ, দেবীশ শুনেছে। আপনার অভিষ্ট বুঝে পত্নি যে তার পূর্ব্ব সূচনা কোরেছে, এ ভেবে দেবীশের অপার আনন্দ। দেবীশ বোল্লে "চমৎকার কাজ কোরেছ। ছোঁড়াটাকে খপ্পরে ফেলতে হয়েছে।"

ক্ষেতী যেন কিছুই জানেনা, সে বোল্লে "ওমা, সে কি কথা! তোমার পত্নি আমি, তোমার কথায় আমি কি কুলটা হব? সে কি কথা? আমি দ্বিচারিণী হব না, এটা তুমি বেশ জেনে রেখো।"

দেবীশ যেন কেমন তর হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার কথা সরে না। নিৰ্ব্বাকে নিরবে সে প্রস্থান কোল্লে।

এই ঘটনার তিন চারি দিন পরে, বর্দ্ধনের রাণী ও তাঁর কন্যা অতুলা, জমিদার গৃহে আতিথ্য স্বীকার কোল্লেন। রাণী সুন্দরী নন, তবে গুণবতী। রাণীর বয়স চল্লিশের কোটায় প্রায় অর্দ্ধেক পেরিয়ে গেছে। কুমারীর বয়স কুড়ি। কুমারী সুন্দরী—প্রেমময়ী। কুমারী বেশ ছিলেন, সম্প্রতি একটা বিবাহভঙ্গে মনোভঙ্গ হয়েছেন, তাই জননীর সঙ্গে স্বস্থান ত্যাগ কোরে নানাস্থানে ভ্রমণ কোচ্ছেন; ভ্রমণে যদি মনের কষ্ট নিবারণ হয়।

জমিদার-গৃহিণী, রাণীকে নিমন্ত্রণ দিয়ে এনেছেন। শবজী হিসাবে যাঁর তেমন দৃষ্টি, তিনি এ ব্যয়বাহুল্য নিমন্ত্রণ কেন কোল্লেন? উদ্দেশ্য, পুত্রের বিবাহ। কুমারী অতুলা প্রণয়ভঙ্গে উন্মনা আছেন, কাজেই এই অবসরে কাজটা সেরে দিলে মন্দ হয় না। সুন্দরী পুত্রবধুর কামনা না করে কে? কিন্তু কি সুন্দর নির্ব্বাচন! পূর্ণযৌবনে কুমারী লাবণ্যলতা, যৌবনেই গতযৌবন শুষ্কতরুতে কি আশ্রয় করে? পবিত্র প্রণয়ভঙ্গে সরলা মনঃপীড়ায় দগ্ধ হ'চ্ছেন, অপবিত্রহৃদয় ইন্দ্রিয়সেবী রেডবর্ণ কি তাঁর সে ভগ্নহৃদয়ে স্থান পেতে পারে? এমন অযোগ্য কার্য্য কি কখনও হয়? ভালবাসার প্রতিকূলে কি এমন কাণ্ড হতে পারে? জমিদারগৃহিণীর এ বড় অন্যায় কামনা। এ কামনা পূর্ণ হলে যে সংসারের বিধি উল্‌টে যায়, তিনি তা হয় ত অনুধাবন করেন নাই।

অষ্টবিংশতি উচ্ছ্বাস।

পিসি জেন।

রাণী বর্ত্তনা ও রাজকুমারী অতুলা আজ এক সপ্তাহ হলো, জমিদারগৃহে শুভাগমন করেছেন। রাজনন্দিনী সুন্দরী, বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, জমিদার-গৃহিণী পুত্রের জন্য এমন পাত্রী স্থির করেছেন ; এ ভাবনার আনন্দে তাঁর বুক আজ পাঁচ হাত। কাপ্তেনী কার্য্যে সাময়িক অবসর গ্রহণ ক'রে নন্দদুলাল রেডবর্ণ বাড়িতে এসেছেন, বিবাহ বাসর আনন্দে অতিবাহন কত্তে। জনক জননীর ইচ্ছা, কুমারবাহাদুর ছায়ার ন্যায় রাজনন্দিনীর সহ-সঙ্গী হন। কাজেও হয়েছে তাই। সান্ধ্য ভ্রমণে, দুজনে "একাকী' অশ্বারোহণে রেডবর্ণ সদাই নিযুক্ত আছেন। কোনও বিষয়ে ক্রটি নাই ; অভাব, কেবল পরস্পরের ভালবাসার। রাজনন্দিনী বুঝতে পেরেছেন, রেডবর্ণ তাঁর মনের মানুষ হতে পার্ব্বেন না। কি জানি কেন, তাঁর মনের মধ্যে এই এক তরঙ্গ উঠেছে, রেডবর্ণ মানুষ ভাল নন।

এক সপ্তাহ অতীত, লেডি বর্ত্তনা জমিদারগৃহে পদার্পণ কোরেছেন। এক সপ্তাহ পরে জমিদারের জমিদারি পরিচর্য্যায় রাণী পীড়িত হয়েছেন, তাই কুমারী আজ সান্ধ্যভ্রমণে যাবেন না। রাজনন্দিনী মাতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ কোরে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র যাবেন না, আজ রেডবর্ণের অবকাশ। সন্ধ্যাকালে নটবর বেশে রেডবর্ণ দেবীশের গৃহে উপস্থিত। মুখের চুরট হাতে নিয়ে, সুবাসিত গোলাপি রুমালে মুখখানি মুছে, দ্বারে করাঘাত কোর্‌লেন। দূতী সারা দরজা খুলে দিলে, দেবীশ-গৃহিণী যেন অভিমানের চক্ষে রেডবর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লেন, মুখে কিন্তু কিছু বোল্লেন না।

প্রণয়িনীর অভিমানে প্রণয়ীর হৃদয়ের যে ব্যথা, তাও প্রণয়িনী ভিন্ন কেহ বুঝে না। রেডবর্ণ ধীরে ধীরে শ্রীমতীর খুব নিকটেই কেদারায় উপবেশন কোরে, যথাসম্ভব কাতর-কণ্ঠে বোল্লেন "হয়েছে কি? অধীনের অপরাধ?" রেডবর্ণের প্রতি লক্ষ্যই না কোরে অভিমানিনী বোল্লেন "তোমার, আবার অপরাধ? দুদিন পরে রাজ-জামাতা হবে

তুমি, তোমার আবার অপরাধ ? সপ্তাহ কাল—একদিন দুদিন নয়, সুদীর্ঘ এক সপ্তাহ কাল রাজনন্দিনীর সহবাস-সুখে সুখী তুমি, তোমার আবার অপরাধ ?"

সহাস্যবদনে দেবীশ-গৃহিণীকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন কোরে রেডবর্ণ বোল্লেন "তোমাদের কাছে—সুন্দরীদের কাছে আমাদের শত অপরাধ। প্রেমময়ী তোমরা, সর্ব্বদাই আমাদের অপরাধের মার্জ্জনা তোমরা কোরে থাক, এবারও মার্জ্জনা কর। পিতা মাতার কঠিন আদেশ-বন্ধনে আমি বাঁধা পড়ে গেছি। তা না হলে, এ চাঁদবদন খানি দেখতে আমি কি আসতেম না ?"

অভিমানিনীর অভিমান গেল, তৎপরিবর্ত্তে দারুণ পূর্ব্বরাগের আবির্ভাব। পরম প্রীতি ভরে দেবীশ-পত্নি উত্তর দিলেন "এই গুণেই আমি যে তোমাকে আত্মদান কোরে ফেলেছি। এই জন্যই—কেবল তোমাকে পাব বোলেই আমি দেবীশ-পত্নি বোলে আত্ম-পরিচয় দিচ্ছি। তুমি স্বীকার কর বা না কর, নিতান্তই আমি তোমার।" রেডবর্ণ আনন্দে অধীর হয়ে—পরপত্নির গোলাপী গণ্ডে একটী আবেশ-চুম্বন রক্ষা কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "দেবীশ কোথা ? আমি যে সে দিন তত রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার সহবাসসুখে সুখী হয়েছিলেম, সে কথা অবশ্য তুমি তাকে বল নাই ?"

"তত রাত্রি আবার কোথায় ? রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত ছিলে বই ত না ? স্বামী আমার আসেন, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় একটা। আজ কাল ক্রমেই তিনি বেশি বেশি মাতাল হয়ে উঠছেন। তাঁর সহবাসে আমার বিন্দুমাত্রও সুখ নাই।"

"আচ্ছা ক্ষেতি, এখন যদি তোমার স্বামী আসেন, তা হলে ?"

"তা হলে আবার কি ? ঐ যে পরদাটা দেখছ, ঐ পরদার অন্তরালে তোমার মত অমন দশ দশ লোক নিরাপদে লুকিয়ে থাকতে পারে।"

কুলটার অভিসার-লীলা যেমন শেষ, দরজায় অমনি আঘাত! সে আঘাতে বিশেষত্ব আছে। রেডবর্ণকে সতর্ক করে ক্ষেতী বোল্লে "মাতাল-পতি আমার আজ সকাল সকাল শ্রীমন্দিরে এসে হাজির হয়েছেন। যাও, ঐ পরদার আড়ালে—পূর্ব্ব হতেই আমি সেখানে এক খানা কেদারা রেখে দিয়েছি, স্থিরভাবে উপবেশন করগে যাও। স্ত্রীপুরুষের অভিনয় দেখে সাবধান, যেন হেসে ফেল না।"

ক্ষেতীর ইঙ্গিতে উপযুক্ত দাসী সারা গৃহস্বামীকে দরজা খুলে দিলে। হেলতে দুলতে দেবীশ গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। দেবীশ এসে দাঁড়াতেই ক্ষেতী দারুণ অনিচ্ছা ও অতি হেয় ভাবে বোল্লে "হোয়েছে কি তোমার ? এমন করে দিন রাত মাতলামি, এতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছি। বোলেছি ত, এমন ক'ল্লে আমি অগত্যা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ কর্ব্বো।"

মাতলামির ঝোঁকে এসব কথা গ্রাহ্যই না করে দেবীশ বোল্লে "চল, শয়ন করা যাকগে। অনেক রাত, আর বিলম্ব করা বিলক্ষণ ক্ষতির কারণ।"

"ইচ্ছা হয় তুমি যাও; আমি তাতে নই। রাত দ্বিপ্রহরে বেরস-ইয়ারকি আমি গ্রাহ্য করি না।"

"আহা হা, তুমি যে অধৈর্য্য হয়ে উঠলে। আমি বলছি, আমাকে তুমি আজ ক্ষমা দাও।"

পরদার দিকে একবার গর্ব্বের দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, স্বামীকে আমি কেমন বাঁদর নাচান নাচাচ্ছি, হৃদয়বন্ধুকে সেটা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে, পতীপরায়ণা শ্রীমতী দেবীশ-পত্নি শয়নগৃহে যাত্রা কোল্লেন। সারা এসে উপস্থিত। অন্তরাল পরদা চঞ্চলহস্তে অপসারিত ক'রে রেডবর্ণ সারার সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। সারার হাতে একটী মোহর পুরস্কার দিয়ে——ইঙ্গিতে ধন্যবাদ জানিয়ে সারার সাহায্যে রেডবর্ণ নিরাপদে মুক্তিলাভ কোল্লেন। রাস্তায় যেতে যেতে, অবরোধের ঘাম রুমালে মুছতে মুছতে রেডবর্ণ মনে মনে বোল্লেন "আর না।"

রাত্রি দ্বিপ্রহর। জমিদার, গৃহিণী, আর পিসি; তিন জনে রেডবর্ণের অপেক্ষায় আছেন। জননী ত ভেবেই সারা! এত রাত্রি, দুধের ছেলে ভয় পায় নাই ত?

রেডবর্ণ আসতেই জননী জিজ্ঞাসা কোল্লেন "এতক্ষণ কোথা ছিলে তুমি? এত রাত্রি, ভয় পাও নাই ত?"

গম্ভীরবদনে পিসি উত্তর কোল্লেন "হাঁ হাঁ, জানি বটে; পল্লীতে বড় পেত্নির উপদ্রব হয়েছে বটে!"

পিসির বাক্যে আস্থা প্রদর্শন না ক'রে রেডবর্ণ বোল্লেন "সন্ধ্যা হতে আমি অর্দ্ধনের কাছেই ছিলেম্!"

আবার পিসি উত্তর কোল্লেন "যথার্থ কথা। কুমারের একথা প্রতিবাদের নয়; কেন না, পাঁচ মিনিটও হয় নাই, অর্দ্ধন এখান হতে বিদায় নিয়েছেন।" তর্জ্জন গর্জ্জন করে রেডবর্ণ অন্য গৃহে প্রবেশ কোল্লেন।

আরও এক সপ্তাহ অতীত। এক দিন সন্ধ্যাকালে পিসি নিরবে বোসে আছেন, রেডবর্ণ সেই ঘরে উপস্থিত। পিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে নয়, অন্য কার্য্যে। পিসি বোল্লেন "রেডবর্ণ! দর্পণে তোমার মুখ খানি দেখ ত? মানুষের মুখ ছিল, বাঁদরের মুখ হয়ে গেছে; কেন এ সব? আমি বলি, তুমি অন্যত্র যাও। যে আশায় আছ, সে আশা পূর্ণ হবার নয়। অতুলা তোমাকে কখনই ভালবাসতে পার্ব্বে না, সে অন্যের।"

বিস্মিত হয়ে—পিসির সর্ব্বদাই-শুষ্কমুখের দিকে চেয়ে রেডবর্ণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন "সে কি পিসি, ব্যাপার?"

"যত টুকু জানি, বলি। প্রায় আঠার মাস অতীত হয়ে গেছে, লর্ড এবং লেডী ষ্ট্যান্সফিল্ড পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। লর্ড আর লেডি, দুজনে দুরকম প্রকৃতির লোক। লর্ডবাহাদুর তোমার পিতার চেয়েও নিষ্ঠুর, গর্ব্বিত ও স্বার্থপর; লেডীর যেমন কদাকার চেহারা, তেম্নি কর্কশ কথা; কিন্তু লর্ড বাহাদুরের ভ্রাতষ্পুত্র হার্বার্ট অতি সুপুরুষ, অতি অমায়িক তেইশ বৎসরের যুবা। সে যে একজন খুব বুদ্ধিমান পুরুষ, তা তার অঙ্গভঙ্গি সকল পরীক্ষা করলেই জানতে পারা যায়। হার্বার্টের নিজের কিছু নাই, কোম্পানির অধীনে সামান্য একটী চাকুরী, বাৎসরিক তার আয়, পাঁচ শত টাকা মাত্র। তোমার চুরট দেশলাইয়ের খরচও নয়। সেই হার্বার্ট অতুলাকে প্রাণের অধিক ভাল বেসেছে; লর্ড বাহাদুর এসেছিলেন ক্লাইব হলে, পুত্রের সহিত অতুলার বিবাহের জন্য, ফল হলো তার অনুরূপ। রাণী বর্ত্তনা দেখলেন, অতুলা রাজপুত্রের পরিবর্ত্তে একজন দরিদ্র কর্ম্মচারির প্রতি আত্মসমর্পন কর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, তিনি সেই জন্যই কন্যাকে নিয়ে স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য, অতুলার এই জঘন্য নেশা কেটে যায়, অতুলা রাজাস্বামী লাভ ক'রে জননীর মুখ উজ্জল করে; কিন্তু কাজে তা কথনই হবেনা। অতুলা কোনমতেই অন্যকে ভালবাসতে পারবে না।"

অতুলা সুন্দরী, রেডবর্ণ ধনীসন্তান; সুতরাং সৌন্দর্য্য উপভোগে তার চিরন্তন অধিকার। আত্মসত্বে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় রেডবর্ণ বোল্লেন "পিসি, তুমি একথা কি করে জান্‌লে? বিশেষ সে গতপ্রণয়, সে কথা এখন ধর্ত্তব্যই হতে পারে না।"

"বোকাছেলে, কি করে তুমি জানলে যে, সে প্রণয় অতীত হয়ে গেছে? এখনও বলি, সাবধান হও।"

দ্বিরুক্তি মাত্র না ক'রে রেডবর্ণ প্রস্থান কোল্লেন। আদুরে ছেলে, আবদার করে জননীর কাছে সমস্ত কথা জানালে, জননী একথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। কথা হচ্ছে, এমন সময় জমিদার এসে উপস্থিত। মাথার টুপি টেবিলের উপর ফেলে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বোল্লেন "পালিয়েছে। যে সমস্ত পুলিস-প্রহরি বেতসকে পোর্টস্‌ মাউথে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের হাত হতে বেতস্‌ পলিয়েছে।" রেডবর্ণ বেতস্‌ সংক্রান্ত কোন কথাই জানেন না, তিনি অনন্ত মনে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

পরদিন সন্ধ্যাকালে আবার রেডবর্ণ-জননী বোল্লেন "পিসির কথা সত্য নয়, এমন আজগুবী কথা তিনি সর্ব্বদাই বলে থাকেন। অতুলার মাতা যখন আছেন কন্যার পক্ষে, আর আমি যখন আছি পাত্র পক্ষে, আর আমাদের দু জনেরই যখন তোমরা সুখী হও তোমরা পরস্পর ভালবাস, এই ইচ্ছা; তখন ভালবাসা তুমি পাবে। পিসির কথায় তুমি মনোভঙ্গ হয়ো না।"

মাতার প্রবোধে রেডবর্ণ বুঝ্‌লেন কিনা, তা প্রকাশ নাই। তিনি দ্বিরুক্তি না কোরে প্রস্থান কোল্লেন। পর দিন উভয় পক্ষের জননীর অনুরোধে, ভাবিদম্পতি ভ্রমণে নির্গত হলেন। অতুলার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মাতার বড় বড় চক্ষুর তীব্র চাউনী দেখে সম্মত হলেন। দুজনেই আজ হাত ধরাধরি কোরে—গল্প স্বল্প কোত্তে কোত্তে ভ্রমণে যাত্রা কোল্লেন। যাচ্ছেন, অতুলা একটি সুদৃশ্য বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "ও বাড়টি কার ?"

"একজন নাজারের। নাজীর লোকটি বহুদিন আমাদের শাসনকর্ত্তার অধীনে বেশ সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করে আসছে। তবে আজ কাল লোকটার চরিত্রদোষ ঘোটে গেছে। লোকটা বড় মাতাল হয়ে উঠেছে। আমাদের শাসনকর্ত্তা—পিতার কথা বোল্‌ছি, তাঁর এদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই।"

সহসা দেবীশ-কুটির হতে দেবীশ-পত্নি নির্গত হলেন। সভয়ে রেডবর্ণ দেখ্‌ছেন, তাঁরই মনোমোহিনী তাঁদেরই দিয়ে আসছেন, ভয়ে বেচারার মুখ শুকিয়ে গেল! অন্য পথ নাই, পথ ছেড়ে অতুলাকে নিয়ে বিপথে-কাঁটাখোঁচার মধ্যে যায়ই বা কি কোরে? ফিরে যাওয়া, তাও যদি ক্ষেতী দেখে থাকে, তবে হাতে নোতে দোষী হয়ে যেতে হবে, মহা বিপদ! ওদিকে ক্ষেতী এসে রেডবর্ণের হস্তধারণ কোল্লে, হিংসার হাসি হেসে বোল্লে "ভাবীদম্পত্তির এরূপ মনোরম সান্ধ্যভ্রমণ সুখের বটে। দাও রেডবর্ণ, রাজকুমারীর সঙ্গে আমার পরিচয় কোরে দাও। এরকম দেশবিখ্যাত সুন্দরীদের সঙ্গে আমাদের মত কদাকারা গরীবের মেয়েদের পরিচয় থাকা ভাল।"

আত্মসাবধানে অসমর্থ হয়ে—রেডবর্ণ বোল্লেন "রাজনন্দিনী এথানে নির্জ্জনে আছেন। অন্য কোনও লোকের সহিত আলাপ পরিচয় কোত্তে তাঁর ইচ্ছা নাই।" কুপিতা ফণিনীর ন্যায় একবার মাথা তুলে অতুলার আপদমস্তক নিরীক্ষণ কোরে,-কুটীল দৃষ্টিতে অতুলাকে ভস্মিভূত কোত্তে চেষ্টা কোরে, ক্ষেতী চোলে গেল। রেডবর্ণের ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, এথন আর এক বিপদ! ক্ষেতীর সঙ্গে যে তাঁর তেমন কোনও সুবাদ সম্পর্ক নাই, সে যে নিরবচ্ছিন্ন জমীদারীর, প্রজালোক; বহুদিনের বাস বোলে সর্ব্বদাই পাড়াগায়ের প্রজারা যে মনিবের সম্মুখে এমন বেয়াদবী কোরে থাকে, অবসর মত রেডবর্ণ একথা অতুলাকে বুঝালেন, অতুলা কিন্তু তাতে মনে মনে বিশ্বাস কোল্লেন না। সে দিনকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এই পর্য্যন্ত। অতুলাও তাঁর জননীর নিকটে অদ্যকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণনা কোল্লেন, অতুলাও মাতার কাছে প্রবোধ পেলেন, কিন্তু হায়! সে প্রবোধে কি মন মানে!
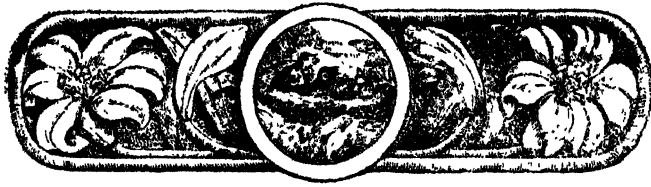
ঊনত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

প্রেম-পত্র।

পর দিন সায়ংকালে পরিচ্ছন্নপোষাকে রেডবর্ণ প্রেম-সম্ভাষণে যাত্রা কোল্লেন। দেবীশ-কুটীরের দরজায় আঘাত কোরে—স্যারার কাছে শুনলেন, দেবীশ যথা নিয়মে শুঁড়িখানায় নিত্য নিমন্ত্রণ রক্ষা কোত্তে গেছেন, শ্রীমতী একাকিনী সভাগৃহে বিরাজ কোচ্ছেন। এক মুখ হাসি নিয়ে—রেডবর্ণ সভাগৃহে দর্শন দিলেন। দ্রুতপদে প্রাণপ্রতিমার হস্তধারণ কোরে বোল্লেন "ঠিক আজ তোমাকে এই প্রকার নির্জ্জনে দেখ্‌ব বোলেই এসেছি। বোলেছি ত, অপরাধ আমার পদেপদে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।" প্রাণপ্রতিমার এ বক্তৃতায় ভ্রুক্ষেপ নাই! অনন্যমনে—যেন অবজ্ঞার ভাবে রেডবর্ণের প্রাণপ্রতিমা উত্তর দিলেন "লম্পটদের, ভ্রষ্টচরিত্রদের এমন নির্জ্জন কথোপকথন, নির্জ্জন বাস ও নির্জ্জন প্রসঙ্গ প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু এখানে আর সে ভাব মনে আনার কোনও কারণ নাই। আমিও বোলেছি ত, তোমার প্রণয়ে আমার আর সুখ নাই! এজগতে আমাকে সুখী করে, এমন্ কেহ নাই।"

"কেন, আমি! আমি ত আছি!—আমি কি তোমাকে সুখী কোত্তে পারি না!—যদি না পরি, সে দুর্ভাগ্য আমার। অবশ্য স্বীকার করি আমি দোষী, কিন্তু আমি রাজনন্দিনীর প্রেমের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করি নাই, যা কোরেছি, কেবল তোমার কাছে। তবে পিতা মাতার ইচ্ছা, তাই তাকে বিবাহ কোত্তে আমি বাধ্য, কিন্তু সে বিবাহে প্রেমপ্রীতির কোনও সংশ্রব নাই। তুমি যদি এত দিন অবিবাহিত থাক্‌তে, আমি প্রকাশ্য ভাবেই ধর্ম্ম সাক্ষীমতে তোমাকে আমার শয্যাসঙ্গিনী কোত্তেম।"

"শয্যাসঙ্গিনী কোত্তে? অপার অনুগ্রহ তোমার। ধর্ম্মপত্নি নয়, শয্যাসঙ্গিনী! তা তোমার সে বাসনা ত সিদ্ধ হয়েছে! তুমি ত আমাকে পাপের কূপে ডুবিয়েছ! আমাকে নিজের কাছে নিজে ছোট কোরেছে! দর্পণে মুখ দেখ্‌তে গেলে, আমার মুখে আমি নিজেই কলঙ্কের দাগ দেখ্‌তে পাই! রেডবর্ণ! যথেষ্ট হয়েছে, আমাকে ক্ষমা দাও; কেন

আর বিফল প্রণয়-আশা! আমার প্রতি যদি তোমার ভালবাসাই থাক্‌বে, আমি বহু দিন তোমার আশায় অবিবাহিত ছিলেম, তখন ত অভাগিনীর বাসনা পূর্ণ কর নাই! রাজকুমার তুমি, গরীবের কুটির হতে দয়াপরবশ হয়ে তুমি ত আমাকে গ্রহণ কর নাই! রেডবর্ণ! আর এখন আত্মগোপন ক'র না, তোমার প্রণয়ের আশা আর ত আমি রাখি না।" কামিনীর চক্ষে জলধারা! রেডবর্ণ কলঙ্কিনীর পাপ অশ্রুজল মুছিয়ে দিয়ে—প্রীতিভরে পাপিনীর গোলাপীগণ্ড চুম্বন চিহ্নে চিহ্নিত কোরে বোল্লে "ক্ষমা কর। আমার আর একবার শেষ প্রার্থনা, অধীনকে তুমি ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা? ক্ষমাভিক্ষা আর কেন? কেন তুমি আমার কাছে হীনতা দেখাও? কেন তুমি নিজের মান নিজেই নষ্ট কর? আমি পুনরায় বলি; কলঙ্কিনী হয়েছি, স্বামী আছেন আমার। শত মন্দকার্য্য করুন, শত অনাদর করুন, তিনি আমার স্বামী। ভালবাসা থাকুক না থাকুক, পরস্পরের মধ্যে প্রাণের সম্বন্ধ থাকুক না থাকুক, সমাজের সম্মুখে—ধর্ম্মের নিকটে তিনি আমার স্বামী; আমি আর তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গ কর্ব্বো না। আমি স্থির প্রতিজ্ঞা কোরেছি, আর এমন নির্ব্বুদ্ধিতা কর্ব্বো না, পরের পায়ে এমন কোরে আর আমি জীবনাহুতি দিব না! ইন্দ্রিয় লালসায়—পাপ বাসনায় আমি আর সংসারের বুকে পাপের তরু রোপণ কর্ব্বো না। যাও রেডবর্ণ, এখনও বলি, তুমি বিদায় হও।"

"সত্য সত্যই কি প্রিয়তমে, তুমি আমাকে ত্যাগ কোল্লে? সত্য সত্যই কি তোমার বিস্তীর্ণ ভালবাসার ছায়া আমার উপর হতে টেনে নিলে? কিন্তু এক অনুরোধ, জীবনের মত যখন বিদায়, জীবনের মত যখন বিচ্ছেদ, তখন আমি তোমাকে কিছু স্মৃতি-চিহ্ন দিতে চাই। কাল সারাকে পাঠিয়ে দিও, আমি মিউল্‌টন হতে একটি পুলিন্দা পাঠাব।"

ক্ষেতী মুখে কিছু বোল্লে না, তবে মৌনের সম্মতি জানালে। রেডবর্ণ বিদায় হলেন, পাষাণী বিদায় কালে একবার শেষ আলিঙ্গন, শেষ চুম্বনবিনিময় পর্য্যন্ত কোল্লে না। রেডবর্ণ মনে মনে বোল্লেন, "ছি ছি! নারীজাতি কি পাষাণ!"

প্রভাতে বাল্যভোজন সমাপ্ত কোরে রেডবর্ণ অশ্বারোহণে মিডিল্টন সহরে যাত্রা কোল্লেন। বিখ্যাত দর্জ্জির দোকানে গিয়ে মূল্যবান রেশমী পোষাক, এবং মণিকারের দোকানে কারুকার্য্য করা একটি অঙ্গুরী, এবং আরও কিছু বিলাসদ্রব্য ক্রয় কোরে সঙ্গে একখানি প্রেমপত্র দিয়ে এক পুলিন্দা প্রস্তুত কোল্লেন। পুলিন্দা গাড়ীতে প্রেরণের বন্দোবস্ত কোরে, দ্বিপ্রহর মধ্যে রেডবর্ণ বাড়ী ফিরে এলেন। ক্ষেতী পোষাক পেলেন, অপরাহ্ণে। সুগন্ধী সাবানে গাত্রমার্জ্জন কোরে, ক্ষেতী নূতন রেশমী পোষাক পরিধান কোল্লেন, অঙ্গুরী হাতে দিলেন, তার সঙ্গে স্বামীদত্ত অলঙ্কারও যোগ দেওয়া হলো। দর্পণে আপন প্রতিবিম্ব দর্শনে আত্মহারা কলঙ্কিনী একটু মুচ্‌কে হেসে মনে মনে বোল্লে

"অতুলা আমা হতে কি এমন সুন্দরী ? সে লোকের মনোহরণ কোত্তে পারে, আমি পারি না ? আজ যদি সে আসে!"

বিধাতার খেলা, ক্ষেতীর আশা পূর্ণ হলো। সন্ধ্যা হতে না হতে, যাই না কেন একবার কেবল দেখে আসা বই ত নয়! তাতে দোষই বা কি, অপমানই বা কি? এই ভেবে রেডবর্ণ প্রাসাদ ত্যাগ কোল্লেন। ক্ষেতীর বাসনা পূর্ণ হলো। পাপীপাপিনীর পাপবাসনা পূর্ণ হলো! তাই বুঝি ভগবানের নাম পাতকীতারণ? সন্দেহ আছে।

রেডবর্ণ গৃহপ্রবেশ কোরেই দেখ্‌লেন, ক্ষেতী লোকমোহিনী সুন্দরী। পাপী রেডবর্ণ পাপ চক্ষে দেখ্‌লেন, ক্ষেতীর সৌন্দর্য্য উপভোগের সামগ্রী! ইন্দ্রিয়পীড়ায় প্রপীড়িত হয়ে রেডবর্ণ ক্ষেতীকে আলিঙ্গন কোল্লেন। পাপিনীর প্রতিজ্ঞা রইল না। অভাগিনী উপপতির কণ্ঠবেষ্ঠন কোরে, প্রতিচুম্বনে প্রণয়ীর বাসনা পূর্ণ কোল্লে! সহসা সারা! লজ্জায় ম্রিয়মান হয়ে ক্ষেতী দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লে। একটা মোহর দূতীকে পুরস্কার দিয়ে—লজ্জার বন্ধন অযত্নে ছিন্ন কোরে, রেডবর্ণ বোল্লেন "তোমার কর্ত্রী লজ্জা পেয়েছেন। তোমার সম্মুখে আমাদের কিসের লজ্জা? যাও সারা, ডেকে আন গে যাও।"

সারা কর্ত্রীর পুনরাগমনের বার্ত্তা নিয়ে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কোল্লে। আগমন প্রতীক্ষায় রেডবর্ণ দরজার দিকে চেয়ে রইলেন। কতক্ষণ পরে সারা এসে সংবাদ দিলে, "শ্রীমতী আর এখন আস্‌বেন না।"

"আস্‌বেন না!" বিস্মিত হয়ে ভগ্নমনে রেডবর্ণ এই মাত্র উচ্চারণ কোরে দেবীশের কুটির ত্যাগ কোল্লেন। পথে যেতে যেতে আপন মনেই বোল্লেন "মেয়েমানুষদের ঐ বড় দোষ! কথায় কথায় তাদের লজ্জা। অত লজ্জার খাতির রাখ্‌তে গেলে এমন পবিত্র ভালবাসা রাখা চলে না।"

ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

বাল্যভোজন।

পরদিন প্রাতঃকালে জমিদারগৃহে বাল্যভোজনের আয়োজন। সভ্য দেশের প্রথা, দুচার খানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাল্যভোজনের টেবিলে থাকাই চাই। ঐ সময়ে সকল প্রকার দৈনিক সংবাদপত্রই গ্রাহকদের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। বাল্যভোজন আরম্ভ হওয়ার পরক্ষণেই একজন পিয়ন এক তাড়া কাগজ এনে উপস্থিত কোল্লে। সংবাদ পত্রের মোড়ক খুলে চঞ্চলচক্ষে একবার এপিঠ ওপিঠ দেখে রাখতে না রাখতে সংবাদ এল, ধর্ম্ম-যাজক অর্দ্দন, জমিদারের দর্শন প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা তখনি গ্রাহ্য হল, ধর্ম্ম যাজকীয় প্রথানুসারে ক্ষয়িত মূল একগাছি বাঁশের লাঠি নিয়ে অর্দ্দন এসে উপস্থিত হ'লেন। মাথার পাকা চুল হাত দিয়ে সরাতে সরাতে, মহাব্যস্ত সমস্ত হয়ে অর্দ্দন বোল্লেন "পল্লিতে দারুণ গোল! বিষম মহামারী ব্যাপার!"

জমিদার ও গৃহিণী ততোধিক চমকিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "শান্তিভঙ্গের কোনও সম্ভাবনা নই ত?"

পিসি আর চুপ কোরে থাকতে পাল্লেন না। তাঁর সেই স্বভাবগম্ভীর ভাব ভঙ্গ কোরে উচ্চারিত হলো "আমাদের বীরবর রেডবর্ণ যে দেশের সেনাপতি, সে দেশে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা কোথায়?"

অর্দ্দন বোল্লেন "না না, তা নয়। শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। একটা সামাজিক বিপ্লব মাত্র। আমি আছি, পল্লির ধর্ম্মযাজকের পদে আমি স্বয়ং এখন অধিষ্ঠিত আছি, তথাপি সংবাদটা ঠিক প্রভাতেই আমার কাছে পৌছে নাই। যুক্তি করার জন্য, সদুপদেশ প্রার্থ-নায় আমার হুজুরে তাদের আসা উচিত ছিল।"

পল্লির অবৈতনিক শান্তিরক্ষক মহাশয় বোল্লেন "বসুন বসুন, স্থির হোন। ব্যাপারটা কি, খুলে বলুন।"

"বোল্‌তেই ত এসেছি। ব্যাপারটা বড়ই সাংঘাতিক। দেবীশ কাল রাত্রে তার স্ত্রীকে

তাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য আমি ঠিক তার কারণ জানি না, তবে তাড়িয়ে দেওয়াটা অবশ্য সত্য।"

গৃহিণী বিস্মিত হয়ে বোল্লেন, "কি আশ্চর্য্য! দেবীশ এমন নিষ্ঠুর? অবশ্য কাল রাত্রে বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু শিশির ত ছিল। তত রাত্রে বাড়ীর বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া, তত শীতে রাত্রি যাপন, অভাগিনীর হয় ত বাত ধোত্তে পারে!"

পিসি উত্তর দিলেন "যাদের তেমন সর্দ্দিগর্ম্মির ধাতু, তাদের বাতে ধরে না।" পিসি রেডবর্ণের দিকে একটা কোপকটাক্ষ পাত কোল্লেন।

ধর্ম্মযাজকও উত্তর দিলেন "মেয়েটির তেমন কোনও কষ্ট হয় নাই। সেই রাত্রেই সে পিতৃগৃহে আশ্রয় পেয়েছে।"

হঠাৎ দরজা উন্মুক্ত হলো। একজন হরকরা একখানি চিঠি দিয়ে গেল। হাতের লেখা দেখেই জমিদার চিন্‌লেন, এ পত্র দেবীশ লিখেছে। দেবীশ কি লিখেছে, দেখ্‌বার জন্ম সকলেই তটস্থ! শান্তিরক্ষক মহাশয় বড় বড় কোরে পত্রখানি পাঠ কোল্লেন,—

মহাশয়! আপনার অধীনে যে পদে আমি বহুদিন যাবৎ নিযুক্ত ছিলাম, অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া আমাকে সে পদ ত্যাগ করিতে হইতেছে। বিশেষ কারণের জন্ম এখনি আমাকে মিডিল্‌টনে যাইতে হইতেছে। তথায় আমার বিলম্ব হইবারও সম্ভাবনা আছে; সুতরাং আমি করযোড়ে বিনীতপ্রার্থনা করিতেছি, আমার পদে এখন যে ব্যক্তির অধিকার, তাহাকে নিযুক্ত করিয়া বাধিত করিবেন। আমি এখন অবসর লইতে বাধ্য হইতেছি। আমি আমার বর্ত্তমান বাসবাটীর তৈজসপত্র অপসারিত করিতে অনুমতি দিয়াছি, অদ্যই সে বাড়ী নূতন ব্যক্তিকে ভাড়া দিতে পারিবেন। ইতি—

আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য

পিতর দেবীশ।

কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গ ত্যাগ কোরে পিসি খবরের কাগজ দেখ্‌ছিলেন। কতক্ষণ দেখে শেষে বোল্লেন "খবরের কাগজ খানায় আর কিছুই তেমন জানার সংবাদ নাই, যা আছে কেবল একট আকস্মিক মৃত্যু—ফার্দ্দিনান্দ—"

"ভগ্নি!—নিরস্ত হও।"

"কি এত নিরস্ত? খবরের কাগজে যা ছাপা হয়েছে, তাতে আর কি গোপন চলে? আর এ সংবাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কই বা কি এত? তবে মৃত্যুটা অবশ্য শোচনীয়। ফার্দ্দিনান্দ টম্‌স্‌ফিল্ড বড়লোক ছিলেন, তাঁর অশ্ব হতে পতনে মৃত্যু, বড়ই শোকের কথা! এখন তাঁর ভাই হার্ব্বার্টই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হয়েছেন। বেচারা একটা সামান্ত চাকরী কোরে জীবিকা অর্জ্জন কর্ত্তো; এখন তার কপাল ফিরে গেল আর কি।"

"তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ কোল্লে!" দারুণ মর্ম্মদুঃখে দগ্ধ হয়ে, জমিদার এই কথা উচ্চারণ কোল্লেন। পিসির সে দিকে ভ্রুক্ষেপও নাই। পিসি তখন পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে একটা সিদ্ধ আলুর উপর নির্দ্দয় ভাবে ছুরি চালিয়েছেন। মুখেও আছে তার আধখানা।

অতুলা আত্মগোপনে অসমর্থ হলেন। যে মনোমোহনের মধুরমোহন ছায়াছবি তাঁর বুকের গায়ে আঁকা ছিল, ছবি যেন ঢাকা চাঁদের মত এতদিন অতি ম্লান ভাবে আত্ম-বিকাশ কাচ্ছিল, আজ তার পূর্ণ উদয়! অতুলা আনন্দিত, সঙ্গে সঙ্গে ভীত! অতুলার গোলাপগণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে বর্ণ পরিবর্ত্তন! ওষ্ঠপুট কম্পিত! কন্যার ভাবান্তরে রাণী ব্যথিত হলেন। তখনি কন্যাকে নিয়ে অন্য ঘরে যাত্রা কোল্লেন। পাঁচ কথার পর এই বাল্যভোজনের মজলিস্ ভঙ্গ হলো।

যে জন্য ক্ষেন্তী আশ্রয়চ্যুত হয়েছে, যে জন্য অভাগিনী স্বামীকর্ত্তৃক অনাদরে পরিত্যক্ত হয়েছে, রেডবর্ণ তা জানেন। এখন তাঁর নামটাও ঐ সঙ্গে উঠেছে কি না, তাঁর চরিত্র কথাও ক্ষেন্তীর ব্যবহারের সঙ্গে উল্লেখ হ'চ্ছে কি না, তাই ব্যাপারে আগাগোড়া জান্‌বার জন্য রেডবর্ণ একবার পল্লিভ্রমণে যাত্রা কোল্লেন। দেখ্‌লেন, দেবীশের বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে, গাড়ীতে দেবীশের জিনিস্ পত্র উঠ্‌ছে। গ্রাম প্রদক্ষিণ কোরে রেডবর্ণ প্রত্যাগমন কোল্লেন।

রেডবর্ণ হতাশ হয়ে গেছেন। অতুলা নিরুপমা সুন্দরী, এ সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য রেডবর্ণের পাপহৃদয়ে একটা ঘৃণ্য বাসনার কণ্টকবন সৃজন হয়েছিল, দৈবচক্রে তাতে দাবানল! রেডবর্ণ মনে মনে অবসন্ন হয়ে পোড়েছেন। যেখানে যান, যে আশা করেন, তাতেই ছাই! বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা! সৌন্দর্য্য উপভোগে তিনি আজীবন বঞ্চিত থাকেন, ভগবানের এই কি ইচ্ছা? কিন্তু বড়লোকের ছেলেদের কাছে, ইন্দ্রিয়পর ত্রপণ্ড ধনীসন্তানদের কাছে, জগতের সকল সৌন্দর্য্যভাণ্ডরের যে অবারিত দ্বার। তাদের জন্যই ত, তাদের জীবন্ত দগ্ধ করার জন্যই ত এই সকল জ্বলন্ত সৌন্দর্য্য-আগুণের সৃষ্টি! রেডবর্ণ ভেবে চিন্তে কাতর হয়ে পোড়েছেন। জননী প্রবোধ দিলেন, তিনি যে পুত্রের এ বাসনা পূর্ণ কোর্ব্বেন, তা তিনি আত্মমুখে স্বীকার কোল্লেন, নিজে সে সৌভাগ্য সংযোগের ভারগ্রহণ কোরে পুত্রের আশান্ত প্রাণে শান্তি দিলেন। রেডবর্ণ মনে মনে বোল্লেন "এখন হলে হয়।"

পর দিন আবার বাল্যভোজন। আবার সেই সভা, সপুত্র জমিদার দম্পতি, নবাগত অতিথি অতুলা ও তাঁর জননী, আর সেই আজন্ম-অবিবাহিতা নিরসপ্রাণা পিসি। বাল্য ভোজনের সময় প্রথামত সংবাদপত্র ডাকের চিঠি এসে হাজির। পত্ররাশির মধ্যে একখানি পত্রে রেডবর্ণের শিরোনাম। জমিদার বোল্লেন "রেডবর্ণ! তোমার এক খানা

পত্র আছে। পত্র দেখেই বুঝেছি, এ পত্র মিডিলটন হতে উকিল ফিচেল লিখেছেন। উকিল তিনি, তাঁর সঙ্গে আবার তোমার কি? দেখ।”

পিতাপুত্রের মাঝখানে পিসি। পুত্রকে চিঠি দিতে জমিদার হাত বাড়ালেন, ততদূর হাত ত যায় না, পিসি সেই পত্রখানা ভ্রাতার হাত হতে নিয়ে যেন ভ্রাতষ্পুত্রকে দিবেন, এই ভাবে পত্র খানা নিয়ে বোল্লেন “পোড়ব কি?” অন্যের উত্তরের অপেক্ষা না দিয়ে অতুলার মাতা বোল্লেন “তা পড়ুন না, তাতে আপত্তি কি? ছেলেদের এখন এমন কি গোপনীয় পত্র হতে পারে, যা তার আত্মীয়স্বজনের দ্রষ্টব্য নয়?”

পিসি তৎক্ষণাৎ পত্রাবরণ উন্মোচন কোরে পাঠ কোল্লেন। উকিলের পত্রে লেখা আছে,—

৭নং হাই-ষ্ট্রীট, মিডিল্‌টন্‌।
১৪ই জুন, ১৮৩৫।

বাদী—পিতর দেবীশ।
প্রতিবাদী—আর্চ্চবণ্ড রেডবর্ণ।

মহাশয়!

পিতর দেবীশের পক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, পিতর আপনার বিপক্ষে একটি ফৌজদারী মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। আপনি বাদীর স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং তিনি মোটা টাকার খেসারৎ আপনার নিকট পাইতে পারেন। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক ফেরত ডাকে আপনার নিয়োজিত উকিলের নাম লিখিবেন, এবং এই মকর্দ্দমার উপযুক্ত তদ্বিরের জন্য আদেশ দিবেন ইতি।

আপনার অনুগত ভৃত্য
ফ্রান্সিস্‌ ফিচেল।

“কাপ্তেন রেডবর্ণ”

কারও মুখে কথা নাই! পত্রপাঠ শেষ কোরে, আবার সেখানি ছিন্ন আবরণের মধ্যে রেখে যেন কিছুই হয় নাই, এই ভাবে পিসি সংবাদপত্র পাঠ কোত্তে লাগ্‌লেন।

রাণী বোল্লেন “চল অতুলা, আমরা প্রস্থানের আয়োজন করি।” তখনি তাঁরা আপনাদের জিনিসপত্র বাঁধা ছাঁদা কোরে নিলেন। আর নিষেধ করে কে?

ফুরাল! যে টকু স্তিমিত আশা থেকে থেকে রেডবর্ণের আঁধার মনে ক্ষীণ কিরণ দিচ্ছিল, তা নির্ব্বাণ হলো। অবসন্ন হৃদয়ে রেডবর্ণ ভ্রমণে নির্গত হলেন। সদর রাস্তার অদূরে এক বৃক্ষতলে উপবেশন কোরে রেডবর্ণ ভাবছেন, এমন সময় অতুলা ও রাণী

তাঁদের বড় বড় ঘোড়া যোতা জুড়ী গাড়ীতে রওনা হলেন। উদাসদৃষ্টিতে কতক্ষণ গাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে, শেষে রেডবর্ণ বোল্লেন "হায়! অতুলাকে হারালেম।"

একত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

সৈন্যদের খাস্ শুঁড়িখানা।

লুসী বড়ই চিন্তিত হয়েছে, দরখাস্তের পরিণাম ভেবে। বেতস নিতান্ত সহজ ব্যক্তি নয়! জগতের বুকে সে যে সব ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য কোরে সেরেছে, তা মানুষের পক্ষে সম্ভবে না। বেতস জীবন্ত সয়তান! বেতস নরকের জীবন্ত আত্মা! বেতস ইহজগতের সকল পাপ ভাণ্ডারের প্রধান ভাণ্ডারী! এই জন্যই লুসীরও প্রাণে এত ভয়! এ ভয় নিজের জন্য নয়, স্বামীপুত্রের জন্য। বেতস গেরেপ্তার হয়েছে, আইনের বিচারে সে চতুর্দ্দশ বৎসর কাল দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি পেয়েছে, এ সংবাদ লুসী জানে। তবে আর চিন্তা কেন? আজ লুসী সংবাদপত্র পাঠে জান্‌তে পেরেছে, বেতস পলাতক হয়েছে। তাতেই লুসীর এত চিন্তা।

মাঞ্চেষ্টরে আসার কয়েক সপ্তাহ মাত্র পরেই, লুসী প্রচুর কার্য্য পেয়েছে। কালীশে যেমন পেয়েছিল, তেমনি কাজ সে এখানেও পেয়েছে। শিল্পকার্য্যে তার দক্ষতা আছে, সংসার তাকে পুরস্কৃত না কোর্ব্বে কেন? ফ্রেডরিক নিত্য নিত্য বাড়ী আসেন। ফ্রেডী এখন ৬ বৎসরের, তার শিক্ষা ভার ফ্রেড স্বয়ং নিয়েছেন। দম্পতি আশা কোচ্ছেন, আবার তাঁরা সুখী হবেন।

পাপিষ্ঠ বেতসের চালানের এক পক্ষ পরে একদিন প্রাতঃকালে ফ্রেড কোনও জিনিসের জন্য দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে আস্‌ছেন, সেনাবিভাগের নিয়ম অনুসারে বাঁধি কদম শিক্ষার সময় প্রাতঃকাল, এ সময় ফ্রেড ত আসেন না। এখনি তাঁকে বাঁধিকদমে যোগ দিতে হবে, তা তিনি জানেন; তবে এলেন কেন? কেবল সেই তখনি প্রয়োজন হবে যে জিনিস, সেই জিনিসের জন্য। এসেই দেখেন সর্ব্বনাশ! লুসী অচৈতন্য হয়ে পতিত; গৃহস্বামিনী লুসীর সুশ্রুসা কোচ্ছেন, ফ্রেডী মাতার বুকের উপর মুখদিয়ে কাঁদতে কাঁদতে

মা মা বোলে ডাক্‌ছে, লুসী অচেতন! দেখেই ত ফ্রেডরিক অজ্ঞান। কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "একি, লুসী! প্রাণাধিকে! অকস্মাৎ আজ একি দুরবস্থা তোমার? কেন তুমি এমন হয়েছ প্রিয়তমে?"

পিতার কণ্ঠ স্বর শুনে আরও কেঁদে ফ্রেডী বোল্লে "ঐ পত্র খানা বাবা—ঐ পত্রখানা দেখেই মা এমন ধারা হয়ে গেছে।"

পত্রখানা নিকটেই পড়ে ছিল, ফ্রেড কুড়িয়ে নিয়ে পাঠ কোল্লেন। সেই পত্রে এই লেখা আছে,——

শ্রীমতী ফ্রেডরিক-পত্নি!

তোমার স্বামী আমাকে দেশ ছাড়া করিতে হর্দ্দমুদ্দ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমি তাহাতে যুগল রম্ভা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহাকে তুমি বলিও, সে যে তমোভরা বদ্‌মায়েসী চিটি আমাকে মিডিল্‌টন কারাপ্রাসাদে লিখিয়াছিল, আমি তাহা পাইয়াছি; এবং আরও বলিও যে, আমি তাহার মায় সুদ প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত থাকিব না। আমি তাহাকে জীবনের মত দাগী করিয়া ছাড়িব। আমি তোমাকে আর একটি গুপ্ত বিষয় জানাইব। যাহাকে তুমি স্বামী বলিয়া জান, সে একজন চোদ্দ পোয়া দাগী বদ্‌মায়েস। তুমি তোমার সেই ধার্ম্মিক ভর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিও যে, তাহার বাম হস্তের নীচে যে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণের বড় অক্ষরে দ লেখা আছে, তাহার কারণ কি?

তোমার স্বামীর চিরশত্রু

অবোধ বেতস।

পত্রপাঠ কোরে, ক্রোধে অধীর হয়ে, ফ্রেড বেতসের পত্রখানা খণ্ড খণ্ড কোরে ফেল্লেন। কাগজের টুকরার উপর সবলে পদাঘাত কোরে মনের বেগ শান্তি কোত্তে চাইলেন, পাল্লেন না। ইতস্ততঃ পদচারণ কোত্তে লাগলেন।

লুসী চৈতন্য লাভ কোরেছে। স্বামীকে দেখে লুসী উঠে বোস্‌লো? কাতর হয়ে বোল্লে "প্রাণাধিক! প্রাণ যে যায়।"

দারুণ কর্কশকণ্ঠে ফ্রেড বোল্লেন "লুসী, কাতর হয়োনা। পাপী আমি, ইংরাজ রাজ্যের কঠিনকঠোরশাসনে দাগী আসামী আমি, কিন্তু স্মরণ কর, তবুও আমি তোমার স্বামী।"

লুসী স্বপ্রকৃতি লাভ কোল্লে। মনে হলো, এখন তার স্বামী এখানে কেন? নিয়মিত সময়ে উপস্থিত না হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে যে। লুসী স্বামীকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই ফ্রেড দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। খুব দ্রুতপদে গিয়ে সৈন্যদলে যোগ

দিলেন। আর একটু বিলম্ব হলেই সর্ব্বনাশ হতো। উচ্চকর্ম্মচারীরা, যাদের উপর এই এতগুলি লোকের ন্যায় বিচারের ভার, তারাই যার শত্রু, তার বিপদ ভিন্ন কি দিন যায় ?

বাঁধিকদম শেষ হয়ে গেছে, ফ্রেডরিক ভগ্নমনে আপনার ঘরে ম্লান মুখে উপবিষ্ট! সেই ঘরে আর যে সব সৈন্য থাকে, তারাও এসে উপস্থিত হলো। পরিশ্রমের পর, সকলেই আপন থর্সান দোক্তার ধূম গ্রহণ কোত্তে বোসে গেল, ফ্রেডের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে চেয়ে একজন সৈন্য বোল্লে "ফ্রেড! তুমি দিন দিনই যে মুষড়ে যাচ্ছ! মনের যে আনন্দ, সে যে দিনদিনই তোমার ফুরিয়ে যাচ্ছে!"

"যাবে না?" দ্বিতীয় সৈনিকপুরুষ বহুদর্শিতার ভঙ্গিতে বোল্লে "যাবে না? যাবার কাজ কোল্লে যাবে না? চিম্‌নীতে কয়লা না থাক্‌লে কতক্ষণ আগুণ থাকে?"

"সে কেমন?" খুব ধীর ভাবে তৃতীয় সেনা জিজ্ঞাসা কোল্লে "সে কেমন? ধাঁধাটা ভেঙেই কেন বল না।"

"সে কারণ ত পড়েই আছে। মনে কর, আমার তহবিলে আজ পাঁচ টাকা মজুদ আছে; ক্রমান্বয়ে যে সকল নিত্য ব্যয়, যেমন, এই ধর না কেন, তামাক, দেশলাই, ব্রাণ্ডি, জিন, হলো দু এক দিন সোডা কি দুচার পেয়ালা দুধে চিনিতে চা, এই রকম; যদি সে তহবিলে আর টাকা না রাখ, কত দিন যায়? তোমরা বিশ্বাস কর না কর, আমার পিতা একজন খুব দেশবিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের মনের মধ্যে ঈশ্বর ঠিক ঈশ্বরী ওজনে এক ভরি হিসাবে আনন্দ দিয়ে রাখেন; তার পর সেই মনের তহবিলে আনন্দ জমা দিতে হয়, তবে ত দু দিন প্রাণ খুলে হেসে নিতে পারা যায়?"

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন কোল্লেন "সে আনন্দ কিরূপে জমা দিতে হয়?"

"তোমার দেখছি অতি নাবালক। কথাটা পোঁড়তে না পোড়তে বুঝে নিতে পার না? সে আনন্দ জমা হয়, এসংসারে যে সব আনন্দের জিনিস আছে, তারই ব্যবহারে। এখন বোধ হয় সভ্যমহোদয়গণকে আর বোল্‌তে হবে না, যে সে আনন্দ, বেশ পরিষ্কার তলপ্ তেজী তামাক, আর বিশুদ্ধ সুরা।"

"জান্‌লে ফ্রেড, তুমি তবে তাই কর। এই ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র অনুসারে তুমি বরং এক সপ্তাহ দেখ! আনন্দ পাও, চিরদিনের মত সুখের ব্যবস্থা ক'রো; না হয়, ছেড়ে দিও। তাতে ত আর নিষেধ নাই!"

একটা ছোঁড়া সৈনিক বোল্লে "বন্ধুর উপকার বন্ধুতেই কোরে থাকে। অবিশ্বাস কর যদি, তবে আমি স্বয়ং এই সভামণ্ডপে সৈনিকের বেশে এবং উচ্চকণ্ঠে এবং তীব্রস্বরে এবং ঈশ্বরকে সত্য জেনে বোল্‌ছি; উপকার যদি না পাও, মায় সুদ খেসারৎ টাকা,

আমার নিজ সঞ্চিত ধন হতে তুমি গণে নিও; তাতেও যদি অবিশ্বাস হয়, তুমি আমার ব্যাঙ্কের চেক্‌খানা অগ্রীমও নিজের পকেটে রাখ্‌তে পার।”

চিন্তায় অবসন্ন, যন্ত্রণায় মর্ম্মস্থান ক্ষতবিক্ষত, ফ্রেডের মনের বন্ধন ছিন্ন হলো। প্রাণের যন্ত্রণায় তিনি অধীর, প্রতিষেধ চেষ্টায় তিনি ব্যাকুল, প্রাণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে; এখন চিকিৎসা বা ঔষধের বিবেচনার অবসর নাই! ফ্রেডের তখন অর্থের অভাব নাই, লুসী প্রচুর অর্থই উপার্জ্জন কোচ্ছে; লুসীর যা কিছু, তা ত তাঁরাই; লুসী তাঁরই প্রীতির জন্য আপনাকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ কোরেছে, সুতরাং অকুতোভয়ে ফ্রেড একটি গিণি ফেলে দিয়ে বোল্লেন “নিয়ে এস। যত প্রয়োজন হয়, আনিয়ে লও। আমোদ হয় যদি, তবে সকলেই আমোদ কর।”

তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন। তখনি তখনি ফ্রেড ও তাঁর এই বন্ধুগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট অপরিষ্কার ঘরে—তেল কাপড় মোড়া দেবদারু টেবিলের উপর, সারি সারি ছটি বোতল! তারই পাশে সোডা আর জল। আবার তারই পাশে আমরি মরি, আধপোড়া একটা ভ্যাড়ার পা।

আনন্দ আছে। দু এক পাত্র উদরস্থ কোরে ফ্রেড দেখ্‌লেন, আনন্দ আছে। যখন তিনি কৃষকরূপে দারুপল্লির মাঠে কৃষিকার্য্য কোত্তেন, তখন তিনি একটা গীতের মহড়া শিখে নিয়েছিলেন, সেইটি তিনি অহঃরহ গাইতেন। আজ তিন বৎসরে সে গানটি তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, আজ সহসা সেটি মনে পোড়ে গেল! ফ্রেড বুঝ্‌লেন, আনন্দ আছে। লুসীকে একবার দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো; আনন্দ হয়েছে কি না, এ আনন্দ দেখাতে ফ্রেড লুসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। লুসী বুঝ্‌তে পাল্লে, স্বামী তার কি সর্ব্বনাশ কোরেছেন! যা অভ্যাস ছিল না, যে কার্য্য তাঁরা মন্দকার্য্য বোলে জেনে রেখেছেন, আজ কেন তিনি তেমন মন্দকার্য্য কোল্লেন! লুসী এ মন্দকার্য্যটা তার নিজের দোষেই যে ঘোটেছে, এই ভেবে বড় সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ফ্রেড মুক্তকণ্ঠে আত্মদোষ স্বীকার কোল্লেন; আরও স্বীকার কোল্লেন, আর তিনি এমন মন্দকার্য্য কখনও কোর্ব্বেন না। লুসীর হৃদয়ের আঁধার দূর হয়ে গেল।

দ্বাত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

গলির ভিতর আঁধার-বাড়ী।

কাপ্তেন ভগ্নমনে আবার সৈন্যদলে ফিরে এসেছেন। ক্ষেতীর আশা, অতুলার আশা, সকল আশাতেই ছাই; কাজেই ভগ্নমনোরথে রেডবর্ণ ফিরে এসেছেন। কুসংবাদ ঝড় হতেও দ্রুতগামী। রেডবর্ণের উপস্থিতির পূর্ব্বেই একটা রাউ উঠেছিল, আস্‌তে না আস্‌তে অবস্থাটাও ঘোষণা হয়ে গেল। রেডবর্ণ বন্ধুদলে মুখ পান না, তিনি কোরেছেন কি? বন্ধুগণ তাঁর অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করা, কি তাঁর অর্থে কেনা মদ অনুগ্রহ পূর্ব্বক খাওয়া, এ সব বন্ধ কোরে দিয়েছেন। রেডবর্ণের চরিত্র সম্বন্ধে বেশ একটা কল্পনা উঠেছে।

যাতে আনন্দ আসে, ভাঙা প্রাণ যাতে জোড়া লাগে, তা করাই ত চাই। সরকারী শুঁড়িখানায় পাঁচইয়ারের মধ্যে ফ্রেডরিক আজ টেক্কা ইয়ার। তিনিই এই বান্ধব-সমিতির সভাপতি। উগ্রসুরা, অনভ্যাস, ফ্রেড বড় উষ্ণ হয়ে উঠেছেন। এমন সময় লাঙ্গুলী আপনার নিত্যনিয়মিত এক পাত্র ঠাণ্ডা মদ পান কোরে, সেই সভার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোল্লেন!—বিদ্রূপ কোরে বোল্লেন "কি হে লায়েক সেনাপতি! তুমি নাকি শুঁড়িখানাকে নরক বোলে জান?" লাঙ্গুলী উত্তরের অপেক্ষা না কোরে আপন পদের মহিমা প্রতি পদবিক্ষেপ জানাতে জানাতে প্রস্থান কোল্লেন।

সন্ধ্যা হয় হয়, রেডবর্ণ সদর রাস্তায় পদচারণ কোচ্ছেন। হাতের ধরাণ চুরট হাতেই আছে। রেডবর্ণ অবাক হয়ে পথবাহিনী কুলি-মহিলাদের বিশেষতঃ কুলী বালিকাদের রূপ-সাগরে সাঁতার দিচ্ছেন। পাটের কলে কি কাপড়ের কলে যে সব মেয়ে-কুলি কাজ করে, এই তাদের ছুটির সময়। রেডবর্ণ অভ্যাস বশতঃ ঠিক এই সময় এই স্থানে এসে—অবশ্য সুদূরে অবস্থান কোরে তাদের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। তাঁরা যে বড় লোক!

দেখছেন, হটাৎ দূরে একটি ছেলে কোলে সুন্দরী! ছেলেটা কোলে থাকায় সুন্দরীর সৌন্দর্য্য যেন তত ফুটতে পাচ্ছে না, তত বড় ছেলে এখনও কোলে! রেডবর্ণ তবুও

দেখ্‌তে চোল্লেন। নিকটে গিয়ে দেখ্‌লেন; লুসী! পাপাত্মার পাপবাসনা উজ্জীবিত হলো, রেডবর্ণ একবার চার দিকে চাইলেন! কেহ কোথাও নাই! শুভ অবসর বুঝে রেডবর্ণ লুসীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। দেখেই লুসীর মুখ শুকিয়ে গেল!—ছেলে কোলে, হাতে বাজার বেসাত, উপায়! লুসী—কাতর হয়ে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার কোল্লে, এ কাতর আহ্বানেও প্রতিধ্বনি হলো না। আরও ভয় হলো! যতটুকু শক্তি, তত শক্তিতেই লুসী দৌড়! পশ্চাতে চাইবার অবসর নাই, দৌড়! লুসী প্রাণপণে ছুট্‌ছে। মাতার এই ব্যাকুলতা দর্শনে ফ্রেডী কাতর! প্রায় তিনটে মোড় ফিরে এসেছে, আর কত পারে? ৬বৎসরের ছেলের ভার বহন কোরে একটি অবলা কতক্ষণই বা দৌড়িতে পারে? হাত পা অবসন্ন হয়ে গেল, লুসী দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো। পাষণ্ড—নরকের কীট রেডবর্ণ এসে হাজির হলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লে "একটি কথা বই ত নয়, তাতে কিসের অমত? এত অধৈর্য্য হও কেন? ব্যয় কি তাতে? ক্ষতি কি? স্বামী তোমার এসব কি কোরে জান্‌তে পাবে?"

"দেখ রেডবর্ণ! সাবধান হও। আমর পুত্রের সম্মুখে তুমি আমাকে এমন কোরে অপমান করোনা!"

"এতে আর মান অপমান কি?"

অদূরে কিসের শব্দ হলো!—রেডবর্ণ ভীত হলেন, লুসী সেই অবসরে একটা খুব চীৎকার কোত্তেই রেডবর্ণ পলায়ন কোল্লেন। লুসীও আপনার বাসকুটিরে এসে পৌঁছিল। ফ্রেডী বাড়ী এসে জননীকে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কে তোমাকে মা অপমান কোরেছে?"

আর একটা গলিপথ অতিক্রম কোত্তে পাল্লেই রেডবর্ণও হাঁপ ছাড়ার অবকাশ পান। খুব দ্রুত পদেই যাচ্ছেন, হটাৎ কে এক জন বজ্রমুষ্টিতে তাঁর হস্ত ধারণ কোল্লে। এই বারই গেলেম ভেবে, রেডবর্ণ যেন এক খানা কাঠ! উত্তরই নাই! লোকটি বারম্বার সেনাপতি সম্ভাষণে কাপ্তেন রেডবর্ণের চৈতন্য সম্পাদন কোল্লেন; বোল্লেন "ভয় নাই। তোমার কোমরে ত একখানা তরবার আছে! আমি তোমার অনিষ্টকারী নই। আমি স্বীকার কোচ্ছি, লুসীকে তোমাকে আমি দিব, কিন্তু এক কথা; আমার একটা প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ কোত্তে হবে, কেমন স্বীকার আছ?"

লোকটা কি মন বুঝ্‌ছে না কি! ন্যাঃ—তা নয়।—এইরূপ সিদ্ধান্ত কোরে রেডবর্ণ বোল্লেন "সম্মত আছি, কিন্তু তোমার কি প্রার্থনা?"

"তবে এখানে নয়, আমার সঙ্গে এস।" ধরা হাত ছেড়ে দিয়ে লোকটি আগে আগে, রেডবর্ণ পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেন। যেমন গলি পথ, যেমন বিদ্‌ঘুটে রাত্, যেমন ঘুট্

ছুটে অন্ধকার ; রেডবর্ণ ভাবছেন, লোকটা আমাকে কাটুতে নিয়ে যাচ্ছেনা ত ! এ সংসার পাপের রাজ্য, লোকের মন বুঝা ভার !”

খুব একটা অন্ধকার বাগানের মধ্যে, একটা অতি পুরাতন বালিচুণখসা দরজা-জানালাহীন বাড়ী। এজগতে কতদিন হতে লোকে ইটকাঠের সাহায্যে বাড়ীঘর প্রস্তুত কোত্তে শিখেছে, এ যদি জান্‌তে হয়, তবে এই পুরাতন বাড়ীই তার প্রথম প্রমান রূপে গৃহীত হতে পারে। রেডবর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে তেমন রাক্ষসী বাড়ীতে প্রবেশ কোল্লেন। বাড়ীটাতে আবার কথা-কওয়া জীবের সম্পর্ক মাত্র নাই ! রেডবর্ণ সজ্ঞান কি অজ্ঞানে আছেন, নিজে নিজে তাই স্থির কোত্তে পাচ্ছেন না।

একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্থির ভাবে দাঁড়াতে বোলে, লোকটি আলো জ্বাল্‌তে গেল। খুব একটা ক্ষীণ বাতি, পয়সায় এক ডজন বাতি যা হকার ফিরিওয়ালারা বিক্রয় করে, তেমন একটি বাতির আলো নিয়ে লোকটা রেডবর্ণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো ! রেডবর্ণ বাল্যকালে পিসির মুখে যে সব ভূতপ্রেতিনীর মনোহর উপন্যাস শুনেছিলেন, লোকটির চেহারা দেখে সে সবই মনে পড়ে গেল ! ছাতিফাটা তৃষ্ণায় রেডবর্ণের বাক্‌-রোধ ! যথার্থই ভীষণ চেহারা ! সর্ব্বাঙ্গে পোড়ার দাগ ! নাকটা স্বাভাবিক্ নাকের প্রায় চতুর্গুণ, অত্যন্ত মোট—ঠিক কুষ্ঠরোগীর মত প্রকাণ্ড দেহ, তার স্থানে স্থানে আবার কাল কাল কিসের দাগ !

লোকটি হেসে বোল্লে “আমার চেহারা দেখে তুমি ভয় পেও না। ভগবান্ এই রকম চেহারা দিয়েছেন বোলেই আমি দিনের বেলা বেরুতে পারি না। বড়ই দুরবস্থায় পোড়েছি। অনাহারে রাস্তার ধারে বেওয়ারীশ মুদ্দ হয়ে পোড়েছিলেম, এখানকার ধার্ম্মিকা ভগ্নীরা দয়া কোরে আমাকে সাহায্য কোরেছেন ; কিন্তু আমি ব্যয়ভারে পীড়িত হয়ে পোড়েছি। তুমি যদি সাহায্য কর, তা হলে আমি নির্দ্দিষ্টদিনে ঠিক এমনই নির্জ্জন বাড়ীতে তাকে এনে হাজির কোত্তে পারি। তুমি তিন দিন পরে, এখানে এসে দেখ্‌বে, লুসী তোমার জন্য অপেক্ষা কোচ্ছে। কেমন, রাজী আছ ? অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করার এই দিব্য অবসর, আঁছ ? জেনে রাখ, নাম আমার স্মীথ্।”

রেডবর্ণ স্বীকার কোল্লেন। সমস্ত কথাবার্ত্তার পর রেডবর্ণ সেই রাক্ষসীবাড়ী-হতে মুক্তি লাভ কোল্লেন।

ত্রয়োস্ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

পাহারার ঘর।

আজ ফ্রেডের পাহারা। সৈন্যরাই নিয়ম অনুসারে সৈন্যদের পাহারা দেয়, সেই নিয়ম অনুসারে ফ্রেড পাহারা দিবেন, আজ আর রাত্রিতে তাঁর বাড়ী যাওয়া হ'চ্ছে না। নিত্যনিত্যই তিনি সুরাপান করেন, লুসীর অতি কষ্টের অর্জিত অর্থ পর্য্যন্ত ব্যয় করেন, লুসী মুখে কিছু বলেনা, কেবল ম্লান হয়ে যায়! ফ্রেড এতে বড় বিরক্ত। আজ আর ত বাড়ী যাওয়া নাই, আজ দেখা যাক, আনন্দের অবধি কোথায়। এই যুক্তিই স্থির যুক্তি বোলে জ্ঞান কোরে, আরও পাঁচটি ইয়ার নিমন্ত্রণ কোল্লেন। সন্ধ্যা হতে না হতে বান্ধব-সমিতির অধিবেশন, মহা ধূম! ফ্রেডরিক আজ কিছু ব্যয় কোর্ব্বেন, একজন সকল কাজেই মূর্ত্তিমান গোছ লোক ধাঁ কোরে সহর হতে কিছু তৈয়ারী খাবার—ক্রেতার লোকদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে যে সব হোটেলের অধিকারীরা শতকরা পঞ্চাশ টাকা কমিশন ধরাট দেন, তেমন সম্মানের হোটেলের তৈয়ারী খাবার, বেশ ভাল চূণের গরমে তেজী কড়া চুরোট, আর নূতন কলের বিলাতী পানি এনে হাজির কোল্লে। সন্ধ্যার পরই সমিতির কার্য্য আরম্ভ হলো।

সৈন্যবিভাগের সেই ন্যায়বান ধর্ম্মবতার বিন্দুহামের আদেশে, কাপ্তেন রেডবর্ণ আজ রোঁদগস্তে বেরিয়েছেন। সঙ্গে সার্জ্জনমেজর লাঙ্গুলী। দুজনেই বান্ধব-সমিতির দরজায় এসে দাঁড়াতেই, সৈন্যদল আপনাদের কায়দা মাফিক হুজুরে সেলাম জানিয়ে দাঁড়ালো। রেডবর্ণ গম্ভীর বদনে বোল্লেন, "মাতাল হয়েছ তোমরা? আর বিশেষতঃ ঐ যে সেনাটি—কি নাম তোমার হে—ফ্রেডরিক, হাঁ, তুমি, তুমি ত একদম্ বেহোঁস মাতাল হয়ে গেছ। জান, এর একটা শাস্তি আছে?" কাপ্তেন কিন্তু আজ সন্ধ্যাকালে কেবল মাত্র একটি পাকা বোতল সেরি, আধ বোতল পোর্ট, আর একটি ক্ষুদ্র এক সেরী ব্যেতলের এক বোতল খেনো, আর একশিশি ক্লারেট; আর এর সঙ্গে সামান্য তিন চার গ্লাস সোডা আর তার সঙ্গে একটু ব্রাণ্ডি; এই মাত্র পান কোরেছিলেন।

রেঁডবর্ণ আর কিছু না বোলে, সেনাদের এই অবৈধব্যবহার প্রধান বিচারপতির নিকটে আরজী কোল্লেন। বিচারে ফেডের এক সপ্তাহ অন্ধকূপে বাস, এই শাস্তির বিধান হলো। ফেড এ শাস্তি শিরোধার্য্য কোরে নিলেন; সমস্ত ব্যাপার লুসীকে জানালেন।—এক সপ্তাহ পরে আবার তিনি যেমন নিত্য নিত্য বাড়ী যেতেন, তেমনি যেতে অনুমতি পাবেন, এ সপ্তাহটা লুসী যেন আর সেনানিবাসে না আসেন। লুসী তবুও শোনে নাই। সে এক দিন সেই ছেলে ঘাড়ে কোরে—ফেডের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এঁসে, দেখে শুনে গেল।

সেনাদলের সবাই চটে গেছে। "কিসের এত বাঁধা বাঁধি? তোমাদের ত আমরা ক্ষতি করি নাই; যুদ্ধে প্রাণ দিতে এসেছি বোলে কি প্রাণে আমাদের সক্ নাই? আমরা কি জীবন্তে শব হতে এসেছি নাকি?" আর এক জন বোল্লে "আর এক স্থূলকথা বলি; বলি, আমারাই ত পদ দিয়েছি! প্রজা না থাক্লে রাজার আবার রাজত্ব কি? সেনা না থাক্লে আবার সেনাপতি কি? আমাদের নিয়েই ত বড়াই, আবার আমাদের উপর এত জুলুম, এত বেইমানী কি সহ্য হয়?"

"কোনও দেশে এমন নাই।" এক জন বয়ঃজ্যেষ্ঠ বয়স্ক সেনানী বোল্লে "আমি যা বলি; কোনও দেশে এমন নিয়ম নাই। মনে কর, রাজায় প্রজায়; সেনায় সেনাপতিতে ভাবান্তর থাক্লে কি প্রাণের মিল হয়? কোন্ দেশে এমন ভীষণ নিষ্ঠুরতা এমন নির্দ্দয়তা আছে, বল না? ফরাসা দেশে দেখ, রক্ষকগণ প্রতিবৎসর কি দু বৎসর অন্তর আমার ঠিক স্মরণ নাই, রাজা নির্ব্বাচণ করে। তাদের সে পদের মধ্যে যথার্থ শান্তি আছে। ইউনাইটেডষ্টেট, আহা! আমেরিকার সবাই স্বাধীন! আমেরিকার সেনার তুলনায় জগতের মাথা হেঁট! এত অত্যাচার কি সহ্য হয়? কোন্ দিন একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে যাবে।" সেনাদের এই প্রকার মনের ভাব।

সেনানিবাস হতে প্রত্যাগমন কোরে লুসী এখন দিবসের অপরি সমাপ্ত কার্য্য শেষ কোর্ব্বেন মনস্থ কোচ্ছেন, ফ্রেডা নিদ্রায় অবিভূত, একটি বর্ষিয়সী রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। রমণীর মুখ দেখেই শঙ্কিত হয়ে লুসী জিজ্ঞাসা কোল্লে "আপনি কে? যেন কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছেন!"

"যথার্থই অনুমান কোরেছ। অবস্থার দোষে আজ দুঃসংবাদ নিয়েই তোমার সঙ্গে আমার দেখা কোত্তে হয়েছে। পিতা তোমার বড় রুগ্ন। তিনি তোমার অপরাধ সব ক্ষমা কোরে—তোমাকে দেখতে এসেছেন, সন্ধ্যার সময়। যথার্থই সমান্ত পীড়িত হয়েছিলেন, এখানে এসেই বৃদ্ধি। যদি জীবন্ত দেখ্তে চাও, আমার সঙ্গে এস।"

"এখনি যাব।" বোল্তে বোল্তে বেশপরিবর্ত্তন কোরে লুসী রমণীর সঙ্গে যাত্রা কোল্লে। যাবার সময় গৃহস্বামিনীর উপর ফ্রেডীর রক্ষা ভার দিয়ে গেল। অসংখ্য

গলি রাস্তার ভিতর দিয়ে, লুসীকে নিয়ে রমণী এক প্রকাণ্ড অন্ধকার বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গেল! দোতালার উপর একটি গৃহ, বাতির আলোকে গৃহ আলোকিত! শয্যার উপর মষারী ফেলা। বোধ হয় যেন, রোগী তারই মধ্যে আছে। লুসী মষারীর দিকে যেতে না যেতে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লুসী মষারী তুলে দেখ্লে, কেহ নাই! দরজা বন্ধ! কারাগারে বন্দিনী হয়ে উচ্চৈঃস্বরে একবার লুসী বোল্লে "পিতা! তুমি কোথায়?" লুসীর আর জ্ঞান নাই!

চতুস্ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

ফাঁদ।

ফ্রেডরিক নির্জ্জনে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আপন মনে স্বগত চিন্তা কোচ্চেন, কেন আমি দিন দিন আপনার কাছে আপনি যেন শঙ্কিত হয়ে পড়ি? নিশ্চয়ই আমার এ দুর্ব্বলতা! এই বিশাল ইংরেজরাজ্যে মদ না খায় কে? তামাক না খায় কে? তবে আমি স্ত্রীর সম্মুখে এমন দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় দি কেন? এবার হতে স্পষ্টই বলা যাবে, হাঁ, আমি সুরাপান কোরে থাকি। তামাক আমি খাই। কি হবে তাতে? ভদ্রলোকের ঘরে সুরা তামাকের একটা খরচ থাকেই থাকে। লুসীর তাতে কি আপত্তি হতে পারে? এবার হতে বাড়ীতেই মদের ভাণ্ডার থাক্‌বে। যখন খাওয়া যাবে, ইচ্ছামত একআধগ্লাস খাওয়া যাবে। তাতে আনন্দ যথার্থই যখন পেয়েছি, তখন কি এ আনন্দের ওষুধ ছাড়তে আছে?"

যথানিয়মে সন্ধ্যার সময় সুরাপান কোরে আনন্দিত হয়ে—অন্য সৈন্যদের সঙ্গে ফ্রেড শয়নের ব্যবস্থা কোর্ব্বেন, মাথার টুপিটা মাত্র খুলেছেন, এমন সময়, একটি লোক দরজায় আঘাত কোল্লে। অন্য একজন সৈনিকপুরুষ সঙ্কেত অনুসারে দরজায় গিয়ে জান্‌লে, ফ্রেডের নামে একখানা পত্র আছে। ফ্রেড শুনেই দরজায় এলেন। পত্র খানা [illegible]য়ে পাঠ কোল্লেন। পত্রে লেখা আছে,—

তোমার স্ত্রীর নামে খুব গুরুতর ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তোমার স্ত্রী প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এমন স্থানে নীত হইয়াছেন, যেখানে তাঁর ধ্বংস নিশ্চয়। এখন তুমি ছুটিয়া

গেলেও আর বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। বিশেষ তিনি যে কোথায় গিয়াছেন, সে বাটির কেহই তাহা বলিতে পারিবে না, কিন্তু যদি তুমি আমার সহিত এখন দেখা করিতে ইচ্ছা কর,তবে অবিলম্বে আসিবে, আমি সে স্থান দেখাইয়া দিব। তোমাদের সেনা-নিবাসের শতহস্ত মাত্র দূরে ইউতরুর অন্ধকারে আমি অপেক্ষা করিতেছি। তুমি এখনি আসিতে চেষ্টা করিবে।

একটি বন্ধু।

পত্রপাঠমাত্র ফ্রেড আবার টুপি নিয়ে দ্রুতপদে যাত্রা কোল্লেন। সহসৈনিকগণ স্মরণ করিয়ে দিলে যে, তিনি এখন অন্ধকূপে আছেন, অতএব এ সময় বাইরে যাওয়া সমূহ বিপদজনক; ফ্রেড একথা গ্রাহ্যই কোল্লেন না। দরজার প্রহরীর কথাও না। দ্রুতপদে এসে যথাস্থানে সেই অপরিচিত লোকটীর সঙ্গে মিলিত হলেন, দ্বিরুক্তি মাত্র না কোরে ফ্রেড তার পশ্চাদ্বর্ত্তি হলেন। খুব অনেক দূরে, নগরের এক প্রান্ত ভাগে, একটা অন্ধকার বড় বাড়ীর সম্মুখে এসে অপরিচিত লোকটি বোল্লেন "যাও, দরজায় আঘাত করগে যাও। যেমন দরজা উন্মুক্ত হবে, অমনি প্রবেশ কোর্ব্বে। উপরের দক্ষিণদিকের ঘরে প্রবেশ কোর্ব্বে। দরজা যদি চাবী তালায় বন্ধ থাকে, পদাঘাতে চূর্ণ কোরে লুসীকে উদ্ধার কোর্ব্বে। ভয় পেওনা, বাড়িতে দুই তিনটি স্ত্রীলোক আছে মাত্র।" এই বোলে অপরিচিত বন্ধু প্রস্থান কোল্লেন। ফ্রেড ঘন ঘন দরজায় গভীর আঘাত কোল্লেন। একটি বর্ষিয়সী স্ত্রীলোক দরজা খুলে দিতেই ফ্রেড গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। স্ত্রীলোকটি—চিৎকার কোরে ফ্রেডের হাত দুখানি যেমন শক্তি তেমনি বলে বলপূর্ব্বক ধোরে বোল্লে "কোথায় যাবে তুমি? পরের বাড়ীতে এত রাত্রে প্রবেশ কোত্তে তোমার কি ভয় হয় না?" ধাক্কা দিয়ে মাগীটাকে সরিয়ে দিয়ে ফ্রেড উপরে উঠলেন। বাস্তবিকই দরজা বন্ধ। পদাঘাতে কারাগৃহের অবরোধ ভগ্ন কোত্তেই, লুসী এসে বাহুর দ্বারা ফ্রেডের কণ্ঠদেশ ধারণ কোল্লে! এমন বিপদে এত আনন্দ, লুসীর মুখে বাক্য সরে না। কাল বিলম্ব না কোরে—লুসীকে একরকম টেনে নিয়ে ফ্রেড বাইরে এলেন। কাঁপতে কাঁপতে লুসীকে বাড়ীতে রেখে ফ্রেড প্রস্থান কোল্লেন। যাবার সময় বোলে গেলেন, "লুসী; ইংরাজের রাজ্যে বিচার আছে কিনা, আমি এবার তার পরীক্ষা নিতে চোল্লেম।" লুসীর ভাবনা, আজ আবার আর কি নূতন বিপদ বা ঘটে।

সেনানিবাসের এক নির্জ্জন অংশে একটি সজ্জিত গৃহে ফানুস বাতি জ্বলছে, টানা পাখা চোল্‌ছে, সংবাদ দিয়ে ফ্রেড সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন।—প্রবেশ কোত্তেই দেখলেন, যেন একটা লোক বিচারপতি বিন্দুগ্রামের নিকট হতে উঠে গেল।

গোলাপী চুরোটের ধুমপুঞ্জ কুণ্ডলিত কোরে ত্যাগ কোরে বিন্দুহাম বোল্লেন "দাগি! খবর কি তোমার ?"

"মহাশয়, আমি আপনার কাছে সুবিচারের প্রার্থনায় এসেছি। যদি তা আপনার ক্ষমতায়ত্ব না হয়, আমি অন্যত্র তার চেষ্টা পাব।"

"রাগ কেন অত ? আগে ব্যাপারটাই বল, আমার মতামতের জন্য অপেক্ষা কর, আদেশ যা হয়, শ্রবণ কর ; তার পর অন্যত্র যাওয়া না যাওয়ার ব্যবস্থা। এখন বিষয়টা কি বল দেখি, ব্যাপারটা কি ?"

"মহাশয় ! বিচারপতি ! রাগ কোর্বেন না। আপনি যদি বিবাহ কোত্তেন, আপনার যদি স্ত্রীপুত্র থাক্‌তো, তা হলে বুঝ্‌তে পাত্তেন, আমি এখন কি মর্ম্মযাতনা ভোগ কোচ্ছি। প্রাণের মধ্যে আমার দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি জ্ঞান হারিয়ে বসেছি।"

"এ সব কথা কাব্যনাটকে মন্দ হয় না, কিন্তু এটা রঙ্গভূমি নয়, ন্যায়বিচারের আদালত ; এখানে বাজে কথায় আমরা মূল্যবান সময় নষ্ট করি না।"

"লজ্জায় বাধে বোলেই বাজে কথার সূচনা। আপনার কাপ্তেন রেডবর্ণ আজ এক নির্জ্জন গৃহে আমার স্ত্রীকে বন্দী কোরে রেখেছিল। অভিপ্রায় ছিল, পাষণ্ড তার সতীত্ব নষ্ট করে।"

"তার পর তুমি তাকে উদ্ধার কোরেছ ? পাপাত্মার মনোরথ অবশ্য পূর্ণ হয় নাই ?"

"না বিচারপতি, তা হয় নাই। আমি তাকে উদ্ধার কোরেছি।"

"কি কোরে জান্‌লে তুমি ?"

"কোনও অজ্ঞাত বন্ধু এক খানা পত্র লিখেছিলেন, পত্র দ্বারা সমস্ত অবস্থা জানিয়েছিলেন, এই সেই পত্র।" ফ্রেড সেই অপরিচিত বন্ধুর পত্রখানি বিচারপতির হাতে দিলেন। পাঠ কোরে—পত্রখানা টেবিলের উপর রেখে বিন্দুহাম বোল্লেন "অবশ্য এর বিচার হবে। কাপ্তেন যদি দোষী হন, তার বিচার আমি অবশ্য কর্ব্বো, সেই সঙ্গে তোমার বিচারও হবে।"

"আমার কি অপরাধ ? যিনি কাপ্তেন, আমি তাঁর অধীনস্থ এক জন দরিদ্রসেনা ; আমি স্ত্রীপুত্র নিয়ে তার সেবা কোত্তে বাধ্য ; কেমন, এই ত আপনার বিচার ? এই ত আপনার আদেশ ? এই ত আইন ?"

কথায় কথায় টেবিলের উপরকার একটা কাগজের টুক্‌রা দেশলায়ের আগুনে ক্রিড়াচ্ছলে দগ্ধ কোত্তে কোত্তে বিন্দুহাম বোল্লেন "স্মরণ কর, ফ্রেডরিক ! বারম্বার তুমি সম্রাটের সিংহাসনকে অপমান কচ্ছো, তুমি দোষী নও ? ইংরেজরাজের প্রজা তুমি, ইংরেজরাজের সেনা তুমি, ইংরেজ আইনে তুমি বাধ্য আছ। ইংরেজ আইনে তুমি অন্ধকূপবাসের শাস্তি

পেয়েছ, সেনানিবাস ত্যাগ কোত্তে নিষেধ আছে, কেন তুমি সে আদেশ অগ্রাহ্য কোল্লে? এ শাস্তি বড় গুরুতর! দাগী আসামী তুমি, তোমার দোষের পরিমাণ অনুসারে শাস্তির পরিমাণও বৃদ্ধি হবে। তবে হাঁ, আমি তোমার মনের দুঃখ বুঝেছি, দুঃখিত হয়েছি আমি; আমার ইচ্ছা, তুমি আজ মুক্তি পাও। কাল হতে তুমি তোমার বাড়ী যেতে পাবে। যা হয়েছে, ভুলে যাও।"

"এই কি বিচার! জগতের সম্মুখে আমি বলি, এই কি বিচার! দিন মহাশয়, আমার সেই কাগজ খানা দিন।"

"হাঁ, তা নিয়ে যাবে বৈ কি! সে পত্রখানা অবশ্য তুমি পাবে বৈ কি! এই না ছিল এখানে; ওহোঃ—বড় ভুল কোরেছি ফ্রেড, কথায় কথায় কাগজ খানা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি! সেই ত, বড় ত অন্যায় কাজ হয়ে গেল।"

দারুণ ক্রোধের পদাঘাতে গৃহমধ্যে একটা গুম্ গুম্ শব্দ তুলে—পদাঘাতের প্রতিধ্বনিতে বিন্দুহামের হৃদয়ে পদাঘাত-প্রতিশব্দ তুলে, ফ্রেড গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। যখন ফ্রেডের তিরোধান, অমনি পাশের ঘর হতে রেডবর্ণের আবির্ভাব। হাসতে হাসতে রেডবর্ণ এসে কেদারায় বোসে, ধরান চুরোটটা অজ্ঞাতভাবে ছুড়ে ফেল দিয়ে বোল্লেন 'যথার্থ বন্ধুর কাজ তুমি কোল্লে ভাই। কাগজ খানা যে পুড়িয়ে দিয়েছ, এইটিই হয়েছে নাকুল কাজ। চমৎকার কাজ হয়ে গেছে, আমি তোমার শাসনকার্য্যে পরম প্রীত হয়েছি।"

আত্মপ্রশংসা শ্রবণে পরমপুলকিত শাসনকর্ত্তা বিন্দুহাম বোল্লেন "এখন তুমি আমাকে প্রীত কর। যে বিপদে পোড়েছিলে, হয় ত তোমার শরীর সম্বন্ধে একটা কষ্টজনক ব্যাপার হয়ে যেত, রক্ষা কোরেছি। আর কোনও চিন্তা নাই। যদি এর পরও কোনও প্রতিকারের চেষ্টা ফ্রেডরিক করে, তখনও আমি আছি। এখন দাও; হাজার টাকা আমার দরকার।"

"তা আর দিব না? যখন প্রতিজ্ঞা কোরেছি আমি, আর কি তা এখন রদ্ কোত্তে পারি? পাঁচশ আমার ব্যাঙ্কে মজুদ আছে, এই তার চেক্; আর কালই পিতাকে আমি বাকী পাঁচশ অবিলম্বে চাই বোলে পত্র লিখ্‌বো, তাকে এমন ফাঁদ পাতা থাক্‌বে যে, লিখ্‌তেই টাকা।"

অন্যান্য প্রসঙ্গের পর, শিশের শব্দে একটা নাচের ছন্দে গান ধোরে রেডবর্ণ বিদায় হলেন। কার্য্যসিদ্ধিতে আরামের শরীর, শীঘ্রই বিন্দুহামকে নিদ্রার ঘোরে ডুবিয়ে দিলে; রজনী কিন্তু প্রভাত হলো।
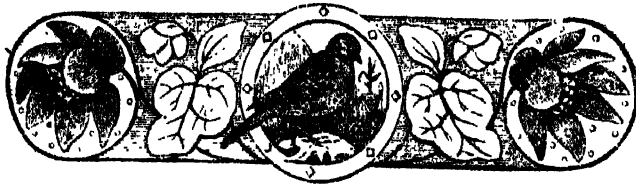
পঞ্চত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

মত্ততা ঈর্ষা ও বঞ্চনা।

ফ্রেডরিকের নিদ্রাহীন নিশা প্রভাত। ফ্রেড স্থির কোরেছেন, না, একথা গোপন রাখাই ভাল। প্রকাশ্য ভাবে মকর্দ্দমা, তাতে স্ত্রীর সম্মানের হানী আছে; তবে যদি সময় হয়, যদি সুযোগ সুবিধা ভাগ্যক্রমে ঘটে যায়, তখন সে কথা। ফ্রেড প্রভাতেই লুসীর সঙ্গে দেখা কোরে এলেন, সমস্ত ঘটনা জানিয়ে এলেন, যে জন্য প্রকাশ্য ভাবে প্রতিকার নিবেন না, তাও জানালেন, লুসীরও এই মত। কি জানি, এ পাপসংসারে নির্দ্দোষীরাই ত সর্ব্বদা দোষীর শ্রেণীতে গণ্য হয়।

অভ্যাসে অবস্থার পরিবর্ত্তন। মদে তামাকে অভাগা ফ্রেড দিনদিনই সিদ্ধবিদ্য হয়ে উঠ্‌লেন। এমন দিন তাঁর বর্ত্তমানের জীবনাতে ঘটে নাই, যে দিন তিনি প্রকৃতিস্থ ভাবে অতিবাহিত কোরে পেরেছেন! কি জানি, কখন প্রয়োজন হয়, এজন্য আজ কাল চুরোট দেশলাই আর ছোট একটি বীর সরাবের শিশি সর্ব্বদাই ফ্রেডের পকেটে পকেটেই চলে। নেশায় প্রকৃতি বিপর্য্যয়, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যার উদয়। আজ-কাল অতি সুন্দর মিথ্যা কথা, অতি বিশ্বাসযোগ্য প্রতারণা, সহজ-প্রতিপাদ্য মিথ্যা তর্কযুক্তি, ফ্রেড যেন তার ভাণ্ডারী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। অতি শোচনীয় অধঃপতন!

নেশার রাগ। নেশায় মানুষকে উষ্ণ রাখে। লুসীর প্রতিও ফ্রেড সর্ব্বদা প্রসন্ন থাক্‌তে পারেন না। কি কথার কি জবাব দেন, কোন্ উত্তরের কি অর্থ করেন, তা তিনি নিজেই বুঝ্‌তে পারেন না। ন্যায় বোলেও অন্যায় বোধে লুসীকে দু একটা শক্ত কথাও বোল্‌তে বাধ্য হন। অভাগিনী কি উত্তর করে? সাধ্য কি? লুসী কেবল কেঁদেই সারা হয়ে যায়! কেঁদে অভাগিনী জন্মগ্রহণ কোরেছে, কেঁদেই জীবন কাটাবে। লুসীর ক্রমেই মুখ বন্ধ হয়ে এল। কথা কইলেই যখন রাগ, তখন কি কোরে লুসী কথা কয়! সে ত স্বামীর প্রাণে ব্যথা দিতে চায় না; স্বামীর মনের অসুখ ঘুচাতে লুসী জীবন দিতেও ত কাতর নয়!

দিন দিনই লুসী রুগ্ন, দিন দিনই লুসী চিন্তিত, দিন দিনই লুসী মর্ম্মদাহে-কাতর।

লুসী ত পরিশ্রমে কাতর নয়! লুসী ভাবে, স্বামী তার সন্মুখে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে, লুসীকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বলুন, লুসী তাতেই অম্লানবদনে প্রস্তুত। আজকাল স্বামী তেমন কথা বলেন না বলেই, লুসীর এখন সামান্য কার্য্যেই পরিশ্রম বোধ হয়। লুসীর পরিচ্ছন্ন ঘরো, লুসী কখনও অপরিষ্কার ভাল বাসে নাই; আজ তিন দিন লুসী কার্পেট খানির দিকে চাইতেও অবসর পায় নাই। আগে কাজ ছিল কত? গৃহঘর পরিষ্কার, পরিচ্ছদ আভরণ পরিষ্কার, স্বহস্তে স্বামী পুত্রের জন্য রন্ধন, এদানি ফ্রেড আর বড় পড়াতেন না, কাজেই পুত্রের অধ্যাপনা, তার উপর তত দুরূহ সূচীকার্য্য। এত কাজে লুসীর ক্লান্তি ছিল না। আর এখন লুসী সামান্যতেই কাতর হয় কেন? লুসীর বুক ভেঙ্গে গেছে! স্বামীর দিকে চেয়ে—লুসী সারারজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করে! সময়ে পানভোজন লুসী ভুলে গেছে। রাত দিন কখন যায় আসে, লুসী এখন আর সে সংবাদও রাখে না। তার সেই তত পরিশ্রমের অর্থ—কেবল মাতাপুত্রের সামান্য আহার ভিন্ন সকল অর্থই লুসী স্বামীর বদ খেয়ালীতে সঁাপে দিয়েছে, ছি ছি! তবুও যে সে স্বামীর একবার হাসি মুখখানি দেখ্‌তে পায় না।

সন্ধ্যা হয়েছে, মুখে চুরোট দিয়ে চঞ্চলপদে ফ্রেডরিক বাসাবাড়ীতে এসে দর্শন দিলেন। আজ একটু মাত্রাধিক্য হয়েছে. ফ্রেড গৃহে এসেই বোসে পোড়লেন। আর একটি নূতন চুরোট ধরিয়া ফ্রেড বোল্লেন "তিন দিন পরে আমাদের সেনাদল মিডিল্টন যাবার অনুমতি পেয়েছে। কাল প্রাতেই তুমি ফ্রেডীকে নিয়ে চোলে যাও। আগে গিয়ে বাসাবাড়ী স্থির কোরে রাখ্‌লে, আমি আর সেখানে কোনও অসুবিধায় পোড়বো না। কেমন, এই যুক্তিই ত স্থির যুক্তি?"

"আনন্দের সহিত তোমার আদেশ আমি শিরোধার্য্য কোরে নিলেম। তুমি যখন বোল্‌ছ, তখন কালই আমি যাত্রা কর্ব্বো।"

"এখন দেখি, তহবিলে আমাদের কি মজুদ আছে। তোমার ডেস্কটাও খুলে ফেল, দেখি। আমাকে এখনি আবার সেনানিবাসে যেতে হবে, এখনি এখনি আমাদের গমনের আয়োজন কোত্তে হবে।"

লুসী তৎক্ষণাৎ আপনার ডেস্ক খুল্লেন, অর্থ কি পরিমাণ মজুদ আছে, ফ্রেড নিজেই তা গণনা কোর্ল্লেন, ঠিক হলো না; শেষে লুসীকেই গণনার ভার দেওয়া হলো। গণনা শেষ হতেই ফ্রেড জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কত আছে?"

"এক মজুদ আছে এক পাউণ্ড, যে টাকা আমি দর্জ্জিবাড়ী জমা রেখেছি, সেই পাঁচ পাউণ্ড, আর এখনও যে মজুরী আমার পাওনা আছে, তাও ধর এক পাউণ্ড, তা হলে সর্ব্বসাকুল্যে আমাদের মজুদ এখন প্রায় ৭ পাউণ্ড।"

"কুল্যে সাত পাউণ্ড! কেন, আমরা যখন কালীশ-হতে আসি, তখনি ত আমাদের ৬০ পাউণ্ড মজুদ ছিল; তার পর এখানে ত কেহ বোসে নাই, সে সব তবে গেল কোথা?" তীব্রস্বরে—সন্দেহের ভাষায় ফ্রেডের এই প্রশ্ন! জীবন দিয়ে যেখানে বিশ্বাস, টাকার জন্য সেখানে অবিশ্বাসের ছায়া পোড়লো!

অশ্রুভারে সকাতরে লুসী বোল্লে "এখানে খরচ যে বেড়ে গেছে। তবে এখানে আর ঋণ নাই। এক সপ্তাহের বাড়ী ভাড়া যা দেনা; তা শেষ কোরে যা থাক্‌বে, তাতেই আমরা মিডিল্‌টনে গিয়ে বাসাভাড়া নিতে পার্ব্ব। আমি বরং ফ্রেডীকে নিয়ে গাড়ীর ছাতের উপরে যাব, তাতে ভাড়াও খুব কম লাগবে।"

"তা হোক, কিন্তু এত টাকা যে আমাদের খরচ হয়ে গেছে, তা কি বিশ্বাসযোগ্য? কি এমন খরচ?—তাতে কি এত টাকা যেতে পারে? আমি ত তোমাকে বারম্বার বোলেছি, আমাকে তুমি ন্যাকা বুঝিও না; ব্যাপারটা ভাল মন্দ যেমনই হোক্, খুলে স্পষ্ট স্পষ্ট বোলো।"

একি প্রাণে সহ্য হয়? দারুণ মর্ম্মদাহ অন্তরের মধ্যে লুকিয়ে লুসী বোল্লে, "যা গেছে, তাই গেছে। এখানকার এই সব তৈজসপত্র, এ সমস্তই ত নূতন কিন্‌তে হয়েছে। তার পর আহার; তাও যে খুব বেশী বেশী আমরা খেয়েছি, তাও নয়। এ ছাড়া সেই বিপদের সময় তুমি যখন বড় দুর্ব্বল হয়ে পোড়েছিলে, তখন তোমার জন্য যে খাবার প্রস্তুত কোরে নিয়ে যেতেম—।"

"আমি তোমাকে ত সে সব খাবারের কথা একদিনও বলি নাই। কেন তুমি সেনা-নিবাসে খাবার নিয়ে যেতে? এমনি কোরে তুমি সব উড়িয়ে দিয়েছ। গরহিসাবী ব্যয়ে তুমি অনেক টাকা বরবাদ কোরে ফেলেছ দেখ্‌ছি,—হুঁ, সব আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি।"

আর অশ্রুজল নিবারণ হলো না! ফ্রেড উপস্থিত আছেন, তথনি নিজের নেত্রজল নিজেই মার্জ্জনা কোরে লুসী বোল্লে "প্রাণাধিক! তুমি কি মনে কর, আমাদের এই সামান্য আয়ের এক কপর্দ্দকও আমি আমার নিজের সুখের জন্য ব্যয় কোরেছি? কাতর হয়ো না। এখানে যেমন পেয়েছি, সেখানেও তেমনি কাজকর্ম্ম আমি পাব; অর্থের জন্য তুমি চিন্তা করো না।"

বিরক্ত হয়ে, বিরক্তিমাখা কথায় অপ্রকৃতিস্থ ফ্রেডরিক উত্তর দিলেন "যা তোমার ইচ্ছা, তাই কর। আমি কিন্তু আর হয় ত আস্‌তে পার্ব্ব না, যেও তোমরা।"

মর্ম্ম পীড়িতা লুসী তথাপি বোল্লে "কাল প্রাতেও কি তুমি আস্‌তে পার্ব্বেনা? এখনও সময় আছে, কাল অপরাহ্নে গেলেও ক্ষতি হবে না। এই সময়টা তুমি কি আর একবার ফ্রেডীকে দেখ্‌তে আস্‌তে পার্ব্বে না?"

"সন্দেহ।" এই বোলে ফ্রেডরিক প্রস্থান কোল্লেন। ফ্রেডী এতক্ষণ কিছুই বুঝ্তে পারে নাই। অবসর পেয়ে, মাতার প্রতি অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বালক জিজ্ঞাসা কোল্লে "মা! পিতা কি তবে আর আস্বেন না?"

"অভাগিনীর সন্তান! চিন্তা কি বাপ্। পিতা তোমার দয়াময়, তিনি কি তোমাকে ভুলে থাক্তে পারেন?" জননীর স্নেহচুম্বনে বালকের মনের ভার দূর হলো, জননীর ক্রোড়েই বালক নিদ্রায় অচেতন। সময় এখনও আছে, কিন্তু ফ্রেডরিক এখন স্ত্রীপুত্রের সংসর্গ অপেক্ষা সুরা ও তামাকের সংসর্গে অধিকতর সুখী। তিনি এখন যা কিছু স্ত্রীপুত্রের প্রতি সদয়, সেটা অভ্যাস বশতঃ, প্রাণের আকর্ষণে নয়। এই সকল বিষের যে জন্মদাতা, তার সদ্গতির জন্য নরকদ্বার উন্মুক্ত থাকা আবশ্যক।

সুঁড়িখানায় দেনা পোড়ে গেছে। যে সকল খরিদদার বেনিয়ম জিনিস ধারে নিয়ে থাকেন, দোকানীরা তাদের প্রতি বড় সদয়, বড় কৃতজ্ঞ, বড় অমায়িক। ফ্রেড ছিলেন, সুঁড়িখানার বেবরাদ্দ উঠ্না ক্রেতা, সুঁড়িখানার মালিক সুতরাং সর্ব্বদাই তাঁর কাণে, তিনি যে খুব ধার্ম্মিকলোক, খুব বড়লোক, একথা শোনাতেন। আজ বিদায় কালে সেই সদাসত্যভাষী সুঁড়িমহাশয় যে ফর্দ দাখিল কোরেছেন, তা দেখেই ফ্রেডের চক্ষু স্থির! তবে আশার মধ্যে, সুঁড়ি স্বীকার পেয়েছে, টাকাটা শোধ হয়ে গেলে, তিনি এক বোতল খুব তেজাল ব্রাণ্ডি ফ্রেডকে উপঢৌকন দিবেন। ফ্রেড সেই আনন্দে অধীর হয়ে পুনরায় প্রাতে লুসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। পাকা দোকানী যারা, তারা মানুষ চিনে ব্যবসা করে। বিশেষ যারা মানুষ চিনে ধার দেয়, তারা লোক্সান্ও খায় না। ফ্রেডকে অর্থ আন্তে পাঠাবার সময় সুঁড়ি এক পাত্র প্রথম চোলাইকরা অতি তীব্র দেশীমদ বিনামূল্যে উপহার দিয়েছিল, ফ্রেড গরম মেজাজেই লুসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেন। ফ্রেড কোনও অনাথপরিবারের সাহায্য কোর্ব্বেন এই মর্ম্মে এক দীর্ঘ বর্ক্তৃতা দিয়ে, লুসীর সেই শূন্যপ্রায় তহবিল প্রায় শূন্য কোরে নিয়ে এলেন। এটাকা যে কোথায় কি ভাবে ব্যয় হবে, লুসী তা জানে। এমন অনাথপরিবারের নামে, ধর্ম্মসভার নামে, দারিদ্রভোজনের নামে, লুসী স্বামীর হাতে অনেক টাকাই দিয়েছে, সে টাকা যে তৎক্ষণাৎ সুঁড়িখানার পাকাখাতায় জমা হয়ে গেছে, তাও সে জানে। এ সকল জেনে শুনে লুসী আবারও কেন টাকা দিলে, তা সে জানে না। পূর্ব্বে স্থির ছিল, লুসী ফ্রেডীকে নিয়ে ডাকগাড়ীর ছাতের উপরে যাবে, এখন অর্থের আরও অনটন হলো, লুসী স্থির কোল্লে, এবার সে মালগাড়ীতে যাবে। অভাগিনী স্বামীর জন্য না পারে কি!

ষট্‌ত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

মিডিল্টন সহর।

ফ্রেডারিক প্রস্থান করবার পরেই লুসী জমার টাকা ফেরত আনার জন্য দরজিবাড়ী-যাত্রা ক'ল্লে। লুসি ছবৎসরের পুত্রটিকে কারও কাছে রাখতে বিশ্বাস পায়না, সুতরাং সর্ব্বস্থানেই পুত্রটি তার কোলে কোলেই থাকে। জমার টাকা ফেরত নিয়ে, মজুরির যা বাকি ছিল চুকিয়ে নিয়ে, লুসী মালগাড়ীর আড্ডায় উপস্থিত হলো। যে সকল অতি দীনদরিদ্র মুটেমজুর, দৈনিক আয় যাদের আট আনারও কম, তারাই এই মালগাড়ীর ছাতে বসে যাতায়াত করে। তেমন কষ্টজনক যাত্রায় লুসী আজ প্রস্তুত। প্রাতঃকাল ৬টার সময় মালগাড়ী ছাড়ে, এ সকল সংবাদ জেনে শুনে লুসী বাসাবাটীর উদ্দেশে যাত্রা ক'ল্লে। ৫টার সময় সৈন্যদের সেনানিবাসে হাজির হবার সময়; ৭টা বেজে গেছে, কিন্তু তখনও দুই চারিটি লালপোষাকপরা সেনালোক রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। লুসী তাই দেখে মনে মনে বোল্লে, "ওঃ, তিনি তবে আমার সংশ্রব ভাল বাসেন না।" বাসায় এসে গমনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রেখে, লুসী অর্দ্ধভগ্নহৃদয়ে শয়ন কোল্লে, কিন্তু নিদ্রা হলো না।

প্রাতঃকালে অত্যন্ত শীত! বিন্দু বিন্দু বরফ পড়ছে, কুয়াশায় চারিদিক আচ্ছন্ন. লুসী ফ্রেডিকে বুকের মধ্যে নিয়ে মালগাড়ির এক পাশে উপবিষ্ট হলো। মাঞ্চেষ্টর হতে মিডিল্টন ৮০ মাইল অন্তর। মালগাড়ি কিনা, মালের ভারে ধীরে ধীরে যাওয়াই নিয়ম কিনা, তাই মালগাড়ির গতি মায় ছাড়া দাঁড়ান নিয়ে ঘণ্টায় ৪ মাইল, সুতরাং গন্তব্যস্থানে যেতে কিছু কম ২৪ ঘণ্টা, একটি সুদীর্ঘ দিবারাত্রি অতীত হবার কথা। এই সুদীর্ঘ সময় লুসী আপনার পুত্রের জন্য ভেবেই আকুল হলো। যা কিছু গরম কাপড় ছিল, তাতেই ছেলেটিকে সযত্নে আবৃত ক'রে বুকের মধ্যে নিয়ে রইল। সামান্য পাতলা কাপড়ের পরিচ্ছদ, বরফবিন্দু সকল লুসীর সেই পাতলা বস্ত্র ভেদ ক'রে হাড়ের মধ্যে পর্য্যন্ত আপনাদের শৈত্যাতু জানাতে লাগলো। লুসীর বুকের মধ্যে হি হি কম্প, প্রাণের মধ্যে অসহ্য যাতনা, লুসী সমস্ত দিন সমস্ত রাত অনাহারে অনিদ্রায় রজনীর শিশির ও দিবসের রৌদ্র ভোগ

ক'রে সেই কষ্টজনক পথ অতিবাহন কোল্লে। গাড়ি মিডিস্টন সহরে পৌঁছিল, প্রাতঃকাল ৬ টার সময়। একটা চটির সামনে মালগাড়ি দাঁড়াবার নিয়ম ; গাড়ী দাঁড়াতেই চটিতে আপনার জিনিষপত্র রেখে, দুঘণ্টার তলব তাগাদায় সামান্য চা মাত্র পান ক'রে, ছেলে নিয়ে লুসী বাড়ী ভাড়া কত্তে চল্লো। তত বড় ছেলে, তার উপর উপবাস, হাঁটতে লুসীর পা ভেঙে ভেঙে পড়ছে, চিন্তার মাথা উপবাসের ঘোরে ঘুরে উঠছে, তথাপি লুসীর অবসাদ নাই। মালগাড়িতেও যথাসময়ে নিরাপদে অভিষ্টস্থানে পৌঁছান গেছে, অথচ ভাড়ার তুলনায় এখনও লুসার পকেটে ৩০শিলিং মজুত। লুসীর তাতেই আনন্দ।

সহরের এক প্রান্তে, যেটা দরিদ্রপল্লিনামে বিখ্যাত, লুসী সেই পল্লিতে একটি মাত্র ঘর খুব কম ভাড়ায় ভাড়া ক'রে রেখে চটিতে ফিরে আসছে, পথিমধ্যে দেবীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ। অতি ধীরে ধীরে একটি অস্পষ্ট চীৎকার লুসীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো! দেবীশের চেহারা অতি শোচনীয়! জামার বোতাম খোলা, পোসাকের স্থানে স্থানে কাদা মাখা, নেশার খেয়ালে অর্দ্ধমুকুলিত চক্ষু রক্ত চেয়েও লাল! পিতার করচুম্বন ক'রে অতি কাতর স্বরে পিতৃপরিত্যক্তা অভাগিনী লুসা বোল্লে "পিতা—পিতা! আমাকে ক্ষমা কর।"

মানুষের প্রাণে যত টুকু নৃসংশতা থাকতে পারে, ততদূর নৃশংস হয়ে দেবীশ উত্তর ক'ল্লে, "না, কখন না। ক্ষমা? সে অবসর, তুমি পোর্টস্মাউথে যখন ছিলে, তখন ত দিয়েছিলাম, তখন কেন গ্রাহ্য কর নাই? দুঃখের শয্যা তুমি স্বহস্তে রচনা কোরেছ, শয়ন কর, সে শয়নে কতদূর সুখ, উপভোগ কর। আর পার যদি, তোমার স্বামীমহাশয়কেও একবার সংবাদ দিও, আমি তাকে কুকুরের সমাদরে গ্রহণ কর্ব্বো।" এই মাত্র বোলে দেবীশ প্রস্থান কোল্লেন।

সরলপ্রাণ ফ্রেডী, সে এ সব কথার কি বুঝ্বে? তবে যে এ প্রসঙ্গ ভাল নয়, তা তার সেই ক্ষুদ্র ধারণাতেই পৌঁছেছিল। সে বারংবার জননীর বস্ত্রাকর্ষণ কোরে কাজ কি আর বিবাদে ভেবে মাতাকে অন্যত্র গমনের ইঙ্গিত কোচ্ছিল, সহসা বিবাদের নিষ্পত্তি দেখে, ফ্রেডার মলিনমুখ প্রসন্ন হয়ে উঠ্লো। ঘটনাটা ঘোটেছে খুব নির্জ্জনপথে, সুতরাং এ আঘাত লুসী ভিন্ন অন্য কোনও শ্রোতার কর্ণে ধ্বনিত হয় নাই।

লুসী চটিতে এসে সেখানকার সে দিনের প্রাপ্য—অবশ্য প্রকৃতমূল্যের দ্বিগুণ, পরিশোধ কোরে, নিজের নূতনবাড়াতে এসে উপস্থিত হলো। একটি মাত্র ঘর, তাও অতি ছোট, কিন্তু লুসীর সাজানো গোছানোতে সেই ছোটঘরটিও বেশ মানিয়ে গেল। ঘরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে, সেই বাড়ীরই একটি স্ত্রীলোক—সে ফ্রেডীকে দেখেই স্নেহের ফাঁদে বাধা পোড়েছিল তারই উপর ফ্রেডার ভার দিয়ে, লুসী কিছু খাবার কিনতে বাজারে গেল, আজ দুদিন সে সমান উপবাসা।

রুটীওয়ালার দোকানে লুসী যখন উপস্থিত হয়, তখন রুটীওয়ালা অন্য এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত ছিল। লুসী গিয়ে তার কিয়দংশমাত্র শুন্‌তে পেলে, তাতেই কিন্তু তার কার্য্যসিদ্ধি।

স্ত্রীলোকটি বোল্‌ছে "তবে এই আগামী দায়রাতেই বুঝি সেই কৌতুকজনক বিচারটা শেষ হয়ে যাবে? কেমন, দেবীশ ত জয়লাভ কোত্তে পার্ব্বে ?"

"খুব সম্ভব।" আপনার বিবেচনা ও দূরদর্শনশক্তির পরিচয় অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশ কোরে রুটীওয়ালা বোল্লে "খুব সম্ভব। বাস্তবিক কিন্তু মকর্দ্দমার ফল অন্য প্রকার হওয়া উচিত ছিল। দেবীশের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নি অবশ্য সুন্দরী। দাকপল্লির ডাক্তারকে চিনি আমি, তাঁর ঔরসে খুব সুন্দরীকন্যাই জন্মে গেছে। তেমন সুন্দরী স্ত্রী বৃদ্ধের জীর্ণ প্রেমের প্রাচীর উল্লঘন না কোর্ব্বে কেন? বিশেষ রেডবর্ণ মনে কর সেখানকার ধনীসন্তান! ধনী লোকের প্রতি ভাগ্যদেবীর এমন সুপড়তা, এ ত হয়েই থাকে। তার জন্য দেবীশ এ খেসারত মকর্দ্দমা তুলে ভাল করে নাই। সম্মান বোলেও ত একটা কথা আছে?" আর শোন্‌বার প্রয়োজন হলো না, রুটী নিয়ে লুসী ফিরে এল।

মিডিল্টন সহর লুসীর নিতান্ত অপরিচিত স্থান নয়। কোন্ কোন্ স্থানে চেষ্টা কোল্লে তার জীবিকার উপায় হবে, তা তার জানা ছিল, কার্য্যোদ্ধার হলো। একপাউণ্ডমাত্র জমা রেখে লুসী এখানে প্রচুর কার্য্য প্রাপ্ত হলো।—এখানে এসেই লুসী সেনানিবাসে তার এই নূতন বাড়ীর ঠিকানা লিখে পত্র পাঠিয়েছিল, ফ্রেড আগমনমাত্র সে পত্র প্রাপ্ত হলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফ্রেড এসে দর্শন দিলেন। শিশুর মুখে আর হাসি ধরে না! পিতাকে দেখে ফ্রেডীর বড়ই আনন্দ। লুসীও কিয়ংক্ষণ যেন আত্ম অবস্থা ভুলে গেল।—পরক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে লুসী বর্ত্তমান অবস্থা সমস্ত স্বামীর কাছে বর্ণনা কোল্লে, ফ্রেডরিক কিন্তু তার উত্তর দিলেন, অতি সামান্য। কত কষ্ট কোরে তিনি মালগাড়ীতে এসেছেন, স্বামীর তৃপ্তির জন্য তিনি কতদূর আত্মত্যাগ কোরেছেন, তিনি তা স্বামীকে জানাতে চান্‌না, ফ্রেডী কিন্তু সে সব কথা বোলে ফেল্লে! ভালমন্দ ভেবে নয়, গল্পচ্ছলে—সেই আধ আধ কথায়—সেই সহজ সরল ভাষায় ফ্রেডী তার মাতার দুঃখের কথা, মাতা-পুত্রের সকল দুঃখের নিরাময় ঔষধ ফ্রেডকে জানিয়ে দিলে। ফ্রেডের তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। যার জন্য লুসী এত কষ্ট স্বীকার কোরেছে, যার জন্য সে প্রাণের কুমার ফ্রেডীকে পর্য্যন্ত কষ্ট দিয়েছে, তার মুখে একটু সহানুভূতির হাসি—তার নেত্রে একটু অনুরাগের দৃষ্টি তাও নাই! লুসীর ভগ্নহৃদয়ে আর কত সহ্য হয়!

দিন অতীত হয়ে চল্লো। কালচক্রের চক্রাবর্ত্তন ঠিক সেই পূর্ব্ববৎ। এই বিশ্বের আদিতে যেমন, এখনও ঠিক তেমনি ভাবে কালচক্র অতীত হয়ে চলেছে। লুসী প্রাণপণে

সূচিকার্য্য কোরে স্বামীর পূর্ব্ব ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করার আয়োজনে রইল। ফ্রেড এখন নিত্যনিত্যই আস্‌তে পারেন, স্ত্রীপুত্রের দর্শনে এখন আর তেমন কোনও সঙ্গত প্রতিবন্ধক নাই, ফ্রেড তথাপি ত আসেন না। লুসী আশাপূর্ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করে, আশায় আশায় থেকে শেষে হতাশ হয়। এ দিকে নিয়মিত আহারের সময় অতীত হয়ে যায়। লুসীর ভাগ্যে এক দিনও সময় মত আহার ভগবান লিখেন নাই। কেন, লুসী কোরেছে কি? এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের পিতার নিকট লুসীর অপরাধ কি?

দায়রা বোসেছে। নিয়মিত জুরীরা আপন আপন আসন গ্রহণ কোল্লেন। পুত্রের পক্ষবল হয়ে স্বয়ং জমিদার মহাশয় এসেছেন। মকর্দ্দমা আরম্ভ হলো। বাদীর নালিসী আরজী পাঠের পর সাক্ষী তলব হলো। প্রথম সাক্ষী সেই রেডবর্ণের অর্থে বর্দ্ধিতোদরা দূতিপ্রধানা সারা।

সারার জবানবন্দী।

আমি তিন বৎসর যাবৎ দেবীশের বাড়ীতে আছি। দেবীশ এক দিন রেডবর্ণকে সঙ্গে নিয়ে এসে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় কোরে দেন। একদিন গোপনে আমি রেডবর্ণের মুখে দেবীশপত্নির প্রতি রেডবর্ণের প্রাণেশ্বরী সম্বোধন আমি শুনেছি। রেডবর্ণের বাড়ীতে আমি একদিন গৃহিণীর লিখিত লিপি দিতে গিয়েছিলেম, সে দিন রেডবর্ণ দেবীশের বাড়ীতে এসেছিলেন। দেবীশ প্রতিদিন সন্ধ্যা হতে রাত ১২টা পর্য্যন্ত শুঁড়িখানায় থাকতেন। এক দিন আমি গৃহিণীকে রেডবর্ণের ক্রোড়ে দেখেছিলেম। রেডবর্ণ সহর (মিডিল্টন) হতে যে পোষাক, অঙ্গুরী ও দস্তানা পাঠিয়েছিলেন, আমি সে সব তাঁকে এনে দিয়েছিলেম।

প্রতিবাদীর পক্ষের উকিলের সওয়ালে সারা বোল্লে "আমি রেডবর্ণ বা গৃহিণীর নিকট হতে কখনও জ্ঞানকৃত একটি পয়সাও এ বিষয়ের উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ করি নাই। গরীবের মেয়ে আমরা, প্রাপ্ত বেতনেই আমাদের সন্তোষ। দেবীশের সঙ্গে আমার প্রভু ভৃত্য ভিন্ন অন্য কোনও প্রকার সুবাদসম্পর্ক নাই।

দর্জ্জির জবানবন্দী।

আমার এই সহরেই দোকান।—মাসের—তারিখে কাপ্তেন রেডবর্ণ একটা ফর্দ্দ দেন, ঐ ফর্দ্দ অনুসারে জিনিসপত্র দারুপল্লিতে শ্রীমতী দেবীশ-পত্নির নামে পাঠাতে বলেন, টাকা তিনি তৎক্ষণাৎ দিয়ে যান। এই তাঁর নিজ হাতের লেখা ফর্দ্দ। ফর্দ্দটা আমার দোকানে বোসেই লেখা হয়।

অন্যদুজন লোক সাক্ষী দিলে, তারা অনেক রাত্রে রেডবর্ণকে দেবীশের বাড়ী হতে খুব গোপন ভাবে বেরুতে দেখেছে। একে তিনি জমিদার-কুমার, পিতা তাঁর গ্রাম্য-শাসন-কর্ত্তা, তার উপর তিনি নিজেই একজন কাপ্তেন; তাঁর বিরুদ্ধে স্বাক্ষীরা কোনও কথা প্রকাশ কোত্তে সাহসী হয় নাই।

দেবীশের পাকা উকিল শ্রীযুক্ত কিচেল, অন্যান্য বক্তৃতার পর রেডবর্ণ লিখিত এক খানি পত্র আদালতে পেশ্ কোল্লেন। আদালতের পেস্কার ঐ প্রেম-লিপি পাঠ কোল্লেন। পত্র খানি এরূপ।—

প্রাণেশ্বরি! প্রিয়তমে! প্রাণাধিকে ইত্যাদি!

তোমার জন্য আমি জীবন দিতে বসিয়াছি। এই সেনানিবাসের কর্কশকার্য্য সকল আমার আর ভাল লাগে না। আমি তোমার প্রীতির সাগরে ডুবিয়া থাকি, আমি তোমার প্রেমের সাগরের তলকর্দ্দম হই, ইহাই আমার প্রাণের বাসনা। তোমার সহিত আমার এই যে ভালবাসা, এ ভালবাসা আমি ভুলিতে পারিব না। তোমার জন্য আমি ধন জন জীবন যৌবন, অধিক কি রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে যে কাতর নহি, ইহা তুমি, আমার মাথার দিব্য, তুমি আমার মৃত্যু মুখ দেখ, এ কথা তুমি অবশ্য অবশ্য বিশ্বাস করিও। কোথায় তুমি আর কোথায় আমি, তুমি কি সূর্য্যের কিরণরূপে আসিয়া আমার মুখের উপর পড়িতে পার না! যখন আমি নিদ্রাহীন নিশি সকের সেনানিবাসে বসিয়া কাটাই, তখন তুমি ছায়ামূর্ত্তিতে আসিয়া কি একবার দেখা দিতে পার না!

আর এক কথা। এক দিন বড় একটা মজার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। স্বপ্নটা যেন আবেশ মাখা। সে স্বপ্ন রাতিনত প্রকাশ করি, তত বিদ্যাবুদ্ধি আমার নাই। আরব্য উপন্যাসের সেই লেখকলোকটা এতদিন জীবিত থাকিলে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া আমি আমার এ স্বপ্নকাহিনী লিখিয়া লইতাম। কেতাবের বাজারে সে স্বপ্ন একটা অবশ্যপাঠ্য বস্তু হইত। যাহা হউক, এখন সে স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রকাশে ক্ষান্ত হইলাম।

কেন ক্ষান্ত থাকিলাম, তাহা তোমার কাছে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে স্বপ্নটা যেন একটা খুব বড়দরের হেঁয়ালী। আবার দুজনে মুখামুখি না বসিলে সে হেঁয়ালীর অর্থ হইবে না, কাজেই এখন ক্ষান্ত দিলাম। যদি সময় হয়, তবে আবার শুভ সম্মীলনের দিনে প্রাণের কপাট খুলিয়া দেখাব। কেবল কি দেখাইব?—দেখিতে কি পাইব না?

আবার, কবে তোমার দেখা পাইব, আবার কোন্ শুভদিনে ঠিক তেম্‌নি—কি বল ক্ষেতি—সেই তেমনি করিয়া পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া ভয়ের ঘামে তিরখিত্তি হইব, আবার

কবে তুমি আমার পাশে বসিয়া হাসিবে, আমি কেবল এখন তাহাই ভাবিতেছি! জানিও প্রাণাধিকে,—

যেমন জলে কাদায় মিল,
তোমায় আমায় তেমনি তর
ভিন্ন নয় এক তিল।

আমি নিশ্চয়ই বাঁচ,
তুমি একথা হৃদয়ের গায়ে গাথিয়া রাখিও
যে আমি তোমারই,
কাপ্তেন রেডবর্ণ।

মকর্দ্দমা ত এই। এই মকদ্দমার বিচারে পূর্ণ একটি দিন অতিবাহিত হলো। তর্কশাস্ত্রের প্রসঙ্গতুলে ন্যায়শাস্ত্রের ফাঁকিসিদ্ধান্ত উল্লেখ কোরে বাদী প্রতিবাদীর উকিলেরা ক্ষুধা বৃদ্ধি কোরে নিলেন; জুরীরা প্রথামত "পরামর্শমন্দিরে" গিয়ে দু ঘণ্টা কাল ফুসি ফাসি করার পর সন্ধ্যার সময় এসে আবার আপন আপন বিচার আসনে উপবেশন কোল্লেন। প্রধান বিচারপতি ঘোষণা কোল্লেন "রেডবর্ণ অদ্য জুরীর বিচারে দেবীশকে ক্ষতি পূরণ কোর্ব্বেন, দেড় হাজার পাউণ্ড!"

সপ্তত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

রাজনৈতিক সভা।

অতিঘর্ষণে পাথরেও অগ্নি নির্গত হয়, অতিবন্ধনে লৌহরজ্জুও ছিঁড়ে যায়, অতিশাসনে পুত্রও পিতার অবাধ্য হয়। এ সকল বিধি স্বাভাবিক। যেখানে অন্যথা, যেখানে তাচ্ছিল্য, সেইখানেই বিদ্রোহের আগুন প্রধূমিত; যেখানে অবজ্ঞা, সেইখানেই শেষে প্রজ্জলিত! এ আগুণে আগুণও নির্ব্বাণ হয়, উপাদানও ভস্ম হয়। এ ঝড়ে তরীও মগ্ন হয়, আরোহীও মগ্ন হয়, কিন্তু জগতের শাসকসম্প্রদায় নিদ্রিত। শাসনদণ্ডের এমনি মহিমা যে, শাসনদণ্ড করতলগত হলেই, অমনি প্রগাঢ় নিদ্রা! শত শত লোকের সুখদুঃখের দায়ীত্ব যখন হাতে আসে, অঙ্গুলির ইঙ্গিতে যখন প্রজালোক মরে বাঁচে, তখন ঐ নিদ্রার

বাড়াবাড়ি অবশ্য অনিষ্টজনক। যে সময়ের কথা আমরা উত্থাপন কোরেছি, অর্থাৎ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ, সে সময় সমগ্র মিলিতরাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়! রাজা নিদ্রিত, প্রজা জাগরিত, মন্ত্রী শঙ্কিত, মন্ত্রণা বিস্মৃতির গুহাগত! ক্ষুধার্ত্ত দ্বারে দ্বারে সরোদনে উদরের অর্দ্ধাংশ মাত্র পূর্ণ কর্ব্বার জন্য ধনীর দ্বারস্থ, ধনীর দ্বার দরিদ্রের পক্ষে চিরঅর্গল বদ্ধ, কিন্তু খেলায়ৎ খেতাবে নাচ ভোজে, সে দ্বার কপাটহীন! কুলী মজুরেরা, যাদের দৈনন্দিন আয়ে দৈনন্দিন জীবিকা, তারা কাতারে কাতারে কলওয়ালাদের কলবাড়ীর দরজায় কাতরনয়নে দীনজীবিকার জন্য প্রার্থনাপত্র হাতে দণ্ডায়মান; কলওয়ালারা কল ঘুরিয়ে তামাসার হাসিতে বেক্তার। চারদিকে হাহাকার, অন্নকষ্ট, দারিদ্র; শেষে প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্ভিক্ষ! জীবিকার জন্য লোক দলে দলে কাতারে কাতারে উপায় উদ্ভাবনে চিন্তিত। অভাগাদের উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, দুর্দ্দশার এক শেষ; সহসা আইন বিধিবদ্ধ হলো, ত্রিশজন লোক একত্র দেখ্‌লেই তারা বে-আইনী জনতার অপরাধে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে। এই দুর্দ্দশা এবং অত্যাচারে বিশেষ প্রকারে বিপদগ্রস্থ মধ্যদেশ, তার মধ্যে আবার সর্ব্বাপেক্ষা পোড়াকপাল মিডিল্টনবাসীদের। রাজার কর্ণে, রাজকীয় বিভাগের কর্ম্মচারীগণের কর্ণে এত গুলি প্রজার দুর্দ্দশাকাহিনী কি পৌঁছে নাই? পৌঁছেছে, তবে অন্য রূপে। মিডিল্‌টনবাসীরা জনাবেৎবস্ত হয়ে লুটপাট ও বিবাদের সূচনা কোচ্ছে, এই কথাই তাঁরা শুনেছেন। শত শত জেলার সমবায়ে এক একটা রাজত্ব। সেই রাজত্বের যাঁরা বিধাতা, তাঁরা বিশ্বাস কোল্লেন যে, হাঁ, মিডিল্‌টন নামক জেলার কয়েক জন ক্ষুধার্ত্ত মন্বন্তরপীড়াগ্রস্ত অধিবাসী, বিদ্রোহী হয়ে রাজ্যটা হয় ত ছারে খারে দিতে পারে, অতএব তাদের শাসন চাই। এই শাসন চাই হতেই মিডিল্‌টনে সৈন্য সমাবেশ।

এটা নূতন নয়। জীত ও বিজীত, শাসক ও শাসিত, রাজা ও প্রজা; এতদুভয়ের মধ্যে কোনও কালে কোনও দেশে সদ্ভাব ঘটে নাই; সে ঘটনার প্রসঙ্গ অবশ্য কেতাবে পত্রে দেখা যায় বটে; কিন্তু অভ্যন্তরতত্ত্বে বিপরীত ভাবই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

এ বিশ্বের রাজা চাই। সে রাজার কথা বলিতেছিনা; যে রাজার কাছে বড় বড় রাজারাও প্রজার প্রজা, সে রাজার কথা বলি নাই; দুস্থ বিপন্ন প্রজা সকলের রক্ষার জন্য রাজা চাই। যার জন্য রাজা, অর্থাৎ যে প্রজার অস্তিত্ব আছে বলেই রাজার রাজত্ব ও রাজার নাম; যাদের সুখের জন্য রাজা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত মতে সেই রাজার রাজার কাছে দায়ী; যাদের সুখে রাজার রাজ্যের নাম সুখরাজ্য, তা ত হয়না। সেই হয় না বোল্লেই রাজার রাজ্য যায়; এক রাজার পরিবর্ত্তে অন্য রাজার রাজা হয়, রাজদণ্ড হাতে হাতে ঘুক্তে থাকে। রাজা যদি প্রজার সুখ দুঃখ বুঝ্‌তেন, রাজা যদি যথার্থ প্রজার প্রাণের

অভিযোগ শুন্‌তেন, বুঝ্‌তেন, প্রতিবিধানের সুব্যবস্থা কোত্তেন, তাহলে এই বিশ্বের রাজ্য চিরদিন একই রাজার হস্তে ন্যস্ত থাক্‌তো, কিন্তু তা ত হয় না! রাজা, রাজা নাম, রাজসিংহাসন ও বিলাসলালসা নিয়ে খোস্‌মেজাজে উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন কোচ্ছেন; আপনার ঐশ্বর্য্য, কোটি কোটি প্রজার হৃদয়শোণিতের জল জমাটে যে অর্থ প্রস্তুত হয়েছে, সেই ঐশ্বর্য্য রাজা আপনার স্থানে আপনার ইচ্ছা অনুসারে ব্যয়ভূষণ করেন, আপনার সুখে আপনি সুখী হয়েন, প্রজার কষ্ট, তত সুখের মধ্যে আত্মঅস্তিত্ব জ্ঞাপন কোরে রাজার সে সুখনিদ্রা ভঙ্গ কোত্তে পারে না। রাজা আছেন সুখের সাত দেউড়ী অন্দরে; দুঃখের দরজার পোড়ে হাই প্রজার এত কান্নাহাটি; কিন্তু সে রোদন ত তত দূরে যেতে পারে না! তত সুখের সহিত দ্বন্দ্ব কোরে আপনার কঙ্কালসার মূর্ত্তি রাজার হৃদয়ে প্রকটিত করে, এমন শক্তি ত তার নাই! সেটা নিরবচ্ছিন্ন একটা রক্ত মাংসহীন দুঃখের কঙ্কাল বৈ ত নয়!

সংবাদ এসেছে, আগামী কল্য নগরের প্রান্ত ভাগে শ্রমজীবিদলের এক সভা হবে। শ্রবণ মাত্রই সেনাদলে সংবাদ। সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র বিন্দুহাম লাঙ্গুলীর মহা ডাকহাঁক। তৎক্ষনাৎ সৈন্যশ্রেণী তিন তিন দলে বিভাগ হলো, কোন্ দিক হতে কোন্ সৈন্যদল যাত্রা কোরে কি ভাবে উপস্থিত কার্য্য শেষ কর্ব্বে, তার বন্দোবস্ত কোরে শেষে কর্ণেল বিন্দুহাম সৈন্যগণকে উজ্জীবিত কারার জন্য প্রথামত এক তেজস্বিনী বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় বোল্লেন,—

"প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতকগুলি রাজবিদ্রোহী, রুক্ষমেজাজী এবং কুপরামর্শকারী লোক কল্য নগর বাহিরে একটা সভা করিবে। ঐ সভার উদ্দেশ্য, তাহাদিগের দুঃখ দারিদ্রের প্রতিকার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা; কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের অভিপ্রায়, লোক সাধারণের মধ্যে একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত করা এবং লুট করা; এক্ষণে এই সকল দুর্নিমিত্ত নিবারণ করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করা গিয়াছে, এবং আমি ভরসা করি, তোমরা তোমাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদনে ক্রটী করিবেনা। আজ তোমরা সেনানিবাস হইতে অন্যত্র যাইও না, এবং মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সকলেই সশস্ত্রে সজ্জিত থাকিবে। কল্য প্রাতেই যাহাতে তোমরা যথাস্থানে উপস্থিত হইতে পার, তাহার আয়োজন প্রস্তুত রাখিবে। বলা বাহুল্য যে, আবশ্যক বোধ করিলে তোমরা তোমাদিগের অস্ত্রশস্ত্র পরিচালন করিতেও কুণ্ঠিত হইবেনা। তাহাদিগের মধুর বাক্যে বা তাহাদিগের কার্য্যে তোমরা কিছুমাত্র সাহায্য করিবে না। যদি কেহ ঐ সকল বিদ্রোহীগণের প্রতি অস্ত্রচালনায় কাতর হয়, তাহা হইলে চাবুকের সহিত তাহার ভাল রূপ পরিচয় হইবে।"

এইরূপে বিন্দুহামের বক্তৃতা শেষ হলেই, সেনাদল আপন আপন শিবিরে প্রস্থান

কোল্লে। বলা বাহুল্য যে, ফ্রেডরিকও এই সেনাদলের একজন। তোপ ভোরেই আয়োজন। সৈন্যশ্রেণী সর্ব্বপ্রথমে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে দলে দলে ধর্ম্মমন্দিরের সম্মুখে এসে শ্রেণীবদ্ধ রূপে দণ্ডায়মান হলো। প্রধান ধর্ম্মযাজকের মুখে খ্রীষ্টধর্ম্মের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ কোরে, সৈন্যদল তখন কতকগুলি নিরীহ স্বদেশীয় হত্যা ব্রতে ব্রতি হলো। শত শত দরিদ্র ক্ষুধাতুর ভ্রাতার বুকের শোনিত তরবারীর সাহায্যে পাত কর্ব্বার জন্য খ্রীষ্টধর্ম্মের ধার্ম্মিক সৈন্যেরা আজ শুভযাত্রা কোত্তে বাধ্য হলো। ধর্ম্মের মহিমা এরূপ না হলে আর অন্য কোন্ কার্য্যদ্বারা বিস্তার প্রাপ্ত হবে!

প্রাতঃকালে নগরের অদূরের প্রশস্ত মাঠে শ্রমজীবিদলের সভা আরম্ভ হয়েছে। যারা যারা দারুণ দুঃখদারিদ্রে কাতর, ক্ষুধা যাদের উদরে চিরদিনের মত স্থায়ী নিবাস স্থাপন কোরেছে, পরিশ্রমের অর্থে যারা শুষ্করুটীও নিরাপদে উদরস্থ কোত্তে পায় না, সেই সব দারিদ্র ক্লিষ্ট, ক্ষুধাতুর উপবাসদুর্ব্বল শ্রমজীবিরা এই সভার সভ্য। চারদিকেই নিমন্ত্রণ ঘোষণা ঘোষিত হয়েছে; যেখানে যেখানে দরিদ্রপল্লি, সেই সেই স্থান হতে প্রতিনিধি এসেছে। আহারের অভাব, সভায় সেই অভাবের প্রতিবিধান হবে, গবর্ণমেন্টের নিকট প্রজা সাধারণের প্রকৃত দুঃখকষ্ট বিজ্ঞাপিত হবে, দয়াময় গবর্ণমেন্ট প্রজার মঙ্গলের জন্য অবশ্যই একটা কিছু না কিছু উপায় কোর্ব্বেনই কোর্ব্বেন, এই অভিপ্রায়ে সভায় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম। সভাস্থ সকলেরই চোকের কোণে কালি, সকলেরই শরীর দুর্ব্বল, একগাছি ছড়ি পর্য্যন্ত হাতে কোরে আনা, তাদের ভার বোধ হয়েছে। সকলেই এসেছে, সম্পূর্ণ নিরস্ত্রে। মাঠের মধ্যে একখানা মালগাড়ী এনে তারই উপর সভাপতির আসন নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তিনি সেই গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে আপনাদের অভাবের উপায় স্থির কোর্ব্বেন, সভ্যগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনবে। কেবল কি পুরুষ সভ্য, স্ত্রীলোকও এসেছে বিস্তর। যে সব স্ত্রীলোক কলে মাঠে খাটে, যারা যারা পেটের দায়ে অতি হীন চাকুরী স্বীকার কোরেছে, সেই সব চিরঅনাথা দরিদ্র স্ত্রীলোকেরাও উদরের উপায় হবে ভেবে, এই সভায় যোগদান কোরেছে। আমোদের সভা নয়, দেশে উদ্ধারের সভা নয়, সমাজ শাসনের সভা নয়, জীবিকার উপায় চিন্তার জন্য সভা, সুতরাং যাদের উদরে ক্ষুধা আছে, তারাই এসে এই সভায় যোগদান কোরেছে। স্ত্রী পুরুষ, ছেলে বুড়া, কেহই বাদ যায় নাই। সভাটি দেখ্‌লেই বোধ হয়, কোম্পানী বাহাদুরদের নিকট উদরান্নের জন্য একদল ভিক্ষুক এসে দাঁড়িয়েছে।

সভা আরম্ভ হলো। গাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে, একজন সভাপতি অতি পরিষ্কার সাদা কথায় আপনাদের অভাব, এবং সেই অভাব পূরণের জন্য কি ভাবে গবর্ণমেণ্টকে জানান

অশ্বারোহণে এসে উপস্থিত। সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল! সকলেই পলায়নে উদ্যত! গরীব লোক তারা, অশিক্ষিত লোক তারা, পুলিশের লোক দেখে ভয়ে যেন মরে গেল। সভাপতি নিবারণ কোল্লেন। শান্তিরক্ষার জন্য যথাসময়ে তিনি পুলিশে সংবাদ দিয়েছিলেন, পুলিশ যে সেই জন্যই এসেছে, একথা সভ্য সভ্যাদের বুঝিয়ে দিলেন। আবার সেই জনপ্রবাহ স্থির হলো।' মেয়র বাহাদুর সভাপতিকে আহ্বান কোরে তৎক্ষণাৎ এই বেআইনা সভা ভঙ্গের আদেশ দিলেন। সভাপতি উত্তরে বোল্লেন, 'এ আইনের সভা, রাজনৈতিক সভা, এ সভা কখন বেআইনা হতে পারে না।" তখন মেয়র বাহাদুর দ্বিতীয় চার্লসের শাসন কালে যে আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, যে আইনে পঞ্চাশ জন লোক একত্র হলেই শান্তিভঙ্গকারী বোলে গেরেপ্তার হবার নিয়ম লেখা ছিল, সেই আইন পাঠ কোল্লেন। দারুণ হট্টগোলে সে কথার একবর্ণও কারও কর্ণগোচর হলো না। অধিকন্তু মেয়রের বজ্জাত ঘোড়া চোমকে সেই জনতা ভেদ কোরে, দৌড় দিলে! মূল্যবান অশ্বের পদাঘাতে একটি বালক চিরদিনের মত ইহলোক ত্যাগ কোল্লে, একটি স্ত্রীলোক গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ হাঁসপাতালে নিষ্কর্মা মৃত্যুর জন্য প্রেরিত হলো। এ দিকে সেনাদল দুই দিক হতে সেই নিরীহ নিরস্ত্র প্রজাদের প্রতি চেপে পড়লো! প্রজা সাধারণ নিরস্ত্র, ক্ষুধায় চলৎশক্তি হীন, সুতরাং বিনা বাধায় গরুখোর রুক্ষমেজাজী সেনাদলের ধারাল সঙিনের আঘাত ভোগ কোরে ক্ষুধার জীবন, দরিদ্র জীবন গবর্ণমেন্টের চরণে—উৎসর্গ কোত্তে লাগলো। উদ্ধত সৈন্যদলের তরবারা মুখে বালকবালিকা, বৃদ্ধ-স্থবির, কেহই রক্ষা প্রাপ্ত হলো না। প্রজাদের শোণিতহীনদেহ পদতলে বিদলিত কোরে—শত শত জননীকে পুত্রহীন কোরে, এই নৃশংস ব্যাপার সমাধা হলো। এক এক জন শ্রমজীবির তিনচারিটি অপগণ্ড শিশুসন্তান, বৃদ্ধ জনকজননা; অভাগারা জীবনের উপায়ের জন্য এসেছিল, আজ সে নাই! এমনি শত শত জনকজননী, শত শত পুত্রকন্যা, শত শত অনাথা বিধবার নয়ন জলের প্রবাহে এই হৃদয়হীন কার্য্য বিনাবাধা বিপত্তিতে—বিনা দ্বিধার প্রতিবোধে পরিসমাপ্ত হলো। জয়োল্লাসে উল্লাসিত সৈন্যদল পুনরায় শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তিত হলো। শত শত অরক্ষিত অসহায় নরনারার শুষ্ক বক্ষ বিদারিত কোরে—ইংরেজরাজ্যের অক্ষয় কীর্ত্তি কাহিনী দরিদ্রের বুকের শোণিতে লিপি বদ্ধ কোরে নিয়ে—খ্রীষ্টধর্ম্মের বিজয় নিশান উড়িয়ে, দামামার ধ্বনিতে তালে তালে কর্‌তব কায়দার বাঁধি পা ফেলে সেনাদল শিবিরে এসে উপস্থিত হলো। এইরূপে বিজয় ব্যাপার সমাধা হলো।

মানুষে মানুষের বুকে ছুরি বসায়; অস্ত্রধারী পুরুষে অরক্ষিতা রমণীর উপর অস্ত্র চালনা করে, ফেটের একথা বিশ্বাস ছিল না, আজ তিনি তা কোল্লেন। কথা।

কার্য্যের জন্য, উর্দ্ধতন রাক্ষসগণের আদেশ পালনের জন্য, তিনি তা কোরেছেন। মর্ম্ম পীড়ায় তাঁর মুখে কথা নাই! যে সকল সৈন্য তাঁকে ভালবাস্‌তো, যে সকল সৈন্যদের সামান্য মাত্র হৃদয় ছিল, তারাও আজ নীরব, তারাও আজ চিন্তাকুল! সকলেই আপনার কাছে আপনি সন্তাপিত, হায়! কোল্লেম কি!

পরদিন প্রভাতে, আত্মদুষ্ক্রিয়ার চিন্তা নিশা জাগরণের দারুণ শীরঃপীড়া এবং ঘোরতর মনঃপীড়া নিয়ে ফ্রেড বাসার দিকে চোলেছেন। চেয়ে চেয়ে দেখলেন, নগর আজ যেন জনশূন্য! সকলেই ভীত, চমকিত, লাঞ্ছিত! কারও মুখে হাসি নাই! কারও মুখে প্রীতি নাই, সকলেই দারুণ মনঃপীড়ায় কাতর! হায় হায়! শিশুও যে আর হাসে না! নৃশংস অত্যাচারে পীড়িত, রাক্ষসের ব্যবহারে ভীত! ফ্রেড দেখলেন, যারা যারা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত কোচ্ছে, সকলের মুখেই ভয় আর প্রতিহিংসা। চারধারেই একটা রুদ্ধ হাহাকার! সৈন্যদলের ভয়ে কেহ আজ ডাকছেড়ে কেঁদে মনের রুদ্ধযাতনা ঘুচাতে পাচ্ছেনা; ফ্রেড বড়ই কাতর হলেন। সেই কাতরতার সঙ্গে আনন্দ উপভোগের বাসনা; সে বাসনা পূরণে স্ত্রীপুত্রের ত ক্ষমতা নাই। সে আনন্দ তাদের ভাণ্ডার নাই; তাঁর বাসনা পূর্ণ কোত্তে পারে, সুঁড়ি! ফ্রেড দ্রুতপদে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালেন। লুসী তখন সুচীকার্য্যে নিযুক্ত ছিল, ফ্রেডী তার পাশে বোসে পাঠ অভ্যাস কোচ্ছিল, ফ্রেড যেতেই লুসী স্বামীর মুখের দিকে কাতরনয়নে চাইতেই, ফ্রেড জিজ্ঞাসা কোল্লেন "টাকা কিছু পেয়েছ কি?" লুসী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "টাকা?"

"হাঁ টাকা। তুমি আজ কাল যেন কাণেও কিছু কম শোন। দাও, অমন কোরে বোসে থেক না, কি আছে দাও।"

এখানে কাজ ত তেমন নাই, এক সপ্তাহের দিবারাত্রির পরিশ্রমের বিনিময় আপনার সামান্য শুষ্করুটি। লুসী এখন কেবল রুটী আর জল খায়; সেই রুটী আর ফ্রেডীর সামান্য খাবার বাদে যা সামান্য সঞ্চয় রেখেছিল, তৎক্ষণাৎ স্বামীর হাতে দিলে। ফ্রেড টাকা কয়েকটী তুলে নিয়েই প্রস্থান কোল্লেন। লুসীর ভগ্নহৃদয়ের গভীর ক্ষতে এবার শোণিত-স্রাব হলো। কাতরহয়ে সজলনয়নে অভাগিনী বোল্লে "প্রিয়তম! কোনও বিপদ ঘটেনাই ত? একটি মাত্রও কথা না বোলে, অভাগিনীর সন্তানের মুখচুম্বন না কোরে কোথা যাও প্রাণাধিক?" ফ্রেড ফিরে এলেন। দরজা বন্ধ কোরে হতাশ ভাবে উপবেশন কোল্লেন, কাতরকণ্ঠে বোল্লেন "লুসী! আমি উন্মাদ হয়ে গেছি! সংসারে আমার বন্ধন নাই, অন্তরে আমার মায়া নাই; অভাগা আমি, তোমাদের পর্য্যন্ত ভুলে যেতে বোসেছি। অতি নৃশংস—অতি পাষাণ—অতি পাষণ্ড আমি। আমি যে তোমার স্বামী নামে সম্পূর্ণ অযোগ্য। হৃদয় তোমার অক্ষয় প্রীতির ভাণ্ডার, আমি হৃদয়হীন রাক্ষস; সংসারে

সকল পাপই আমাকে আশ্রয় কোরে সুখী হয়েছে, আমি এখন যে মর্ম্মদাহে উন্মাদ হয়েছি লুসী!" এই যে হাত যা তুমি প্রীতিভরে চুম্বন কর; এই যে বাহু; যা তোমার কণ্ঠ বেষ্টন কোরে অপার প্রীতি পেত, এই যে অঙ্গুলি যা সরলশিশুর কেশকলাপ বিন্যস্ত কোরে দিত, যে হাত কখনো পাপ জান্‌ত না, সেই হাত লুসী, আজ মনুষ্যরক্তে, আততায়ীর রক্তে নয়, শত্রুর রক্তে নয়, প্রবলের অত্যাচারীর রক্তে নয়; নিরীহ অরক্ষিত অসহায় স্বদেশবাসীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। আমি আজ নরঘাতী রাক্ষস! আমি আজ নির্ম্মম নীচাশয় পাষাণ! আমি কি তোমাদের সংশ্রবে থাক্‌তে পারি! পাপ কি ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সইতে পারে?" ছেড়ে দাও লুসী, ছিঁড়ে ফেল লুসী; প্রেমের চুম্বন, স্নেহের বন্ধন ছিঁড়ে দাও লুসী, পাপী আমি, নরকের আঁধারে গিয়ে লুকিয়ে যাই।" লুসী অচৈতন্য,—ফ্রেডরিক মর্ম্মদাহে কাতর উন্মত্ত, তৎক্ষণাৎ উন্মাদের মত দৃষ্টিতে দ্বিতীয়জীবন ভালবাসার পুতুলি লুসীর দিকে চেয়ে গৃহত্যাগ কোল্লেন। লুসী অজ্ঞানে পতিত!

অষ্টত্রিংশ উচ্ছ্বাস।

এখনও পতন!

কাল যায়। দিনে দিনে সপ্তাহে সপ্তাহে বৎসর অতীত, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দও অতীত প্রায়। ফ্রেড দিন দিনই হৃদয়হীনতার পরিচয় দিচ্ছেন, এক দণ্ডও তিনি প্রকৃতিস্থ থাক্‌তে পারেন না, সর্ব্বদাই তাঁর উদাস ভাব, বাড়ী আসা একরকম বন্ধ হয়ে গেছে; যা কিছু আগমন, অর্থের জন্য। অশিক্ষায় পুত্রের ভবিষ্যৎ পথ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আস্‌ছে, তাঁর মদের পয়সা যোগাতে লুসী রাতদিন সমান কোরে তুলেছে, অনাহারে লুসীর আয়ুর প্রবাহ ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌ছে! লুসীর চক্ষে দৃষ্টি নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, তথাপি তাঁরই জন্য লুসী আত্মজীবন উৎসর্গ কোরেছে; ফ্রেডের সে দিকে ত দৃষ্টি নাই! কাজকর্ম্ম কম হয়ে এসেছে, মজুরীর পরিমাণ কম হয়ে এসেছে, দারিদ্র-রাক্ষসী ক্রমে ক্রমে লুসীর দরিদ্র কুটির আচ্ছন্ন কোরে ফেলেছে, ফ্রেড তথাপি অচৈতন্য, তথাপি দৃষ্টি হীন! আয় ক্রমেই কম হয়ে গেছে, স্বামীর জোর জুলুমে লুসীর অলঙ্কার যা ছিল সবই বাঁধা পোড়ে গেছে; মূল্যবান তৈজসপত্র—শেষে পরিধেয়বস্ত্র পর্য্যন্ত লুসী বাঁধা দিতে বাধ্য হয়েছে; জলপাত্র

মাটির ভাঁড়, পরিধানে শত স্থানে গ্রন্থি দেওয়া মলিন পরিচ্ছদ, তথাপি লুসী স্বামীর সুরার পিপাসা নিবারণ কোত্তে পারে নাই! লুসী এখন এক বেলা এক খানা শুষ্ক রুটি মাত্র আহার করে, শুষ্ক রুটি নয়নজলে সিক্ত হয়ে যায়; অন্য কোনও দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না, একটু লবন মাত্রও না; কিন্তু এমন অনাহারে অভাগিনী আর কত দিন বাঁচ্‌বে? এমন অফুরাণ উপবাস, তার উপর দিবারাত্রি শিল্পকার্য্যের পরিশ্রম, লুসী কি আর বাঁচ্‌বে? অভাগা কুমার যেন লুসীর প্রাণ বেঁধে রেখেছে, তা না হলে এত দিন লুসীর জীবনখেলা হয় ত কোন্‌দিন শেষ হয়ে যেত।

এদানী ফ্রেডরিক স্ত্রীর প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করেন! যখন যখন তিনি দর্জ্জিবাড়ী যান, ফ্রেড তখন আড়ি পেতে থাকেন; লুসী যেমন কিছু আনে, অমনি সেই দণ্ডেই এসে দাঙ্গা হাঙ্গামা কোরে নানা প্রকার বিভীষিকা দেখিয়ে নিয়ে যান! লুসী কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে যায়। লুসীর একবেলা এক খানা রুটী, তাও ত চাই। ছেলেটির জন্যও ত কিছু খাবার চাই, ভবের ছেলে সে, তাকে কি অনাহারে রাখা যায়? কোন্‌দিন তাও হবে! লুসী দিন দিন আরও যে শুকিয়ে গেছে, ছেলে দেখে লুসীর শরীরে রক্ত নাই। খুব কান পেতে না শুন্‌লে লুসীর দীর্ঘনিশ্বাসও এখন আর শোনা যায় না, লুসী যে যায়!

একদিন তাই হলো। সমস্ত দিন লুসী অনাহারে ছিল, কোনও স্থানে কিছু পাবারও প্রত্যাশা ছিল না, যে স্ত্রীলোকটী ফ্রেডীকে ভালবাসিতো, সেও দরিদ্র, সেইই সকালে এক টুক্‌রা রুটী আর একটু চিনি দিয়েছিল, ফ্রেডী আজ তাই খেয়েই আছে! লুসীর উদরে আজ জলবিন্দুমাত্রও পড়ে নাই! সমস্ত দিন পরিশ্রম কোরে লুসী একটী পোষাক প্রস্তুত কোল্লে।—আশা, এই পোষাকের মজুরি এনে তবে লুসী রাত্রে যা পায়, তাই উপবাসের পারণা কোর্ব্বে! সাত বৎসরের ফ্রেডী মাতার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেছে। ক্ষুধা পেলেও সে আর বলে না।

লুসী সমস্ত দিনের উপবাসের পর পোষাকের মজুরী অতি সামান্য পেয়েছে। সন্ধ্যা হয় হয়, লুসী তাড়াতাড়ি পুত্রের জন্য এবং নিজের জন্য সেই সামান্য অর্থে যা হয়, তাই আন্‌তে বেরুচ্ছে, সম্মুখে ফ্রেডরিক। বোল্লেন "লুসী, আজ আমাকে কিছু না দিলেই নয়।" লুসীর আর ত কেহ নাই! এ জগতে একটি কপর্দ্দকের জন্য প্রার্থনা করে, এমন ত কেহ নাই! স্বামীই লুসীর অবলম্বন, স্বামীই লুসীর সুখদুঃখের আশ্রয়; স্বামীই তার সর্ব্বস্ব! লুসী সকাতরে সমস্ত কথা স্বামীকে জানালে, ফ্রেড সে সব কথা শুনে বড়ই বিরক্ত হলেন, তীব্রকণ্ঠে বোল্লেন "দেখ লুসি, বিন্দুমাত্র আমি সুখী হই, এ তোমার ইচ্ছা নয়!—তুমিই আমাকে পাগল কোত্তে বোসেছ। কেন, কিসের এত বড়াই! আমি তোমার ধানাই পানাই—এসব প্যান্ প্যানানী শুন্‌তে চাই না, দাও, যা আছে এখন তাই দাও।"

"তা হলে যে কুমারকে উপবাস থাক্‌তে হয়! তোমার সন্তান, তোমার স্নেহের কুমার, যে এক দিন তোমার সকল সুখের কেন্দ্র ছিল, চেয়ে দেখ প্রিয়তম! তার মুখে কত ক্ষুধার কালি! ভিক্ষা কোরেছি, তাতেও এক বেলা ঐ শিশুর উদর পূর্ণ হয় নাই! অভাগা ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমিয়ে গেছে। আর কতক্ষণ কি কোরে তাকে উপবাসে রাখি?"

"দেখ লুসি! তোমা চেয়ে আমি যে খুব কম বুঝি, তা তুমি ভেব না। তুমি যতই কেন কৌশল ফাঁদ পাতনা, আমি সব—বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট দিনের আলোর মত বুঝতে পারি। ছেলের নামে দোহাই দিয়ে আর তুমি এখন আমাকে ভুলাতে পার না। এক কথা কত দিন খাটে? এক ছেলের অনাহারের অছিলায় আর কত দিন কাটাবে? তত ছোট ছেলে, তার উদরে ক্ষুধাই বা কত? দাও কিছু, সন্তোষ হয়ে চলে যাই।"

"তোমার মুখে এই কথা! আমি তোমাকে বঞ্চনা কর্ব্বো? মিথ্যা কথায় আমি তোমাকে প্রতারণা কর্ব্বো? অর্থ রেখে তোমার প্রয়োজন অপূর্ণ রাখ্‌বো, হায় নাথ আমি অভাগিনী, আমি চিরদুঃখিনী, কিন্তু অনুরোধ করি নাথ, অবিশ্বাস করো না। আমি তোমাকে বঞ্চিত করি, তেমন কল্পনা ত এক দিনও আমার মনে উঠে নাই। মুখের দিকেও ত একবার চাইতে হয়। যারা যারা এ সংসারে তোমার মুখের দিকে চেয়েই জন্মগ্রহণ কোরেছে, যারা তোমার মুখেই জগতের যাবৎ সুখ জমা আছে বোলে বিশ্বাস করে, তাদের মুখের দিকেও একবার চাইতে হয়।"

"আঃ—বিরক্ত কোরে তুল্লে তুমি। তোমার ঘ্যান ঘ্যানানী শুনতে শুন্‌তে আমি বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লেম। স্পষ্ট বল আছে কিছু?—দিবে?

লুসী ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে বোল্লে "না।"

"তবে অধঃপাতে যাও।" এই বোলে নৃশংস ফ্রেডরিক লুসীকে এক ধাক্কা দিলেন। গণ্ডায় গণ্ডায় উপবাস, তার উপর অক্লান্ত পরিশ্রম, লুসী পোড়ে গেল! গুরুতর আঘাতে আহত হলো, লুসীর চক্ষে জল নাই! তখনও অভাগিনী স্বামীর দিকে চেয়ে—অর্দ্ধ অস্ফুট স্বরে বোল্লে "প্রাণেশ্বর! তুমি আজ আমাকে আঘাত কোল্লে!" দ্বিরুক্তি না কোরে ফ্রেডরিক প্রস্থান কোল্লেন! কতক্ষণ লুসী বোসে বোসে ভাবলে। একবার মনে হলো, এ যন্ত্রণার প্রাণ রেখে আর সুখ কি! ফ্রেডার দিকে দৃষ্টি-পাত হতেই, লুসী চক্ষের জল মুছে আবার উঠে বোস্‌লো।

বাড়ীর যিনি অধিকারিণী, তিনি লুসীকে জানালেন, "এখনি আমার বাড়ী তুমি ত্যাগ কর। এটা মাতলামীর স্থান নয়। রাত দিন একটা মাতাল এসে যে এমন দাঙ্গাহাঙ্গামা কোর্ব্বে, তা সহ্য হবে না।" স্বামীর প্রতি মাতাল বিশেষণ শুনেও লুসী যে দুঃখে মারা যায়!

পর দিন লুসী বাড়ী দেখ্‌তে যাত্রা কোল্লে। একটি মাত্র ঘর ভাড়া কোরে আছে সে,

সে ভাড়া দিতেও তার অবস্থায় কুলায় না। আরও এক দরিদ্রপল্লিতে খুব কম ভাড়ায় একখানি খোলার ঘর ভাড়া কোরে, লুসী সেই থানে বাসের বন্দোবস্ত কোল্লে।

লুসীর ত্রুটি নাই! স্বামীকে তার এই নূতন বাসার ঠিকানা পত্র দ্বারা জ্ঞাপন কোল্লে, পরদিন ফ্রেড এই নূতন খোলার বাড়ীতে পদার্পণ কোল্লেন। খোলার বাড়ীতে প্রবেশ কোত্তে এক মুহূর্ত্তের জন্য ফ্রেডরিকের হৃদয়ে আঘাত লেগেছিল, কিন্তু সে অতি সামান্য ক্ষণের জন্য। লুসী পুনরায় প্রীতিভরে স্বামী সম্ভাষণ কোল্লে, পুনরায় তাকে দুঃখ-কাহিনী জানালে, সেই মর্ম্মভেদী দুঃখকাহিনী শুনে ফ্রেডরিকের এখনও ভ্রূক্ষেপ নাই! লুসীর দুঃখে পথের লোক কাঁদে, কিন্তু তার হৃদয়ের হৃদয়—তার ইহজগতের সারধন স্বামীর চক্ষে বিন্দুমাত্র জল নাই, বক্ষে একটিও নিশ্বাস নাই!

আবার খ্রীষ্টের জন্মোৎসব এসেছে। লুসী একটি দুটি পয়সা জমিয়ে উৎসব ব্যাপারের আয়োজন কোরে রেখেছে, এখনও অভাগিনীর বাসনা, স্বামীপুত্র নিয়ে লুসী উৎসবে যোগ দিবে, এই আসেন, এই আসেন কোরে লুসী অপেক্ষায় বোসে আছে, স্বামী এলেই তাঁর সঙ্গে যুক্তি কোরে উৎসব ভোজনের দ্রব্যাদি আনা হবে। আজ দুদিন লুসীর উনানে আগুণ পড়ে নাই! সামান্য যা ছিল, তাতেই বালকের এ দুদিন আহার চোলেছে। এই দুদিন উপবাস কোরে লুসী কিছু বাঁচাতে পেরেছে, সেই অর্থে সে যে আজ স্বামী-পুত্রের সহিত একত্রে পানভোজন কোর্ব্বে, এই আনন্দেই লুসী অধীর; উপবাসের কথা লুসীর মনে নাই!

সন্ধ্যার সময় ফ্রেডরিক দর্শন দিলেন। ফ্রেডরিকের প্রথম প্রশ্ন, কিছু টাকা আছে কিনা। লুসী স্বামীর সম্মুখে কখনও মিথ্যা বলে না, লুসী তৎক্ষণাৎ বোল্লে, "হাঁ, পাঁচ শিলিং মাত্র মজুদ্ আছে। আজ একত্রে পানভোজন করাই নিয়ম। খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় কোত্তে আমি এতক্ষণ যেতেম, কেবল তোমার জন্য অপেক্ষা। আজ খ্রীষ্টের জন্মতিথি পূজা, বৎসরে একটা প্রধান দিন, এ দিনে স্বামীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, সকলের সঙ্গে উৎসব আনন্দে যোগদান করা উচিত। পাঁচ শিলিং মাত্র পুঁজি, এতে যা যা হয়, অল্পের মধ্যে যেমন ব্যবস্থা হয়, কালি কলমে লেখ। এই ত সন্ধ্যা, রাত ৮টার মধ্যে পানভোজন সব সমাধা হয়ে যাবে। তুমি বরং ছেলে নিয়ে বাড়িতে অপেক্ষা কর, এই ত দোকান, এখনি আমি সব কিনে কেটে আনছি।"

অর্দ্ধ নেশার ঘোরে ঘাড় নেড়ে ফ্রেড বোল্লেন "না না, তা তুমি করো না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন রাস্তাঘাট তেমন নিরাপদ নয়। সর্ব্বত্রই এখন চোর ডাকাতের উপদ্রব হয়েছে। তুমি থাক, কি কি আনতে হবে বোলে দাও, আমিই সে সব কিনে বেছে আনছি।" এমন কথাটি লুসী বহুদিন শুনে নাই। এই যেমন সম্পর্ক তেমনি কথায়

লুসীর আনন্দের সীমা নাই। তৎক্ষণাৎ দুজনে বোসে ফর্দ্দ লিখে ফ্রেড জিনিস পত্র কিন্‌তে গেলেন, লুসী রন্ধনশালায় গেল। রন্ধনশালা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কোরে, ভোজন পাত্র পানপাত্র সব ধুয়ে মুছে, উনুনে আগুণ দিয়ে লুসী এসে বোস্‌লো।

আগুণটা জ্বলে উঠ্‌তে না উঠ্‌তে তিনি এসে পোড়বেন। এই আসেন, এই আসেন; ক্রমে রাত ৯টা। হয় ত ভাল খাবার আনার অভিপ্রায়ে গোঁয়ারতমী কোরে সহরের বাজারে গেছেন, লুসীর মনের মধ্যে প্রেমের অনুযোগ আস্‌ছে। ক্রমে আরও—আরও দুঘণ্টা। রাত ১১টা। লুসীর মনে তখন হতাশা এসে দাঁড়ালো। ভাবনায় চিন্তায়—তার উপর প্রাণান্তক হতাশায় রাত ১টার সময় সেই দুদিনের অনাহারকে আলিঙ্গন কোরে লুসী নিদ্রায় অচেতন। সৌভাগ্য, অভাগা শিশুরও আজ এক বেলা উপবাস, তবুও শিশু কাঁদে নাই।

সকালে উঠেই বা আর উপায় কি! কপর্দ্দকও ত নাই! ছেলে উঠেছে, শয্যায় বোসেছে, তখনও যেন মগ্ন—তখনও যেন অচেতন। হতভাগার উদরে ক্ষুধা—উঠে বসার শক্তি নাই! লুসী পুত্রের সেই অবস্থা দেখ্‌লে। নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন কোত্তে কোত্তে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলো।

বালক রাগ কোরেছে। ফ্রেডী অভিমান কোরেছে। প্রভু যিশু খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পর্ব্ব কাল হয়ে গেছে, শিশু তা জানে। লুসী সমস্তদিন শিশুকে পোড়া রুটীর একটা ছোট টুক্‌রা মাত্র দিয়ে বুঝিয়ে রেখেছেন, রাত্রে প্রচুর আহারের আয়োজন হবে, শিশু তা বিশ্বাস কোরেছে। সন্ধ্যার সময় তার পিতা এসেছিলেন, মাতা পিতায় আহারের আয়োজন ব্যবস্থা কোরেছেন, পিতা খাদ্যদ্রব্য কিন্‌তে গেছেন, এ সকলই শিশু জানে; শিশু তখন ত সচেতন ছিল। লুসী যতক্ষণ পর্য্যন্ত রন্ধনশালা পরিষ্কার কোরেছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৈজস বাসন মেজেছিল ধোয়েছিল, উনানে অগ্নিসংযোগ পর্য্যন্ত কোরেছিল, শিশু ত তখনও জননীর সঙ্গে ছিল! শত প্রশ্নে রজনীর ব্যবস্থাটা সে ত এক রকম বুঝে নিয়েছিল। তাই তার এই অভিমান!

সকালে যখন লুসী শুষ্করুটীর টুক্‌রা খানি ফ্রেডীর হাতে দেয়, তখন শিশুকে লুসী বোলেছিল, "রাত্রে খুব ভাল রকম আহারের আয়োজন হবে। ভাল মাখন মাখান রুটী, কচি মাংস, ঘৃত চিনি মাখা খাবার, এ সকলই রাত্রে হবে।" শিশু এই বিশ্বাসে তখন ঐ পোড়া রুটীই আনন্দে খেয়েছিল। রাত্রে ত ঐ সকল খাবার প্রস্তুত হয়েছিল, তবে কেন তাকে ডাকা হয় নাই? সে ত তেমন ঘুমন্ত ছেলে নয়, ডাক্‌লেই ত সে নিদ্রা ত্যাগ কোরে উঠে থাকে, তবে কেন লুসী তাকে ফাঁকি দিলেন? এই সূত্রেই মাতার উপর ফ্রেডীর অভিমান।

খ্রীষ্টের জন্মোৎসব পর্ব্বে, প্রভু যিশুখ্রীষ্টের শুভ জন্মদিনে এই সকল বালকের উপবাস! একি বিধান! দয়াময়ের রাজ্যে এ কি ঘোর নিষ্ঠুরতা!

ফ্রেডী মা মা বোলে ডাকছে, পুত্রের আহ্বান শত শত ক্রোশ দূরেও মাতার হৃদয়ে আঘাত করে, পুত্রের আহ্বান জননীর কর্ণে প্রবেশ কোরেছে, কিন্তু পুত্রের সম্মুখে আস্‌তে লুসীর সাহস নাই; এখনি ফ্রেডী খাবার চাইবে, এখনি হয় ত একটা বায়না নিয়ে বোস্‌বে, তখন কি হবে? কি দিয়ে পুত্রের ক্ষুধানল নির্ব্বাণ কোর্ব্বে; লুসী যে আজ কপর্দ্দকের ভিকারিণী! লুসী যে আজ রিক্তহস্ত!

কতক্ষণ? লুসী থাকতে পাল্লে না। ক্ষুধায় রুগ্ন পুত্রকে ক্রোড়ে নিয়ে উপবাস রুগ্ন লুসী মুখচুম্বন কোল্লে। প্রশ্নের পূর্ব্বেই সজলনয়নে, মর্ম্মান্তিক হৃদয়ের ব্যথা অতি কষ্টে হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে, লুসী কল্যকার রজনীর বৃত্তান্ত পুত্রের নিকট বর্ণনা কোল্লে। সে কি তা বিশ্বাস করে? ফ্রেডী বোল্লে "না মা, তুমি আমাকে খাবার দাও। আমার অসুখ হবে না।"

খাবার নাই, একথা লুসী মুখে ফুটে পুত্রের নিকট বোল্‌তে পারে না; তাই পুত্র খাবার চাইলেই প্রবোধ দিয়ে বোল্‌তো, "না বাবা, বেশি খাবার খেওনা। অসুখ হবে।" এখন কার প্রসঙ্গ শ্রবণ কোরে শিশুর মনে ধারণা জন্মেছে, খাবার প্রস্তুত হয়েছিল, খাবার ঘরে আছেই আছে, কেবল অসুখ হবার ভয়ে জননী তাকে খাবার দিচ্ছেন না। এই ভেবেই ফ্রেডী বোল্লে "খাবার দাও মা, আমার অসুখ হবে না।"

আর কি অশ্রুজল থাকে? লুসী সজলনয়নে পুত্রকে বুঝিয়ে রেখে, ক্ষুণ্ণমনে শূন্যপ্রাণে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলো। যদি জীবন দিয়েও আজ পুত্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি কোত্তে হয়, তাও আজ লুসী কোর্ব্বে। হা ভগবান! হা দয়ার অবতার! একি তোমার চরিত্র, এ তোমার কোন্ বিধান? এ তোমার কোন্ লোকহিতকরী নীতির বিধান? এত কষ্ট এত মর্ম্মদাহ, লুসীর অপরাধ কি? কুমার ফ্রেডী এত কি পাপ কোরেছিল, যাতে তার এ শাস্তি? তোমার অস্তিত্বে যে অবিশ্বাস হয়।

আজ লুসীর ভীক্ষা যাত্রা! রুটীওয়ালা লুসীকে চিন্‌ত, তাদেরও দয়ার শরীর, লুসীকে তারা এক দিনের কড়ারে এক খানা রুটি ধার দিলে। সে বেলা রক্ষা! প্রভু যিশুখ্রীষ্টের জন্মতিথিদৃশ্য লুসীর গৃহে এইরূপে সমাধা হলো!

এক সপ্তাহ ফ্রেডরিকের আর দেখা নাই। লুসীর তখন ভাবনা, তিনি ত পীড়িত হন নাই! লুসীকে কিন্তু এ চিন্তায় অধিক দিন থাকতে হলো না; দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম দিনে সন্ধ্যার সময় ফ্রেড এসে দর্শন দিলেন। পথের মধ্যে তাঁকে ডাকাতে আটকে ছিল, যথাসর্ব্বস্ব তাঁর চোরে লুটপাট কোরেছিল, সুতরাং লজ্জায় তিনি এ কদিন

মুখ দেখাতে পারেন নাই, প্রথমেই এই সকল কথা ফ্রেড লুসীকে জানালেন। লুসী একথার কোনও উত্তর দিতে পাল্লে না, আপন মনে সূচীকার্য্য কোত্তে লাগলো। নেত্রজলে অভাগিনীর হস্তে সূচীবিদ্ধ হলো! দুর্ব্বলদেহের আয়ু স্বরূপ দুই এক বিন্দু শোণিত-স্রাবও হলো, ফ্রেডের সে দিকে দৃকপাত নাই। এখন তিনি যা নিতে এসেছেন, তাই পেলেই তিনি বিদায় হন। লুসীর ত আর কিছু নাই।—দিন আনে দিন খায়, আর ত তার কিছু নাই, কিন্তু একথা বিশ্বাস করে কে? ফ্রেড কি এমন আশ্চর্য্য কথা বিশ্বাস করেন? তিনি দারুণ বচসা আরম্ভ কোল্লেন, শেষে প্রহার—ছেলেটা কেঁদে উঠলো! লুসীর দুর্ব্বল শরীর, অচেতন!

যখন চেতনা হলো, লুসী তখন দেখে, ফ্রেডরিক প্রস্থান কোরেছেন। বুকের উপর মুখ দিয়ে বালক অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন দিচ্ছে, আর মা মা বোলে সম্বোধন কোচ্ছে; লুসী উঠে বোসলো। পুত্রের মুখচুম্বন কোরে কোলে নিলে। আদর পেয়ে—শিশু শোকদুঃখ ভুলে গেল। মাতাকে বোল্লে "বাবা সব নিয়ে গেছেন।"

"কি নিয়ে গেছেন তিনি?"

"তোমার সব পোষাক।" লুসী কপালে করাঘাত কোল্লে! সে যে পরের কাপড়! সে যে দর্জ্জির মূল্যবান কাপড়! লুসীকে যে তারা বিশ্বাস কোরে দিয়েছে! মজুরী ভিন্ন তার একগাছি রেশমেও যে লুসীর অধিকার নাই! এইবার অভাগিনী বিপদের সমুদ্রে ডুবে গেল। আভাগিনীর এখন উপায়! অভাগিনীর আজন্মদুঃখী পুত্রের উপায়! চারদিক হতে লুসীর কর্ণে যেন ধ্বনিত হলো,—উপবাস! উপবাস!

উনচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

চূড়ান্ত অধঃপতন।

পর সপ্তাহের প্রতি দিন লুসী প্রতি দর্জ্জির দ্বারে দ্বারে কর্ম্ম প্রার্থনা জানালে; কেবল মুখের প্রার্থনা নয়, পদতলে পোড়ে কার্য্যভিক্ষা কোল্লে, কেহই সম্মত হলো না। এতবড় খ্রীষ্টানরাজ্যে শিশুসন্তান নিয়ে একটি অনাথা না খেতে পেয়ে মারা যায়; নিঃস্বার্থ ভিক্ষা নয়, কেহ কার্য্যভিক্ষা—পরিশ্রমের বিনিময়ে অন্ততঃ অতি সামান্য একখানি দগ্ধরুটী ভিক্ষা, তাও দিতে কারও প্রাণ চাইলে না। লুসীকে বিশ্বাস কি? অসহায়া সে, অরক্ষিতা

সে, দরিদ্র ভিখারিণী সে, তাকে কে দয়া করে? ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে জগতের লোক আজও শিখে নাই। লুসীকে কে ভিক্ষা দিবে? যে দেশে রাজসিক ভিক্ষার এত প্রবাহ, সে দেশে কি সাত্বিকতা থাকে! লুসী হতাশায় অস্থির! তবু ত লুসীর কাট প্রাণ যেয়েও যায় না।

লুসীর জমার টাকা আর নাই। লুসীও তার পুত্রের জীবনসম্বল সেই যে সামান্য পাউণ্ডটি, যার বিশ্বাসে দর্জ্জি লুসীকে কাপড় ছেড়ে দিত, সেটিও ফ্রেডরিক ফেরত এনেছেন! দর্জ্জি লুসার রসীদ আন্‌তে বোলেছিল, ফ্রেড লুসীর জাল নাম সই দিয়ে গোপনে গোপনে সেই লুসীর জীবনসম্বল হরণ কোরেছেন। অপহৃত কাপড়ের মূল্যই বা সে পায় কোথা?

এক সপ্তাহের দিবারাত্রি ভ্রমণ, লুসীর ভাগ্য মন্দ, কিছুই হলোনা। দর্জ্জি তার পোষাক বা পোষাকের মূল্যের জন্য জোর জোর তাগাদা দিয়েছে, একটি মন্দকথাও বোলে গেছে। লুসীর চারধারে যে অভাবের জলন্ত নদী! এক সপ্তাহ পরে ফ্রেডরিক এলেন। প্রয়োজন হয়েছিল, নিয়েছেন। স্ত্রীর নাম সই কর্ব্বার অধিকার চিরদিনই স্বামীর আছে, সুতরাং লুসীর নাম সই করাও তাঁর পক্ষে কোনও অহিতকার্য্য হয় নাই। এই রকম কথায় ফ্রেড আপনার পাপের একটা কৈফিয়ৎ দিলেন।

নির্ভরতার দৃষ্টিতে লুসী স্বামীর মুখপানে চেয়ে বোল্লে "স্বামি! কি কোরে আমি নেত্রজল নিবারণ করি বল? নির্দ্দয় তুমি, পাষাণ তুমি, তুমি আমার নেত্রজল দেখবে কেন? যখন তুমি সেই বিশ্বাসের গচ্ছিত অর্থ নিয়েছিলে, তখন কি তোমার মনে হয় নাই, যে এই চিরভিক্ষুক চিরক্ষুধাতুর বালকের মুখের রুটি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে?"

"এ সব কি কথা। নাঃ—তুই আমাকে তাড়ালি। বোলতেই তুই দিলি না আমাকে।" ফ্রেডরিক গাত্রোত্থান কোল্লেন।—ব্যাকুল হয়ে লুসী বোল্লে "প্রাণাধিক! যেওনা—যেওনা, শোন। আমি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা কোল্লেম, ফিরে এস।"

বাঘের ন্যায় গর্জ্জন কোরে—একলাফে লুসীর উপর পতিত হয়ে একটা ঘুসী দিয়ে ফ্রেড বোল্লেন "এত বড় আস্পর্দ্ধা? স্বামীর প্রতি এই—উত্তর?" এই বোলে আবার হাত তুল্‌তেই ফ্রেডী গিয়ে পিতা মাতার মাঝখানে দাঁড়াল। পিতার কোট ধোরে আকর্ষণ কোত্তে কোত্তে বোল্লে "ও বাবা! পায় পড়ি বাবা! মাকে তুমি মেরো না।"

এই ঘটনা ঘটে ২টার সময়। ফ্রেডরিক এই নৃশংস কার্য্য অকুতোভয়ে সম্পাদন কোরে সেনানিবাসের দিকে যাচ্ছেন, সম্মুখে সার্জ্জেন্টমেজর লাঙ্গুলী। লাঙ্গুলী—গর্জ্জন কোরে বোল্লেন "এই যে হতভাগা বদ্‌মায়েস! চোব উল্লু! কোথা গিয়েছিলি তুই?"

"তোর তাতে প্রয়োজন কি?" প্রতি গর্জ্জনে ফ্রেডের এই উত্তর।

"মাতাল হয়েছিস্ বুঝি? মাথার কঠি নাই বুঝি? সমস্ত সেনাদলের মধ্যে এখানী তুই একটা শির মাতাল্ হয়েছিস্ বটে?"

"তা তুমিই ভাল রকম জান। কেননা, তোমাকে একদিন মাতাল অবস্থায় নর্দ্দমায় পোড়ে থাক্‌তে দেখে আমি তুলে এনেছিলেম।"

"চুপ হারামজাদ! বেইমান!"

"তুই হারামজাদ্। তুই বেইমান।"

ছুটে রেডবর্ণ এসে উপস্থিত। রেডবর্ণ যথাসাধ্য আপনার বামাস্বর উন্নত কোরে বোল্লেন "লাঙ্গলী! তোমাকে বুঝি এই ভিক্ষুক অপমান কোরেছে?"

"ভিক্ষুক?" দ্রুতপদে ফ্রেড রেডবর্ণের মুখে এক ঘুঁসি মাল্লেন। ঘুসির আঘাতে পড় পড় হয়েও না পোড়ে, আঘাতটা একটু সাম্‌লে নিয়ে রেডবর্ণ ক্ষীণস্বরে বোল্লেন "হতভাগাটা আমাকে একেবারে মেরে ফেলেছে, বাঁধ ব্যাটাকে।"

"তোমাদের মত দ্বাদশ জনেও না।"

লাঙ্গুলী দ্রুতপদে প্রতিশোধ নিতে যাবেন, ফ্রেডের শঙিণ মেজরের হস্তে বিদ্ধ হলো। মেজরবাহাদুর কেঁদেই আকুল। চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি সৈন্যবিভাগে দক্ষতার সহিত কার্য্য কোচ্ছেন, এপর্য্যন্ত তাঁর পদে কুশাঙ্কুরও বিঁধে নাই। আজ একবারে শঙিণের আঘাত! বেচারা কেঁদেই সারা।

সন্ধ্যার সময় দর্জ্জিবাড়ী হতে লুসী ভগ্নহৃদয়ে ফিরে আস্‌ছে, সম্মুখে মরুতা। লুসীকে মরুতা বড় ভালবাস্‌তো। ফ্রেডরিক ও লুসীর প্রণয়, মরুতাই বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে-ছিল। মরুতার সাহায্যেই লুসী এক দিন পিতৃকারাগার হতে অবকাশ পেয়ে—সেই নির্ঝরিণী তীরে ফ্রেডকে দেখ্‌তে এসেছিল; মরুতা আগে দেবীশের দাসী ছিল। দুজনে সাক্ষাৎ হতেই দুর্জ্জনের অবস্থা পরিচয় হলো। মরুতার বিবাহ হয়েছে। শালবান নামক একজন পরিশ্রমী শিক্ষিত ভদ্রলোক মরুতাকে বিবাহ কোরেছেন। মরুতা সুখে আছে। দুটি সন্তান হয়েছে। এই সমস্ত সংবাদ পেয়ে লুসী সন্তুষ্ট হলো। নিজের কথা আর কি বোল্‌বে, মরুতা তার বেশভূষণ দেখেই চিনেছে। আপনার ঠিকানা বোলে—তাড়াতাড়ি লুসীর হাতের মধ্যে একটা কাগজ দিয়ে, মরুতা চোলে গেল। লুসী খুলে দেখে, একখানা নোট। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে লুসী একটি পয়সার কাঙালিনী ছিল, এখন তার হাতে কুড়ি টাকার এক খানা নোট। ভগবানের কৃপা। লুসী তখনি সেই দর্জ্জিকে হারান কাপড়ের দাম দিয়ে এলো।

বাড়ী ঢুকতেই লুসী দেখ্‌লে, তার ঘরে বোসে গৃহকর্ত্রী। মুখখানি বড় ম্লান। লুসী তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কোল্লে "আমার ফ্রেডী?—ফ্রেডী ত কুশলে আছে? হয়েছে কি?"

গম্ভীর বদনে গৃহস্বামিনী উত্তর দিলেন "না না, তেমন সঙ্কট সংবাদ নয়; ছেলে তোমার ভাল আছে, তবে তোমার স্বামী সম্বন্ধে অবশ্য—যেমন শোনা—তাতে—তা বিপদ বটে ত।"

"স্বামী সম্বন্ধে? স্বামী সম্বন্ধে কি সংবাদ শুনেছ তোমরা? প্রাণের আশা আছে ত! খুব কি আঘাতের সংবাদ?—"

"আঃ—তুমি যে ছেলেমানুষের মত কোল্লে! বোল্‌ছি সামান্য বিপদ, তাতে এত অধির হও কেন? ব্যাপারটা এই যে, তোমার স্বামী তাঁদের দলের কাপ্তেনকে একটা ঘুসী আর সার্জ্জেণ্টমেজরকে একটা শঙিণের খোঁচা দিয়েছেন।"

লুসী থপ্ কোরে সেই দরজার সাম্‌নেই বোসে পোড়লো। এ বিপদ যে কত সামান্য, কাপ্তেন ও মেজর, এ লোক দুটি যে কে কে, তাঁদের স্বভাব চরিত্র যে কেমন, লুসী ত তা বিলক্ষণই জানে।

চত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

জমিদারবাড়ীর দৃশ্য।

পূর্ব্বপরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনার দশ দিন পরে কাপ্তেন রেডবর্ণ পিতৃভবনে এসে উপস্থিত। মিডিল্‌টমে এসে পর্য্যন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে দারুপল্লিতে এসে থাকেন। আজও তেমনি প্রাতঃকালে এসেছেন। বাল্যভোজনের পর জমিদার, গৃহিণী আর পিসি জেন, তিন জনে বোসে আছেন; এমন সময় রেডবর্ণ এসে দর্শন দিলেন। শাসনকর্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মকর্দ্দমার খবর?"

"মকর্দ্দমায় আমাদেরই জয় লাভ হয়েছে। যদিও সেই বদমায়েস্ নানা কথা নানা উপায় নানা ফন্দি বার কোরেছিল, কিন্তু বিচারকালে সে সকল ভেসে গেছে। বেশ বিবেচনার সহিত, সে সব বাদ প্রতিবাদ হয়ে গেছে। কোনও কথাই তার পক্ষে গ্রাহ্য হয় নাই।"

"কিন্তু দেখ, তোমার এই সকল নির্ব্বুদ্ধিতায় আমি দিন দিন অবসন্ন হয়েছি!" গম্ভীরবদনে জমিদার এই কথা উচ্চারণ কোল্লেন। জননীর প্রাণে পুত্রের প্রতি স্বামীর এই অনুযোগ কাঁসার মত বেজে উঠ্‌লো। জননী বোল্লেন "তাতে তুমি কেন দুঃখিত হও!

পুত্রের মঙ্গলের জন্য যা তোমার কর্ত্তব্য, তাই তুমি কোর্ব্বে। থাকলেও যার, না থাকলেও তার, তার জন্য দুঃখ কি?"

"শাসনকর্ত্তার ইচ্ছা যে, আমি আজীবন তবে হাজত গারদেই বাস করি?"

পিসি বোল্লেন "যেমন চরিত্র তোমার, তাতে তাই সুব্যবস্থা বটে।"

"দেখ পিসি, আমি তোমাকে গ্রাহ্য করি না। তোমাকে পিসি বোলতেও আমার প্রাণে ঘৃণা আসে। তুমি সাবধান হয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলো।"

"তা না হলে কাপ্তেনীর পরিচয় দিবে না কি?"

"থাম থাম।" বিবাদ নিষ্পত্তির অভিপ্রায়ে জমিদার বোল্লেন "থাম থাম। সামান্য কথায় কেন উষ্ণ হও তোমরা? হাঁ, তার পর কি হলো রেক্তবর্ণ? বিচারের শেষ ফল হলো কি?"

"অভাগার জীবনদণ্ড হয়েছে।"

"জীবন দণ্ড হয়েছে! অভাগার প্রাণ দণ্ডের আদেশ হয়েছে!" পিসি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেখানে তখন এমন কেহ ছিল না যে, পিসিকে সুস্থ করে। ছিলেন, কেবল জমিদার স্বয়ং। তৎক্ষণাৎ পিসিকে তিনি এক খানা সোফার উপর তুল্লেন। তাড়াতাড়ি চাকরদের ঘণ্টা সঙ্কেতে আহ্বান কোল্লেন। একজন লোক ডাক্তার কলোসিঙ্গকে ডাকতে গেল। গৃহিণীর ইচ্ছা নয়, যে সেই পাড়াগেঁয়ে হাতুড়ে ডাক্তারকে ডাকা হয়। ডাক্তার যে জমিদারগৃহে কখন আসেন নাই, তা নয়। চাকরদের পীড়া হলে তিনি এসে থাকেন, কিন্তু জমিদার পরিবারের গায়ে হাত দেওয়া, তাঁর অদৃষ্টে এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই।

এই অবকাশে ধর্ম্মযাজক অৰ্দ্ধন এসে উপস্থিত হলেন। সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ কোরে যেন কেমন তর হয়ে গেলেন। তত বড় কইয়ে বলিয়ে পাদ্রি তিনি, মুখে এখন আর তাঁর কথা নাই!

দেবীশের সাধের শ্বশুর, ক্ষেতীর পিতা—ডাক্তার কলোসিঙ্গ আসতেন না। তাঁর কন্যা সংক্রান্ত ঘটনার সহিত জমিদারপুত্র অতি নিকৃষ্ট সম্বন্ধ যুক্ত, তিনি ঘৃণায় লজ্জায় আসতেন না; কিন্তু জমিদার এই জেলার মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, এখানকার তিনি ভূস্বামী, গ্রামের তিনি দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, একজন পাড়াগেঁয়ে চিকিৎসকের সাধ্য কি যে, তাঁর এ প্রসাদ আহ্বান ত্যাগ করে? ডাক্তার এলেন। রোগী দেখলেন, সমস্ত অবস্থা শুনলেন, কিন্তু নীরবে। ডাক্তার রোগী দেখবেন কি, ঘরের আসবাব, ঘরের সাজ সরঞ্জাম দেখে তাঁর চক্ষুর সাধ আর মিটে না। কেবল তাই দেখছেন। গৃহিণী বড়ই বিরক্ত হ'চ্ছেন। একটা আজন্মকুমারী—যার জীবনের মূল্য এ জীবনে আর হল না, তাকে দেখতে আবার ডাক্তার ডাকা কেন? ডাকা হলো যদি, তবে সে চিকিৎসা না কোরে—হা কোরে ঘরের দিকে চেয়ে থাকে কেন? লোকটা কি উন্মাদ?

ডাক্তার চেয়ে চেয়ে—শেষে বোল্লেন 'পীড়া তেমন সংঘাতিক নয়। আমার বাড়ীতে লোক পাঠালেই আমি এখনি ঔষধ দিব।" এই বোলেই ডাক্তার উঠলেন, যেন পাগলের মত উঠেই একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে চোল্লেন। যেতে যেতে সিঁড়ি গুণ্‌তে লাগলেন—"এক দুই, তিন।"

গৃহিণী চীৎকার কোরে বোল্লেন "ডাক্তার,—ডাক্তার, ওপথ নয় ওপথ নয়। ওটা চাকরদের ঘরে যাবার সিঁড়ি, এদিকে এস, ফিরে এস।"

ডাক্তার তখনও নেমে যাচ্ছেন, আর গণ্‌ছেন, "চার—পাঁচ—ছয়।" আরও বিরক্ত হয়ে—নানা কু বিশেষণে বিশেষিত কোরে গৃহিণী শেষে মীমংসা কোল্লেন, লোকটা নিতান্তই পাগল।

ডাক্তার ৬২টি সিঁড়ি গণনা কোরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। সম্মুখেই দেখেন, রেডবর্ণ। ডাক্তার বোল্লেন "কাপ্তেন রেডবর্ণ! আমার সঙ্গে এস, সভাগৃহে—যেখানে তোমার জনক জননী আছেন, সেইখানে একবার এস।"

"একি আদেশ? আমি দেখছি, ভদ্রলোকের সঙ্গে—সভ্যলোকের সঙ্গে তুমি কথা কইতে শিখ নাই। তোমার আদেশ কেন আমি পালন কর্ব্বো?"

"আদেশ নয়—সাদা কথায় আহ্বান। তোমার পরিবার সংক্রান্ত একটা বিশেষ গুপ্ত কথা জানি আমি; সে সব কথা এখনি তোমার পিতা মাতার সম্মুখে প্রকাশ হবে। সে সময় তোমার উপস্থিত থাকা আবশ্যক। ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে এস।"

কি এমন গুপ্ত কথা!—রেডবর্ণ দ্বিরুক্তি না কোরে ডাক্তারের অনুবর্ত্তি হলেন। ফ্রেডের পরিণাম যা দাঁড়িয়েছে, তা তিনি জানেন। তথাপি সেই সংক্রান্ত দু একটি প্রশ্ন কোত্তে কোত্তে ডাক্তার সভাগৃহে উপস্থিত হলেন।

একচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

রহস্য প্রকাশ—রহস্য স্বীকার।

এখনও জমিদার ও গৃহিণী ডাক্তার কলোসিঙ্গ সংক্রান্ত কথা নিয়ে আছেন। ধর্ম্মযাজক অর্দ্দনও কাঠের পুতুলের মত বোসে, তাঁদের মুখের দিকে হা কোরে চেয়ে আছেন, এমন সময় রেডবর্ণ ও ডাক্তার সভাগৃহে দর্শন দিলেন। ধর্ম্মযাজকের বিশুষ্কমুখ আরও শুকিয়ে গেল! বেচারা এমন হলো কেন, ব্যাপার?

কেদারা হতে উচু হয়ে উপবেশন কোরে জমিদার বোল্লেন "তবে ডাক্তার, আবার তুমি ফিরে এসেছ, কিন্তু তোমার অসভ্য ব্যবহারে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি।"

"দুঃখ টুঃখ কিছু নয় মহাশয়। বাজে কথার আমার সময় নাই। আমি একটি রহস্য-জনক ব্যাপার—উপন্যাস নয়, সত্যঘটনা শুনাতে এসেছি।"

খুব মৃদুস্বরে—উপস্থিত ব্যক্তিদের অজ্ঞাতসারে অর্দ্দন বোল্লেন "ডাক্তার! এবার ক্ষমা দাও।" ডাক্তার কিন্তু খুব বড় বড় কোরে বোল্লেন "না মহাশয়, ক্ষমা টমা কিছু নয়। আমি যা বোল্‌তে এসেছি, তা আমি বোলেই যাব।" ধর্ম্মযাজক উঠ্‌লেন, টুপি নিয়ে বেরিয়ে যান, ডাক্তার দ্রুতপদে তাঁকে ফিরিয়ে আন্‌লেন। বোল্লেন "যাও কোথা? গল্পটা তোমার শুনে যাও উচিত।" অর্দ্দন আবার এসে বোস্‌লেন। তখন ডাক্তার বোল্লেন "শুনে যান্ মহাশয়েরা। আমি যে ইতিহাস বর্ণনা কর্ব্বো, সে অতি পুরাতন। একাদশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি সর্ব্বপ্রথম এই দারুপল্লিতে এসে ব্যবসা আরম্ভ করি, ঘটনাটা তত দিনের। তখন যদিও এখানে আমার কেহ প্রতিবাদী ছিল না, তথাপি আমি বড় বিপন্ন হয়েছিলেম। স্ত্রীর ভরণপোষণ পর্য্যন্ত আমার পক্ষে তখন যেন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। এমন অভাবে কিন্তু আমাকে বেশি দিন থাক্‌তে হয় নাই। একদিন রাত ১১টার সময় শয়ন কোত্তে যাব, এমন সময় ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো। অভাব তখন, তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুল্লেম। দেখ্‌লেম, একটি ভদ্রলোক, অবশ্য তিনি সর্ব্বজনপরিচিত লোক; তিনি অতি অশান্তভাবে আমাকে জানালেন যে,

কোনও ভদ্রপরিবারের এক কুমারী বিবাহ না হতেই পুত্রবতী হবার উপক্রম কোরেছে এ সময় ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক। ভদ্রলোকটি বোল্লেন, চিকিৎসা কোত্তে হবে অতি গোপনে। চোক বেঁধে তিনি নিয়ে যাবেন। সুচিকিৎসার পুরস্কার এক হাজার। তখন সাংঘাতিক অভাব আমার, স্বীকার কোল্লেম। প্রসবের যন্ত্রাদি নিয়ে তখনি ভদ্রলোকটির সঙ্গে যাত্রা কোল্লেম। পথিমধ্যে আমার চোক বাঁধা হলো। ভদ্রলোকটি নিজেই গাড়ী হাঁকিয়ে চোল্লেন। চোক বাঁধা তখন আমার তবুও অনুভবে বুঝ্‌লেম, আধ ক্রোশ আন্দাজ পথ এসে গাড়ী থাম্‌লো। কতকদূর আবার ভদ্রলোকটির হাত ধোরে অন্ধের মত কষ্টে স্রেষ্টে হেঁটে চোল্লেম। তার পর সিঁড়ি পেলেম। ঘরের মধ্যে গেলেম। সেখানে চোকের বাঁধন খুলে দিয়ে আমাকে আলোতে আন্‌লেন। দেখ্‌লেম, বেশ একটি সজ্জিতগৃহে আসন্নপ্রসবা কুমারী প্রসব বেদনায় ধড়্‌ফড় কোচ্ছেন। চিকিৎসা কোল্লেম, কুমারী প্রসব কোল্লেন, একটি নবকুমার। কোথায় এলেম, সেটা ত জানা চাই, তাই ফেরৎ আসার সময় সিঁড়ির ধাপ গণেছিলেম, ৬২টি। এখন তা মিলিয়ে পেলেম। একত্রিশ বৎসর পরে আজ আমি সর্ব্বসমক্ষে বোল্‌ছি, এই সেই বাড়ী। পিসি জেনই সেই প্রসূতি; ইনিই—এই ধর্ম্মযাজক অৰ্দ্ধনই সেই ভদ্রলোক।"

কতকক্ষণ সকলেই নীরব, কারও মুখে কথা নাই। অঙ্গ সকল যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত; চক্ষের পাতাটি পর্য্যন্ত যেন আর নড়ে না।

আর একবার মাথা নেড়ে ডাক্তার বোল্লেন "হাঁ, এই সেই বাড়ী; মাননীয় জমিদার বাহাদুর, তুমি আমার তেমন বিপদে সুবিচার কর নাই; তোমার পুত্র, যে আমার সুনামে কলঙ্ক দিয়েছে; যাকে আমি ভালবাস্‌তেম, যেমন ভালবাসা বড় লোকে বেসে থাকে; আমার স্নেহের কুমারী তোমার জন্য রেডবর্ণ, আজ কোথাও মাথা গুঁজে থাক্‌বার স্থান পায় না। তুমি অৰ্দ্ধন! তুমি কত অত্যাচার কোরেছ, কত মনোবেদনা দিয়েছ, কিন্তু একত্রিশ বৎসর কাল, আমি তোমাদের এই গুপ্তকথা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেম। জমিদার! তোমার ভগ্নীর পুত্র আর তোমার পুত্র, একই। আর অৰ্দ্ধন!, তোমার আত্মজ, যে অন্য ভিন্ন নয়, যে আজ মিডিল্টনের রাজবিচারে জীবনদণ্ডের আদেশ পেয়েছে, সেই ফ্রেডরিক।"

করতলে মুখ লুকিয়ে অৰ্দ্ধন বোল্লেন "হাঁ, সেই ফ্রেডরিকই অভাগার সন্তান।"

জমিদার গৃহমধ্যে পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেন। কর্ত্তব্য স্থির কোত্তে তাঁর একটু সময় লাগ্‌লো। শেষে বোল্লেন "অৰ্দ্ধন! যা হবার, তা হয়ে গেছে; এখন অতীতের সত্য ইতিহাস—যাতে আমি ব্যাপারটা বেশ বুঝ্‌তে পারি, সে সকল কথা বল।"

"অবশ্য জানাব। অভাগার সে পাপ ইতিহাস অবশ্যই আপনি জান্‌বেন। শুনুন—"

এই বোলে অর্দ্দন অতীতের ইতিহাস বর্ণনা কোল্লেন। অশ্রুজলে গদ্গদ বচনে—থেমে থেমে অদ্দন সেই সকল রহস্য বর্ণনা কোল্লেন। সে বর্ণনার ভিতর মূল কথা এই,—

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কুমারী জেন্ ছিলেন, ১৬ বৎসরের সুন্দরী বালিকা। জমিদার আর্চবল্ড তখন ২৪ বৎসরের অবিবাহিত যুবক। বাল্যকালেই ভ্রাতাভগ্নী পিতৃমাতৃহীন। এক দূরসম্পর্কিয়া পিসি এতদিন তাদের রক্ষণাবেক্ষণ কোত্তেন, জেনের যখন ১৫ বৎসর বয়স, তখন তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জেন্‌কে যিনি শিক্ষা দিতেন, শেষ পাঠ সমাপ্ত কোরে দিয়ে তিনিও জবাব নিয়েছিলেন। ষোল বৎসরের জেনই এখন গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য, তাঁর বিধিব্যবস্থা কোত্তে ভ্রাতা সর্ব্বদা গৃহে থাক্‌তে পেতেন না, সুতরাং জমিদারগৃহের যা কিছু কর্ত্তৃত্ব, তা জেনের প্রতিই ভার ছিল। জেনের বুদ্ধিটা ছিল কিছু মোটা, সে জগৎ সংসারটাকে ভালবাসার চক্ষে দেখ্‌ত। দাস দাসীরা তার অধীনে বড় সুখে ছিল।

অর্দ্দন যখন দারুপল্লির সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মযাজকের পদে নিযুক্ত হন, তখন তাঁর বয়স বত্রিশ বৎসর। তখন তাঁর স্ত্রীর কোলে দুই ছেলে। বাল্যকালে কালেজী-জীবনে অর্দ্দন কয়েকটি নামজাদা বদমায়েসী কাজ নির্ব্বাহ কোরে, কলেজ হতে তাড়িত, শেষে লাঞ্ছিত ও বিপদগ্রস্ত হন। আর্চ্চের সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব, তিনিই তাকে সুপারিস কোরে এই পদ দিয়েছিলেন। বোলেছি ত, জেন সংসারকে ভালবাসার চক্ষে দেখত, বিশেষ অর্দ্দন তার জ্যেষ্ঠের বন্ধু, সুতরাং জেন অর্দ্দনকে ভালবাস্‌তো। অর্দ্দনের কাছে জমিদারগৃহের দ্বার অবারিত। অর্দ্দনের ঘন ঘন যাতায়াত, রহস্যালাপ; জেন ভাব্‌তো, এ বুঝি বন্ধুত্বের চিহ্ন। আর্চ্চ সর্ব্বদা বাড়ী থাকেন না, চাকর লোকদের প্রতি আদেশ ছিল, তারা ১১টা হতে ৪টা পর্য্যন্ত উপরে উঠ্‌তে পাবে না। নির্জ্জন ঘরে বন্ধুর সমাগমে জেন পরম প্রীতি লাভ কোত্তে লাগ্‌লেন। শেষে যখন তাঁর সন্তানের সম্ভাবনা হলো, তখন চৈতন্য।—পুত্রকামনা ত জেন করে নাই, তবে এ আবার আসে কোথা হতে! বড় ত বিপদ। অর্দ্দনের সঙ্গে যুক্তি কোরে একজন বিধবাকে ভর্ত্তি কোরে নেওয়া হলো। সেই সর্ব্বদা গর্ভিণীর সুশ্রূষা কোর্ব্বে। এইরূপ ক্রমে ৭ মাস। সৌভাগ্যক্রমে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আর্চ্চবল্ড ৩ মাস লণ্ডনে থাক্‌বেন, এমন প্রয়োজন হলো। তিনি জেনকে নিয়ে যেতে প্রস্তাব কোল্লেন। এ সময় বাড়ী ছেড়ে গেলে বাড়ী ঘর সব বেবন্দোবস্ত হয়ে যাবে, এই আপত্তিতে লণ্ডন যাত্রার প্রস্তাবে জেন প্রতিবাদ [illegible]লেন। আর্চ্চ একাকীই প্রস্থান কোল্লেন।

এ অবকাশেই ফ্রেডরিকের জন্ম। জন্মের পর সেই বিধবা ফ্রেডকে আপনার বাড়ী নিয়ে যায়, সেই খানেই প্রতিপালন করে। ডাক্তার জানতেন এই যে বিধবা একটি শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছে, এই শিশুই অর্দ্দন ও জেনের সন্তান।

জেন সংসারের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে। যে সংসারে প্রীতির সীমা আছে, যে সংসারে না চাইতে লোক আসে, যে সংসারে বন্ধুর সম্ভাষণে গর্ব্ব হয়, যে সংসারে আপনার ছেলেকে কোলে নিতে সাহস হয় না, সে কিসের সংসার? জেন সেই হতে মৌনব্রতা, সেই হতে আত্মবিরাগী, সেই হতে জেনের হৃদয় পাষাণ; অৰ্দ্ধনকে যে সে চিনে, সেই হতে জেন সে কথা পর্য্যন্ত চির দিনেরমত ভুলে গেল। জেন ছিল, বড় একগুঁয়ে মেয়ে।

এখন কথা এই, অৰ্দ্ধন কি জেন, এ দুজনে ফ্রেডরিককে ভালবাসতেন কেমন? আমরা বলি না, ভালবাসা ছিলনা। এমন পাশব ব্যবহারে যে সব সন্তান উৎপন্ন হয়, তাদের প্রতি জনকজননীর মমতা থাকে না। ফ্রেডের প্রতিও ছিল না। ফ্রেড যখন ১৬ বৎসরের বালক, তখন গৃহদাহে ফ্রেডের সেই আজন্মপালয়িত্রী বিধবার মৃত্যু। ফ্রেড নিরাশ্রয় হলেন, কৈ? তখন ত জেন ছুটে গিয়ে প্রাণের কুমারকে আশ্রয় দান করেন নাই? ভ্রাতার ক্ষেত্রে সামান্য কৃষিকর্ম্মে জমিদার-ভগ্নীর দরিদ্র সন্তানের উদর পূর্ণ হতো, তাও যখন গেল; অভাগীর সন্তান যখন কপর্দ্দকের ভিকারী; কৈ, জেন ত তখন দরিদ্রকে সাহায্য—ভিক্ষুককে দান বোলেও কিছু দিলেন না? সৈন্যশ্রেণীতে নাম লিখিয়ে তাঁর গর্ভকুমার যখন জীবনের মত ভেসে যায়, কৈ, জেন ত তা শুনেও শুনলেন না? তারপর যারপরনাই পুত্রের জীবন দণ্ড শুনলেন, কৈ, পাষাণী জেনের মুখে ত আহা শব্দ শোনা যায় নাই! পাষাণী কি না!

এখন কর্ত্তব্য কি? অৰ্দ্ধন তাহা জানে না, গৃহিণী তা জানেন না, স্বয়ং জমিদারও তা জানেন না, বোকা রেডবর্ণ তবে এ সকলের কি বুঝবে? জমিদার অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "গৃহিণি! যাও, জেনের কাছে যাও তুমি; যত শীঘ্র তার চৈতন্য হয়, সেই চেষ্টা কর! তার পর সে স্বপ্রকৃতিতে ফিরে এলে বেশ কোরে বুঝিয়ে বলো, আমি ফ্রেডরিকের জীবনভিক্ষার জন্য এখনি লণ্ডনযাত্রা কোল্লেম। আরও বিশেষ কোরে বলো, এ সব গুপ্তকথা এখনও পূর্ব্ববৎ অপ্রকাশ থাকবে।"

গৃহিণী প্রস্থান কোল্লেন। ডাক্তারকে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে আর্চ্চবল্ড জিজ্ঞাসা কোল্লেন "ডাক্তার এ গুপ্তকথা আজীবন গোপন রাখায় বিনিময়ে তুমি কি চাও?"

"পাঁচ হাজার পাউণ্ড।"

কতক্ষণ চিন্তা কোরে—জমিদার বোল্লেন "তাই পাবে। এখনি আমি লণ্ডনে গিয়ে তোমার প্রার্থিত অর্থ পাঠাব। যাও, যাতে প্রতিকার হয়, এমন ঔষধ দাও।"

ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে জমিদার পুনরায় সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেন, গম্ভীর বদনে—বোল্লেন "অৰ্দ্ধন, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের এই যে শেষ, এ কথা বোলে জানাবার

অপেক্ষা নাই। তোমাকে পুনরায় বলি, এই বাড়ীর ত্রিসীমাতেও যেন এখন আর দৈব সাক্ষাতেও সাক্ষাৎ না ঘটে। তুমি আমি, যেন আজন্ম অপরিচিত।"

কথা কইবার শক্তি নাই, মাথা নাড়ায় সম্মতি জানিয়ে সেলাম দিতে দিতে অদ্ধন প্রস্থান কোল্লেন। পুত্রের দিকে চেয়ে জমিদার বোল্লেন "বিচার ত হয়ে গেছে, এখন শাস্তি হবে কবে?"

"প্রধান বিচারালয়ে কালই রায় চোলে গেছে। বোধ হয়, সে রায় মঞ্জুর হয়ে আস্‌বে শুক্রবারে, তাহা হলে শনিবারেই প্রাণদণ্ড হবে।"

"আজ বৃহস্পতি বার। দেখ রেডবর্ণ; আর সময় নাই, আমি এখনি লণ্ডন চোল্লেম। তুমি এখনি—এই দণ্ডে শিবিরে যাও! বিন্দুহামকে অনুরোধ কর। জানি আমি, সে তোমার কাছে ঋণদায়ে বাঁধা আছে, এখনও তার অর্থের অভাব আছে। এক-হাজার, দু হাজার, তিন হাজার, যাতে হয়, তাকে বশীভূত করার চেষ্টা করগে। তার কাছে একখানা অনুরোধ পত্র নিয়ে—আজই ঘোড়ার ডাকে পাঠাবে। দেখ, জীবন মরণের সম্পর্ক—তুমি এসকল সমস্ত নিজেই বন্দোবস্ত কোরে কালই বাড়ীতে আমার আগমন প্রতীক্ষা কোর্ব্বে, যদি পাই, যদি ভগবান কৃপা করেন, তা হলে তুমি স্বয়ং সেই মুক্তিপত্র নিয়ে বিন্দুহামকে হাতে হাতে দিবে, বুঝেছ? এখনি প্রস্থান কর। তৎক্ষণাৎ ঘোড় সওয়ারে রেডবর্ণ মিডলটনে, এবং ডাকগাড়ীতে জমিদার লণ্ডন যাত্রা কোল্লেন।

ত্রিচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

দণ্ডিত সৈনিক।

সেনা-নিবাসের এক অপ্রসস্ত অন্ধকার গৃহে ফ্রেডরিক উপবিষ্ট। ঘরটিতে আলো নাই! জানালায় জানলায় আলো নাই, কেবল দৃঢ় লোহার গরাদে আছে। দরজায় এক-জন শান্ত্রী অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে পায়চারী কোচ্ছে, তার পায়চারীর পদশব্দ দণ্ডিত ব্যক্তির হৃদয়ে বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাত কোচ্ছে।

উদ্ধারের কোনও আশাই নাই।··বেশজ্ঞানে এসেছে, উদ্ধারের আশা বিড়ম্বনা! নেশার

মন, নেশা না হলে কি সাহস আসে? ভগ্নমনে ফ্রেড বোসে আছেন, আজ এক পক্ষ কাল ফ্রেড বিন্দু মাত্র সুরা পান কোত্তে পান নাই, ফ্রেড অধীর হয়েছেন। তিনি এখন যে অনুতাপ ভোগ কোচ্ছেন, শতসহস্র বারের মৃত্যুযন্ত্রণাও তার কাছে নগণ্য।

হুড়ুং শব্দে দরজার লোহার অর্গল অপসারিত হলো! দরজার শব্দশীল লৌহশৃঙ্খল অদৃশ্য হলো. দরজা উন্মুক্ত, লুসী ফ্রেডীকে নিয়ে সেই দণ্ডিতের অন্ধকার কারাগৃহে প্রবেশ কোল্লেই দরজা পুনরায় রুদ্ধ হলো। কারাগৃহের মধ্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক হতভাগা, আর তার স্ত্রীপুত্র। এই তিন জন মাত্র লোক এসংসারের একটা শোকের নাটকের অভিনেতা! অভাগিনী ছুটে এসে স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে—রোদন কোত্তে লাগলো। পিতা কেন এখানে, বাড়ী যান নাই কেন তিনি. তিনি কি রাগ কোরেছেন, পিতার ক্রোড়ে উপবেশন কোরে ফ্রেডী এমন কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা কোল্লে, ফ্রেডরিক নিরুত্তর। কেমন কোরে তিনি কুমারকে বলেন "অভাগা! আর ত আমি ফিরে যাব না! কেমন কোরে বলেন "আজন্মভিকারি! দু দিন পরে তোর পিতৃনাম এ সংসারের জীবন্ত মানুষের তালিকা হতে যে মুছে যাবে!"

বিধাতার কৃপায়, শোকদুঃখ অধিকক্ষণ থাকে না! শোকের বেগ কথঞ্চিৎ প্রসমিত হলে ফ্রেড বোল্লেন "লুসি! প্রাণাধিকে! বড় দুখ দিয়েছি, পশুর ব্যবহারে তোমার প্রাণে আমি বড়ই কষ্ট দিয়েছি, ক্ষমা কর।"

ক্ষমা? লুসী ত রাগ করে নাই! লুসী যে কষ্ট পেয়েছে, তার শত গুণ—সহস্র গুণ কষ্টেও ত সে কাতর নয়! লুসী বোল্লে "প্রাণাধিক, একি কথা বল তুমি, তোমার জন্য কি কর্ব্বো? কিসে তুমি শান্তি পাও?"

"না লুসী, আমার আর আশা নাই। হায় লুসী. তোমার কি হবে! এই অভাগার সন্তান, যে এখনও সংসার চিনে নাই, তার কি হবে? তোমার, স্বামী আমি, অভাগার পিতা আমি, তোমাদের আমি দারুণ দুঃখসাগরে—অতি অনিচ্ছনীয় দুরবস্থায় রেখে চোল্লেম,এ অশান্তি আমার পক্ষে অসহ।" পুত্রকে বক্ষঃস্থলে নিয়ে—ফ্রেড পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেন। তাঁর চক্ষে অশ্রুপ্রবাহ নাই, কিন্তু অন্তরে রক্তের প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে! লুসীর মুখের দিকে চেয়ে, ফ্রেডের সেই বাল্য ইতিহাস মন পোড়ে গেছে। সেই বহুদিন পূর্ব্বে লুসীর সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ, সেই নির্ঝরিণী তীরে, সেই দারুতলে—সেই নিকুঞ্জমধ্যে, যেখানে যেখানে যখন যখন যে সকল প্রণয়কথা হয়েছে, আজ ফ্রেডের সে সকলই মনে পোড়ে গেছে! শূন্য প্রাণে আজ দারুণ তরঙ্গ! অভাগার প্রাণে এখন যে কেমন মর্ম্মদাহের প্রবল নদী প্রবাহিত হয়েছে, সে নদীতে এখন কেমন যে হতাশার ঝড় উঠেছে, তা ত বর্ণনার বিষয় নয়।

এক ঘণ্টা হতেই পুনরায় কারাদ্বার উন্মুক্ত হলো, শান্ত্রী জানালে, "সময় হয়েছে।" বিদায়ের সময় হয়েছে, এ বিদায় বড় কঠিন বিদায়! এমন বিদায় অনেকেই দিতে পারে না! এমন দুর্ভাগ্য প্রায় কোন লোকেরই হয় না। কুক্ষণে অভাগার জন্ম! ভূত ভবিষ্যৎ যার অন্ধকার, বর্ত্তমান যার এমন শোকদুঃখে আঁধার, তার প্রাণে এ বিদায়ে যে কি ভয়ানক আগুণ জ্বলেছে, তা স্বয়ং ফ্রেডও হয় ত জানেন না।

পর দিনও লুসী স্বামীকে শেষ দেখা দেখে এল। হতাশায় ফ্রেডের হৃদয় খাঁক্ হয়ে গেছে, ফ্রেডের চেহারা এখন ভয়ানক! তেমন চেহারা লুসী এজীবনে কখন দেখে নাই! ভগবান! তোমার প্রীতির রাজ্যে এমন নৃশংসতা!

রুদ্ধকণ্ঠে অশ্রুহীননয়নে ফ্রেড বোল্লেন "লুসি! কাল—কাল এজগতে তোমায় আমায় শেষদর্শন। এ সংসারে কালই তোমায় আমায় জন্মশোধ শেষ সন্দর্শন। কাল তুমিও একা, আমিও একা! আজ তোমার কাছে আমি চিরবিদায় গ্রহণ কর্ব্বো।" কণ্ঠরোধ হয়ে এল। আর ও কিছু বলার ছিল, বলা হলো না। লুসী স্বামীর কণ্ঠবেষ্টন কোরে মর্ম্মান্তিক মর্ম্মবেদনা উপসমের জন্য প্রিয়তমকে বুকে চেপেও শান্তি লাভ কোত্তে পাল্লে না! এ জগতে লুসীর জন্য বিন্দুমাত্র শান্তিও ত বিধাতা প্রেরণ করেন নাই।

শুক্রবার ১২ টার সময় ফ্রেডরিককে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, উচ্চ আদালত হতে সম্মতি এসেছে, সুতরাং কল্য প্রভাতেই তাকে দণ্ড ভোগ কোত্তে হবে। রেডবর্ণের প্রস্তাবে বিন্দুহাম সম্মতি দিয়েছেন। ফ্রেডরিকের প্রতি ক্ষমা কর্ব্বার জন্য তিনি অনুরোধ পত্র লিখেছেন, কিন্তু ঐ পত্র প্রধান সেনাপতি কমাণ্ডর ইন্ চিফের নিকট উপস্থিত হতে না হতে, তিনি মঞ্জুরী পত্র পাঠিয়েছেন। পরন্তু সহসা তাঁর প্রতি যে আর্চ্চবল্ডের দয়া এবং সেই দয়ায় বাধা পোড়ে তিনি যে তার প্রাণরক্ষার চেষ্টা কচ্ছেন, ফ্রেডরিক তার কিছুই জানেন না। তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত কোরেছেন, তাঁর পরমায়ু কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত।

এইবার শেষ সাক্ষাৎ! স্বামী স্ত্রীতে, পিতা পুত্রে এইবার শেষ সাক্ষাৎ। এসাক্ষাৎ বড়ই শোচনীয়—বড়ই সাংঘাতিক! তুমি পাঠক, তাকিয়ায় দেহভার রেখে উপন্যাস পাঠ কোচ্ছ, তুমি সে বিদায়ের কষ্ট কি অনুভব কর্ব্বে? আমি লেখক, গ্যাসের আলোতে কেদারায় বোসে লিখ্‌ছি, আমার কলমের তেমন কি শক্তি আছে, যাতে সে চিত্র তোমাদের হৃদয়ে আঁক্‌তে পারি? বৃথা চেষ্টা! তবে এ বিদায় বড় শোচনীয়। অপরাহ্ণ ৫টা, লুসী সেই কাল কারাগৃহে ধীরে ধীরে—যেন পবনের নিশ্বাসে চালিত একখানি ছিন্নমেঘের মত—ধীরে ধীরে প্রবেশ কোল্লে।

এবার আর ফ্রেডের চক্ষে জলধারা নাই, বুকে নিশ্বাস নাই, ফ্রেড যেন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন! লুসী এসেছে,—পাশেই বোসেছে, দুজনের মুখেই কথা নাই! অনেক্ষণ পরে

ফ্রেড বোল্লেন "লুসী, তবে চোল্লেম। কেঁদো না. অধীর হয়ো না ; আমার জন্য যেন তুমি কোনও পাপকার্য্য করো না। পুত্রসন্তান রেখে গেলেম, ধর্ম্মপথে নিজের পরিশ্রমের অর্থে তাকে প্রতিপালন করো, পরিণামে সুখী হবে। লুসী, আর তোমার কাছে আমার প্রার্থনা নাই! তুমি ছিলে প্রেমময়ী, তুমি ছিলে করুণাময়ী, আমি নরকের কীট, এজীবনে তোমার পবিত্রতা আমি কি বুঝ্‌বো? আমি অন্ধকারের পিশাচ, তোমার নির্ম্মলতা আমার সহ্য হবে কেন? কিন্তু কি পরিতাপ, আমি তোমাকে দুরবস্থায় রেখে চোল্লেম! হা ভগবান, অভাগার ভাগ্যে শেষে এই কোল্লে!"

স্বামীর পদতলে পোড়ে—লুসী অবিরল ধারে কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন কোত্তে লাগ্‌লো। তার আর ত কিছু বলার নাই! তার আর ত কিছু প্রার্থনার নাই! তার যে প্রার্থনা, তার যে কামনা, তা ত পূর্ণ হবার নয়, লুসী তবে আর চায় কি।

বিদায়ের সময় হলো, শেষ বিদায় কি আর হয়! সে মর্ম্মান্তিক ঘটনা কাগজে কলমে লেখা যায় না ; তবে বিদায় হলো। লুসী আজ উন্মাদিনী! বিদায় হয়ে গেছে, দারুণ অনিচ্ছায় লুসী সেনানিবাসের বাইরে এসেছে, তখনও তার উদাসদৃষ্টি, যেখানে তার হৃদয়-সর্ব্বস্ব এখনও জীবিত অবস্থায় বন্দী আছেন।

ত্রিচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

ক্লাইব হল।

দেড় বৎসরেরও অধিক কাল অতীত, অতুলা জননীর সঙ্গে বাড়ী এসেছেন। এই দেড় বৎসর কাল তিনি বাড়ীতেই আছেন। রেডবর্ণের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ ভঙ্গ হয়ে যাবার পর হতে, অতুলার জননী স্থির কোরেছেন, হার্ব্বার্টকেই কন্যাদান কোর্ব্বেন। অতুলা দিন দিনই যেন অবসন্ন হয়ে পোড়ছেন, এ জগতে তাঁকে আনন্দ দান কোত্তে পারে, এমন যেন কেহ নাই! জননী নিত্যনিত্যই কন্যাকে প্রবোধ দেন, আজ হার্ব্বার্ট আস্‌বেন ; কিন্তু তেমন আজ কতই অতিবাহিত হয়ে গেল, হার্ব্বার্ট এলেন না।—অতুলা কতবার আশায় বুক বেঁধেছে, কতবার হতাশ হয়েছে। অতুলার আশা ভরসা দিনদিনই ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছে।

"লুসি ! তবে চোল্লেম ! কেঁদ না, অধীর হয়ো না ; আমার

অতুলা বয়ঃ প্রাপ্ত হয়েছে, পঁচিশ হাজার পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি তার অধিকারে এসেছে, এখনও অতুলা অবিবাহিত। রাণীর ইচ্ছা আছে, কিন্তু এখন তিনি কি কোরে স্বয়ং বিবাহ প্রস্তাব করেন। ফার্দ্দিনান্দের সঙ্গে, হার্ব্বার্টের খুল্যাতাতপুত্রের সঙ্গে অতুলার বিবাহ প্রস্তাব হয়েছিল, দৈবগতিকে সে বিবাহ হয় নাই; এখন আবার কি কোরে সেই পরিবারকে বৈবাহিকবন্ধনে আবদ্ধ কোত্তে স্বয়ং প্রস্তাব কোরে পাঠান! রাণী পুত্রকে হার্ব্বর্টের অবস্থা জান্‌তে পত্র লিখেছিলেন, সেখান হতে সুসংবাদ এসেছে। ষ্টোনসফিল্ডের অতুল ধনে এখন হার্ব্বার্টই আইন সঙ্গত অধিকারী। তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এখন বিষয়কার্য্য দেখছেন, এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণের পর রাণীর আর কোনও আপত্তি নাই, এখন এ শুভসংযোগ করে কে?

এই বিস্তীর্ণ ক্লাইব প্রাসাদের মধ্যে অতুলার একমাত্র জুড়াবার স্থান—শ্রীমতী বরুণা। বরুণা এই প্রাসাদের গৃহকর্ত্রী। সেই জানে, অতুলার হৃদয়নিহিত ভালবাসা! সেই বুঝে, অতুলার মনঃপীড়া। অতুলা অবকাশ কালে বিবি বরুণার ঘরেই থাকেন। কথা বার্ত্তা হয়, সূচীকার্য্য হয়, সুখদুঃখের প্রসঙ্গ চলে। এক দিন অপরাহ্ণে অতুলা বরুণার গৃহে বোসে সূচীকার্য্য কোচ্ছেন, কতক্ষণ পরে বরুণা অন্য কোনও আবশ্যকের জন্য গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হলেন। অতুলা একাকিনী গৃহমধ্যে বোসে সূচীকার্য্যে নিযুক্ত রইলো। কতক্ষণ পরে গৃহদ্বার উন্মুক্ত হলো, অতুলা মনে কোল্লে, বরুণা; কিন্তু মুখ তুলে দেখে—যাঁকে এত দিন আশা কোরে কোরে অতুলা অবসন্ন হয়ে এসেছিল, তিনিই এসে উপস্থিত। হার্ব্বার্ট এসেছেন। সহাস্যবদনে উপবেশন কোরে—অতুলার করচুম্বন কোরে হার্ব্বার্ট বোল্লেন "এমন নির্জ্জন নিভৃত গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ কোরেছি বোলে, আমি অবশ্য দণ্ডনীয় হব না।"

অতুলা অবলা সরলা নয়, অতুলা এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিতে জানে; কিন্তু দিতে পাল্লে না। কণ্ঠরোধ হলো! কতক্ষণ নীরবে থেকে, শেষে বোল্লে "চল, আমরা সভাগৃহে যাই, মা অবশ্যই এখন সেখানে আছেন।"

"আমি তা জেনেছি। প্রথমে এসেই আমি তাঁকে সংবাদ দিয়েছি। ৪টার সময় তিনি সাক্ষাৎ কোর্ব্বেন বোলেছেন; এখনও তার বিলম্ব আছে। তিন বৎসরের অদর্শন, কিন্তু এ তিন বৎসরে আমি ভুলতে পারি নাই। দেখার একান্ত আগ্রহ, তাই জেনে শুনেই একাজ আমি করেছি। যদি অপরাধ কোরে থাকি, ক্ষমা চাই। বিশেষ আমিই একা দোষী নই, বরুণারও এতে অভিমত আছে।"

হৃদয়ে অতুলার অপার আনন্দ।—মুখে কি সে আনন্দ প্রকাশ করা যায়! অতুলা নীরবে অবিরাম সূচীকার্য্য চালাতে লাগ্‌লো। আরও একটু নিকটে এসে, হার্ব্বার্ট

বোল্লেন "অতুলা, তুমি হয় ত এ অপরাধ গ্রহণ কোর্‌বে না। আজ জানাতে এসেছি, এই দীর্ঘ তিন বৎসর আমি তোমাকে হৃদয়ের সিংহাসনে রেখেছিলেম। তুমি যখন রেডবণের কাছে বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে যাও, যখন শুন্‌লেম, তুমি অন্যের প্রতি আত্মসমর্পণ কোর্‌ত্তে গেছ, তখন ভেবেছিলেম, এজীবনে বিবাহের সুখ আমার এই পর্য্যন্ত। নিষ্ফল প্রণয়ে আত্মাহুতি দিবার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েছিলেম; তা না হলে, এত দিন হয় ত আমি অবিবাহিত থাক্‌তেম না।"

তখনও নিরুত্তর। সহাস্যবদনে হাতের উল দূর কোরে দিয়ে হার্ব্বার্ট বোল্লেন "আমার প্রতি তোমার এ অন্যায় অবিচার। কতদূর হতে অধীর হয়ে এসেছি, আমি কি একবার——"

বরুণী যথার্থই অতুলাকে ভালবাসে। সে এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে যুবক যুবতীর প্রীতিসম্ভাষণ দেখে পুলকিত হচ্ছিল, কিন্তু আর বিলম্ব সইল না। সংবাদ দিল, রাণী সভাগৃহে ডাক্‌ছেন। তখনি অতুলা ও হার্ব্বার্ট সভাগৃহে উপস্থিত হলেন। হার্ব্বার্টকে রাণী জামাতৃসম্ভাষণে গ্রহণ কোল্লেন, সে দিন অপেক্ষার জন্য অনুরোধ কোল্লেন, আহারাদির আয়োজন হলো।

প্রাতঃকালে বড়ই বরফ পড়েছে। পথ ঘাটে বেরুবার উপায় পর্য্যন্ত বন্ধ! কুয়াশায় চারধারে অন্ধকার। প্রাতঃকালেই সংবাদ পাওয়া গেল, একটা লোক আধমরা হয়ে রাস্তার ধারে পোড়ে আছে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিন জনের হৃদয়েই দয়ার নদী প্রবাহিত হলো, হার্ব্বার্ট স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপস্থিত হলেন। অতি ভয়ঙ্কর চেহারার একটা লোক বাস্তবিকই পোড়ে আছে। প্রাণ আছে কি নাই, তাও অতি কষ্টে বুঝা যায়! লোকটা খুব গুরুতর রূপে আহত হয়েছে। এখানে আসার সময় তিনি ঠিক এই লোকটাকেই পথের ধারে দেখেছিলেন! গরীব্ দেখে কিছু অর্থ সাহায্যও কোরেছিলেন, দেখেই চিন্‌লেন, সেই লোকটাই বটে। অভাগার মাথায় আর হাতে তলোয়ারের চোট্। তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ক্লাইব প্রাসাদে আনা হলো, গ্রাম্যচিকিৎসককে আহ্বান কোর্‌ত্তে তৎক্ষণাৎ চাকর গেল! বরফে লোকটার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে গেছে, হাত পা সব বরফের মত শীতল, চাকরেরা সেই সমস্ত শিক্ত বস্ত্র অপসারিত কোরে তাপ দিবার সময় দেখ্‌লে, একটি থলিতে কতকগুলি টাকা আর এক খানা খুব বড় রাজকীয় খাম। হার্ব্বার্ট দেখ্‌লেন, কাল তিনি তাকে যে অর্থ দিয়েছিলেন, এ সেই গুলি; তার পর খাম খানিতে রাজকীয় চিহ্ন দেখে যদি কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র হয়, এই ভেবে খাম খানি সযত্নে খুলে ভিতরের চিঠি পোড়্‌লেন। এ পত্র কমাণ্ডর-ইন—চিফ—সৈন্যবিভাগের বিচারপতি কর্ণেল বিন্দ্‌হামকে লিখ্‌ছেন; তাতে লেখা আছে,—

"মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত লন্সডেল ফ্রেডরিকের মুক্তি।"

মিডিল্টন হতে তিনি জেনে এসেছেন, আজ শনিবার, আজই অভাগা ফ্রেডের জীবন দণ্ড হবে, এখন বেলা ৯ টা; আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করা যায় না! তৎক্ষণাৎ সংক্ষেপে পত্রমর্ম্ম রাণী ও অতুলাকে জ্ঞাত কোরে, হার্ব্বার্ট ঘোড় সওয়ারে রওনা হলেন। চা পর্য্যন্ত পান করার অবসর হলো না। ঠিক যখন ১০ টা, তখন হার্ব্বার্ট মিডিল্টন সেনানিবাসের সম্মুখ কটকে গিয়ে ঘোড়া হতে লাফিয়ে পোড়লেন। ঠিক সময় মত আসতে পেরেছেন ত! অভাগা প্রাণদান পাবে ত!"

চতুশ্চত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

* * * * *

শনিবার, প্রাতঃকাল ৭ টা, কর্ণেল বিন্দহাম বেশভূষা কোচ্ছেন, গোলাপী আতরটা এই এক সপ্তাহ মাত্র আনা হয়েছে, এর মধ্যে সেটা নষ্ট দুর্গন্ধ হয়ে গেছে কিনা, পরীক্ষা কোচ্ছেন, এমন সময় স্কট এসে দর্শন দিলেন। সৈন্যবিভাগের যত শাস্তি, তা এই মহাপুরুষের মুখ হতেই প্রথম প্রকাশ হয়।

স্কট এসে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কেমন, আসামীর মুক্তির জন্য এ পর্য্যন্ত কোনও সংবাদ আসে নাই ত?"

পরিপাটী গোঁপে রঙ্গ দিতে দিতে বিন্দহাম বোল্লেন "না, এখনও আসে নাই। তবে এখনও সময় আছে। দশটার সময় শাস্তির বিধান আছে; এখন সাত টা। এখনও তিন ঘণ্টা, বিশেষ ডাকও এখন পর্য্যন্ত এসে পৌঁছে নাই।"

"কিন্তু আয়োজন সব ঠিক থাক্‌বে ত?"

"তাতে আর জিজ্ঞাসা আছে? দশটার সময়—না হয় আরও আধ ঘণ্টা। তার পর আইন অনুসারে কাজ কোত্তেই ত হবে।" স্কট প্রস্থান কোল্লেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ২ ঘণ্টা অতীত, একজন চাকর বিন্দহামের টেবিলে সকালের ডাকের সংবাদপত্র ও সরকারী চিঠি পত্র রেখে গেল, বিন্দহাম অনুসন্ধান কোরে দেখ্‌লেন, না, সরকারী চিহ্নযুক্ত কোন পত্রই আসে নাই। স্কট আবার এলেন। আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেন "সাড়ে ন টা ত বেজে গেছে, পত্র এসেছে কি?"

গম্ভীরবদনে বিন্দুহাম বোল্লেন "না, তবে এখনও সময় আছে। রেডবর্ণও পত্র নিয়ে আস্‌তে পারেন। তেমন প্রয়োজনীয় পত্র, মাননীয় আর্চ্চবল্ড কখনই ডাকে দিতে বিশ্বাস পাবেন না। যাই হোক,'সমস্ত ঠিক আছে ত?"

"সমস্ত। সৈন্যদের সজ্জিত হয়ে ঠিক দশটা বাজতেই সেনানিবাসের সম্মুখে সঙ্গিন ঘাড়ে কোরে দাঁড়াতে আদেশ করা হয়েছে, লাঙ্গুলী স্বয়ং সে কার্য্যভার আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করেছেন। যে সকল লোক এক কালে আসামীর প্রতি গুলি বর্ষণ কোর্ব্বে,তাদের প্রতিও আদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক দল হতেই সে সব দক্ষ লোক বাছাই কোরে নেওয়া হয়েছে। দামামা বাদকগণের প্রধানকেও বোলে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্কেত ধ্বনি অনুসারে ঘাতুক সৈন্যগণ বন্দুক ব্যবহার কোর্ব্বে। এখন কেবল আপনার গমনের অপেক্ষা। দশটা বেজে গেছে, আর আধ ঘণ্টা। তা আপনার উপস্থিত, জয়ধ্বনি, এবং আদেশ দিতেই কেটে যাবে; হতে কার্য্য সমাধা হবে, ঠিক পোণে এগারটার সময়।"

বিন্দুহাম প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন। তিনি আবির্ভূত হতেই দামামার জয়ধ্বনি বেজে উঠ্‌লো! এটা উপহাস! এক জন সামান্য অতি দরিদ্র অতি অক্ষম সেনানার হত্যায় ইংরেজ-দামামায় জয়ধ্বনি ঘোষণা হলো! এটা জগতের সম্মুখে একটা উপহাস!

ধীরে ধীরে—উদাস নয়নে চাইতে চাইতে ফ্রেড সেই সৈন্যব্যূহ মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। চোকের কোনে কালি পোড়ে গেছে, দেহ শীর্ণ, চেনা যায় না! ধীরনয়নে এক খানা মুখ দেখ্‌তে সেই আটশত সেনার প্রতি ফ্রেড একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কোল্লেন, হলো না। অভাগার অন্তিম বাসনাও পূর্ণ হলো না। ফ্রেড নতশিরে একবার কি চিন্তা কোল্লেন। উচ্চ কর্ম্মচারীর কাছে শেষ প্রার্থনা কোরে—অনুমতি নিয়ে, ফ্রেড অতি ধীরে ধীরে কয়েকটি কথা বোল্লেন। সে বাক্য বড় হৃদয়দ্রাবী, বড় শোকজনক। সে বক্তৃতা অস্পষ্ট, কিন্তু সে স্বর—সেই আটশত সেনার হৃদয়ভেদ কোরে প্রবিষ্ট হলো; ফ্রেড অতি ধীরে ধীরে বোল্লেন "বন্ধুগণ! তোমাদের সম্মুখে যে হতভাগা এখন দণ্ডায়মান, মুহূর্ত্ত পরে তার অক্ষিপল্লবে মৃত্যুর ছায়া প্রকাশ পাবে। মুহূর্ত্ত পরে তার বুকের এই জলন্ত নিশ্বাস রোধ হয়ে যাবে, ধাতুর যে অতি ক্ষীণ আঘাত, তাও তখন আর থাকবে না। এমন দুস্থ আমি, দয়া কোরে তোমরা কি আমার কথা শুনবে না?" টুঁ শব্দটি পর্যান্ত নাই! মৃত্যুকালে ফ্রেড কি বলেন, তাই জান্‌তে সকলেই সমুৎসুক; তত লোক, কিন্তু সূচীপতনের শব্দও যেন অনায়াসশ্রুত। ফ্রেড বোল্লেন "ভাই সকল! যদি হৃদয়ের কথা বোল্‌তে হয়, তবে বলি, আমি আজ যে অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তার চেয়ে শত সহস্র গুণে অপরাধী, যারা আমার বিচার কোরেছেন। ধর্ম্মের আসনে বোসে যারা অধর্ম্ম করে, ধনবান হয়ে যারা দরিদ্রের বুকে হিংসার ছুরি বসাতে চায়; তারা আমা হতে শত সহস্র গুণে পাপী।

যদি এমন কোনও শক্তিবলে আমি আজ ঐ রাজসিংহাসনে—যেখানে রাজার প্রতিনিধি ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতিসাজে উপবেশন করেন, সেখানে এক মুহূর্ত্তের জন্য যদি বোস্‌তে পাই, তা হলে তখন বোল্‌তে পারি, এই যে বিচারক, শাসক, ধর্ম্মযাজক; সকলেই শত সহস্র ধার্ম্মিকের ভেকে ন্যায়বানের পোষাকে ভূষিত থাকুন, তাঁরা আমা অপেক্ষা নিষ্ঠুর, আমা অপেক্ষা নির্দ্দয়, আমা অপেক্ষা পাপী; কিন্তু ভগবানের কৃপায় তাঁরা এ সংসারের যে সকল স্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, আমি যে তার বহুদূরে। তাঁরা যেমন পুত্রের পিতা, স্ত্রীর স্বামী; তাঁরা যেমন তাদের প্রতি স্নেহদয়াময়; আমিও তেমনি স্নেহের পুতলি পুত্রের পিতা; আমিও তেমনি প্রেমময়ী প্রণয়িনীর স্বামী; যতই কেন নিষ্ঠুর নির্দ্দয় পাপী হইনা, তবুও আমি তাদের প্রতি তেমনি স্নেহদয়াময়; কিন্তু কেন এত নিষ্ঠুরতা! এই কি তোমাদের খ্রীষ্টধর্ম্মের দয়া? এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার? একটি লোকের প্রাণের বিনিময়ে যেখানে আরও দুটি নিরীহ অনাথার প্রাণ যায়, সেখানে এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার? হা ভগবান! একটি প্রেমের চক্ষু, একটি ভক্তির দৃষ্টি, একটি স্নেহের আশীর্ব্বাদ, অভাগা এই মৃত্যুকালে কি তার একটি পাবারও উপযুক্ত নয়। আমি আমার মুক্তির জন্য এ বক্তৃতার প্রসঙ্গ তুলি নাই। পরম করুণাময়ী স্ত্রী আমার, অবোধ সরলপ্রাণ কুমার আমার, তাদের কাছে আমি শেষ অভিনন্দন পেয়েছি,জানি আমি, ভগবানের কাছে আমি তদ্রূপ ক্ষমা লাভে বঞ্চিত হব না; সুতরাং বন্ধুগণ! আমি আবার বলি, প্রাণ ভিক্ষার জন্য আমি আজ তোমাদের দ্বারস্থ নই। আমি তোমাদের সকলের সম্মুখে জগতের সম্মুখে জানাতে চাই, আমার যে এই শাস্তি, এ শাস্তি অতি অন্যায়,—অতি ধর্ম্মবিগর্হিত, অতি নিষ্ঠুরতার পরিচয়। মানুষের রাজ্যে এমন নিষ্ঠুরতার অভিনয় আর হয় নাই। জেনে রাখ ভাই সব, রেডবর্ণ যে সব কথায় আমাকে দোষী কোরেছে, তার একবর্ণও সত্য নয়। জেনে রাখ, অবিচারে—আজ আমি মুহূর্ত্ত পরে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে চোলেছি।" ফ্রেড নীরব হ'লেন। সৈন্যদল মধ্যে একটা যেন নীরব হাহাকার উঠ্‌লো। সৈনিকের লালকোট দূরে নিক্ষেপ কোরে ফ্রেড সেই মুক্ত প্রাঙ্গণে জানু পেতে উদ্ধবাহু হয়ে উপবেশন কোল্লেন। ধমাধম দামামা ধ্বনি! একজন সৈনিকপুরুষ এসে ফ্রেডের চক্ষু বন্ধন কোল্লে।—উষ্ণ অশ্রু ফ্রেডের গাত্রে পতিত হলো। কাঁদতে কাঁদ্‌তে সৈনিকপুরুষ বোল্লে "ক্ষমা কর ভাই, আমি যে পরাধীন!" রুদ্ধকণ্ঠে ফ্রেডরিক বোল্লেন "ভাই! তোমার অপরাধ কি? পরাধীন বোলে আমি জীবন দিতে বোসেছি। আমি ত পরাধীনতার দংশন ভাল রকমই জানি। তোমার কি অপরাধ? ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" সেনা আবার এসে আপন দলে দাঁড়ালো। আবার দ্বিতীয় ধ্বনি। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ১৪টি নরপশু ১৪টি গুলিভরা বন্দুক উত্তোলন কোল্লে। চারিদিক নিস্তব্ধ চারিদিকেই হাহাকার!

বিন্দুহাম একবার চারিদিকে চাইলেন।—চেয়ে চেয়ে হতাশ হয়ে শেষে শেষ ইঙ্গিত কোল্লেন। দামামায় তৃতীয় ধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে ১৪টি বন্দুকে গুড়্ গুড়্ গুড়ুম! হতভাগা ত এখনও মরে নাই! গলাকটা মুর্গীর মত হতভাগা এখনও যে ছট্ফট্ কোচ্ছে! সর্ব্বাঙ্গ গুলির আঘাতে ক্ষত বিক্ষত। মাথার অধিকাংশই অদৃশ্য হয়ে গেছে! দেহ ছিন্ন ভিন্ন, তবুও ও অভাগা মরে নাই! আবার—আবার সেই ১৪টি বন্দুক, আবার সেই পাষাণ-হৃদয় সয়তানের অবতার বিন্দুহামের আদেশ, আবার সেই ১৪টি বন্দুকে গুলি বোঝাই, আবার দামামার ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হলো—গুড়্ গুড় গুড়ুম! পাপ নাটকের যবণিকা এই খানেই শেষ। রণবাদ্য—জয়োল্লাসের রণবাদ্য বেজে উঠ্লো! একজন নিরীহ খ্রীষ্টানের প্রাণ এইরূপ অকথ্য নিষ্ঠুরতার চরণে উৎসর্গ কোরে ইংরাজসেনা আনন্দে পুলকিত, এমন সময় হার্ব্বার্ট গিয়ে উপস্থিত হলেন। অবস্থা দেখেই হতাশ হয়ে অশ্ব হতে অবতরণ কোরে বোল্লেন "হায় হায়! রক্ষা হলো না। অভাগা বেঁচে ত নাই!"

বিন্দুহাম দ্রুতপদে এলেন। হার্ব্বার্টের মুখে সমস্ত কথা শুনলেন। মনে মনে সামান্য একটু দুঃখিত হলেন। কথাবার্ত্তা হোচ্ছে, এমন সময় একটা কলরব! একখানা কাপড় মোড়া একটা শব নিয়ে সাত আট জন গ্রাম্যকৃষক সেনানিবাসের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো; বিন্দুহাম চঞ্চলহস্তে শবের আবরণ বস্ত্র অপসারিত কোরে দেখলেন, কাপ্তেন রেডবর্ণ!

কি কোরে এই মুক্তিলিপি হার্ব্বার্টের হাতে পোড়েছিল, বিন্দুহাম তা শুনেছেন। যে লোকটা আহত হয়ে রাত্রে পথের ধারে পোড়েছিল, যে লোকটার পকেট হতে এই আদেশ লিপি বেরিয়েছে, সেই ব্যক্তিই যে রেডবর্ণের হত্যাকারী, তাতে কারও সন্দেহ নাই। আহতব্যক্তি অন্যত্র কোথাও পলায়ন না করে, অথবা সত্য জবানবন্দী না দিয়ে যাতে ইহলোক পরিত্যাগ কোত্তে না পায়, সে বন্দোবস্ত হলো। তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রেরিত হলো। এই সব বন্দোবস্ত শেষ হয়েছে, এমন সময় ঘোড়া ছুটিয়ে মাননীয় আর্চ্চবল্ড এসে উপস্থিত হলেন। অশ্ব হতে অবতরণ কোরে—মৃতপুত্রের উপর পতিত হয়ে মর্ম্মাহত জমিদার বোল্লেন "হায়! হায়! অভাগা আজ পুত্রহীন! এ যে দেখি যথার্থ প্রতিশোধ।"

"হায় হায়! রক্ষা হলো না! ভাগ্য হবে ত নাই।" ১৮৪ পৃঃ

পঞ্চচত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

—

অনাথা বিধবা ও পিতৃহীন বালক!

দরিদ্র-কুটীরের দরিদ্র-শয্যায় জানুপেতে উদ্ধবাহু হয়ে অভাগিনী লুসী, আর শিশু ফ্রেডী। লুসী পুত্রকে জানুপেতে উপাসনার প্রথা সযত্নে শিক্ষা দিয়েছিল। শিশু জানতো, অবোধ শিশুর ধারণা, জানুপেতে উদ্ধবাহু হয়ে উপাসনা কোল্লে, ভগবান প্রসন্ন হন। শিশু মাতার মুখে শুনেছে, পিতা আর তার ফিরে আসবেন না, পিতা তার এমন দেশে যাবেন, যে দেশের লোক আর ফিরে আসে না: তাই পিতাকে ফিরিয়ে আনার আশায় শিশু আজ মাতার পার্শ্বে হাটু পেতে উদ্ধ বাহু হয়ে বোসেছে। শিশু কি বোলে ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন জানাচ্ছে, তা শিশুই জানে, কিন্তু ভগবান! শিশুর সরল প্রাণের ধারণা নষ্ট কোরে, তুমি আজ তোমার যে দয়াময় নামে কলঙ্ক দিয়েছ।

কতক্ষণ প্রাণের ব্যথা জানিয়ে লুসী ফ্রেডীকে বুকে টেনে নিলে। কখন সেই নিষ্ঠুর অভিনয় সমাধা হবে, লুসী তা জানে না; জিজ্ঞাসা কোত্তে লুসীর সাহস হয় নাই। তবে সে জানে, ১১টার মধ্যেই তার সর্ব্বনাশের শেষ যবনিকা পতিত হবে। যত সময় নিকট হচ্ছে, অভাগিনীর হৃদয় ততই—ততই শূন্য হয়ে আসছে। তাই সেই শূন্য অংশ পূর্ণ করার জন্য ফ্রেডীকে বুকে চেপে—কতক্ষণ তাকে বুকের মধ্যে রেখে, লুসী বোল্লে "ভগবান! অভাগা কুমারকে আজ পিতৃহীন কোল্লে।"

লুসীর চক্ষে জল নাই! তার যে দুঃখ, তা কি রোদনে নিবারণ হয়। রোদন, শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তিদের বিলাস সঙ্কেত। অসম্পূর্ণ, হৃদয় রোদনে পূর্ণ হয়, পরিমিত শোক রোদনে নিবারণ হয়; কিন্তু হৃদয় যার পূর্ণ, শোক যার অপরিমিত, তার কাছে রোদন আসে না। তাই বলি রোদন, অশ্রুজল, এসকল বিলাসিতা অপূর্ণহৃদয়ের নিদর্শন; এখনে যে ফ্রেডরিক অভাগিনীর হৃদয় পূর্ণ কোরে আছেন, তাই লুসীর চক্ষে জল ধারা নাই! পাছে, বুক খালি হয়, লুসীর বুকে দীর্ঘ নিশ্বাস নাই; কি তার প্রার্থনা, কি তার শোক, লুসী তা জানেনা।—লুসী তা মুখে বোলতে পারে না, লুসী যেন পাষাণ প্রতিমা।

কতক্ষণ পরে লুসী উঠে দাঁড়াল। একটি বাক্স খুলে দুটি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের পোষাক বার কোরে, একটি পুত্রকে পরিয়ে দিলে, একটি নিজে পরিধান কোল্লে। সহসা নূতন বসন পেয়ে বালক আনন্দিত হচ্ছিল, এমন সময় মাতার মুখের দিকে চেয়ে বালক অবাক্ হয়ে গেল! যেন কেমন একটা বুক কাটা দৃষ্টিতে পুত্রের শোকপরিচ্ছদের প্রতি লুসী চেয়ে আছে। শত চক্ষু বিস্তারিত কোরে, লুসী যেন পুত্রের এই শোকবেশ—পিতৃহীনতার পরিচায়ক কৃষ্ণবেশ দর্শন কোচ্ছে! শিশুর মুখে কথা নাই।

সহসা আর্চ্চবল্ড ও একটি ভদ্রলোক লুসীর সেই জীর্ণ কুটীরে প্রবেশ কোল্লেন। লুসী চিন্‌তে পাল্লে না। রেডবর্ণের পিতা ইনি; ইনিই ফ্রেডের দুর্দ্দশার আদি কারণ, তার সতীত্ব নষ্টের ষড়যন্ত্রকারী রেডবর্ণ এই নরপিশাচের পুত্র, লুসী পুত্রকে বুকের মধ্যে নিয়ে, যেন আর্চ্চবল্ড ফ্রেডীকেও নিতে এসেছেন, এই ভাবে অভাগিনী পুত্রকে আবৃত কোরে, অতি ঘৃণার দৃষ্টিতে আর্চ্চবল্ডের প্রতি চেয়ে রইল।

আর্চ্চবল্ড অতি ব্যথিত স্বরে সজলনয়নে বোল্লেন "ফ্রেডরিকপত্নি! ভীত হয়ো না। ভয়েরই পাত্র আমরা বটে, কিন্তু হৃদয় আজ আমার ভগ্ন। আমি এই মূহূর্ত্তেই এই সংসার ত্যাগ কোত্তেম; সংসারের কোনও কার্য্য সম্পাদন করি, তেমন উৎসাহ সাহস আমার আর নাই; সংসার আমার সম্মুখে আজ মরুভূমি। যেতেম, কিন্তু এখনও আমার এক কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে। সেই কর্ত্তব্যই আজ আমাকে তোমার সম্মুখে এনে উপস্থিত কোরেছে। লুসি, তুমি এই যে এক অভাগা পিতাকে তোমার সম্মুখে দেখ্‌ছ, এ এখনি স্বচক্ষে তার প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুশব—অপঘাতের মৃত্যু শব দেখে এসেছে। বিশ্বাস হয়েছে, তার এই শোচনীয় মৃত্যু স্বর্গের প্রতিশোধ রূপে সাধিত হয়েছে। হাঁ, ঠিক তাই! রেডবর্ণ—আর নাই! আমি আজ ভগ্নহৃদয়—আমি আজ পুত্রহীন; কিন্তু সে সব কথায় আর কাজ কি? এখন আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে যাই। তোমার আশ্রয়—তোমার পুত্রের আশ্রয়—অন্ততঃ সে আশ্রয়ে দরিদ্রতার চিরশীতল হস্ত তোমার অঙ্গও স্পর্শ কোত্তে পার্ব্বে না! সে আশ্রয়ে তুমি যথাসম্ভব স্নেহদয়া পাবে। লুসি! অনুরোধ কোরে বলি, যাবে তুমি?" লুসী একথার একবর্ণও শুনে নাই। যদি শুনে থাকে, ত তার একবর্ণও মনে নাই।

"আর আমি শ্রীমতী ফ্রেড-পত্নি!" ব্যারণেট আর্চ্চবল্ডের সঙ্গী সেই ভদ্রলোকটি বোল্লেন "আর আমি শ্রীমতী ফ্রেড-পত্নি! আমিও তোমার আশ্রয় দিতে এসেছি। অপরিচিত আমি, কিন্তু পরিচয় হলে জানবে, তোমার এ আশ্রয় নিতান্ত অনুপযুক্ত হবেনা। যিনি অচীরেই আমার সহধর্ম্মিনী হবেন, দয়াময়ী তিনি, তুমি তাঁর সহবাসে শেষ জীবন—

সে আশ্রয়ও অধিক দূরে নয়। অদূরে ক্লাইব-প্রাসাদেরই আমি উল্লেখ কোচ্ছি। আমি হার্ব্বার্ট, ষ্টোনস্ ফিল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র আমি।"

লুসী এখন প্রকৃতিস্থ হয়েছে। আপনার অবস্থা, আশ্রয়ের ব্যবস্থা, সমস্ত বিষম চিন্তা কোরে মুক্তকণ্ঠে লুসী আর্চ্চবল্ডের প্রতি বোল্লে "মাননীয় ব্যারণেট বাহাদুর! বাস্তবিকই যদি তুমি পুত্রশোকে কাতর হয়ে থাক, আমি সে কাতরতা বৃদ্ধি কোত্তে চাই না। সংক্ষেপে এই মাত্র বলিয়ে, আমি কিম্বা আমার এই পিতৃহীন শিশুসন্তান অনাহারে যদি সমাধির শয্যায় শয়ন করে, আর তুমি যদি রাজভোগে আমাদের সেই উপবাস-মৃত্যু হতে রক্ষা কোত্তে চাও, আমরা তখনও তোমার সে স্নেহবরা অতি ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ কর্ব্বো। আমি এখন আর ত কিছু গ্রাহ্য করি না; আমি পুত্রের মৃত্যুকালিমারঞ্জিত মুখ আনন্দের সহিত দর্শন কর্ব্বো, তথাপি তোমার প্রদত্ত আহার্য্যে সে মুখ প্রফুল্ল হতে দিব না।" তার পর হার্ব্বার্টের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে লুসী বোল্লে "মহাশয়! আমি এবং আমার পুত্র আপনার দয়ায় চিরকৃতজ্ঞ হলেম। আমাদের আর ত কিছু নাই; অন্তরের ভক্তি—হৃদয়ের ঐকান্তিক আশীর্ব্বাদ আপনি গ্রহণ করুন। আপনার দয়ার আশ্রয় আমি গ্রহণ কর্ব্বো, কিন্তু আজ আর না,—কালও না।"

"বুঝেছি। সোমবার ১১টার সময় তোমাদের নিতে গাড়ী আসবে। অবশ্য অবশ্য তুমি যেও। আমার অতুলা তোমাকে ভগ্নীর ন্যায় সমাদরে গ্রহণ কোর্ব্বেন। তবে এখন বিদায়!" হার্ব্বার্ট ও আর্চ্চবল্ড প্রস্থান কোল্লেন।

২টার সময় আবার হার্ব্বার্ট অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কোল্লেন। ক্লাইব প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে, রাণী ও অতুলাকে এই দুঃখের কাহিনী জানিয়ে আশ্রয় দানের প্রস্তাব কোরে, হার্ব্বার্ট আহতের গৃহে উপস্থিত হ'লেন। শান্ত্রীর পাহারা বোসে গেছে। ভাষক চিকিৎসা কোচ্ছেন। রোগীর জ্ঞানলাভ হয়েছে। হার্ব্বার্ট জিজ্ঞাসা কোল্লেন "আহত ব্যক্তি কি দোষ স্বীকার কোরেছে?"

পুলিশের সুদক্ষ কর্ম্মচারি বোল্লেন "হাঁ মহাশয়! স্বীকার কোরেছে। আন্তরিক ধন্যবাদের কাজ কোরেছে। আত্মমুখে স্বীকার, এ একটা সম্মানের কথা। লোকটা আমার বহুদিনের পরিচিত। দুবৎসর পূর্ব্বে ইনি মিডিল্টন আদালতে আবক্ষ ন দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি লাভ কোরেছিলেন। সেখান হতে আত্মবুদ্ধির অসাধারণ কৌশলে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থাতেই মুক্তি লাভ করেন।"

"তবে লোকটা কে?"

"নাম এর অবোধ বেতস।"

—*—
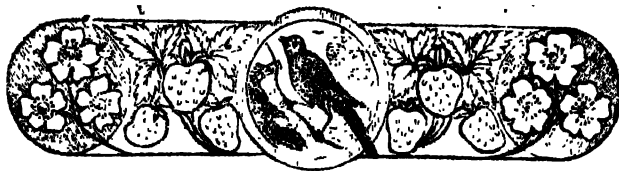
ষট্‌চত্বারিংশ উচ্ছ্বাস।

অবোধ বেতস।

হাঁ—এই রাক্ষসের চেহারা—রাক্ষসের ব্যবহার, আর কারো নয়; এ সেই দারুপল্লির বিখ্যাত বেতস। এই সেই পরের চিঠি খুলে পড়া—রেজেষ্টরী চিঠির নোট চুরী করা; এই সেই ফ্রেডরিকের সেনাদলে ভর্ত্তির প্রধান উদ্যোগী বেতস! এই সেই লুসীর অর্থ, যে টাকা চুরী না কোল্লে অভাগা ফ্রেড সৈন্যশ্রেণী হতে অব্যাহতি লাভ কোত্তে পাত্তেন, যার জন্য অভাগার এই অকালনিধন, এই সেই বেতস! এই সেই ফ্রেডের উৎকোচ গ্রহণ বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার অবতার বেতস! এই সেই দায়মালী মাম্‌লার পলাতক আসামী বেতস্! ·

বেতস এ কাজ কেন কোল্লে? রেডবর্ণের হত্যায় বেতসের এ প্রবৃত্তি কেন? তার কারণ আছে। দায়মালী আসামী বেতস, পুলিশের মস্তকে অকৃতকার্য্যতার গুরুভার কলঙ্ক-প্রস্তর চাপিয়ে পলাতক হয়। ধরা পড়ার ভয়ে, গায়ে সেই নানা প্রকার চিহ্ন ধারণ ক'রে, মোমের একটা কৃত্রিম নাসিকা ধারণ কোরে, চেহারাটা একদম্ বদলাই কোরে ফেলে। যে দিন রেডবর্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে গলিপথে লুসীর প্রতি ধাবিত হন, সেই দিন সেই অন্ধকারে বহুরূপী বেতসের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। লুসীকে রেডবর্ণের অঙ্কশায়িনী কোরে দিবে, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব জানিয়ে একটা মোটা টাকার বন্দোবস্ত করে। কার্য্যোদ্ধার কোরে, লুসীকে অন্ধকার গৃহে বন্দী কোরে রেখে, বেতস রেডবর্ণের কাছে অর্থ প্রার্থনা করে, রেডবর্ণ কার্য্যোদ্ধারবার্ত্তা পেয়েও অর্থ দিতে অমনোযোগী হন। তাতেই সে জীবনের মধ্যে সেই একবার ফ্রেডরিকের উপকার করে। বেতস যখন হাজতে, ফ্রেড তখন এক পত্র লেখেন; তারই উত্তরে বেতস লুসীকে জানায়, যে সে তার স্বামীর আজন্মশত্রু। পত্রের নীচে বেতস সই পর্য্যন্ত কোরেছিল, "তোমার স্বামীর চিরশত্রু।"

বেতস মাঞ্চেষ্টরেই ছিল, তার পর সংবাদ পত্র পাঠে ফ্রেডরিক সংক্রান্ত বিবরণ জানতে

পায়। চিরশত্রুর মৃত্যুদর্শনে জীবনের একমাত্র পরমানন্দ ভোগ কারার জন্য বেতস মিডিল্টনে আসে। সেখানে এসে অনুসন্ধানে জান্‌তে পায়, রেডবর্ণের পিতা ফ্রেডরিকের মুক্তির জন্য চেষ্টা কোচ্ছেন। রেডবর্ণ সেই মুক্তিলিপি আন্‌বার জন্য পিতার আগমন অপেক্ষায় দারুপল্লিতে অবস্থান কোচ্ছেন। যদি বাস্তবিক ক্ষমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়ে যায়, যদি ফ্রেডরিক এ যাত্রা রক্ষা পান, তা হলে ত এ আনন্দ নিরর্থক হয়; বেতস দেখলে, সম্মুখে তার অপূর্ব্ব সুযোগ, এক যাত্রায় দুই শত্রু নিপাত! এই সমস্ত স্থির কোরে বেতস দারুপল্লির পথে গিয়ে গোপন ভাবে অপেক্ষা করে।

আর্চ্চবল্ড ফ্রেডরিকের মুক্তির প্রার্থনা মঞ্জুর কোরে নিয়ে রাত ৯টার সময় দারু-পল্লিতে আসেন। তৎক্ষণাৎ ঐ রাজকীয় আদেশলিপি দিয়ে—সেই রাত্রেই ঐ পত্র বিন্দু-হামের হাতে হাতে দিতে পরামর্শ দিয়ে, পুত্রকে বিদায় দেন। রেডবর্ণ অশ্বারোহণে আস্‌ছেন, পথিমধ্যে অশ্বের পদে কি একটা আঘাত লেগে অশ্ব পোড়ে গেল, রেডবর্ণও পতিত হলেন; সামান্য মাত্র আঘাত, রেডবর্ণ উঠে দাঁড়ালেন। কর্ত্তব্য অবধারণ কোচ্ছেন, এমন সময় সম্মুখে বেতস। বেতস এসেই অপ্রকৃতিস্থ রেডবর্ণকে তরবারির আঘাত কোল্লে—প্রতি আঘাত পেলে।—রেডবর্ণ আঘাত কোল্লেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী—হলেন। প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ চিরদিনের মত শূন্য বাতাসে মিশে গেল। রেডবর্ণের পকেট অনুসন্ধানে আদেশলিপি নিয়ে—বেতস তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড কোত্তে মনস্থ কোরে, কিন্তু রেডবর্ণের দারুণ আঘাতে জ্ঞানহারা—বুদ্ধিহারা হয়ে—এক দিকে—মাঠে মাঠে দৌড়ে দৌড়ে চল্লো। ভয়ানক শোণিত পাতে বেতস ক্রমে অবসন্ন হয়ে গেল, এক বৃক্ষতলে শেষে উপবেশন কোত্তে বাধ্য হলো। যেমন উপবেশন, অমনি অজ্ঞান। ক্লাইব প্রাসাদের ভৃত্যেরা তাকে সেই অবস্থাতেই মাঠের মধ্যে দেখে, এবং সংবাদ দেয়।

সন্ধ্যার সময় বেতসের দারুণ জ্বর। আপনার পাপজীবনী বর্ণনা কোরে বেতস কাতর হয়ে গেছে, তার উপর জ্বর। শেষ রাত্রে ক্লাইব প্রাসাদে বেতসের সেই পাপ জীবনের শেষ।

উপসংহার।

আর লেখা যায় না! পাঠক মনে কোচ্ছেন, লেখক পাষণ, এখনও তিনি লিখ্‌ছেন! কথা সত্য, কিন্তু গুরুতর কর্ত্তব্যভার গ্রহণ কোত্তে হয়েছে বোলেই এত উপর্য্যুপরি শোক-চিত্র আজ আপনাদের সম্মুখে দেখাতে হলো। এখন উপসংহার!

দেবীশ, লুসীর পিতা। তার কথা সকলের পূর্ব্বেই বলা উচিত। স্ত্রীর কলঙ্ক কথা প্রকাশ্য আদালতে শত সহস্র লোকের সম্মুখে আত্মমুখে স্বীকার কোরে তিনি রেডবর্ণের নিকট প্রচুর অর্থই খেসারৎ স্বরূপ পেয়েছেন। সেই অর্থে তিনি একখানি বাড়ী কিনেছেন।—সুখে আছেন। এখন হতে তাঁর দৈনিক মদের বরাদ্দ হয়েছে, অর্দ্ধ ডজন বা ৬টি বড় বোতল।

দাসী সারা, যে একদিন তাঁর হুকুমের দাসী ছিল, হয়েছিল সে, দেবীশের শয্যাসঙ্গিনী। দেবীশের গৃহকর্ত্রী হয়ে সারা সুখে ছিল, হটাৎ একটা চুরামাদ্দায় হাতে নোতে ধরা পোড়ে সে এখন ৮ শ্রী ঘরের শোভা বৃদ্ধি কোচ্ছে!

কুলকলঙ্কিনী ক্ষেতী, এখন পিতার দারুণ বিরাগ সহ্য কোরেও পিতৃ-অন্নে প্রাণ ধারণ কোচ্ছে। দিবসে সে আর বাইরে আসে না। পাপিনীর এখন নিজ্জন-বাস।

ডাক্তার কলোসিন্থ, মিথ্যা অভিযোগের অপরাধ দিয়ে দেবীশের নামে একটা মকর্দ্দমা আনেন। দেবীশের অর্থ তখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে। অগত্যা দেবীশও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। মদের অভাবে বুড়ো মাতাল কয়েক দিনের মধ্যেই পেটফুলে মারা গেছে।

পিসি জেন বা ফ্রেডরিকের মাতা, বড়ই আঘাত পেয়েছেন। যত চুপ চুপ, ততই প্রকাশ! তিনি লোকের সম্মুখে এখন আর মুখ দেখাতে পারেন না। একে এই লোকলজ্জা, তার উপর পুত্রের নিধন; এই দারুণ মনঃপীড়া এক বৎসর মাত্র ভোগ কোরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। যে কদিন বেঁচে ছিলেন, সে কদিন আর তিনি বাইবেল হাতে নিয়ে দারুপল্লির ধর্ম্মমন্দিরে একটি বারও যান নাই।

ধর্ম্মযাজক অর্দ্ধন, সম্মানের পদ তাঁর, ভক্তির পাত্র তিনি, তাঁর এই চরিত্র! কিছু দিন তিনি তবুও বেহায়াগিরীর চূড়ান্ত দেখাবার জন্য দারুপল্লিতে ছিলেন; কিন্তু পল্লির প্রতিবেশী মণ্ডলীর দারুণ ঘৃণার দৃষ্টিতে দগ্ধ হয়ে—শেষে অগত্যা দারুপল্লি ত্যাগ কোল্লেন।

হার্ব্বার্ট ও অতুলা, এই ঘটনা সংঘটনের ৬ মাস পরে পরস্পর প্রকাশ্য ভাবে স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ হলেন। বিবাহের কয়েক বৎসর মাত্র পরে হার্ব্বার্টের পিতৃব্য টোনস্‌ফিল্ড ইহলোক ত্যাগ কোল্লেন। তখন পিতৃব্য-পরিত্যক্ত অতুলসম্পত্তি ও উপাধী হার্ব্বার্টই লাভ কোল্লেন।

ব্যারণেট আর্চ্চবল্ড, বড়ই সন্তপ্ত হয়েছেন। অভাগিনী ভগ্নির চরিত্র এখন গ্রাম্য-বচস্বিনীদের কণ্ঠগীতি হয়েছে। একমাত্র পুত্র—বৃদ্ধকালের ভরসা, সেটির এই 'আকস্মিক অপঘাত' মৃত্যু, ব্যারণেট পীড়িত হলেন। তেমন মনঃপীড়া নিবারণের ঔষধ কি চিকিৎসাশাস্ত্রে আছে? ব্যারণেট পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ কোল্লেন।

ব্যারণেট-পত্নি, অহঙ্কার গর্ব্ব চুর্ণ হতেই তিনি উন্মাদ হয়ে গেলেন। স্বামী পুত্রে বঞ্চিত হয়ে—শেষে উন্মাদ অবস্থায় কিছু দিন থেকে, তিনিও স্বামীপুত্রের সুখপথ অবলম্বন কোল্লেন। দ্বাদশবর্ষ কালের মধ্যে জমিদারগৃহ নির্জ্জন অরণ্যে পরিণত হলো। বিধির খেলা!

কর্ণেল বিন্দুহাম, এখন লর্ডস্ সভার সভ্য। জীবনে তিনি এ পর্য্যন্ত একটিও পুণ্যকার্য্য করেন নাই, একটিও সুদৃষ্টান্ত দেখান নাই, তবুও তিনি রাজকীয় রাজ-সভার একজন রাজা। ইংরাজরাজত্বের একজন গণনীয় হর্ত্তাকর্ত্তা।

সার্জ্জেণ্টমেজর লাঙ্গুলী, সেই নৃশংসপিশাচ, সেই নররূপে পশু, তার পরিণাম? লাঙ্গুলীর এক ভ্রাতা কিছু অর্থ রেখে কালগ্রাসে পতিত হন, লাঙ্গুলী সেই ভ্রাতৃপরিত্যক্ত ধন হস্তগত কোরে—সৈন্যবিভাগের চাকরী ইস্তফা দেন। নিজে লণ্ডনে কোনও এক অসম্মানিত স্থানে শেষে বাসা গ্রহণ করেন। সেই অকথাস্থানের উপদেবী এবং শুঁড়িখানার উপদেবতাগণ অচিরে লাঙ্গুলীর লাঙ্গুল রোমহীন কোরে দেয়। কাজেই শেষে হাজাত গারদ। লাঙ্গুলী কিছু দিন পরমানন্দে গবর্ণমেণ্টের অন্নে উদর পূর্ণ কোরে শেষে দয়ার সাগর মুক্তিমণ্ডপের কৃপায় মুক্তিলাভ করেন এবং শুঁড়িখানার "যোগাড়ে গোপাল" হন। মাতাল ধোরে আনেন, তাদের বিনা বেতনের গোলামী করেন; করুণাময় মাতালদের প্রসাদী এক আধ গ্লাস সুরা, কি এক আধ টুক্‌রা পোড়া রুটীর ছাল, সৌভাগ্য বশতঃ কোনও দিন বা অর্দ্ধভুক্ত—মাতালের বমনলিপ্ত দুই এক থানা রাঁধা মুর্গীর অর্দ্ধসিদ্ধ হাড়, অদৃষ্টে জুটে যায়। লাঙ্গুলী তাতেই এখন পরমানন্দ।

সকলের কথাই বোল্লেম, বাকী এখন চিরদুঃখিনী লুসী আর আজন্মভিকারী ফ্রেডী। তাদের কথা—দুঃখী দুঃখিনীর কথা আর কি পাঠকের ভাল লাগে! তথাপি, এখনও ত দুঃখের অবধি হয় নাই! এই নৃশংস সংসারে—এই পরের মনের কথা কেহ বুঝেনা—এমন নির্ব্বোধের দলের সংসারে, লোকে এ হতেও যে অধিক দুঃখকষ্ট ভোগ করে; আমরা কি সে সকল চিত্র অকুতোভয়ে তুল্‌তে পারি, না দেখাতে পারি?

লুসী ও ফ্রেডী পরমযত্নে এখন ক্লাইব প্রাসাদে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছে। কিছুরই আর তাদের অভাব নাই। অভাব নাই—সত্য, কিন্তু প্রাণের মধ্যে যে সকলেরই অভাব! লুসী দিনদিনই শীর্ণ—দিন দিনই রুগ্ন; তিন বৎসর পরে লুসী রোগশয্যায় শায়িত! শ্রেষ্ঠ চিকি-

ৎসায় করুণাময়ী অতুলা লুসীর চিকিৎসা করালেন ; কিন্তু তার পীড়ার যে চিকিৎসক, সে ত এ জগতে নাই ; তবে লুসীর জীবনের আর আশা কি ! অতুলা লুসীর মৃত্যুকালে, তার অভাগা সন্তান কখনই মাতৃ আদরে বঞ্চিত হবেনা, এ কথা স্বীকার কোল্লেন ; কিন্তু লুসীর তা বিশ্বাস হলো না ! কতদিনে অভাগা শিশু পিতামাতার নীরবসমাধীর পার্শ্বে বিশ্রাম লাভ কোর্কে, তাই ভেবেই লুসী আকুল হলো। স্বামীর সমাধী পার্শ্বে শবরক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে লুসী ইহজীবনের মত বিদায় গ্রহণ কোল্লে। অতুলা লুসীর শেষ প্রার্থনা পূর্ণ কোল্লেন।

অভাগা শিশু আজ পিতৃমাতৃহীন ! বালক যে দিকে চায়, সেই দিকেই তার গাঢ় অন্ধকার ! বালকের প্রাণ ভেবে ভেবে দিন দিনই শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো। অতুলা কত আদর করেন, কত পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে ভুলাতে চেষ্টা করেন, ফ্রেডার মুখে কথা নাই ! আহার নিদ্রা ত্যাগ কোরে বালক আপন মনে কত কি ভাবে !

আর একবার কালের শিঙা বেজে উঠলো ! সমাধী প্রস্তরে দুটি নাম ছিল ;—লুসীর প্রার্থনা মতে—ফ্রেডরিকের সমাধী প্রস্তরে লুসীর নাম অঙ্কিত করা হয়েছিল ;—তারই দুই বৎসর পরে আবার সেই সমাধী প্রস্তর অপসারিত হলো। আবার সেই নিস্ফল প্রণয়ের দুইটী অকাল কুসুম যে স্থানে সমাধী প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই সমাধী প্রস্তর পুনরায় অপসারিত হলো, পিতামাতার অস্থিময় ক্রোড়ে আজ চিরনিদ্রিত কুমার ফ্রেডা আশ্রয় প্রাপ্ত হলো ! সমাধী প্রস্তরে আজ তিনটি নাম অঙ্কিত ! পাঁচ বৎসরের মধ্যে ফ্রেডরিক লুসী ও ফ্রেডা, এই তিনটি নাম সংসারের জীবন্ত প্রাণীর তালিকা হতে চিরদিনের মত মুছে গেল ! ! !
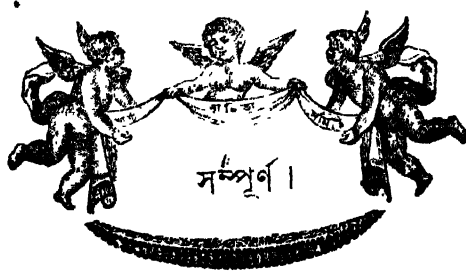
নিবেদন।

পাঠক! অভাগিনী লুসী সুদূরবাসিনী, সে তোমাদের কি সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হবে? আজন্মদুঃখী কুমার ফ্রেডী, সে কি তোমাদের স্নেহের দৃষ্টিতে পতিত হবে?—কিন্তু অনুরোধ করি, ভিক্ষা করি, অভাগা অভাগিনীর প্রেতাত্মার উদ্দেশে, এক বিন্দু অশ্রু জল নিক্ষেপ করিও।

রেণল্ডস্ যা লিখেছেন, তাতে আমরা অশ্রুজল সম্বরণ কোত্তে পারি নাই; অনুবাদ কালে অসম্বরণীয় নেত্রজল বারম্বার মুছেছি; তাই আশঙ্কা; হয় ত অনুবাদ কালে সে মাধূর্য্য আমি রক্ষা কোত্তে পারি নাই। রেণল্ডসের লেখায় আমি এতই ডুবে গিয়েছিলেম যে, হয় ত অনেক স্থানে যথাবর্ণনার অবসরই পাই নাই, সুতরাং রসভঙ্গ হয়ে গেছে। এ দোষ আমার, এ অপরাধ আমার অকৃতকার্য্যতার; তাই বলি, দুঃখিনী লুসীর উদ্দেশে একবিন্দু অশ্রুজল নিক্ষেপ কোরে আমাকে এই অকৃতকার্য্যতার আশঙ্কা হতে মুক্তি দানে যেন কাতর হয়ো না। এ পুস্তকের মূল্যই—একবিন্দু অশ্রুজল।

অনুবাদক।